মিলিন্দ-প্রশ্ন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির।

বৌদ্ধ-মিশন গ্রন্থমালা—৬

মিলিন্দ-প্রশ্ন

ধর্ম-সংহিতাদি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক
অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম রাউজান নিবাসী
শ্রীসর্ব্বানন্দ বড়ুয়া কর্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

রেঙ্গুন, বৌদ্ধ-মিশন প্রেমে মুদ্রিত।
বুদ্ধাব্দ—২৪৭৫
খৃষ্টাব্দ—১৯৩১

উৎসর্গ পত্র

এই ধর্মগ্রন্থ প্রকাশে

সঞ্চিত পুণ্যাংশ

আমার

পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়কে

অর্পণ করিলাম।

ইহাতে আমার

নির্বাণ

লাভ হউক।

আপনার প্রিয় পুত্র
"সর্ব্বানন্দ"

প্রথম প্রকাশকাল
১৯৩১ সালে

নিবেদন

যবনরাজ, মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্ন-মীমাংসার ভিতর দিয়া এই মিলিন্দ-প্রশ্ন রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোন্ পণ্ডিতের দ্বারা কখন রচিত হইয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে–বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) বৎসর পরে এই দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। মূল গ্রন্থেও উহা লিখিত আছে।

রাজা মিলিন্দ সাগল নগরের অধিপতি। তিনি অলসন্দ দ্বীপের কলসি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই কলসি গ্রাম সাগল নগর হইতে ২০০ (দুইশত) যোজন দূরে অবস্থিত। সাগল নগর ও কাশ্মীরের দূরত্ব বার যোজন। কাজেই সাগল নগর কাশ্মীরের সমীপবর্তী বলিয়া বুঝা যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মিলিন্দকে মিনাণ্ডার নাম দিয়া গ্রীসরাজ্যের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ভিক্ষু নাগসেন হিমালয়ের পাদদেশে কজঙ্গল নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সোনুত্তর। হিমালয়ের রক্ষিততলে বর্তনীয় আশ্রমাধিপতি রোহণ স্থবির কোটিশত অরহৎ সমক্ষে নাগসেনকে প্রবজ্যা প্রদান করেন। শ্রামণের নাগসেন অভিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব রোহণ স্থবিরের নিকট শিক্ষা করেন। এক উপাসিকাকে নাগসেন শ্রামণের ধর্মোপদেশ করিবার কালে তিনিও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হন। বর্তমান গ্রন্থের পূর্বযোগে তাঁহাদের পূর্বজন্মের সংক্ষিপ্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই মিলিন্দ-প্রশ্নখানি ষড় পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশতি বর্গে বিভক্ত। ইহাতে আগত প্রশ্ন ২৬২টি ও অনাগত প্রশ্ন ৪২টি। আগতানাগত সর্বশুদ্ধ ৩০৪টি প্রশ্ন-মীমাংসা। এই পুস্তকের কোন টীকা এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ইংরেজি, বার্মা, সিংহলী ও শ্যামী ভাষার অক্ষরে উহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী বাঙ্গালা অক্ষরে এই গ্রন্থখানির মূল ও অনুবাদ তৃতীয়াংশ পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষান্তরিত পুস্তকগুলিতে অনুবাদ বিপর্যয় যথেষ্ট হইয়াছে। অনুবাদকের অতি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য হেতু কোন কোন স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় কম হয় না। তাহা কেবল বুঝিবার দোষেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বুদ্ধের অনাত্মবাদ উপদেশকে আত্মাবাদে টানিয়া স্বীয় ধর্মের সমর্থন করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ না বুঝিয়া, ভুলে কিংবা ত্রুটিতে নহে। উহা "কোলের দিকে ঝোল টানার মত হইয়াছে।" বুদ্ধের দেশনায় শাশ্বত আত্মা নাই। তাই 'অনত্তা' শব্দের 'আত্মা' ব্যাখ্যা করা মনগড়া অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি অর্থাভাব প্রযুক্ত পুস্তকখানির মূল পালি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনুবাদ সরল ও সুবোধ্য করিবার মানসে যত দ্বিরুক্তি বচন, অতিরিক্ত বিশেষণ, এক পর্যায়ভূত শব্দ বাদ দিয়া জ্ঞানীজনের নিকট দোষী হইয়াছি। আমার একমাত্র লক্ষ্য–সরলভাবে প্রশ্ন-মীমাংসাগুলি লোক নয়নে প্রকাশিত করা। তাই প্রত্যেক শব্দের অর্থ এই পুস্তকে পাইবেন না। কেবল ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের সহজে বুঝিবার সুযোগ করিয়াছি মাত্র। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম, পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি, অধিগমন প্রভৃতি কতেক পরিভাষার শব্দ যথাযথ রাখিয়া দিয়াছি। পাদটীকায় ঐ শব্দগুলির শব্দার্থ দিলেও পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত আর কেহই উহা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। পাঠক-পাঠিকাগণের অনুগ্রহ লাভ করিলে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রত্যেক প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ভাবুকেরাই ধর্মরস আস্বাদন করিতে পারিবেন। নাটক, উপন্যাসের মত নায়ক-নায়িকার পঞ্চকামগুণ রহস্য ইহাতে পাইবেন না। অধুনা প্রকাশিত বহু গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকায় প্রায়ই যৌন সমস্যার সমাধান থাকে। তাই অধিকাংশ পাঠকের রুচি-বিকার তদ্রূপ বদলিয়া গিয়াছে। তাই ধর্মগ্রন্থের বাজার মন্দা। এই গ্রন্থও সাধারণের রুচিজনক হইবে না। কেবল ধর্মভীরুগণের সন্দেহ নিরাকরণ এই গ্রন্থ রচনার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

লঙ্কাদ্বীপস্থ পাণদূরের সদ্ধর্মোদয় কলেজের প্রধানাচার্য শ্রীমৎ উপসেন মহাস্থবির মিলিন্দ-প্রশ্নের কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ষট্ তীর্থঙ্করের কথা বুদ্ধ বর্ণিত বিনয় পিটকেও দেখা যায়, মিলিন্দ প্রশ্নেও দেখা যায়, কুমার কশ্যপের জন্মকথা বিনয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে–'এক গর্ভিণী স্ত্রী ভিক্ষুণী নিকায়ে প্রব্রজিত হইলেন, অথচ তিনি জানিতেন না যে, গৃহিণী

অবস্থায় তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। যখন গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখনই প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশাখা মহাউপাসিকা সেই গর্ভ পরীক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন—এই গর্ভ গৃহিণী কালের, ভিক্ষুণী সময়ের নহে। সেই নবীনা ভিক্ষুণী কিছুদিন পরে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র পালনের ভার লইলেন কোশলরাজ। ভগবান সেই ধন্যপুণ্য পুত্রের নাম রাখিলেন—কুমার কশ্যপ। মিলিন্দ-প্রশ্নে আছে—উদায়ি ভিক্ষু সশুক্র বস্ত্র তাঁহার ভার্যা ভিক্ষুণীকে ধৌত করিতে দিলেন, ভিক্ষুণী সেই শুক্রের একাংশ মুখে ও একাংশ যোনিদ্বারে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কুমার কশ্যপের জন্ম পরিগ্রহ হয়। এই প্রকার কতকগুলি প্রশ্ন ওতপ্রোত হইয়াছে।

এখন বিবেচনা করিতে হয় যে, যেমন ব্রহ্মদত্তের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, গোবিন্দের পুত্র মহাগোবিন্দ প্রভৃতির ন্যায় বংশ পরম্পরা ষট্ তীর্থঙ্করের নাম আসিয়াছে কি? ‘তিন নকলে আসল খাস্তের’ ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া শাস্ত্রের যে কদর্য করা হয় নাই, এমন বলা যায় না। তবে যাঁহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ, তাঁহারা প্রজ্ঞাবলে এই বিমতির উচ্ছেদ করিয়া সারাংশ চয়ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে—এই মিলিন্দ-প্রশ্নখানি বৌদ্ধ দর্শনের তর্কশাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক প্রশ্নগুলি মর্মার্থ উপমা যুক্তিদ্বারা এমন সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন যে—স্বল্প জ্ঞানেও ইহার বিচার করা যায়। যদি কেহ এই ৩০৪টি প্রশ্ন-মীমাংসা মুখস্থ করিয়া রাখেন, নিশ্চয় তিনি তর্ক-শাস্ত্রে পটু হইতে পারিবেন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও সন্দেহ শূন্য হইবেন। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রকাশকের পরিচয়।

এই পুস্তকখানি রাউজান নিবাসী চিরকুমার শ্রীযুত সর্বানন্দ বড়ুয়ার সৌজন্যে প্রকাশিত হইল। আমি যখন কার্য ব্যপদেশে দিল্লী গমন করি, তখন সর্বনন্দ বাবুর সঙ্গে ধর্মদানের আলোচনা করি। তিনি সেই ধর্মদানের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি একজন উদার হৃদয় ও ধর্মপ্রাণ লোক। মহাবোধি সোসাইটিতে তিনি প্রদিমাসে ৫ টাকা করিয়া দান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুতর সৎকার্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় ধর্মবুদ্ধি সম্পন্ন, সমাজ হিতৈষী পুরুষ যদি

পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিপিটক গ্রন্থাবলী হইতে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ছাপান যাইতে পারে। একমাত্র অর্থাভাব প্রযুক্ত আমরা পুস্তক প্রকাশ করিতে অক্ষম। নচেৎ অনুবাদকের অভাবে নহে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু বৌদ্ধগণ এই গৌতম বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রচার কার্যে মনোযোগী হইলে, বুদ্ধের সত্য ধর্মের মহিমা কিরূপ, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধ-মিশনও সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হইয়াছে। সর্বানন্দ বাবু মিশনে যে এত বড় দান করিলেন, তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

মিশনের হিতকামী ও পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান জ্যোতিপাল ভিক্ষু এই পুস্তকখানির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে, তাই পুস্তকখানি নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সমগ্র মিলিন্দ-প্রশ্নখানি ৫০ ফর্মা হইতে পারে, তাই আমরা প্রথম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে আরও দুইমাস সময় লাগিবে। প্রথম খণ্ড দুইমাস আটদিনে মুদ্রিত হইল।

বহু কার্যব্যস্ত জীবনের অবসর সময়ে গ্রন্থখানি অনুবাদ করিতে হয়। রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারে গ্রন্থানুবাদ আরম্ভ করিয়া পর্যটন পথে লিখিতে লিখিতে কলিকাতায় ধর্মাঙ্কুরে পৌছিয়া প্রায় দুইমাসে অনুবাদ সমাপ্ত করি। আমাকে সহসা স্থানান্তরে যাইতে হইবে, তাই অতি তাড়াতাড়ি গ্রন্থখানি ছাপিতে হইয়াছে; ভুল প্রমাদ প্রথম সংস্করণে থাকা স্বাভাবিক, তাহা পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে রহিলাম।

ধর্মদূত বিহার, শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির।
শুক্লাষ্টমী
৯ই জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

মিলিন্দ-প্রশ্নের অনুবাদ মূল পালির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিতে করিতে কতবার শব্দের প্রাচুর্য, প্রত্যুত্তরের চাতুর্য ও ভাবের মাধুর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় বিনা বিঘ্নে সমস্ত মিলিন্দ প্রশ্নখানির অনুবাদ বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম।

অনভ্যাস হেতু যাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ যায় না, এই দ্বিতীয় ভাগ মিলিন্দ-প্রশ্ন তাঁহাদের মহৎ উপকার সাধন করিবে, কেন না ইহাতে কুক্কুট, বাঁশ, ধনু, বায়স, বানর, অলাবু লতাদি ঘরোয়ানা জীব-জন্তু ও দ্রব্যাদির দ্বারা এমন স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে—উহাদ্বারা সাংসারিক বিষয় নিরত ব্যক্তিরাও সহজে পরমার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে, উহা পরিষ্কার না করিয়া যদি কোন কৃষক বহু ফসল লাভের আশা করে, তবে তাহার আশা ফলবতী হইবে না। তদ্রূপ মনে বিবিধ পাপ বর্তমান থাকিলে কেহ ধর্মরূপ অমৃত ফলের আশা করিতে পারেন না। পাপ পরিত্যাগ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ, তাই ভগবান বলিয়াছেন—সব্বস্স দুক্খস্স সুখং পহানং। উপমা কথা-প্রশ্ন অংশটীদ্বারা পাপ পরিত্যাগের বিশেষ সাহায্য হইবে। উহার দ্বারা ধর্মাচরণ বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে। অতএব, আশা করি পুস্তকখানি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত—কিরূপে দুঃখ সঞ্চিত অর্থ সার্থক হয়, মৃত্যুর পরেও সুকীর্তি ঘোষিত হয় এবং পুনর্জন্মে অধিকতর সুখ-সম্পত্তি লাভ হয়। আমাদের প্রকাশক মহোদয় পুস্তকখানির জন্য তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। এখনও শত শত অপ্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। যাঁহারা স্বীয় অর্থে ধর্মপুস্তক প্রকাশ

করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে উপকৃত করিতে চাহেন, তাঁহারা বৌদ্ধ-মিশনের সংস্রবে সহজে ইহা সম্পাদন করিতে পারেন।

অঙ্গুত্তর নিকায়াদি সুবৃহৎ পালিগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিতে হইলে সহস্রাধিক টাকার প্রয়োজন। পুণ্যার্থ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রচারে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি–

শুক্লাষ্টমী
বুদ্ধাব্দ–২৪৭৫ শ্রীজ্যোতিপাল ভিক্ষু।
খৃষ্টাব্দ–১৯৩১

মিলিন্দ-প্রশ্ন
(প্রথম খণ্ড)

বাহির কথা

যবন নগরের সমৃদ্ধি বর্ণনা... ১
পূর্বযোগ... ২

লক্ষণ প্রশ্ন

পুদ্গল প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২১
বর্ষ-প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৩
পণ্ডিত-বাদ ও রাজ-বাদ প্রশ্ন.. ২৩
প্রব্রজ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৫
জন্ম-মৃত্যু প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৬
মনসিকারে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৬
মনসিকার ও প্রজ্ঞা-প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ২৬
কুশল ধর্মের প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৭
শীল-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৭
সম্প্রসাদন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা................................ ২৮
সম্প্রস্কন্ধন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা................................ ২৯
বীর্য-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ২৯
স্মৃতি লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৩০
সমাধি-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৩১
প্রজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৩১
নানা ধর্মের এক কৃত্য সম্পাদন প্রশ্ন-মীমাংসা...................... ৩২

অধ্বান বর্গ

ধর্মসন্ততি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৩২
পুনর্জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা... ৩৩
জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রশ্ন-মীমাংসা... ৩৪
জন্ম-লাভীর অনুভূতি প্রশ্ন-মীমাংসা.................................. ৩৬
বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা... ৩৬
বর্তমান নাম-রূপসমূহের একার্থ নানার্থ প্রশ্ন-মীমাংসা............. ৩৭

নাগসেনের জন্মাজন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা.................................. ৩৯
নাম-রূপ জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪০
অধ্রুব প্রশ্ন-মীমাংসা... ৪০
ত্রিকাল-মূল প্রশ্ন-মীমাংসা... ৪১
কালের পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৪১
পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪২
সংস্কারোৎপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪২
সঞ্জাত সংস্কার প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪৩
বিজ্ঞাতা প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪৪
চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা........................ ৪৫
স্পর্শ-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৪৭
বেদনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৪৮
সংজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪৮
চেতনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাাংসা... ৪৯
বিজ্ঞান-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৪৯
বিতর্ক-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৪৯
বিচার-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৫০
স্পর্শাদির বিভাগ প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ৫০
জিহ্বা বিজ্ঞেয় প্রশ্ন-মীমাংসা... ৫০

বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন

পঞ্চায়তন কর্মোৎপাদক প্রশ্ন-মীমাংসা.............................. ৫২
কর্মের নানা কারণ প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৫২
প্রথম উদ্যোগ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৫৩
স্বাভাবিকাগ্নি ও নিরয়াগ্নি প্রশ্ন-মীমাংসা............................. ৫৪
পৃথিবী সন্ধারক প্রশ্ন-মীমাংসা... ৫৫
নিরোধ নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৫৫
নির্বাণ লাভ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৫৫
নির্বাণ অলাভেও সুখবোধ প্রশ্ন-মীমাংসা............................ ৫৬
বুদ্ধের বিদ্যমানাবিদ্যমান প্রশ্ন-মীমাংসা............................ ৫৬
ভগবানের অনুত্তরভাব প্রশ্ন-মীমাংসা................................ ৫৬

বুদ্ধের অনুত্তর জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৫৭
ধর্ম দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৫৭
জন্মান্তরবাদ প্রশ্ন-মীমাংসা... ৫৭
বিজ্ঞাতার উপলব্ধি প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৫৮
দেহান্তরে সংক্রমণ প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৫৮
কর্মফলের অস্তিত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ৫৮
উৎপত্তি জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৫৯
বুদ্ধ দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৫৯
প্রব্রজিতের প্রিয়কায় প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ৫৯
সর্বজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৬০
বুদ্ধের দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা............................... ৬০
বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য প্রশ্ন-মীমাংসা... ৬১
বুদ্ধের উপসম্পদা প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৬১
অশ্রু ভেষজ-অভেষজ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................. ৬১
সরাগ-বীতরাগ ভেদ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ৬১
প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন-মীমাংসা... ৬২
সংসার প্রশ্ন-মীমাংসা... ৬২
চিরকৃত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৬২
অভিজ্ঞাত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা... ৬৩
ষোড়শ স্মৃতি-উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা................................... ৬৩
বুদ্ধগুণে পাপীর দেবত্বলাভ প্রশ্ন-মীমাংসা.......................... ৬৫
দুঃখ ত্যাগের উদ্যম প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ৬৬
ব্রহ্মলোকের দূরত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা..................................... ৬৭
নর-ব্রহ্মলোকে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা................................... ৬৭
বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৬৮
পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৬৮
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ৬৯
সশরীরে ব্রহ্মলোকাদি গমন প্রশ্ন-মীমাংসা........................... ৬৯
দীর্ঘাস্থি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৬৯
আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................. ৭০

লবণ সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭০
একরস সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭০
সূক্ষ্ম ছেদন প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭০
বিজ্ঞান-প্রজ্ঞা-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭১
অরূপ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭১
নাগসেন ও মিলিন্দের কথোপকথন.................................. ৭২

মেণ্ডক-প্রশ্ন

আট প্রকার মন্ত্রণার অনুপযুক্ত স্থান.................................... ৭৫
আটজন মন্ত্রণার অনুপযুক্ত ব্যক্তি.. ৭৬
গুহ্য বিষয় প্রকাশক নয়জন... ৭৬
বুদ্ধি পরিপক্বতার আটটি কারণ... ৭৭
শিষ্যের প্রতি আচার্যের পঞ্চবিংশতি কর্তব্য.......................... ৭৭
উপাসকের দশটি গুণ.. ৭৮
বুদ্ধ-পূজা প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৭৯
সর্বজ্ঞ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ৮৪
দেবদত্তের প্রব্রজ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ৮৮
ভূমিকম্পন হেতু প্রশ্ন-মীমাংসা... ৯২
শিবিরাজের চক্ষুদান প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ৯৭
গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ৯৯
সদ্ধর্ম অন্তর্ধান প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১০৪
অকুশল উচ্ছেদপূর্বক সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা................. ১০৬
বুদ্ধের উত্তরিতর করণীয় প্রশ্ন-মীমাংসা................................ ১০৭
ঋদ্ধিপাদবল দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ১১১
ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা... ১১২

স্থাপনীয় ব্যাকরণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১১৩
সত্ত্বগণের মৃত্যুভয় প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১১৪
মৃত্যুপাশ-মুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১১৭
বুদ্ধের লাভান্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১২০
অজ্ঞাত পাপ-পুণ্য প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১২২
বুদ্ধের ভিক্ষুদের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রশ্ন-মীমাংসা.................. ১২৩
তথাগতের অভেদ্য পরিষদ প্রশ্ন-মীমাংসা............................ ১২৪
শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১২৪
তথাগতের সত্ত্বগণের প্রতি হিতাচরণ প্রশ্ন-মীমাংসা................ ১২৬
বস্ত্র-গোপন নিদর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ১২৮
অপরুষবাদী তথাগত প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৩০
বৃক্ষসমূহের অচেতন প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৩২
পিণ্ডদ্বয়ের মহাফল প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৩২
বুদ্ধ-পূজা অনুজ্ঞাত প্রশ্ন-মীামাংসা...................................... ১৩৪
বুদ্ধপদে কাঁকর পতন প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৩৫

শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ শ্রমণ প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৩৬
গুণ প্রকাশ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৩৭
অহিংসা-নিগ্রহ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৩৭
ভিক্ষু বহিষ্করণ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৩৮
ঋদ্ধির চেয়ে কর্মবিপাক বলবৎ প্রশ্ন-মীমাংসা........................ ১৩৯
ধর্ম-বিনয় প্রতিচ্ছন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ১৪০
মিথ্যাকথার গুরু-লঘুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা............................... ১৪২
বোধিসত্ত্বের ধর্মতা প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ১৪৩
আত্মহত্যা প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৪৩
মৈত্রীফল প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৪৫
কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৪৭
অমরাদেবী প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৫০
ক্ষীণাসবদিগের অভয় প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৫১
সর্বজ্ঞ অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৫২
মিত্র প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৫৩

উদর সংযত প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৫৪
ভগবানের নীরোগ প্রশ্ন মীমাংসা....................................... ১৫৫
অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা................................. ১৫৬
লোমস কশ্যপ প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৫৭
ছদ্দন্ত-জ্যোতিপাল প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ১৫৯
ঘটিকার প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৬০
ভগবানের রাজভাব প্রশ্ন-মীমাংসা..................................... ১৬১
গাথাভিগীত ভোজনদান প্রশ্ন-মীমাংসা............................... ১৬৩
ভগবানের নৈরুৎসুক্য ভাব প্রশ্ন-মীমাংসা............................ ১৬৬
বুদ্ধের আচার্যানাচার্য প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৬৭
জগতে দুই বুদ্ধের অনুৎপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা.......................... ১৬৮

মিলিন্দ-প্রশ্ন
(দ্বিতীয় খণ্ড)

গৌতমীর বস্ত্রদান প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ১৭১
গৃহী প্রব্রজিত প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৭৩
দুঃখচর্যা দোষ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৭৪

হীনত্ব প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৭৫
অরহতের কায়িক চৈতসিক বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা.................... ১৮০
পরাজিত গৃহীর ধর্মলাভ অন্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা...................... ১৮১
শ্রমণ ও গৃহী দুঃশীল প্রশ্ন-মীমাংসা.................................... ১৮২
জলজ সত্ত্ব-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৮৪
নিষ্প্রপঞ্চ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৮৬
গৃহী অরহৎ প্রশ্ন–মীমাংসা.. ১৮৭
অরহতের স্মৃতি-বিহ্বল প্রশ্ন-মীমাংসা................................. ১৮৮
লোকে নাস্তিভাব প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৮৯
নির্বাণের অস্তিভাব প্রশ্ন-মীামাংসা...................................... ১৯০
কর্মজাকর্মজ প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৯২
যক্ষগণের মৃত্যুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ১৯২
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত প্রশ্ন-মীমাংসা.. ১৯৩
সূর্যের রোগভাব প্রশ্ন–মীমাংসা.. ১৯৪
সূর্য-তাপ প্রশ্ন-মীমাংসা... ১৯৪

বেস্‌সন্তর প্রশ্ন-মীমাংসা..
১৯৪
দুষ্কর সাধন প্রশ্ন-মীমাংসা..
২০২
বলবৎ অবলবৎ কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা..........................
২০৫
প্রেত উদ্দেশ্যে দান-ফল প্রশ্ন-মীমাংসা................................
২০৮
স্বপ্ন প্রশ্ন-মীমাংসা..
২১১
কালাকাল মরণ প্রশ্ন-মীমাংসা...
২১৩
পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য প্রশ্ন-মীমাংসা............................
২১৮
ধর্মাভিসময় প্রশ্ন-মীমাংসা..
২১৮
নির্বাণে অদুঃখ মিশ্রভাব প্রশ্ন-মীমাংসা...............................
২২০
নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা..
২২২
পদ্মের একগুণ...
২২৪
জলের দুইগুণ...
২২৪
অগদের তিনগুণ..
২২৪
মহাসমুদ্রের চারিগুণ..
২২৪
ভোজনের পাঁচগুণ..
২২৫

আকাশের দশগুণ.. ২২৫
মণিরত্নের তিনগুণ... ২২৫
লোহিত চন্দনের তিনগুণ.. ২২৬
সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ... ২২৬
গিরিশিখরের পাঁচগুণ.. ২২৬
নির্বাণ সাক্ষাৎ করণ প্রশ্ন-মীমাংসা...................................... ২২৭
নির্বাণ প্রস্থান প্রশ্ন-মীমাংসা... ২২৯

অনুমান-প্রশ্ন

অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা.. ২৩১
উপমা কথা প্রশ্ন.. ২৫৫
গর্দভের এক গুণ.. ২৫৬
কুক্কুটের পাঁচগুণ... ২৫৭
কাঠ বিড়ালের এক গুণ... ২৫৮
দীপিনীর এক গুণ... ২৫৮
দীপির দুই গুণ.. ২৫৯

কূর্মের পাঁচ গুণ.. ২৬০
বাঁশের এক গুণ.. ২৬১
ধনুর এক গুণ.. ২৬১
বায়সের দুই গুণ.. ২৬১
বানরের দুই গুণ.. ২৬২
অলাবুলতার এক গুণ.. ২৬২
পদ্মের তিন গুণ.. ২৬৩
বীজের দুই গুণ.. ২৬৩
শাল কল্যাণীর এক গুণ.. ২৬৩
নৌকার তিন গুণ.. ২৬৪
নঙ্গরের দুই গুণ.. ২৬৫
পালদণ্ডের এক গুণ.. ২৬৫
কর্ণধারের তিন গুণ.. ২৬৫
দাঁড়ীর এক গুণ.. ২৬৬
সমুদ্রের পাঁচ গুণ.. ২৬৬

পৃথিবীর পাঁচ গুণ.. ২৬৮
জলের পঞ্চ গুণ.. ২৬৮
তেজের পঞ্চ গুণ.. ২৬৯
বায়ুর পঞ্চ গুণ.. ২৭০
পর্বতের পঞ্চ গুণ.. ২৭০
আকাশের পঞ্চ গুণ.. ২৭২
চন্দ্রের পঞ্চ গুণ.. ২৭২
সূর্যের সাত গুণ.. ২৭৩
শক্রের তিন গুণ.. ২৭৪
চক্রবর্তীর চারি গুণ.. ২৭৪
উপচীকার এক গুণ.. ২৭৫
বিড়ালের দুই গুণ.. ২৭৫
মূষিকের এক গুণ.. ২৭৬
বৃশ্চিকের এক গুণ.. ২৭৬
নকুলের এক গুণ.. ২৭৬

জড়শৃগালের দুই গুণ.. ২৭৭
মৃগের তিনগুণ.. ২৭৭
গরুর চারি গুণ.. ২৭৮
বরাহের দুই গুণ.. ২৭৯
হস্তীর পঞ্চ গুণ.. ২৭৯
সিংহের সাতগুণ.. ২৮০
চক্রবাকের তিন গুণ.. ২৮১
দীর্ঘ চঞ্চুর দুই গুণ.. ২৮২
গৃহ-কপোতের এক গুণ.. ২৮২
পেচকের দুই গুণ.. ২৮৩
শতপত্রের এক গুণ.. ২৮৩
বাদুরের দুই গুণ.. ২৮৩
জলৌকার এক গুণ.. ২৮৪
সর্পের তিন গুণ.. ২৮৪
অজগরের এক গুণ.. ২৮৫

পান্থ মাকড়সার এক গুণ..
২৮৫
স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ..
২৮৬
চিত্রধর কূর্মের এক গুণ..
২৮৬
বনের পাঁচ গুণ..
২৮৬
বৃক্ষের তিন গুণ..
২৮৭
মেঘের পাঁচ গুণ..
২৮৭
মণিরত্নের তিন গুণ..
২৮৮
মাগবিকের চারি গুণ..
২৮৮
বড়শীকের দুই গুণ..
২৮৯
সূত্রধরের দুইগুণ..
২৮৯
কুম্ভের এক গুণ..
২৯০
কলহংসের দুইগুণ..
২৯০
ছত্রের তিন গুণ..
২৯১
ক্ষেত্রের তিন গুণ..
২৯১
অগদের দুই গুণ..
২৯২

ভোজনের তিন গুণ.. ২৯২
ধানুকীর চারি গুণ.. ২৯২
উপসংহার... ২৯৪
পরিশিষ্ট.. ২৯৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।

মিলিন্দ-প্রশ্ন

সেই ভগবান অরহৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

বাহির কথা

পুরীশ্রেষ্ঠ সাগলের মিলিন্দ নৃপতি
যেথা ভিক্ষু নাগসেন আসে সেইখানে
সাগরে মিলিত হয় গঙ্গানদী যথা।
জ্ঞানময় উল্কাধর বিচিত্র কথক
অজ্ঞান-তিমির-হারী নাগসেন কাছে
আসিয়া মিলিন্দ নৃপ করেন জিজ্ঞাসা
হেতুগত বহুবিধ প্রশ্ন সুনিপুণ।
এই সেই প্রশ্নোত্তর গভীরার্থ যুত
অতিশয় মর্মস্পর্শী, কর্ণ-সুখপ্রদ,
অতীব অদ্ভুত আর লোমহর্ষকর।
অভিধর্ম বিনয়ের গাম্ভীর্যমণ্ডিত
সূত্রচয় সমন্বিত নাগসেন কথা
বিবিধ উপমা ন্যায়ে অতীব বিচিত্র।
কর জ্ঞান প্রণিধান যত শ্রোতৃগণ
আনন্দিত চিত্ত হয়ে, সংশয় খণ্ডণ
হেতু; এ নিপুণ প্রশ্ন করহ শ্রবণ।

(যবনরাজ মিলিন্দ অরহৎ নাগসেন স্থবিরকে ত্রিপিটকের নানা স্থান হইতে যে সকল জটিল প্রশ্ন করেন, মহাজ্ঞানী নাগসেন তাহার যে মীমাংসা করেন) তাহা পণ্ডিত পরম্পরা যেইরূপ শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ বর্ণিত হইতেছে :-

যবন নগরের সমৃদ্ধি বর্ণনা

যবনদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে উন্নত সাগল নামে একটি নগর ছিল। সেই নগর নদী-পর্বতদ্বারা অতিশয় শোভিত; ইহার ভূমি ভাগ রমণীয়, আরাম-উদ্যান-উপবন-তড়াগ পুষ্করিণীর দ্বারা সুসম্পন্ন, নদী-পর্বত-বনে রমণীয়, যেন বিশ্বকর্মাতুল্য কোন সুদক্ষ লোকের দ্বারা নির্মিত। শত্রুগণের

উপদ্রব তথায় ছিল না। তথায় নানা প্রকার কারুকার্য-খচিত সুদৃঢ় অট্টালিকা ও প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। পুরদ্বার ও ফটকগুলি অতিশয় শ্রেষ্ঠ। চারিদিকে সুগভীরা পরিখা। পীত-শুক্ল-মিশ্রবর্ণ প্রাচীরে অন্তঃপুরখানি পরিক্ষিপ্ত ছিল। তাঁহার রাস্তা, প্রাঙ্গণ, চৌরাস্তাগুলি চারিদিকে সুবিভক্ত। সুসজ্জিত দোকানগুলি বিবিধ উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। বহু দানশালা নগরের উপকণ্ঠে শোভা পাইত। হিমগিরি শিখরের ন্যায় উচ্চচূড়াবিশিষ্ট সাজ-সজ্জাপূর্ণ লক্ষ পরিমাণ প্রাসাদ নগরে বিদ্যমান ছিল। উহা হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্যে সমাকীর্ণ। নর-নারীগণের আকৃতি অতি সুন্দর। শহরময় একটা বিশাল জনতা। বহু ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র ও বিবিধ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ সভাসদ এই নগরে বাস করিত। অনেক বিদ্বান নরবীর শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। কাশীজাত বিবিধ মূল্যবান বস্ত্রাদি যথেষ্ট পাওয়া যাইত। সুসজ্জিত মনোহর বিবিধ পুষ্পগন্ধদ্বারা নগরটি ভরপুর ছিল। অভিলষিত বহু রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। নানাদিকে সুপ্রসারিত দোকানগুলি শৃঙ্গার বণিকদের ব্যবসায়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠস্থানীয় ছিল। টাকা, পয়সা, সোনা, রূপা, কাংস্য ও বহুমূল্য প্রস্তরের অভাব এই নগর ছিল না। মণি-মুক্তার আভায় নগরটি ঝলসিয়া থাকিত। ধন-ধান্যে বিত্ত উপকরণের ন্যূনতা ছিল না। ভাণ্ডাগারসমূহ সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। অন্ন-পানীয়-খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়-স্বাদনীয় বস্তুর অভাব ছিল না। উত্তর কুরুর ন্যায় বিবিধ সুগন্ধ জাতীয় শস্য উৎপন্ন হইত। এই সাগল নগরটি অলকমন্দা দেবপুরীর ন্যায় শোভা সম্পদে অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত নগর বর্ণনা করা হইল। এখন তাঁহাদের পূর্বকৃত কর্মসমূহের কথা বলা হইবে। এইগুলিও আবার ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা- (১) পূর্বযোগ, (২) মিলিন্দ প্রশ্ন, (৩) লক্ষণ প্রশ্ন, (৪) মেণ্ডক প্রশ্ন, (৫) অনুমান প্রশ্ন, (৬) ঔপম্যকথা প্রশ্ন। ইহাতে মিলিন্দ-প্রশ্ন-লক্ষণ ও বিমতিচ্ছেদন প্রশ্নভেদে দ্বিবিধ মেণ্ডক প্রশ্ন মহাবর্গ ও যোগীকথা প্রশ্ন ভেদে দ্বিবিধ। পূর্বযোগ বলিলে—তাঁহাদের পূর্বকৃত কর্মই বুঝায়।

পূর্বযোগ।

পুরাকালে কশ্যপ বুদ্ধের সময় গঙ্গাতীরের নিকটে একটি গৃহে বহুসংখ্যক ভিক্ষু-সঙ্ঘ বাস করিতেন। তথায় শীলবান ভিক্ষুরা প্রত্যুষে

উঠিয়া যষ্টি সম্মার্জনী যোগে বিহার প্রাঙ্গনের জঞ্জালরাশি স্তুপীকৃত করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধগুণ ভাবনা করিতেন।

একদা এক ভিক্ষু এক শ্রামণেরকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ঐ স্তুপীকৃত জঞ্জালরাশি ফেলিয়া দাও। শ্রামণের যেন কথাটি শুনে নাই, এমনভাবে চলিয়া গেল। ভিক্ষু তিনবার আদেশ করিলেন, তথাপি সে ভাণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে ভিক্ষু বলিলেন, এই শ্রামণেরটি বড়ই অবাধ্য, এই বলিয়া ক্রোধভরে হস্তস্থিত সম্মার্জনী দণ্ডে তাহাকে প্রহার করিলেন। তখন শ্রামণের কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষুর ভয়ে ময়লাগুলি ফেলিয়া দিল, প্রার্থনা করিল—"আমি যেন এই ময়লা নিক্ষেপজনিত পুণ্যের ফলে যাবৎ নির্বাণ লাভ না করি, তাবৎ জন্মে জন্মে মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ মহাতেজশালী হইতে পারি।" প্রথমবারে এই প্রার্থনাটি করিয়া রাখিল।

ময়লা নিক্ষেপের পর শ্রামণের গঙ্গাস্নানে গেল এবং গঙ্গার তর তর বাহিনী ঊর্মিমালা দেখিয়া দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিল যে, "যাবৎ আমি নির্বাণ লাভ না করি, তাবৎ জন্মে জন্মে এই প্রবল তরঙ্গতুল্য সম্মুখস্থ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রশ্নোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এমন উত্তর দিতে সমর্থ হইব যে, যেন আমার বাক্য অক্ষয় থাকে।" সেই ভিক্ষুও সম্মার্জনী-খানি শালাতে রাখিয়া গঙ্গা স্নানার্থ গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে তাহার এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি এই শ্রামণের আমার দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারে, তবে আমি কেন ততোধিক পারিব না। আমিও যাবৎ নির্বাণ প্রাপ্ত না হই, তাবৎ জন্মে জন্মে এই গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় যথার্থ সদুত্তর প্রদানার্থ অক্ষয় প্রতিভাসম্পন্ন হইব। এবং এই শ্রামণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর তন্ন তন্ন ভাবে দিতে সমর্থ হইব।

তৎপর উভয়ে দেব-মনুষ্যলোকে এক বুদ্ধান্তর কল্প অতিক্রম করিলেন। আমাদের ভগবান যেমন মোগ্‌গলি পুত্ত তিষ্য স্থবিরকে দেখিয়াছিলেন, তেমন নাগসেন মিলিন্দকেও দেখিয়াছিলেন। তখন বলিয়াছিলেন—'আমার নির্বাণের ৫০০ বৎসর পরে ইহারা জন্মগ্রহণ করিবে। আমি যে ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মভাবে দেশনা করিয়াছি, ইহারা সেই দুর্বোধ্য প্রশ্নোত্তর উপমা যুক্তিদ্বারা সুমীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে।

উভয়ের মধ্যে শ্রামণের জম্বুদ্বীপে সাগল নগরে মিলিন্দ নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি পণ্ডিত, পারদর্শী, মেধাবী ও সুদক্ষ নরপতি ছিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত যোগ বিধান ক্রিয়াদিতে সুবিবেচনার সহিত ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান করিতেন। বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রুতি, সম্মতি, সংখ্যা, যোগ, নীতি, বৈশেষিক, গণিত, গন্ধর্ব চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, হেতু, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, ছন্দ, সামুদ্রিক এই ঊনবিংশতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি তর্ক-শাস্ত্রে এমন বাগ্মী ছিলেন যে, তাঁহার বাগ্মীতায় কেহ ঠাঁই দিতে পারিত না। বহু তীর্থকরের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে মিলিন্দ রাজের সমান কেহই ছিল না। যেমন জ্ঞানে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, তেমন শারীরিক বল, শৌর্য, বীর্য, সাহসেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ধন বৈভবে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত তাঁহার বিদ্যমান ছিল।

একদা রাজা মিলিন্দ অনন্ত বল বাহন চতুরঙ্গিনী সেনাব্যূহ দর্শন মানসে নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। তথায় সৈন্য গণনা সমাপ্ত করিয়া তর্কপ্রিয় রাজা সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক অমাত্যদিগকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন বেলা অনেক আছে, এত শীঘ্র নগরে যাওয়ার কি দরকার? শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কি কেহ পণ্ডিত আছেন, যিনি সঙ্ঘ-নায়ক, গণ-নায়ক? অথবা অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধের শিষ্য? যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ এবং সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সুদক্ষ? রাজার কথায় পঞ্চশত যবন বলিয়া উঠিল, "হাঁ মহারাজ, ছয়জন পণ্ডিত আছে। (১) পূরণ কশ্যপ, (২) মক্খলি গোশাল, (৩) নিগণ্ঠ নাথ পুত্র, (৪) সঞ্জয় বেলট্ঠি পুত্র, (৫) অজিত কেশ কম্বলী, (৬) ককুধ কাত্যায়ণ।" তাঁহারাই সঙ্ঘ-নায়ক, গণ-পালক, গণাচার্য, শাস্ত্রবিদ, যশস্বী, তীর্থঙ্কর; বহুজনের প্রশংসিত পুরুষ। মহারাজ, আপনি তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ও সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অতঃপর রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবন পরিবৃত হইয়া সুশোভিত ভদ্রযানে আরোহণপূর্বক পূরণ কশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। উভয়ের যথাযোগ্য শিষ্টাচার সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভন্তে কশ্যপ, কে এই জীবলোক পালন করিতেছে?" "পৃথিবী, মহারাজ।" যদি পৃথিবী এই লোককে পালন করে, তাহা হইলে

যাহারা অবীচি নিরয়ে গমন করে, তাহারা পৃথিবী অতিক্রম করিয়া অবীচিতে যায় কেন? রাজার প্রত্যুত্তরে কশ্যপ মহাবিভ্রাটে পড়িল, প্রশ্নটি এই দিকেও নিতে পারে না, উত্তর দিতেও পারে না, হতভম্ব হইয়া মাথা আর তুলিতে পারিল না। কাজেই হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল।

তারপর রাজা মিলিন্দ মক্খলি গোশালকে বলিলেন, “ভন্তে গোশাল, কুশলাকুশল আছে কি? এবং সুকৃত দুষ্কৃত ফল আছে কি?” মহারাজ, কুশলাকুশল কর্মও নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফলও নাই। মহারাজ, যাহারা ইহলোকে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুস জাতি, তাহারা পরলোকেও সেই সেই জাতি হইবে। কুশলাকুশল কর্মের প্রয়োজন কি?” ভন্তে গোশাল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহলোকে যাহারা হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা ছিন্ন, তাহারা পরলোকেও তদ্রূপ হইবে কি?” গোশাল তখনি নির্বাক, হাঁ না কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রাজা মিলিন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো, জম্বুদ্বীপখানি শূন্য হইয়া গিয়াছে। সার কিছুই নাই, সব ভূষি, তুষ!! কই শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাহাকেও ত দেখতেছিনা, যে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে এবং আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারে।

অতঃপর মিলিন্দরাজ অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। “অহো কি রমণীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি! কোন্ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের নিকট যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব? কে আমার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ? কে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবে?” রাজার কথায় অমাত্যগণ নীরব, কেবল সকলে রাজার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

তখন সাগল নগরে বার বৎসর পর্যন্ত কোন পণ্ডিত শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ছিল না। তথাপি রাজা যেখানে পণ্ডিতের সন্ধান পাইতেন, তথায় গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। পণ্ডিতগণ রাজার প্রশ্নোত্তর দিতে না পারিয়া এদিকে ওদিকে চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা অন্যত্র সরিয়া যাইতে না পারিতেন, তাঁহারা অধোবদনে থাকিতেন। তখন বহু ভিক্ষু হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় হিমালয় প্রদেশের ‘রক্ষিত তলে’ কোটিশত অরহৎ বাস করিতেন।

একদা আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত দিব্যকর্ণে মিলিন্দ রাজার বিবরণ শুনিতে পাইলেন। তিনি যুগন্ধর পর্বত শিখরে সমস্ত ভিক্ষুমণ্ডলী লইয়া এক সভা

আহ্বানপূর্বক ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয় ভিক্ষুগণ, মিলিন্দ রাজার প্রশ্নোত্তর দিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে কোন সামর্থ্যবান ভিক্ষু তোমাদের মধ্যে আছে কি? তাঁহার তিনবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কোন ভিক্ষুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, প্রিয় ভিক্ষুগণ, 'তাবতিংস' স্বর্গে বৈজয়ন্ত প্রাসাদের পূর্বদিকে কেতুমতী বিমান অবস্থিত। সেই বিমানে মহাসেন নামে এক দেবপুত্র বাস করেন। তিনিই রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ।

তখন কোটিশত অরহৎ যুগন্ধর পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া 'তাবতিংস' স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দূরে থাকিতেই ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। "ভন্তে আজ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ দেবলোকে সমাগত, আমি সঙ্ঘের সেবক, কোন্ অভিপ্রায়ে আপনাদের শুভাগমন? বলুন আপনাদের জন্য কি করিব।" স্থবির অশ্বগুপ্ত দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "রাজন, জম্বুদ্বীপে সাগল নগরে মিলিন্দ নামে এক রাজা আছেন, তিনি বড়ই তর্কশাস্ত্রে বিশারদ, তাঁহার সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বিদ্বজ্জন মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধান। ইনি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিবাদ প্রশ্নে ভিক্ষুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকেন।"

দেবরাজ বলিলেন-ভন্তে, মিলিন্দরাজ স্বর্গ হইতে গিয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কেতুমতী বিমানে মহাসেন সামে যে দেবপুত্র আছেন, তিনিই রাজার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ। এখন সেই মহাসেনকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিব।" দেবেন্দ্র ভিক্ষুসঙ্ঘকে লইয়া কেতুমতী বিমানে প্রবেশ করিলেন এবং মহাসেনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "মারিষ,[১] ভিক্ষুসঙ্ঘ আপনাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।" মহাসেন উত্তর করিলেন, "ভন্তে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের আমার সাধ নাই। কারণ মনুষ্যলোক বড়ই কর্মবহুল। আমি এই দেবলোকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব।" দেবরাজ যথাক্রমে তিনবার অনুরোধ করিলেন, মহাসেন পূর্ববৎ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

---

[১]। দেবগণের সম্মান-সূচক সম্বোধন বাক্য।

তখন আয়ুস্মান অশ্বগুপ্ত মহাসেনকে বলিলেন, মারিষ, আমরা দেব-মনুষ্যলোক দেখিয়া বলিতেছি, আপনি ব্যতীত মিলিন্দ রাজাকে তর্কে পরাজয় করিয়া বুদ্ধ শাসনের হিত সাধন করিতে আর কাহাকেও দেখিতেছি না। সে কারণে ভিক্ষুসজ্ঘ আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন, “হে সৎপুরুষ, মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দশবল শাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে যত্ন করুন।” ভিক্ষু-সজ্ঘের আবেদনে দেবপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ভিক্ষুগণ দেবলোকে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া হিমবন্ত পর্বতের ‘রক্ষিত তলে’ উপস্থিত হইলেন। তখন স্থবির অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভিক্ষু-সজ্ঘের মধ্যে কেহ এই সভাতে অনুপস্থিত আছেন কি? এক ভিক্ষু বলিয়া উঠিলেন, এক সপ্তাহ পর্যন্ত হিমবন্তের পর্বত গুহায় আয়ুষ্মান রোহণ নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাহা হইলে ‘তাহার নিকট দূত প্রেরণ করা হউক।’ তৎমুহূর্তে আয়ুষ্মান রোহণও ধ্যান হইতে উঠিলেন এবং জানিলেন, সজ্ঘ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি পর্বত গুহা পরিত্যাগপূর্বক রক্ষিততলে কোটিশত অরহতের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন।

তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত রোহণ স্থবিরকে বলিলেন, “প্রিয় রোহণ, বুদ্ধ শাসন যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? সজ্ঘের কর্তব্যের প্রতিও তোমার লক্ষ্য নাই কেন?” “ভন্তে, বাস্তবিক ইঁহার প্রতি আমার মনোযোগ ছিল না।” “তাহা হইলে তোমাকে দণ্ডকর্ম ভোগ করিতে হইবে।” “বলুন কি দণ্ডকর্ম করিব।” “প্রিয় রোহণ, হিমালয়ের পাদদেশে কজঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রাম আছে। তথায় সোনুত্তর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তাহার নাগসেন নামে এক পুত্র হইবে। তুমি সাত বৎসর দশ মাস তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা করিবে, পরে সেই বালককে গার্হস্থাশ্রম হইতে বাহির করিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিবে। বালক প্রব্রজিত হইলেই তোমার দণ্ডকর্ম হইতে অব্যাহতি।” আয়ুষ্মান রোহণ সাধুবাদের সহিত সেই ভার গ্রহণ করিলেন।

তৎপর দেবপুত্র মহাসেন দেবলোক হইতে আসিয়া সোনুত্তর ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম লইলেন। গর্ভাবস্থায় তিনটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। (১) অস্ত্রশস্ত্র উজ্জ্বল প্রকৃতি হইল, (২) উত্তম শস্য পাকিয়া উঠিল, (৩) প্রচুর

বারিবর্ষণ হইল। আয়ুষ্মান রোহণ মহাসেনের জন্মগ্রহণ হইতে ৭বৎসর ১০মাস সোনুত্তরের বাড়ীতে ভিক্ষায় যাতাযাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু একদিনও এক চামচ ভাত, এক মালা যাগু, এমন কি একটি নমস্কার, একটু অঞ্জলি কর্ম, "বসুন" বলিয়া একটু সাদরাহ্বান লাভ করেন নাই। বরঞ্চ তদ্বিপরীত আক্রোশপূর্ণ বাক্য ও ঠাট্টা বিদ্রূপই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। কোন দিন"অন্যত্র চলিয়া যান" এইরূপ বলিবারও কাহাকে পান নাই। ৭বৎসর ১০মাস পরে একদিন ব্রাহ্মণ বাহিরের কাজ হইতে ঘরে ফিরিবার সময় পথে স্থবিরকে দেখিয়া, "কি হে প্রব্রজিত, আমার বাড়ীতে গিয়াছিলে কি?" "হাঁ ব্রাহ্মণ, গিয়াছিলাম।" "তবে কিছু পাইয়াছ কি?" "হাঁ ব্রাহ্মণ, পাইয়াছি।" ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট মনে বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রব্রজিতকে কিছু দেওয়া হইয়াছে কি?" "না, কিছুই দেওয়া হয় নাই।" ব্রাহ্মণ পরদিন গৃহদ্বারেই বসিয়া রহিল, 'অদ্য এই ভিক্ষুকে মিথ্যা বলায় নিগ্রহ করিব'। স্থবির দ্বিতীয় দিনে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ তখনি বলিয়া ফেলিলেন যে–'তুমি গতকল্য আমার গৃহে কিছুই না পাইয়া পাইয়াছি বলিয়াছিলে, মিথ্যা বলা তোমার উচিত কি? স্থবির বলিলেন, ব্রাহ্মণ, তোমার বাড়ীতে ৭বৎসর ১০মাস ভিক্ষা করিলাম, অথচ, "অন্যত্র যান" এই বচনটিও আমি পাই নাই। কিন্তু গতকল্য "অন্যত্র যান" এই কথাটুকু পাইয়াছিলাম। তাই তোমাকে এই বাক্যদান লাভটুকুর কথাই বলিয়াছি।

ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিল, এই শ্রমণগণ বাক্যদানেও প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং জনসভায় প্রশংসা করিয়া থাকে। অন্যকিছু খাদ্য-ভোজ্য পাইয়া কেন প্রশংসা করিবে না! এই শিষ্টাচারে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া নিজের জন্য সম্পাদিত আহার্য হইতে এক চামচ ভাত ও সেই পরিমাণ ব্যঞ্জন দেওয়াইল এবং প্রত্যহ এই ভিক্ষা পাইবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিল। ব্রাহ্মণ পর দিবস হইতে স্থবিরের সংযম সদাচরণে অতিশয় প্রীতি লাভ করিল এবং নিজের ঘরে ভোজন গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। স্থবির মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। সেই হইতে প্রত্যহ ভোজন করিয়া যাওয়ার সময় অল্প অল্প বুদ্ধ বচন উপদেশ দিয়া যাইতেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ পত্নী দশমাস পরে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। পুত্রের নাম রাখিল নাগসেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের পুত্র সাত বৎসরে পদার্পণ করিল।

ব্রাহ্মণ একদিন বালক নাগসেনকে বলিল-"প্রিয় পুত্র নাগসেন, তুমি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাও কি?" "পিত, সেই ব্রাহ্মণ কুলবিদ্যা কি?" "বৎস, প্রথমে ত্রিবেদ শিক্ষা, পরে শিল্পসমূহ শিক্ষা।" "হাঁ পিত, তাহা আমি শিখিতে ইচ্ছা করি।" তৎপর ব্রাহ্মণ সোনুত্তর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সহস্র মুদ্রা গুরু দক্ষিণা প্রদান করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নিভৃতকক্ষের একপ্রান্তে একটি আসন নির্দেশ করিয়া দিলেন। আচার্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আপনি এই বালককে মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দেন, আচার্য বালককে মন্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালক নাগসেন একবার আবৃত্তি করার পর সমস্ত ত্রিবেদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। উহাদের সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা করিল, মর্ম আয়ত্ত ও অর্থ শিক্ষা করিল, প্রত্যেক গাথার যথোপযুক্ত স্থান প্রয়োগে সমর্থ হইল এবং যাবতীয় গূঢ় রহস্য আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। অবিলম্বে ত্রিবেদ সম্বন্ধে বালকের এক প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভব হইল। বেদের শব্দজ্ঞান, ছন্দজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক বিষয় ইত্যাদি কিছুই বাকী রহিল না। ক্রমে শব্দবিদ্যা বিশারদ, বৈয়াকরণিক ও লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

তৎপর বালক নাগসেন তাঁহার পিতাকে বলিলেন–আমাদের ব্রাহ্মণ-কুলকর্মে এতদধিক আর বিশেষ কিছু শিক্ষা করিবার আছে কিনা? না এই মাত্র?" "বৎস, এতদধিক শিখিবার আর কিছুই নাই।" বালক নাগসেন আচার্যকে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্বক এক নিভৃত স্থানে বসিয়া পূর্ব কর্মফলে বলবতী বাসনা হৃদয়ে জাগাইতে লাগিলেন এবং তথায় ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাঁর আদি মধ্য অন্তঃ সমালোচনা করিয়া দেখিলেন–অল্পমাত্র সারও বেদে নাই, অহো! তুচ্ছ এই বেদ, তুষতুল্য, অসার নিঃসার, এই অনুতাপে সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান রোহণ বর্তনীয় আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া বালক নাগসেনের পূর্বোক্ত প্রকার মনোভাব জানিতে পারিলেন। তখনি তিনি চীবর পরিধানপূর্বক ভিক্ষা পাত্র হস্তে বত্তনীয় আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইয়া কজঙ্গল ব্রাহ্মণ গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক নাগসেন নিজের গৃহদ্বার প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন। ভিক্ষু দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া ভাবিলেন, 'নিশ্চয় এই ভিক্ষু কোন সার ধর্ম

জানিতে পারেন।” তৎপর নাগসেন রোহণ স্থবিরের নিকট উপাস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–“মারিষ, মুণ্ডিত মস্তক পীতবসনধারী আপনি কে?” বৎস, আমি প্রব্রজিত। “কি কারণে আপনি প্রব্রজিত নামে অভিহিত?” “বৎস, পাপ-মলসমূহ পরিবর্জন করিতেই আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই আমাকে প্রব্রজিত বলে।” “মারিষ, কি কারণে আপনার চুল অন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় নহে?” “বৎস, আমি ষোড়শ প্রকার উপদ্রব দেখিয়া কেশ শ্মশ্রু ছেদনপূর্বক প্রব্রজিত হইয়াছি। সেই ষোড়শ প্রকার উপদ্রব কি? শ্মশ্রু ও চুল থাকিলে–অলঙ্কৃত করিতে হয়; মণ্ডন করা, তৈল মাখা, ধৌত করা, মালা পরা, গন্ধ লেপন করা, সুবাসিত করা, হরীতকী ব্যবহার করা, আমলকী ব্যবহার করা, রং দেওয়া, বন্ধন করা, চিরুণী ব্যবহার করা, নাপিতের প্রয়োজন হওয়া, জটা ছাড়ান, মৎকুণ ফেলা, চুল ঝড়িয়া গেলে শোক বিলাপ পরিতাপ বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করা, সম্মোহ প্রাপ্তি ইত্যাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়। বৎস, সেই কারণে ষোড়শ প্রকার উপদ্রবে জড়িত হইয়া মনুষ্যেরা সমস্ত সূক্ষ্ম শিল্প বিনাশ করিয়া থাকে।”

(“মারিষ, কি কারণে আপনার বস্ত্র অন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় নহে?” “গৃহীদের বস্ত্র, কামপূর্ণ ও কমনীয়। সেই বস্ত্র হইতে যে কোন একটি ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁহার এই উপদ্রব থাকে না। সেই কারণে গৃহীদের বস্ত্র হইতে আমাদের বস্ত্র স্বতন্ত্র।” “তবে আপনি কি কোন শিল্প জানেন?” “বৎস, আমি শিল্প জানি, এবং যাহা জগতে উত্তম মন্ত্র তাহাও আমি জানি।” “আপনি কি তাহা আমাকে দিতে পারিবেন?” “হাঁ পারিব।” “তাহা হইলে আমাকে দেন।” “বৎস, এখন আমার অসময়, আমি গ্রামে ভিক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়াছি।”

তাহা শুনিয়া বালক নাগসেন রোহণ স্থবিরের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষুকে আপনার ঘরে নিয়া উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষুও পর্যাপ্ত ভোজন করিয়া আর দিওনা বলিয়া নিষেধ করিলেন। তাঁহার ভোজনান্তে বালক নাগসেন বলিলেন–মারিষ, আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন। বৎস, যখন তুমি বিবিধ উপদ্রববিহীন হইয়া তোমার মাতাপিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে এবং আমার গৃহীত প্রব্রজিত বেশ ধারণ করিবে, তখন তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব।”

তৎপর বালক নাগসেন মাতাপিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- ‘মাতঃপিতঃ, এই প্রব্রজিত যাহা জগতে উত্তম মন্ত্র, তাহা জানেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে প্রব্রজিত না হইলে মন্ত্র শিক্ষা দিবেন না। আমি তাঁহার নিকটে প্রব্রজিত হইয়া সেই মন্ত্র শিক্ষা করিব।” মাতাপিতা ভাবিলেন, “আমাদের পুত্র প্রব্রজিত হইয়াও মন্ত্র শিক্ষা করুক। মন্ত্র শিক্ষার পর পুনরায় গৃহে চলিয়া অসিবে।” এই মনে করিয়া পুত্রকে অনুমতি দিলেন।

তদনন্তর আয়ুষ্মান রোহণ নাগসেনকে লইয়া বত্তনীয় আশ্রমের নিকটস্থ বিজম্ভবত্থু আশ্রমে উপস্থিত হইয়া একরাত্রি বাস করিলেন। পরদিন রক্ষিত তলে কোটিশত অরহতের সম্মুখে তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন। নাগসেন প্রব্রজিত হইয়া রোহণ স্থবিরকে বলিলেন, ভন্তে, আপনার বেশ লইয়াছি, এখন আমাকে মন্ত্র শিক্ষা দেন। স্থবির চিন্তা করিলেন–এই বালককে প্রথমে কি শিখাইব। সুত্তন্ত না অভিধর্ম? নাগসেন পণ্ডিত, সহজেই অভিধর্ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে অভিধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কুশলাকুশলাব্যাকৃত ধর্মাদি ‘ত্রিক দুক’ প্রতিমণ্ডিত অভিধর্মের প্রথম গ্রন্থ ‘ধম্মসঙ্গনি’, স্কন্ধ বিভঙ্গাদি আঠার প্রকার বিভঙ্গ প্রতিমণ্ডিত দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘বিভঙ্গপ্পকরণ’, সঙ্গহাসঙ্গহাদি চৌদ্দ প্রকারে বিভক্ত তৃতীয় গ্রন্থ ধাতু ‘কথাপ্পকরণ’ স্কন্ধ প্রজ্ঞপ্তি, আয়তন প্রজ্ঞপ্তি আদি ছয় প্রকারে বিভক্ত চতুর্থ গ্রন্থ ‘পুগ্গল পঞ্ঞত্তি’, স্বীয় বাদে পঞ্চশত সুত্ত পরবাদে পঞ্চশত সুত্ত এই সুত্ত সহস্রে বিভক্ত পঞ্চম গ্রন্থ ‘কথাবত্থুপ্পকরণ’, মূলযমক, স্কন্ধ যমকাদি দশ প্রকারে বিভক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থ ‘যমকপ্রকরণ’, হেতু প্রত্যয়াদি চব্বিশ প্রকারে বিভক্ত সপ্তম গ্রন্থ ‘পট্‌ঠানপ্পকরণ’, এই সপ্ত খণ্ড অভিধর্ম পিটক নাগসেন শ্রামণের একবার মাত্র পড়িয়াই মুখস্থ করিয়া বলিলেন–ভন্তে ‘এখন অপেক্ষা করুন’, আর পুনরাবৃত্তি করিবেন না। ইহা দ্বারাই আমি আবৃত্তি করিতে পারিব।

অনন্তর আয়ুষ্মান নাগসেন যথায় কোটিশত অরহৎ ছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন–ভন্তে, আমি কুশল অকুশল অব্যাকৃত ধর্ম তিন শ্রেণীতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সুবিস্তৃতরূপে অভিধর্ম পিটক আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি। সাধু, আপনি আবৃত্তি করুন। সাত মাসে তিনি অভিধর্মের সপ্তপ্রকরণ আবৃত্তি করিলেন। ধরিত্রী বজ্রনিনাদে কম্পিত হইল। দেবগণ সাধুবাদ দিয়া

উঠিলেন। ব্রহ্মাগণ করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ত্রিদিব হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণ ও মন্দার পুষ্পরাশি বর্ষিত হইল। তৎপর কোটিশত অরহৎ বিংশ বৎসর আয়ুষ্কাল পূর্ণ আয়ুষ্মান নাগসেনকে "রক্ষিত তলেই" উপসম্পাদা প্রদান করিলেন।

আয়ুষ্মান নাগসেন ভিক্ষুপদে বরিত হইলেন। রাত্রি অবসানে পরদিন পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রহস্তে উপাধ্যায়ের সহিত গ্রামে পিণ্ডার্থ প্রবেশকালীন তাঁহার মনে একটি বিতর্ক উৎপন্ন হইল। আমার উপাধ্যায় বড়ই ভুল করিয়াছেন, তিনি এত যে অজ্ঞানতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বুদ্ধের বিবিধ উপদেশ বাদ দিয়া আমাকে প্রথমে অভিধর্মই শিক্ষা দিলেন। রোহণ স্থবির নাগসেনের চিত্ত-বিতর্ক জানিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—নাগসেন, তুমি অন্যায় বিতর্ক করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে অতিশয় অনুচিত। নাগসেনের জ্ঞান হইল, কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! আমার মনোগত ভাব আমার উপাধ্যায় জানিতে পারিলেন! তিনি পণ্ডিত, আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তখনি উপাধ্যায়কে বলিলেন—ভন্তে আমায় ক্ষমা করুন, এরুপ অন্যায় বিতর্ক আমি আর উৎপাদন করিব না।

"রোহণ স্থবির বলিলেন—কেবল এই কথাই আমি তোমাকে ক্ষমা দিতে পারিব না। দেখ নাগসেন, সাগল নামে একটি নগর আছে। তথায় মিলিন্দ নামধেয় রাজা রাজত্ব করেন। সে মিথ্যা বাদ দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকে। যদি তুমি তথায় গিয়া তাহাকে দমন-পূর্বক প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।" "ভন্তে শুধু এক মিলিন্দ রাজা কেন, যদি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজগণ আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করে, উচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সকলকে পরাজয় করিবার ক্ষমতা আমার আছে। ভন্তে, আমায় ক্ষমা করুন", "না, এখন ক্ষমা করিতে পারি না, তাহা হইলে এই তিন মাস আমি কাহার নিকটে বাস করিব?"

দেখ নাগসেন, আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত বত্তনীয় আশ্রমে বাস করিতেছেন, তুমি তাঁহার নিকটে যাও। আমার বাক্যে তাঁহার পদে শির স্থাপন করিয়া বন্দনা কর। তাঁহাকে এইরূপ বলিও-আমার উপাধ্যায় আপনার পদে অবনত শিরে বন্দনা জানাইয়াছেন এবং আপনি নীরোগে, নির্ভয়ে, সুখে স্বচ্ছন্দে, সবল

শরীরে নিরাপদে আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই তিন মাস আপনার নিকটে থাকিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। যদি বলেন, 'তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি? তুমি বলিও ভন্তে, 'রোহণ স্থবির।' 'আমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিও আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন।'

নাগসেন গুরুবাক্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক অনুক্রমে চলিতে চলিতে বত্তনীয় আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। যে স্থানে স্থবির অশ্বগুপ্ত আছেন, তথায় আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন এবং গুরুর কথিত মতে যাবতীয় নিবেদন জানাইলেন। "সাধু নাগসেন, এখন তোমার পাত্র-চীবর সামলাইয়া রাখ।" নাগসেন তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। পরদিন বিহার পরিস্কার করিয়া মুখ ধুইবার জল ও দন্তকাষ্ঠ আনিয়া রাখিলেন। স্থবির পরিস্কৃত স্থান আবার পরিস্কার করিয়া নাগসেন প্রদত্ত জল ফেলিয়া দিলেন, স্বয়ং জল আনিলেন, দন্তকাষ্ঠ ফেলিয়া দিয়া অন্য কাষ্ঠ গ্রহণ করিলেন। আলাপ-সালাপ কিছুই করিলেন না। ক্রমে সাত দিন অতীত হইল, আবার স্থবির পূর্ববৎ প্রশ্ন করিলেন, নাগসেনও তদ্রূপ উত্তর দিলে বর্ষাবাস করিবার জন্য অনুমতি দিলেন।

সেই সময়ে এক মহা উপাসিকা ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া স্থবির অশ্বগুপ্তের সেবা শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছিল। উপাসিকা তিনমাস পরে স্থবিরের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসিলেন–তাত, আপনার নিকট অন্য কোন ভিক্ষু আছেন? হাঁ, মহোপাসিকে, আমাদের নিকটে নাগসেন নামে একজন ভিক্ষু আছে। তাত, তাঁহার সহিতই আমার বাড়ীতে কল্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। স্থবির মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর স্থবির রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র হস্তে নাগসেনের সহিত উপাসিকার ঘরে গিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন। উপাসিকা তাঁহাদের দুইজনকে শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন, ভিক্ষুদ্বয় পর্যাপ্ত ভোজনের পর আর দিতে নিষেধ করিলেন। স্থবির ভোজনান্তে নাগসেনকে বলিলেন–তুমি উপাসিকাকে ধর্ম শ্রবণ করাও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

উপাসিকা আয়ুষ্মান নাগসেনকে অনুরোধ করিলেন, তাত আমি বৃদ্ধা, একটু গভীর ধর্মকথা আমাকে বলুন। নাগসেন উপাসিকাকে অভিধর্মের লোকোত্তর (লোভ-দেষ-মোহের) শূন্যতা বিষয়ক দেশনা করিলেন। সেই

ধর্ম শ্রবণেই উপাসিকার পাপরজঃ পাপমল বিগত হইল। ধর্মচক্ষু (স্রোতাপত্তি ফল) উৎপন্ন হইল। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্তই নিরোধ হয়। নাগসেন ও উপাসিকাকে ধর্ম শুনাইয়া তাঁহারই দেশিত ধর্মে পুনঃপুন বিদর্শন ভাবনা করিয়া সেই আসনেই স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

স্থবির অশ্বগুপ্ত তখন মণ্ডলমালে বসিয়া দেখিলেন–দুই জনের ধর্মচক্ষু লাভ হইয়াছে। আর সাধুবাদ না দিয়া পারিলেন না; সানন্দে বলিয়া উঠিলেন–সাধু! সাধু!! নাগসেন তুমি একবাণ প্রহারে দুই মহাকায় বস্তুকে বিদীর্ণ করিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে বহু সহস্র দেবতা সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

আয়ুষ্মান নাগসেন, গাত্রোত্থান করিয়া স্থবির অশ্বগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। স্থবির বলিলেন–নাগসেন, তুমি পাটলিপুত্র নগরে যাও। তথায় অশোকারামে ধর্মরক্ষিত স্থবির বাস করেন, তাঁহার নিকটে বুদ্ধবচন শিক্ষা কর। "ভন্তে এই স্থান হইতে পাটলিপুত্র কতদূর"? "একশত যোজন"। ভন্তে রাস্তাও দূর, পথে ভিক্ষাও বোধ হয় দুর্লভ, কি প্রকারে গমন করিব"। "নাগসেন, তুমি যাও বহু সূপ ব্যঞ্জনযুক্ত পরিস্কৃত শালি চাউলের ভাত পাইবে। তাঁহার আদেশে সম্মতি দিয়া বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ পাত্র-চীবর লইলেন, এবং পাটলি পুত্রের দিকে প্রস্থান করিলেন।

তখন পাটলিপুত্র শ্রেষ্ঠী পঞ্চশত গাড়ী লইয়া পাটলিপুত্রের দিকে যাইতেছিলেন এবং দূরে থাকিতে নাগসেনকে আসিতে দেখিলেন। গাড়ীগুলি থামাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বন্দনা করতঃ জিজ্ঞাসিলেন–"আপনি কোথায় যাইবেন?" "গৃহপতি, পাটলিপুত্রে যাইব?" "সাধু তাত, আমরাও পাটলিপুত্রে যাইব, আমাদের সঙ্গে সুখে যাইতে পারিবেন।" শ্রেষ্ঠী তাঁহার শিষ্টাচরণে প্রীত হইয়া স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদ্বারা পরিবেশন করিলেন। তিনিও পরিমিত ভোজন করিয়া আর দিতে নিষেধ করিলেন। ভোজনান্তে শ্রেষ্ঠী একপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন–"তাত, আপনার নাম কি?" "গৃহপতি, আমার নাম নাগসেন।" "তাত, আপনি বুদ্ধবচন জানেন কি?" "হাঁ, আমি অভিধর্ম সম্বন্ধে জানি।" "তাত, ইহাই আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। আমিও অভিধর্ম সম্বন্ধে জানি, আপনিও জানেন, তাত, অভিধর্ম-পদ দেশনা

করুন।” নাগসেন শ্রেষ্ঠীকে অভিধর্ম আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, দেশনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠীর পাপরজঃ পাপমল বিগত হইল, এরূপ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল যে, “যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই নিরুদ্ধ হয়।”

শ্রেষ্ঠী গাড়ী পঞ্চশত আগে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নাগসেনের সঙ্গে পাছে পাছে যাইতেছিলেন। পাটলিপুত্রের নিকটে দ্বিধা-বিভক্ত পথে দাঁড়াইয়া তিনি নাগসেনকে বলিলেন-তাত, এইটিই অশোকারামে যাইবার পথ। তাত, আমার এই কম্বলরত্নখানি ১৬ হাত দীর্ঘ ৮ হাত প্রস্থ। দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। তিনি কম্বলখানি গ্রহণ করিলেন। শ্রেষ্ঠী ইহাতে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান নাগসেনকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নাগসেন অশোকারামে ধর্মরক্ষিত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করতঃ নিজের আগমন অভিপ্রায় জানাইলেন। এবং একই পাঠে তিন মাস ব্যাপিয়া ত্রিপিটক বুদ্ধ-বচন স্থবিরের নিকটে মুখস্থ করিয়া আর তিন মাস মর্মার্থ আয়ত্ত করিলেন।

স্থবির ধর্মরক্ষিত একদিন নাগসেনকে বলিলেন “নাগসেন, রাখাল গরু চরায় বটে, কিন্তু গোরস (দুগ্ধাদি) অপরে ভোগ করে, তুমিও ত্রিপিটক বুদ্ধ-বচন শিক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু শ্রামণ্যফলের ভাগী হইতে পার নাই।” “ভন্তে, আমি বুঝিয়াছি, আর বলিবেন না।” তিনি অহোরাত্রি ধ্যান করিয়া “পটিসম্ভিদা” অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। এই সত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেবগণ তাঁহার কৃতকর্মের সাধুবাদ দিলেন, ধরিত্রী আনন্দে বজ্র নিনাদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মগণ করতালিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। স্বর্গীয় চন্দন চূর্ণ ও মন্দার পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে হিমবন্তে রক্ষিততলবাসী শতকোটি অরহৎ সম্মিলিত হইয়া নাগসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আসুন নাগসেন, আমরা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

নাগসেন দূতের বচন শুনিয়া অশোকারাম হইতে অন্তর্ধানপূর্বক হিমবন্ত পর্বতের রক্ষিততলে সম্মিলিত কোটিশত অরহতের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন–নাগসেন, রাজা মিলিন্দ বাদ-প্রতিবাদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসঙ্গকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছেন। সাধু নাগসেন, তুমি যাও, মিলিন্দরাজকে দমন কর। ভন্তে এক মিলিন্দ কেন জম্বুদ্বীপের সমস্ত

রাজা আসিয়া আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও, সকলের কূটতর্ক খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে পারি। আপনারা নির্ভয়ে সাগল নগরে গমন করুন। তৎপর স্থবিরগণ কাষায় বস্ত্র প্রভায় ও ঋষিবায়ু প্রবাহে সাগল নগরখানি "তোলপাড়" করিয়া তুলিল।

তখন আয়ুষ্মান আয়ুপাল সঙ্খেয় বিহারে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজা মিলিন্দ অমাত্যগণকে বলিলেন–আহা! এই জ্যোৎস্নারাত্রি কি রমণীয়া? আমরা আজ কোন্ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া ধর্মালোচনা করিতে ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি? কে আমার সহিত আলাপ করিতে ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর্থ?

রাজার কথায় পঞ্চশত যবন তাঁহাকে উত্তর করিলেন, "মহারাজ, ত্রিপিটকজ্ঞ, বহুশ্রুত, শাস্ত্রবিদ, আয়ুপাল নামে এক স্থবির আছেন, তিনি সঙ্খেয় বিহারে বাস করেন। আপনি তাঁহার নিকট যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।" "তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে বলিয়া আস।" তৎপর নৈমিত্তিক আয়ুপালের নিকট দূত পাঠাইলেন, "ভন্তে মিলিন্দরাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক"–তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি আসুন"।

পঞ্চশত যবন পরিবৃত মিলিন্দরাজ রথারোহণে সঙ্খের বিহারে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরস্পর শিষ্টাচার সম্ভাষণের পর এক পার্শ্বে বসিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে আয়ুপাল আপনাদের প্রবজ্যার প্রয়োজন কি? আপনাদের পরমার্থই বা কি?" "মহারাজ, ধর্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় সংযম কারণে আমাদের প্রব্রজ্যা।" "ভন্তে, গৃহীদের মধ্যে সেইরূপ ধর্মাচারী ও সংযমী আছে কি? "হাঁ মহারাজ গৃহীদের মধ্যেও সেইরূপ ব্যক্তি আছে। যখন ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তখন ১৮ কোটি ব্রহ্মগণের ধর্মাববোধ (ধর্মাভিসময়) হইয়াছিল। ধর্মজ্ঞান লাভী দেবগণের সংখ্যা অগণিত। তাঁহারা সকলেই গৃহী, কেহই প্রব্রজিত নহেন।

মহারাজ, মহাসময় সুত্ত, মহামঙ্গল সুত্ত, সমচিত্তপরিয়ায় সুত্ত, রাহুলবাদ সুত্ত, পরাভব সুত্ত যখন ভগবান দেশনা করিয়াছিলেন, তখন অসংখ্য দেবগণ ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলেই গৃহী, প্রব্রজিত কেহই নহেন।"

ভন্তে আয়ুপাল, তাহা হইলে আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক। বরঞ্চ পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে আপনারা প্রব্রজিত হইয়াছেন ও ধুতাঙ্গ[১] রক্ষা করিয়া থাকেন। ভন্তে আমার মনে হয়, যাহারা একাসনিক[২] ধুতাঙ্গধারী, তাঁহারা নিশ্চয় পূর্বজন্মে পর সম্পত্তি চুরি করিয়াছিল, তাহারা অপরের সম্পত্তি লুটিয়াছে, সেই কর্মের ফলে তাহারা 'একাসনিক' পাপ ভোগিতেছে। সময়ে সময়ে তাহাদের ঘর বিছানা কিছুই মিলে না। তাহাদের শীল নাই, তপঃ নাই, ব্রহ্মচর্য নাই। আর যাহারা 'অভ্যবকাশিক[৩]' ভিক্ষু, তাহারা নিশ্চয়ই পূর্বে গ্রামঘাতক চোর ছিল। অপরের ঘর-বাড়ী বিনাশ করিয়া সেই পাপের ফলে এখন 'অভ্যবকাশিক' পাপ ভোগ করিতেছে, তাহাদেরও ঘর নাই, বিছানা নাই এবং শীলাদি নাই। আর যাহারা 'নৈষদ্যিক[৪]' তাহারা পূর্বে পান্থদূষক চোর ছিল, তাহারা পথিকদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল। সেই কর্মের ফলে এখন 'নৈষদ্যিক' পাপ ভোগ করিতেছে, তাহাদেরও পূর্ববৎ কিছুই নাই। রাজার কথায় আয়ুপাল অধোমুখ হইলেন এবং কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। পঞ্চশত যবন রাজাকে বলিলেন—মহারাজ, স্থবির পণ্ডিত, কিন্তু সঙ্কোচ করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। রাজা আয়ুপালকে মৌন দেখিয়া করতালি প্রদানপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—অহো জম্বুদ্বীপ জ্ঞানী শূন্য হইয়াছে, তুষের ন্যায় সারহীন হইয়াছে। আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে এবং আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে, এমন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই।

অতঃপর রাজা পরিষদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে—যবনগণ নির্ভীক, তাহাদের মুখের চেহারা বেশ ফর্সা। ভাবিলেন—নিশ্চয় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ এমন কোন শ্রমণ আছেন, তা না হইলে

---

[১]। ধুতাঙ্গ=বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থে ১৩টি ধুতাঙ্গ বিষয় সবিস্তৃত আছে। পাপকে ধুনিবার বা বিনাশ করিবার কারণ যেই নীতিতে বিদ্যমান তাহাকে ধুতাঙ্গ বলে।

[২]। অরুণোদয় হইতে ১২টার পূর্বে এক আসনে বসিয়া যিনি একবার মাত্র আহার করেন, তাঁহার ব্রত একাসনিক।

[৩]। যিনি ছায়াতে গমন না করিয়া আকাশতলে বাস করেন, তাঁহার ব্রত অভ্যবকাশিক।

[৪]। যিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিয়াই দিন-যামিনী অতিবাহিত করেন, তাঁহার ব্রত নৈষদ্যিক। বিশুদ্ধি মার্গ দ্রষ্টব্য।

ইহারা নিঃসঙ্কোচে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত না। রাজা জিজ্ঞাসিলেন–প্রিয় যবনগণ! এমন কি কেহ আছেন?

তখন ভিক্ষু নাগসেন শ্রমণগণে পরিবৃত। তিনি সঙ্ঘ ও গণের নায়ক, গণনাচার্য, শাস্ত্রাচার্য, সর্বত্র বিদিত, যশস্বী, বহুজনের সাধুসম্মত, পণ্ডিত, পারদর্শী, মেধাবী, নিপুণ, বিজ্ঞ, বিভাবী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রত, ত্রিপিটকজ্ঞ, বেদজ্ঞ, দর্শন বুদ্ধিসম্পন্ন, শাস্ত্রবেত্তা, ...ভিক্ষু, ভিক্ষুণী উপাসক, উপাসিকা, রাজা, অমাত্যগণদ্বারা মানীত পূজিত......লাভী শ্রেষ্ঠ........সকলকে ধর্মামৃত বর্ষণ করিয়া অনুক্রমে সাগল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি অশীতি সহস্র ভিক্ষুর সহিত সঙ্খেয় বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই কারণে কথিত হইয়াছে–

বহুশ্রুত, ‘বিশারদ, বিচিত্রকথক,
সুনিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞানী, কোশলী প্রবর,
ত্রিপিটকে মহাজ্ঞানী যত ভিক্ষুগণ
চারি পঞ্চ নিকায়েতে সুদক্ষ শ্রমণ
পরিবেষ্টি সকলেই ভিক্ষু নাগসেনে
সর্বদা করিত বাস বিহার মাঝারে,
সুপ্রাজ্ঞ মেধাবী দক্ষ মার্গ ও অমার্গে,
অরহত-ফল প্রাপ্ত ভিক্ষু নাগসেন
অতিশয় বিশারদ, সত্যবাদী আর
সুনিপুণ ভিক্ষুগণে হ’ য়ে পরিবৃত
ভ্রমি গ্রাম নগরেতে পোঁছেন সাগলে।
সঙ্খেয় বিহারে বাস করিতেন তিনি
জনগণসহ, যথা–পর্বতে কেশরী।

অনন্তর দেবমন্তিয় রাজাকে বলিলেন–মহারাজ অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন, নাগসেন নামে একজন পণ্ডিত স্থবির আছেন, তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত...তিনি এখন সঙ্খেয় বিহারে বাস করেন। আপনি যাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার সহিত আলাপ করিতে ও আপনার সন্দেহ অপনয়ন করিতে উৎসাহী। সহসা ‘নাগসেন’ এই শব্দ শুনিয়াই রাজার ভয়, স্তব্ধতা ও লোম-হর্ষণ উৎপন্ন হইল। তিনি দেবমন্তিয়কে বলিলেন–“নাগসেন আমার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসাহ করিতেছেন কি?”

"মহারাজ, উৎসাহ করিতেছেন।" আপনি কেন! তিনি ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, প্রজাপতি, সুযাম ও সন্তোষিত এই সকল লোকপাল দেবগণের সহিত পিতৃ-পিতামহ মহাব্রহ্মার সহিতও আলাপ করিতে উৎসাহী। মনুষ্যদের সঙ্গে কথাই বা কি?

রাজা দেবমন্তিয়কে বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ কর। 'হাঁ দেব' বলিয়া দেবমন্তিয় নাগসেনের নিকট দূত পাঠাইলেন। ভন্তে মিলিন্দরাজ আপনার দর্শন ইচ্ছা করেন। নাগসেন বলিলেন—তাহা হইলে তিনি আসুন। মিলিন্দরাজ পঞ্চশত যবন পরিবৃত হইয়া রথযোগে সৈন্য সামন্ত সহিত সঙ্খেয় বিহারে নাগসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় নাগসেন আশী হাজার ভিক্ষু সহিত মণ্ডলমালে বসিয়াছিলেন। রাজা দূর হইতে তাঁহার পরিষদবৃন্দ দেখিয়া দেবমন্তিয়কে বলিলেন—এই মহতী পরিষদ কাহার? মহারাজ, নাগসেনের। পরিষদ দর্শনে রাজার ভয়-স্তব্ধতা, লোম-হর্ষণ উৎপন্ন হইল। তিনি তখন গণ্ডার বেষ্টিত গজের ন্যায়, গরুড় বেষ্টিত নাগের ন্যায়, অজগর বেষ্টিত শৃগালের ন্যায়, মহিষ বেষ্টিত ভল্লুকের ন্যায়, সর্পাবদ্ধ মণ্ডুকের ন্যায়, ব্যাঘ্রাবদ্ধ মৃগের ন্যায়, অহিতুণ্ডিক গৃহীত পন্নগের ন্যায়, বিড়াল গৃহীত ইঁদুরের ন্যায়, ভূতবৈদ্য গৃহীত পিশাচের ন্যায়, রাহু মুখগত চন্দ্রের ন্যায়, পেটিকা মধ্যগত সর্পের ন্যায়, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়, জালমধ্যে প্রবিষ্ট মৎস্যের ন্যায়, গহনবনে প্রবিষ্ট মানুষের ন্যায়, বৈশ্রবণের নিকটে কৃতাপরাধী যক্ষের ন্যায়, পরিক্ষীণায়ু দেবপুত্রের ন্যায়, ভীত, উদ্বিগ্ন, উৎত্রস্ত, সংবিগ্ন, রোমাঞ্চিত, বিমনা, দুর্মনা, ভ্রান্তচিত্ত, বিপরীত চিত্ত হইলেও মনে মনে সাহস করিলেন, কখনই এই ব্যক্তি আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, এই আশ্বাসে কথঞ্চিত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া দেবমন্তিয়কে বলিলেন—"দেবমন্তিয়, তুমি আমায় নাগসেনকে বলিয়া দিওনা, তুমি বলিয়া না দিলেও আমি তাঁহাকে জানিয়া লইব।" "সাধু মহারাজ, আপনি জানিয়া লউন।"

নাগসেন সেই ভিক্ষু পরিষদের পুরোভাগে চল্লিশ হাজার ভিক্ষুর চেয়ে কনিষ্ঠ, পশ্চাতে উপবিষ্ট চল্লিশ হাজার ভিক্ষুর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। রাজা ভিক্ষু পরিষদের আগে, পাছে ও মাঝে দেখিতে দেখিতে দূর হইতেই ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে উপবিষ্ট নাগসেনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কেশর সিংহের

ন্যায়, নাই তাঁহার ভয়, না আছে সঙ্কোচ, স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। চেহারা দেখিয়াই জানিতে পারিলেন–এই ভিক্ষুমণ্ডলে ইনিই নাগসেন। রাজা দেবমন্তিয়কেও বলিয়া দিলেন–"ইনিই আয়ুষ্মান নাগসেন। "হাঁ মহারাজ, আপনি ঠিকই জানিতে পারিয়াছেন।" রাজা তুষ্ট হইলেন, আমাকে কেহ না বলা সত্ত্বেও আমি নাগসেনকে জানিয়াছি। পুনরায় তাঁহার ভয়, রোমাঞ্চতাদি উৎপন্ন হইল। সেই কারণে কথিত হইয়াছে :-

সদাচার সুসম্পন্ন সুদান্ত উত্তম
দম-গুণ-যুত ভিক্ষু নাগসেনে হেরি–
বলিল নৃপতি, বহু দেখিয়াছি বাদী,
করিয়াছি আলোচনা পণ্ডিতের সনে
হয় নাই ভয় মম, আজি যথা ত্রাস।
নিশ্চয় হইবে মম পরাজয় আজ।
জয়ী হবে নাগসেন, বুঝিয়াছি আমি
চিত্ত মম উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যথা।

****

বাহির কথা সমাপ্ত

লক্ষণ প্রশ্ন

প্রথম বর্গ

পুদ্গল প্রশ্ন-মীমাংসা।

অতঃপর মিলিন্দরাজ আয়ুষ্মান নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরস্পর শিষ্টাচার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া একপ্রান্তে বসিলেন। নাগসেনও তাঁহার আলাপে সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজার চিত্তরঞ্জন করিলেন।

রাজা নাগসেনকে বলিলেন–ভন্তে, আপনি কেমন বুঝেন? আপনার নাম কি? মহারাজ আমি নাগসেন নামে পরিচিত। আমাকে ব্রহ্মচারিগণ নাগসেন নামে ডাকিয়া থাকেন। মাতা-পিতা পুত্রগণের নাম রাখিয়া থাকেন, নাগসেন, শূরসেন, বীরসেন, সিংহসেন, কিন্তু মহারাজ এই নাগসেন নামটি সংখ্যা, সাধারণ সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার নাম মাত্র। কেননা, ইহাতে কোন পুদ্গল বা ব্যক্তি বিশেষের উপলব্ধি হয় না।

রাজা বলিলেন–"শুন আমার পঞ্চশত যবন বন্ধুগণ ও অশীতি সহস্র ভিক্ষুগণ, নাগসেন বলিতেছেন–এই নামে কোন ব্যক্তিত্বের অবস্থা বুঝায় না, এই কথায় অভিনন্দন করা উচিত কি? তখন রাজা নাগসেনকে বলিলেন–ভন্তে, যদি ব্যক্তিত্বের অবস্থা না বুঝায়, কে আপনাদিগকে চীবর-আহার-শয়নাসন-রোগের ঔষধ উপকরণ দান করে? কে তাহা পরিভোগ করে? কে শীল রক্ষা করে? কে ভাবনা-রত হয়? কে মার্গ-ফল-নির্বাণ লাভ করে? কে প্রাণী হত্যা করে? কে পরদ্রব্য হরণ করে? কে ব্যভিচার করে? কে মিথ্যা বলে? কে নেশা পান করে? কে পঞ্চ আনন্তরীয় কর্ম করে? তাহা হইলে, কুশল, অকুশল, কুশলাকুশল কর্ম, কর্তা, কারয়িতা, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল বিপাক কিছুই নাই। যদি আপনাদিগকে কেহ মারে, তাহার প্রাণীহত্যা পাপ হইবে না। তবে আপনাদের আচার্য, উপাধ্যায়, উপসম্পদা কিছুই নাই। আপনি যে বলিতেছেন– 'আমাকে নাগসেন বলিয়া ডাকে' তাহা হইলে এখানে নাগসেন কোথায়? তবে কি আপনার কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষঃ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, বড় অন্ত্র, ছোট অন্ত্র, উদর, শ্লেষ্মা, পূয, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, সিংঘাণ, লালা, মূত্র অথবা মগজ নাগসেন? "না

মহারাজ।" "রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান নাগসেন?" "না মহারাজ।" "তবে কি এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে নাগসেন?" "না মহারাজ।" "তবে পঞ্চস্কন্ধ হইতে অন্য কিছু নাগসেন?" "না মহারাজ।" ভন্তে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কই নাগসেন ত দেখিতেছি না? কেবল শব্দমাত্র নাগসেন কি? কোথায় এখানে নাগসেন? বোধ হয় আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। নাগসেন নামে কেহই নাই।"

তখন নাগসেন রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ আপনি ক্ষত্রিয় কুমার, আপনার দেহও সুকোমল।" আপনি এমন মধ্যাহ্ন সময়ে তপ্তভূমি ও উষ্ণ বালুকার উপর প্রখর কাঁকর, চাঁড় মর্দন করিয়া যে আসিয়াছেন, নিশ্চয় ইহাতে আপনার পা বেদনা করিতেছে, শরীর ক্লান্ত হইয়াছে, মনে কোন কষ্ট আসিয়াছে, দুঃখ সহগত কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি হাঁটিয়া আসিয়াছেন না কোন যানে আসিয়াছেন?" "ভন্তে, আমি হাঁটিয়া আসি নাই, রথে করিয়া আসিয়াছি।" "মহারাজ যদি আপনি রথে করিয়া আসিয়া থাকেন, সেই রথটি কি আমাকে বর্ণনা করুন। রথের ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথ পঞ্জর, রথ দণ্ড, যুগ, রজ্জু, রথ চালন, যষ্টি রথ কি?" "না ভন্তে!" "তবে মহারাজ, এইগুলির সমবায়ে রথ কি?" "না ভন্তে।" "তবে এইগুলি ব্যতীত অন্যত্র রথ আছে কি?" "না ভন্তে"। "মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কই রথ ত দেখিতেছিনা। কেবল শব্দ মাত্র রথ কি? কোথায় এখানে রথ? বোধ হয় আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। রথ নামে কিছুই নাই। মহারাজ সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে আপনি একজন প্রধান নৃপতি। কাহাকে ভয় করিয়া আপনি মিথ্যা বলিতেছেন? শুন পঞ্চশত যবন ও আশী হাজার ভিক্ষুগণ, রাজা বলিলেন—আমি রথে করিয়া আসিয়াছি। যদি মহারাজ আপনি রথে করিয়া আসেন, আমাকে রথটি বর্ণনা করুন। রাজা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, এখন ইহা আমার অভিনন্দন করা উপযুক্ত কি? এইরূপ বলিলে পঞ্চশত যবন নাগসেনকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখন সমর্থ হইলে আলাপ করুন।" রাজা বলিলেন—"ভন্তে, আমি মিথ্যা বলিতেছিনা। ঈষাদি রথের অবয়বগুলি একটা ব্যবহার মাত্র বলা হইয়া থাকে।" "মহারাজ, এবার আপনি ভালই জানিয়াছেন। এইরূপ কেশাদি ৩২ প্রকার ধাতু সমবায়ে যে নাগসেন, তাহাও একটা ব্যবহার মাত্র। কিন্তু

পরমার্থ সত্য বিচারে কোন ব্যক্তিত্বের অবস্থা বুঝায় না।” সেই কারণে বজিরা ভিক্ষুণী ভগবানের সম্মুখে বলিয়াছিলেন–

রথোপকরণ যথা–রথ নামে হয় পরিচিত,
স্কন্ধের বিদ্যমানে সত্ত্ব নামে তথা অভিহিত।

ভন্তে, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত, এমন বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আপনি দিলেন। যদি এখন বুদ্ধ থাকিতেন, নিশ্চয় আপনাকে সাধুবাদ দিতেন। সাধু সাধু নাগসেন! অতি বিচিত্ররূপে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

বর্ষ-প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভন্তে নাগসেন, আপনি কত বর্ষ হইয়াছেন? মহারাজ, আমি সাত বৎসর হইয়াছি। ভন্তে এখানে সাত কে? আপনি সাত? না গণনা সাত? তখন রাজার ভূষিত মণ্ডিত দেহের ছায়াখানি পৃথিবীতে ও জলপাত্রে দেখা যাইতেছিল। নাগসেন তাঁহাকে বলিলেন–মহারাজ, এই যে আপনার ছায়া দেখা যাইতেছে–আপনি রাজা? না ছায়া রাজা? ভন্তে, আমি রাজা, ছায়া রাজা নহে। তবে আমাকে আশ্রয় করিয়া ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, বর্ষ সাত, আমি সাত নহি। আমাকে আশ্রয় করিয়া বর্ষ গণনা করা হইয়াছে। রাজা প্রশ্নের উত্তরে আশ্চর্য হইলেন।

পণ্ডিত-বাদ ও রাজ-বাদ প্রশ্ন।

রাজা বলিলেন–“ভন্তে নাগসেন, আমার সঙ্গে আলাপ করিবেন কি?” মহারাজ, যদি পণ্ডিতের ন্যায় আলাপ করেন, আমি আলাপ করিব। যদি রাজার ন্যায় আলাপ করেন, করিব না।” “ভন্তে, পণ্ডিতগণের আলাপ কিরূপ?” “মহারাজ পণ্ডিতগণের আলাপে আবেষ্টন (কোন বাক্যে আবরণ) ও করা হয়, নির্বেষ্টন (আবরণ রহিত) ও করা হয়। নিগ্রহ, প্রতিকার, বিশেষ (তারতম্য) প্রতিবিশেষ (অতিশয় তারতম্য) ও প্রদর্শিত হয়। তাহাতে পণ্ডিতগণ রাগ করেন না। এই প্রকারই মহারাজ পণ্ডিতগণের আলাপ। ভন্তে, রাজাগণের আলাপ কিরূপ? মহারাজ, রাজাগণ আলাপ করিবার সময়ে একটি বস্তু মানিয়া লন, যে এই বস্তুর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন–যাও, ইহাকে দণ্ড দাও। এই প্রকারই মহারাজ রাজাগণের আলাপ।

"ভন্তে, আমি পণ্ডিত-বাদে আলাপ করিব, রাজ-বাদে আলাপ করিব না। আপনি বিশ্বস্ত হইয়া আলাপ করুন। যেমন ভিক্ষু, শ্রামণের, উপাসক, আরামিকগণের সহিত আলাপ করা হয়, এইরূপ বিশ্বস্তভাবে আলাপ করুন, ভয় করিবেন না।" স্থবির 'ভাল মহারাজ' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। রাজা বলিলেন-ভন্তে, জিজ্ঞাসা করিব কি?" "জিজ্ঞাসা করুন মহারাজ।" "ভন্তে, আপনাকে ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" "মহারাজ আমিও ত উত্তর দিয়াছি।""ভন্তে, কি উত্তর দিয়াছেন?" "মহারাজ, আপনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" রাজা মিলিন্দ ভাবিলেন, "এই ভিক্ষু পণ্ডিত, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ। আমার অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার আছে। হয়ত জিজ্ঞাসা করা না হইতেই সূর্য অস্ত যাইবে। আগামীকল্য অন্তঃপুরে আলাপ করিলে ভাল হয়।" রাজা দেবমন্তিয়কে বলিলেন-"দেখ তুমি ভদন্ত-কে বল, আগামী কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে।" এইরূপ বলিয়া মিলিন্দরাজ আসন হইতে উঠিলেন এবং স্থবিরের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে নাগসেন নাগসেন বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন। দেবমন্তিয় নাগসেনকে বলিলেন-"ভন্তে, রাজা বলিয়াছেন, কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে।" স্থবির ভাল বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

তৎপর সেই রাত্রি অতীত হইলে দেবমন্তিয়, অনন্তকায়, মঙ্কুর ও সব্বদিন্ন মিলিন্দ রাজের নিকট গিয়া বলিল-মহারাজ, ভদন্ত নাগসেন আসিতেছেন। হাঁ আসুন।" "কতজন ভিক্ষুর সহিত আসিবেন?" "যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, ততজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।" সব্বদিন্ন বলিলেন-"মহারাজ! দশজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।" রাজাও দুইবার, সব্বদিন্নও দুইবার পূর্ববৎ বলিলে, রাজা পুনরায় বলিলেন-সমস্ত সৎকার সজ্জিত, আমি বলিতেছি-"যতজন ভিক্ষুর ইচ্ছা স্থবিরের সহিত আসুন, অথচ সব্বদিন্ন অন্য প্রকার বলিতেছে। কেন আমরা কি ভিক্ষুদিগকে দিতে অসমর্থ?" এরূপ বলিলে সব্বদিন্ন অধোবদন হইল।

অনন্তর দেবমন্তিয়, অনন্তকায় ও মঙ্কুর নাগসেনের নিকট গিয়া বলিল-ভন্তে, রাজা বলিতেছেন যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, ততজনের সহিত আসুন। স্থবির পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র হস্তে আশী হাজার ভিক্ষুর সহিত সাগল নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন অনন্তকায় নাগসেনের নিকটে গমনপূর্বক বলিল-আমি যাহাকে নাগসেন বলিতেছি'

এখানে সেই নাগসেন কে? স্থবির বলিলেন–“তুমি কাহাকে নাগসেন বলিয়া মনে করিতেছ?” “ভন্তে, দেহের অভ্যন্তরে বায়ুরূপ জীব প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে, আমি তাহাকে নাগসেন বলিয়া মনে করি।” “আচ্ছা, যদি সেই বায়ু বাহির হইয়া আর প্রবেশ না করে বা প্রবেশ করিয়া যদি আর বাহির না হয়, সেই পুরুষ জীবিত থাকিবে কি? না ভান্তে। শঙ্খ বাদকেরা যখন শঙ্খ বাজায়, বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে? না ভন্তে। বেণু বা বাঁশী, শৃঙ্গ বা শিঙা যাহারা বাজায়, তাহাদেরও তদ্রূপ বায়ু পুনরায় প্রবেশ করে? না ভন্তে। তবে তাহারা মরে না কেন? আপনার ন্যায় পণ্ডিতের সহিত আমি আলাপ করিতে পারিব না। আমাকে একটু বুঝাইয়া দিন। বায়ু জীব নহে, ইহার নাম আশ্বাস-প্রশ্বাস। এইগুলি কায়িক সংস্কার (দেহের ধর্ম)। স্থবির অভিধর্ম কথা বলিলেন। অনন্তকায় তাঁহার উপাসকত্ব জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর নাগসেন মিলিন্দ রাজার ভবনে গিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন। রাজা সপরিষদ নাগসেনকে স্বহস্তে শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষুরা পরিমিত ভোজন করিয়া আর দিতে নিষেধ করিলেন। ভোজনের পর এক একজন ভিক্ষুকে দুইখানি করিয়া বস্ত্র দিলেন, আয়ুষ্মান নাগসেনকে ত্রিচীবর দান দিয়া বলিলেন–ভন্তে, আপনি দশজন ভিক্ষুর সহিত এখানে বসুন, অবশিষ্ট ভিক্ষুরা গমন করুন। মিলিন্দরাজ একখানি নীচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন এবং স্থবিরকে বলিলেন–ভন্তে, কোন্ বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হইবে? মহারাজ, আমরা অর্থের প্রার্থী, সেই ধর্মার্থ নিয়া আমাদের আলাপ হউক।

প্রব্রজ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভন্তে, আপানাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রয়োজন কি? এবং আপনাদের পরমার্থই বা কি? স্থবির বলিলেন–কেন মহারাজ, আমাদের এই দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, এই কারণেই ত আমাদের প্রব্রজ্যা! আসক্তি পরিহার করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করাই আমাদের পরমার্থ। সকলেই কি ভন্তে এই উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়? না মহারাজ। কেহ এই কারণে, কেহ রাজ-ভয়ে, কেহ চোর-ভয়ে, কেহ ঋণ-ভয়ে, কেহ সুখে জীবিকার জন্য প্রব্রজিত হয়। যাহারা সদুদ্দেশ্যে প্রব্রজিত, তাহারা নির্বাণ

লাভের জন্য প্রব্রজিত হয়। মহারাজ, আমি বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়াছি। জানিতাম না যে, সদুদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছি। অথচ আমার ভাবনা হইল, এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডিত। তাঁহারা আমাকে শিক্ষা দিবেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিয়া জানিতেছি ও দেখিতেছি যে—প্রব্রজ্যার এইমাত্র প্রয়োজন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জন্ম-মৃত্যু প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, এমন কি কোন মৃত ব্যক্তি আছে, আর জন্মগ্রহণ করিবে না। স্থবির বলিলেন—কেহ জন্মগ্রহণ করে, কেহ করে না। "কে জন্মগ্রহণ করে, কে করে না?" মহারাজ, যাহার তৃষ্ণা আছে, সে জন্মগ্রহণ করে, যাহার তৃষ্ণা নাই সে জন্মগ্রহণ করে না। ভন্তে, আপনি জন্মগ্রহণ করিবেন কি? যদি মহারাজ, আমি আসক্তি-যুক্ত হই, জন্মগ্রহণ করিব, যদি আসক্তি-শূন্য হই করিব না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

মনসিকারে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, যে জন্মগ্রহণ না করে, সে ঠিক জানিয়া জন্মগ্রহণ করে না? মহারাজ, তাঁহার ঠিক জানাও থাকে, প্রজ্ঞা এবং অন্য কুশল ধর্মও আছে। ভন্তে, যাহা ঠিকভাবে জানা তাহা প্রজ্ঞা নহে কি? না মহারাজ, সেই ঠিকঠাক জানা (মনসিকার) অন্য, প্রজ্ঞা অন্য। দেখুন এই যে অজ, মেষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র ও গর্দভাদি আছে, তাহাদের কোন কোন বিষয় ঠিক জানা আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নাই। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

মনসিকার ও প্রজ্ঞা-প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, মনসিকার ও প্রজ্ঞার লক্ষণ কি? মহারাজ মনসিকার (মনোনিবেশ বা ঠিকভাবে জানা) ধারণ লক্ষণ, প্রজ্ঞা ছেদন লক্ষণ। কি প্রকারে এই দুই লক্ষণ বুঝায়, তাহার উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, আপনি কি যবচ্ছেদন কারিগণকে জানেন? হাঁ ভন্তে জানি। মহারাজ, তাহারা কিরূপে যবচ্ছেদন করে? ভন্তে, তাহারা বামহাতে যবকলাপ ধরিয়া, ডানহাতে দাত্র (কাস্তে) গ্রহণপূর্বক যবচ্ছেদন করে। সেইরূপ মহারাজ, সাধক মনোনিবেশে বা মনের একাগ্রতাদ্বারা মানসকে

ধরিয়া প্রজ্ঞারূপ দাত্রদ্বারা তৃষ্ণাগুলির উচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই কারণেই মহারাজ মনসিকার ধারণ লক্ষণ, আর প্রজ্ঞা-চ্ছেদন লক্ষণ। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

কুশল ধর্মের প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন–ভন্তে নাগসেন, আপনি যে বলিতেছেন, 'অন্য কতকগুলি কুশল ধর্মদ্বারা' সেই কুশল ধর্মগুলি কি কি? মহারাজ, শীল-শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি এইগুলিই কুশলধর্ম।

শীল-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভন্তে, শীলের লক্ষণ কি। মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চারি মার্গ, চারি স্মৃত্যুপস্থান, চারি সম্যক্ চেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, চারি ধ্যান, অষ্ট বিমোক্ষ, চারি সমাধি, অষ্ট সমাপত্তি এই সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠা শীল। মহারাজ, শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন কুশল ধর্ম পরিক্ষীণ হয় না। উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যে কোন উদ্ভিদাদি যে বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি, বিপুলতা লাভ করে, সমস্তই পৃথিবীর আশ্রয়ে থাকিয়া। এইরূপ সাধক শীলে স্থিত হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়াদি ভাবনা করে। পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যে কোন বাহুবল সাধিত কাজ পৃথিবীর উপর ভার দিয়া করিতে হয়, সেইরূপ সাধকেরাও শীলে ভার রাখিয়া ভাবনা সমাধির অনুষ্ঠান করে। পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যখন সুতার একটি নগর নির্মাণে রত হয়, তখন সে প্রথমে স্থানটি পরিষ্কার করে, গোঁজা কাঁটা ফেলিয়া দেয়, স্থানটি সমান করে, তৎপর চতুষ্কোণ রাস্তা-ঘাট ঠিক করিয়া নগর নির্মাণ করে। এইরূপ সাধকও শীলাশ্রয়ে যাবতীয় কণ্টকাদি নির্মূল করিয়া ভাবনা-সমাধির অনুষ্ঠান করে। পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যেমন কোন বাজিকর তাহার শিল্প দেখাইতে ইচ্ছা করে, তখন সে পৃথিবী খনন করিয়া পাথর চাঁড়ের টুকরা ফেলিয়া ভূমিটাকে সমান করে, সেই সম মৃদু ভূমিতে বাজি খেলিয়া থাকে। সাধকও শীলবিশুদ্ধিতে রত থাকিয়া ভাবনা সমাধির অনুষ্ঠান করে।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন :-

জ্ঞানবান নর হয়ে শীলে প্রতিষ্ঠিত
সমাধি ও বিদর্শনভাবে অনিবার,

বীর্যবান বুদ্ধিমান ভিক্ষু বুদ্ধ-সুত
বেণুজটা তুল্য তৃষ্ণা করেন সংহার।
ধরণীতে প্রাণীদের প্রতিষ্ঠার তুল্য
কুশল বৃদ্ধির মূল যাহা আছে আর
জিনের শাসনে যাহা মুখ্য বিবেচিত
প্রাতিমোক্ষ শীলস্কন্ধ অতীব উত্তম।

ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সম্প্রসাদন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন–ভন্তে, শ্রদ্ধার লক্ষণ কি? মহারাজ, প্রসন্নতা উৎপাদন ও অগ্রগতি শ্রদ্ধার লক্ষণ। কি প্রকারে ভন্তে শ্রদ্ধার লক্ষণ প্রসন্নতা উৎপাদন? মহারাজ, উৎপত্তিশীল শ্রদ্ধা পঞ্চ নীবরণকে বাধা প্রদান করে, চিত্ত তখন নীবরণবিহীন হইয়া নির্মল, সুনির্মল ও কলুষহীন হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রসন্নতা উৎপাদন লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন, মহারাজ, চক্রবর্তী রাজা যখন চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত দূরতর রাস্তা গমন সময়ে অল্পমাত্র জল পার হইয়া যান, তখন সেই জল হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সৈন্যের গমনে ক্ষুভিত, কলুষিত, আন্দোলিত, কর্দমাক্ত হয়। তখন চক্রবর্তী রাজা নদী পার হইয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করেন যে–যাও, আমার জন্য পানীয় জল লইয়া আস, আমি জল পান করিব। যদি রাজার নিকট জল-শোধক মণি থাকে, তাহা হইলে ভৃত্যেরা বলে–হাঁ দেব আনিতেছি। তখন তাহারা মণিটি ঘোলা জলে যেই ফেলিয়া দিল, অমনি শঙ্খ-শৈবাল-পানা দূর হইল, কাদাটাও বসিয়া জল নির্মল হইল। সেই নির্মল জল রাজার নিকট আনিয়া বলিল–দেব, জল পান করুন। মহারাজ, এই উপমায় জল তুল্য চিত্ত, সাধক তুল্য ভৃত্য-মনুষ্য, শৈবাল-পানাদি তুল্য তৃষ্ণা-ক্লেশ (কিলেস), জল-শোধক মণি তুল্য শ্রদ্ধা দ্রষ্টব্য। যেমন মণি জলে ফেলামাত্রেই আবর্জনা দূর হইল, কাদা বসিয়া গেল এবং জলও বিশুদ্ধ হইল, তেমন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে কামাদি নীবরণকে বাধা দেয়, পঞ্চ নীবরণ দূর হইলেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ইহাই মহারাজ, শ্রদ্ধার লক্ষণ প্রসন্নতা উৎপাদন।

সম্প্রস্কন্ধন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভন্তে, শ্রদ্ধার অগ্রগতি লক্ষণ কি? যেমন মহারাজ, কোন সাধক অন্যের বিমুক্ত চিত্ত দেখিয়া, তাহা লাভের জন্য স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহৎ ফলে চিত্তের অগ্রগতিতে গমন করিয়া থাকে, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য, অলব্ধ বিষয় লাভ করিবার জন্য ও অসাক্ষাৎ বিষয়ের সাক্ষাতের জন্য যোগ সাধন করিয়া থাকে, ইহাই শ্রদ্ধার অগ্রগতি লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যদি পাহাড়ের আগায় খুব বৃষ্টি হয়, সেই জল নিুদিকে নামিবার সময়ে যথাক্রমে পর্বতের গহ্বর, গর্ত ও শাখাসমূহ পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে নদীকে পরিপূর্ণ করে। ক্রমে সেই জল নদীর দুইকূল বাহিয়া গমন করে। তখন বহুলোক নদী পার হইবার জন্য তথায় আসিল বটে, কিন্তু নদীর গভীরতা অগভীরতা না জানিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই মুহূর্তে একজন শক্তিশালী পুরুষ আসিয়া কোমরটি দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া এক লাফ দিয়া নদী পার হইয়া গেল। সে পার হইল দেখিয়া তীরস্থিত লোকেরাও পার হইয়া গেল। সাধকও সেইরূপ শ্রদ্ধার অগ্রগতিতে ভব নদী পার হইয়া থাকেন। ইহাকেই বলে শ্রদ্ধার অগ্রগতি।

ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে দেশনা করিয়াছেন–

শ্রদ্ধায় তরিবে সদা ওঘ চতুষ্টয়,
অপ্রমাদে ভবার্ণব তরিবে তেমন;
বীর্যবলে দুঃখ হ'তে পায় সবে ত্রাণ,
প্রজ্ঞাবলে পরিশুদ্ধি লভিবারে পারে।

ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বীর্য-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বীর্যের লক্ষণ কি? মহারাজ, বীর্যের লক্ষণ দৃঢ়ীকরণ। বীর্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইলে যাবতীয় কুশল ধর্ম আর পরিহীন হয় না।

উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কোন ঘর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, কোন পুরুষ তাহাতে একটি ঠেশ দিয়া থাকে। তাহা হইলে

ঘরটি আর পড়ে না। এই প্রকারই বীর্যের দৃঢ়ীকরণ লক্ষণ এবং এই দৃঢ়তাগুণে কুশল ধর্ম বিনষ্ট হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, বহুসৈন্য অল্পসৈন্যকে পরাজয় করিল। তৎপর রাজা আরও সৈন্য আনিয়া অল্প সৈন্যের সহিত যোগ করিয়া দিল, কাজেই যুদ্ধে মহতী সেনা পরাস্ত হইল। এই প্রকারই মহারাজ, বীর্যের দৃঢ়ীকরণ লক্ষণে যাবতীয় অকুশল বিনষ্ট হয়।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন—হে ভিক্ষুগণ, বীর্যবান আর্য-শ্রাবক অকুশল ত্যাগ করেন, কুশলের শ্রীবৃদ্ধি করেন, দোষ ত্যাগ করেন, নির্দোষের শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং নিজকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

স্মৃতি লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, স্মৃতির লক্ষণ কি? "মহারাজ, স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ ও উপগ্রহণ লক্ষণ। ভন্তে, স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ কিরূপ? মহারাজ, উৎপন্নশীল স্মৃতি কুশল-অকুশল, দোষ-নির্দোষ, হীন-শ্রেষ্ঠ, পাপ-পুণ্য এবং তত্তুল্য ধর্মসমূহ স্মরণ করাইয়া দেয়। চারি স্মৃত্যুপস্থান, চারি সম্যক চেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই ৩৭টি বোধি-পক্ষীয়ধর্ম শমথ-বিদর্শন-বিদ্যা-বিমুক্তিগুলি স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সাধক সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না, ভজনীয় ধর্ম ভজনা করে, অভজনীয় ধর্ম ভজনা করে না, তাহাও স্মৃতিগুণে। এই প্রকারই মহারাজ স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন। "মহারাজ, চক্রবর্তী রাজার ভাণ্ডাগারিক প্রাতঃসন্ধ্যা রাজাকে তাহার প্রতিপত্তি (যশ) স্মরণ করাইয়া দেয়, দেব, আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক, হিরণ্য, সুবর্ণ সম্পত্তি এই পরিমাণ আছে, মনে রাখুন। এই প্রকারই মহারাজ, সাধক পূর্বোক্ত বোধি-পক্ষীয় ধর্মাদি স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে স্মরণ লক্ষণ স্মৃতি।"

ভন্তে, স্মৃতির উপগ্রহণ লক্ষণ কিরূপ? "মহারাজ, উৎপত্তিশীল স্মৃতি হিতাহিত ধর্মের গতিকে অনুসন্ধান করে। এই ধর্মগুলি হিতকর, এই ধর্মগুলি অহিতকর, এই ধর্মগুলি উপকারী, এই ধর্মগুলি অনুপকারী। তৎপর সাধক অহিত ধর্মসমূহ ত্যাগ করেন, হিত ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন, অনুপকারী

ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া উপকারী ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন। এই প্রকারই মহারাজ, স্মৃতির অন্য লক্ষণ উপগ্রহণ।

উপমা প্রদান করুন।– রাজ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্ররত্ন রাজার হিতাহিত বিষয় অবগত রাখেন, রাজার হিত-অহিত উপকারী-অনুপকারী ধর্মগুলি জানিয়া অহিতকর, অনুপকারী ধর্মসমূহ ত্যাগ করেন, হিতকর, উপকারী ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন। এই প্রকারই মহারাজ, উপগ্রহণ লক্ষণ স্মৃতি।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন–"হে ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতিকে সর্বার্থসাধিকা বলিতেছি "ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সমাধি-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন–ভন্তে, সমাধির লক্ষণ কি? মহারাজ, সমাধির প্রমুখ লক্ষণ। যাহা কিছু কুশল ধর্ম আছে, সেই সমস্ত সমাধি মুখে অবস্থিত এবং সমাধির দিকে নিু, ক্রমনিু এবং সেইভাবে অবস্থিত।

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, উচ্চ-চূড়াবিশিষ্ট কোন ঘরে যে গোপানসী (চালের রূপা) দেওয়া হয়, তাহা সমস্ত কূটগামী চূড়া হইতে নামিয়াছে ও চূড়ার দিকেই প্রবিষ্ট। সুতরাং চূড়াই এখানে প্রধান। এইরূপ কুশল ধর্মসমূহ সমাধির দিকেই রহিয়াছে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন রাজা চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলে, তাহার সেনা হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমস্তই যুদ্ধের দিকে গমন করিয়া থাকে এবং সেই যুদ্ধকেই বেষ্টন করিয়া থাকে। এই প্রকারই সমাধিমুখে যাবতীয় কুশল ধর্ম অবস্থিত থাকে। এইরূপেই প্রমুখ লক্ষণ সমাধি।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন–"ভিক্ষুগণ, সমাধিকে বৃদ্ধি কর, যিনি সমাহিত, তিনি যথাভূত জানিতে পারেন।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

প্রজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, প্রজ্ঞার লক্ষণ কি? মহারাজ, আমি পূর্বেও ত বলিয়াছি, প্রজ্ঞার ছেদন লক্ষণ, তবে অবভাসন লক্ষণও প্রজ্ঞাতে আছে।

ভন্তে, সেই প্রজ্ঞার অবভাসন লক্ষণ কিরূপ? মহারাজ, উৎপত্তিশীল প্রজ্ঞা অবিদ্যার অন্ধকারকে ধ্বংস করে, বিদ্যার আলোক উৎপাদন করে।

জ্ঞানালোকে প্রবেশ করায়, আর্যসত্যসমূহ প্রকাশিত করে। তৎপর সাধক অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা লক্ষণকে সম্যক প্রজ্ঞাযোগে দর্শন করেন।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন পুরুষ প্রদীপ হস্তে অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রেই অন্ধকার চলিয়া যায়, দীপ্তি উৎপাদন করে, আলোকটা সমস্ত গৃহে পরিব্যাপ্ত হয়। রূপসমূহ প্রকাশিত হয়। এই প্রকারই মহারাজ প্রজ্ঞার অবভাসন লক্ষণ। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নানা ধর্মের এক কৃত্য সম্পাদন প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, এই ধর্মসমূহ বিবিধ প্রকার হইয়া একটি অর্থ সম্পাদন করে কি? হাঁ মহারাজ, অর্থও সম্পাদন করে, তৃষ্ণাসমূহও বিনষ্ট করে।

তাহা কি প্রকার উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, সেনা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক নানা হইয়াও সংগ্রামে শত্রু সেনাকে পরাজিত করিয়া একটি অর্থ নিষ্পন্ন করে; এই প্রকার মহারাজ, বিবিধ কুশল প্রভাবে একমাত্র ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

মহাবর্গ সমাপ্ত।

অধ্বান বর্গ

ধর্মসন্ততি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই ব্যক্তিই, না অন্য? স্থবির বলিলেন—সেও নহে, অন্যও নহে।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন, যখন আপনি দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলেন, বিছানায় উত্তান হইয়া শুইয়া থাকিতেন; এই যে আপনি বড় হইয়াছেন এখনও সেই শিশু কি? না ভন্তে, সেই শিশু অন্য, এখন বয়স্ক আমি অন্য। তাহা হইলে মহারাজ, মাতা-পিতা, আচার্য, শিল্পীক, শীলবান, প্রজ্ঞাবান কেহই হইবে না। কেমন মহারাজ, ভ্রূণের প্রথম অবস্থার কললের মাতা অন্য, দ্বিতীয়াবস্থার অর্বুদের মাতা অন্য, তৃতীয়াবস্থার পেশীর মাতা অন্য, চতুর্থাবস্থার ঘণের মাতা অন্য? ক্ষুদ্রের মাতা অন্য? বৃহতের মাতা অন্য? অন্য ব্যক্তি শিল্প শিখে, অন্য ব্যক্তি

শিক্ষিত হয়? অন্য ব্যক্তি পাপ করে, অন্য ব্যক্তির হস্তপদ কাটা যায়? না ভন্তে। যদি আপনাকে ইহা কেহ বলে, তবে আপনি কি বলিবেন? মহারাজ, আামিই দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলাম, আর এখন আমিই সেই বৃহৎ। এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। উপমা প্রদান করুন।– যদি মহারাজ কোন পুরুষ প্রদীপ জ্বালে, তাহা কি সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত থাকিবে? হাঁ ভন্তে, সারা রাত্রি প্রদীপ্ত থাকিবে। তবে কি পূর্ব যামে যেরূপ শিখা ছিল, মধ্যম যামেও সেরূপ শিখা থাকিবে? না ভন্তে। মধ্যম যামে যে শিখা, শেষ যামেও কি সেই শিখা থাকিবে? না ভন্তে।

তবে কি মহারাজ, পূর্বযামের প্রদীপ, মধ্যম যামের প্রদীপ, শেষ যামের প্রদীপ পৃথক পৃথক ছিল? না ভন্তে। পূর্বযামের প্রদীপাশ্রয়ে সারা রাত্রি প্রদীপ্ত ছিল। এই প্রকারই মহারাজ, ধর্ম সন্ততির একটা প্রবাহ। অন্য উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ হয়। অথচ আগে-পরে নহে, একই ক্ষণে হইয়া থাকে। সেই কারণে সেও নহে, অন্যও নহে। শেষ বিজ্ঞানেই সংগৃহীত হয় মাত্র।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– ক্ষীর দোহন করা হইলে, কতকক্ষণ পরে তাহা দধিতে পরিণত হয়, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃতে পরিণত হয়। যদি মহারাজ কোন ব্যক্তি এইরূপ বলে, যাহা ক্ষীর তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, তাহাই ঘৃত, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলে কি? না ভন্তে, দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ, ধর্ম সন্ততি এই প্রকারই। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

পুনর্জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন–ভন্তে, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে কি জানে আমি জন্মগ্রহণ করিব না। হাঁ মহারাজ, সে জানে। ভন্তে কি প্রকারে জানে? জন্মগ্রহণের যেই হেতু, যেই প্রত্যয়, সে সেই হেতু সেই প্রত্যয়ের নিবৃত্তি জানে।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন কৃষক-গৃহস্থ সে ধান্যের চাষ করিয়া নিজের গোলাটি পূর্ণ করিল, সে অন্য বৎসরে কর্ষণ, বপন করিল না, সেই সঞ্চিত ধান্যের কতেক খাইল, কতেক ত্যাগ করিল, কতেক প্রয়োজনে লাগাইল। মহারাজ, সেই কৃষক এখন কি জানিতে পারে যে,

আমার ধান্যের গোলা আর পূর্ণ থাকিবে না? হাঁ ভন্তে জানে। কি প্রকারে জানে? ধান্যের গোলা পরিপূর্ণতার যাহা হেতু, তাহার এখন নিবৃত্তি হইয়াছে। তাই সে জানে আর আমার গোলা পূরাইবে না। এই প্রকারই মহারাজ, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে জন্মগ্রহণের হেতু নিবৃত্তিতেই জানিতে পারে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞাও কি উৎপন্ন হইয়াছে? হাঁ মহারাজ, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞাও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি ভন্তে, যাহা জ্ঞান তাহাই প্রজ্ঞা? হাঁ মহারাজ, যাহা জ্ঞান তাহাই প্রজ্ঞা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে কি কোন বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবে, না হইবে না? মহারাজ, কোন বিষয়ে হয়, কোন বিষয়ে হয় না। ভন্তে, কোন্ বিষয়ে মোহ হয়, কোন্ বিষয়ে মোহ হয় না? মহারাজ, যেই শিল্প বিদ্যাদি তাহার জানা নাই, যেই দিকে সে যায় নাই, যেই নাম প্রজ্ঞপ্তি তাহার শুনা নাই, এই বিষয়গুলিতে তাহার মোহ আসিবে।

কোন্ বিষয়ে মোহ আসিবে না? মহারাজ, অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম জ্ঞানে যাহা উত্তমরূপে জানা হইয়াছে, তাহাতে আর মোহ আসিবে না। ভন্তে, তবে মোহ কোথায় যায়? মহারাজ যেইস্থানে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথায়ই মোহ নিরুদ্ধ হয়। উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, অন্ধকার গৃহে যদি কোন পুরুষ প্রদীপ জ্বালে, তখনই অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়, আলোকটা জ্বলিতে থাকে। এই প্রকার জ্ঞানালোক উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মোহান্ধকার চলিয়া যায়।

ভন্তে, প্রজ্ঞা কোথায় যায়? প্রজ্ঞাও মহারাজ, নিজের কার্য সাধন করিয়া তথায়ই নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার কার্যক্রম বিনষ্ট হয় না, ভন্তে, আপনি যাহা বলিতেছেন, প্রজ্ঞার কার্য বিনষ্ট হয় না, তাহার উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন পুরুষ রাত্রিতে একখানি পত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া লেখককে ডাকাইলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া পত্রখানি লেখাইলেন। ঐ পত্র লিখার পর প্রদীপখানি নিবাইয়া দিলেন। প্রদীপ নিবিল বটে, লেখা কিন্তু

বিনষ্ট হইল না। এইরূপ মহারাজ, প্রজ্ঞা-প্রদীপ নিবিলে ও তাহার লেখারূপ কার্য বিনষ্ট হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, পূর্ব জনপদের লোকেরা প্রত্যেক ঘরে পাঁচ পাঁচটি করিয়া জল পূর্ণ কলসী রাখিয়া থাকে, কারণ যখন ঘরে আগুন লাগিবে, তখন আগুন নিবাইতে পারিবে। আগুন লাগিলে ঐ কলসী ঘরের উপর নিক্ষেপ করে। তদ্দারা অগ্নি নিবিয়া যায়। তবে কি মহারাজ, তাহাদের মনে এইরূপ হয়, ঐ কলসী আমরা পুনঃ ব্যবহার করিব? না মহারাজ, ঐ কলসীর আর প্রয়োজন নাই, তাহাদ্বারা কার্যও বা আর কি হইবে।

যেমন মহারাজ, পঞ্চ কলসী, তেমন শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়। যেমন সেই মনুষ্যেরা, তেমন সাধকগণ। ক্লেশগুলি অগ্নিতুল্য দ্রষ্টব্য। যেমন পাঁচটি কলসীদ্বারা আগুন নিবাইয়া দেয়, তেমন পঞ্চেন্দ্রিয় ক্লেশাগ্নি নিবাইয়া দেয়; ক্লেশাগ্নি একবার নিবিয়া গেলে, আর জ্বলিয়া উঠিবে না। এই প্রকারই মহারাজ, প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু তাহার কার্যক্রম নিরুদ্ধ হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কোন বৈদ্য পাঁচটি শিকড় পিষিয়া রোগীকে সেবন করাইল, তদ্দারা রোগীর রোগও সেরে গেল, সে কি পুনঃ ঐ পঞ্চ শিকড়ের প্রয়োজন মনে করে? না ভন্তে, তাহা আর কি করিবে। তেমন মহারাজ, পঞ্চ শিকড় শ্রদ্ধাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়। বৈদ্য সাধকতুল্য। ব্যাধি ক্লেশতুল্য। ব্যাধিত পুরুষ পৃথগ্‌জন বা সাধারণ লোক। পাঁচটি শিকড়ে যেমন রোগীর রোগ সারে, তেমন পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা ক্লেশ ব্যাধি সারিয়া যায়, আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না। এইরূপ প্রজ্ঞার নিরোধ হয় বটে, কিন্তু তাহার কৃতকার্যের নিরোধ হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, পাঁচটি বাণ লইয়া এক যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে গেল। সে পঞ্চ বাণ মারিয়া শত্রু সৈন্য পরাজয় করিল। সে কি ঐ বাণ পাঁচটি প্রত্যাশা করে? না ভন্তে, সে তাহা আর কি করিবে। তেমন মহারাজ, শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয় পাঁচটি বাণ; যোদ্ধা সাধক; শত্রু-সৈন্য ক্লেশ। যেমন পাঁচটির বাণে শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করে, তেমন পঞ্চেন্দ্রিয় ক্লেশসমূহ ধ্বংস করে। ক্লেশ ধ্বংস হইলে আর উৎপন্ন হয় না। প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞার কার্যও তদ্রূপ।” ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জন্ম-লাভীর অনুভূতি প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, যে জন্মগ্রহণ করে না সে কি কোন দুঃখ বেদনা অনুভব করিতে পারে? স্থবির বলিলেন—কোনটি পারে, কোনটি পারে না। কোন্‌টি পারে, কোন্‌টি পারে না? মহারাজ, কায়িক বেদনা অনুভব করে, চৈতসিক বেদনা অনুভব করে না। তাহা কিরূপ? কায়িক বেদনা উৎপত্তির যাহা হেতু, যাহা প্রত্যয়, সেই হেতু-প্রত্যয়ের উপশম না হইলে কায়িক-দুঃখ অনুভব করিতে হয়। সেইরূপ চৈতসিক দুঃখ উৎপত্তির যাহা হেতু-প্রত্যয় তাহার শান্তিতে চৈতসিক দুঃখের অনুভূতি হয় না। ভগবান বলিয়াছেন-সে একমাত্র কায়িক বেদনা অনুভব করে, কিন্তু মহারাজ চৈতসিক নহে।

তাহা হইলে ভন্তে নাগসেন, যিনি দুঃখ পান, তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন না কেন? মহারাজ, অরহতের নিকট আসক্তিও নাই, বিদ্বেষও নাই। তাঁহারা অপক্ক পাত করেন না। পরিপক্কের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অরহতেরা অকালে নির্বাণ লাভ না করিয়া যথাকালে নির্বাপিত হন। মহারাজ, ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন—

“নাহি অভিনন্দি আমি জীবনেরে কিংবা মরণেরে,
কালের প্রতীক্ষা করি, দাস যথা বেতনের তরে।
নাহি অভিনন্দি আমি জীবনেরে কিংবা মরণেরে,
কালের প্রতীক্ষা করি, জ্ঞানযুক্ত হয়ে স্মৃতি-ভরে।”

ভন্তে আপনি সুদক্ষ।

বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, সুখ-বেদনা কুশল-অকুশল-অব্যাকৃতের মধ্যে কোন্‌টি? মহারাজ, তিনটি হইতে পারে। ভন্তে, যাহা কুশল, তাহা দুঃখকর নহে; যাহা দুঃখকর তাহা কুশল নহে; তাহা হইলে কুশল দুঃখরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। মহারাজ, এইটি আপনি কেমন মনে করেন—একজন পুরুষ ডান হাতে তপ্ত লৌহ গুটিকা লইল, বাম হাতে বরফ পিণ্ড লইল তবে তাহার দুইহাত দাহ করিবে কি? হাঁ ভন্তে, দাহ করিবে। কেন মহারাজ, দুইটি গরম কি? না ভন্তে। তবে দুইটি ঠাণ্ডা কি? না ভন্তে। হাঁ, এখন

নিজের পরাজয় মানুন। যদি বলেন–গরমের দ্বারা জ্বলে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দুইটি ত আর গরম নহে, দুইটি যে দগ্ধ করিবে, তেমন অবস্থা ত সেখানে উৎপন্ন হয় না। যদি বলেন–ঠাণ্ডার দ্বারা জ্বলে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দুইটি ত আর ঠাণ্ডা নহে, দুইটি যে দগ্ধ করিবে, তেমন অবস্থাও ত সেখানে উৎপন্ন হয় না। মহারাজ, তবে উভয়টি দগ্ধ করে কেন? দুইটি শীতলও নহে। দুইটি গরমও নহে। অথচ একটা গরম, একটা ঠাণ্ডা।

আমার নিকট তেমন শক্তি নাই যে, আপনার ন্যায় বাদীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারি। ভাল আপনি সেই তত্ত্ব নির্ধারণ করুন। তৎপর স্থবির অভিধর্মমূলক কথার দ্বারা রাজাকে বুঝাইলেন। মহারাজ, গৃহজাত আনন্দ ৬টি, নৈষ্ক্রম্যজাত আনন্দ ৬টি, গৃহজাত নিরানন্দ ৬টি, নৈষ্ক্রম্যজাত নিরানন্দ ৬টি, গৃহজাত উপেক্ষা ৬টি, নৈষ্ক্রম্যজাত উপেক্ষা ৬টি, এই ৬টি চক্র; সুতরাং অতীত বেদনা ৩৬টি, অনাগত বেদনা ৩৬টি ও বর্তমান বেদনা ৩৬টি। এই সমস্ত মোট করিয়া ১০৮টি বেদনা। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বর্তমান নাম-রূপসমূহের একার্থ নানার্থ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, জন্মগ্রহণ করে কে? স্থবির বলিলেন– মহারাজ, নাম-রূপ। এই বর্তমান নাম-রূপ কি? না মহারাজ, এই বর্তমান নামরূপ জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু এই নাম-রূপদ্বারা ভাল-মন্দ যাহা কাজ করা যায়, সেই কর্ম প্রভাবে অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে। ভন্তে, যদি এই নাম-রূপ জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে কি? স্থবির বলিলেন–যদি জন্মগ্রহণ না করে, মুক্ত হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন পুরুষ একজন লোকের আম চুরি করিল, সে চোরকে ধরিয়া রাজার নিকট আনিয়া বলিল–দেব, এই ব্যক্তি আমার আম চুরি করিয়াছে। চোর বলে–না দেব, আমি তাহার আম চুরি করি নাই। সে যে আম রোপণ করিয়াছিল, তাহা অন্য, আমি যাহা চুরি করিয়াছি, তাহা অন্য। কাজেই আমি দণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য নহি। কেমন মহারাজ, সেই চোর দণ্ড পাইবে কি? হাঁ ভন্তে, পাইবে। কেন? সে যাহাই

বলুক না, পূর্বের আমটি ছাড়িয়া দিলেও, শেষের আমটি চুরি করার দোষেও, দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ মহারাজ, বর্তমান নাম-রূপ যাহা ভাল-মন্দ কার্য করে, তদ্দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে, সেই কারণে পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ শালি ধান্য চুরি করিল, ... একজন ইক্ষু চুরি করিল....এই উপমাগুলিও আমের ন্যায়।

যেমন একজন লোক হেমন্তকালে আগুন জ্বালিয়া শরীর উত্তপ্ত করতঃ আগুন না নিবাইয়া চলিয়া গেল। সেই আগুনদ্বারা একজন লোকের ক্ষেত্র জ্বলিয়া গেল। ক্ষেত্র স্বামী তাহাকে রাজার নিকট আনিয়া বলিল–দেব, এই ব্যক্তি আমার ক্ষেত্রটি জ্বালাইয়া দিয়াছে। সে বলে–দেব, আমি তাহার ক্ষেত্র দাহ করি নাই। আমি যে আগুন জ্বালিয়াছি, তাহা অন্য, যেই আগুনদ্বারা ক্ষেত্র জ্বলিয়াছে, তাহা অন্য। কাজেই আমি দণ্ডযোগ্য নহি। কেমন মহারাজ, সে দণ্ড পাইবে কি? হাঁ, দণ্ড পাইবে। কি কারণে? সে যাহাই বলুক না কেন, আগের আগুন ছাড়িয়া দিলেও, পরের আগুনে হইলেও জ্বলিয়াছে। কাজেই সে দণ্ড পাইবে। এইরূপই মহারাজ, ভাল-মন্দ কাজ লইয়া জন্মগ্রহণ থাকিলে, নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ প্রদীপ লইয়া একটি ধাপে উঠিয়া ভোজন করিল, প্রদীপটি জ্বলিতে জ্বলিতে তৃণে ধরিল, তৃণ জ্বলিয়া ঘরে ধরিল, ঘর জ্বলিয়া গ্রাম দগ্ধ হইল। গ্রামবাসীরা তাহাকে ধরিয়া বলিল–কেন তুমি আমাদের গ্রামটি জ্বালাইয়া দিলে? সে বলে–আমি তোমাদের গ্রাম জ্বালাই নাই। আমি যে প্রদীপে ভোজন করিয়াছিলাম, সে অগ্নি অন্য, আর আগুনে যে গ্রাম জ্বলিয়াছে তাহা অন্য। উভয়ে বিবাদ করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ, এখন আপনি কার পক্ষে থাকিবেন? গ্রামবাসীর পক্ষে। কি কারণে? সে যাহা বলুক না কেন, তাহার উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে। তদ্রূপ জন্মগ্রহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একটি শিশু কুমারীকে বিবাহ মানসে বরণ করিয়া শুল্ক (পণ) প্রদানপূর্বক চলিয়া গেল। কুমারী যখন বয়ঃপ্রাপ্তা হইল, তখন অন্য একজন পুরুষ শুল্ক দিয়া তাহাকে

বিবাহ করিল। এমন সময় প্রথম ব্যক্তি আসিয়া বলে—হে পুরুষ, কেন তুমি আমার ভার্যা নিয়া গেলে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—না আমি তোমার ভার্যা নিই নাই, তুমি যেই কুমারীকে শুল্ক দিয়াছিলে, সেই কুমারী অন্য, আর আমি যেই বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতী বিবাহ করিয়াছি, এই স্ত্রী অন্য। দুইজনে বিবাদ করিয়া যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনি কি ব্যবস্থা করিবেন? ভন্তে, আমি পূর্ব ব্যক্তিকেই দিব। কি কারণে? সে যাহাই বলুক না, ঐ শিশু কুমারীই ত যুবতী হইয়াছিল। এই প্রকারই মহারাজ, মরণকাল পর্যন্ত অন্য নাম-রূপ, জন্মগ্রহণ কালে অন্য নাম-রূপ। তথাপি তাহা পূর্ব নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই কারণে জন্মগ্রহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।-যেমন মহারাজ, গোপালকের হাত হইতে কোন পুরুষ একঘটী দুগ্ধ কিনিয়া পুনঃ তাহার হাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিল—কল্য লইয়া যাইব। পরদিন সেই দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে। সে আসিয়া বলিল—আমার দুগ্ধের ঘটীটা দাও। গোপালক দধির ঘটীটা দিল। দুগ্ধ ক্রেতা বলিল—আমি তোমার হাত হইতে দধি কিনি নাই, আমাকে দুগ্ধঘট দাও। গোপালক বলিল—আমি ঐ সব জানি না, তোমার ক্ষীরই ত দধি হইয়াছে। যদি তাহারা বিবাদ করিয়া আপনার নিকট আসে, আপনি তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন? আমি গোপালকের মতেই মত দিব। কেন? দুগ্ধক্রেতা যাহাই বলুক না তাহার দুগ্ধই ত দধি হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ, বর্তমান নাম-রূপ অন্য, প্রতিসন্ধি (জন্ম) কালে অন্য। কিন্তু পূর্বের নাম-রূপ হইতেই পরবর্তী নাম-রূপ হইয়াছে। সেই কারণে জন্মগ্রহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-কর্ম মুক্ত হয় না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নাগসেনের জন্মাজন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, আপনি জন্মগ্রহণ করিবেন কি? মহারাজ পুনঃ এই প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ প্রথমেই আপনাকে ইহা বলিয়াছি। যদি আমি আসক্তিযুক্ত হই, জন্মগ্রহণ করিব, যদি নিরাসক্ত হই, জন্মগ্রহণ করিব না।

উপমা প্রদান করুন।—যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিল, রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অধিকার প্রদান

করিলেন। সে অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় পঞ্চ কামগুণে সুখিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। যদি সে লোকজনকে এইরূপ বলে–রাজা আমার কিছুই প্রতীকার করিতেছেন না, কেমন মহারাজ, সে ঠিক কথা বলিতেছে কি? না ভন্তে, এই প্রকারই আপনার পুনঃ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি, উপাদান থাকিলে জন্ম হইবে, না থাকিলে জন্ম হইবে না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নাম-রূপ জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনি যে বলিতেছেন, নাম-রূপ, তন্মধ্যে নাম কি? আর রূপ কি? মহারাজ, যাহা স্থূল তাহা রূপ। যাহা সূক্ষ্ম চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম তাহা নাম। ভন্তে, নাম কি কারণে পৃথক জন্মগ্রহণ করে না? মহারাজ, এই নাম-রূপ ধর্ম দুইটি–একটি অন্যটির আশ্রিত, এই কারণে একত্রেই উৎপন্ন হয়।

উপমা প্রদান করুন।–যেমন মহারাজ, কুক্কুটির ভ্রূণ না হইলে ডিম্ব ও হইবে না। এই ভ্রূণও ডিম্ব পরস্পরাশ্রিত, একত্রেই ইহাদের উৎপত্তি। এই প্রকার মহারাজ, নাম না হইলে রূপও হইবে না। যাহা নাম, আর যাহা রূপ, দুইটি পরস্পরাশ্রিত; একত্রেই উহাদের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারেই দীর্ঘকাল এই নাম-রূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। ভন্তে আপনি সুদক্ষ।

অধ্ব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনি যে বলিতেছেন 'দীর্ঘ-কাল' এই কাল কি? মহারাজ, অতীত কাল, অনাগত কাল ও বর্তমান কাল। ভন্তে, সমস্ত বিষয়ের একটি কাল আছে কি? মহারাজ, কোনটির কাল আছে, কোনটির কাল নাই। কোন্‌টির আছে, কোন্‌টির নাই? মহারাজ, যেই সংস্কারগুলি অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ, বিপর্যয়ভাব প্রাপ্ত, তাহাদের কাল নাই। যেই-গুলির ফল এখনও বাকী আছে ও যেইগুলি জন্ম প্রদান করে, তাহাদের কাল আছে। যেই প্রাণিগুলি মরিয়া অন্যত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের কালও আছে। যেই প্রাণিগুলি মরিয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইবে না, তাহাদের কাল নাই। আর যাঁহারা নির্বাণ প্রাপ্ত, তাঁহাদেরও কাল নাই, কারণ তাঁহারা নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

অধ্বান বর্গ দ্বিতীয়।

ত্রিকাল-মূল প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, অতীত কালের মূল কি? অনাগত কালের মূল কি? বর্তমান কালের মূল কি? মহারাজ, এই ত্রিকালের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নাম-রূপ, নাম-রূপ-প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হয়। এই প্রকার সমগ্র দুঃখরাশির পূর্বসীমা দেখা যায় না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

কালের পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, আপনি যে বলিতেছেন—পূর্বসীমা দেখা যায় না, ইহার উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যেমন কোন পুরুষ অল্পমাত্র বীজ মাটীতে বপন করিল। সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উঠিয়া অনুক্রমে বাড়িতে বাড়িতে পরে ফল প্রদান করিল। সেই বীজ লইয়া আবার বপন করিল, তাহাও বাড়িয়া ফল প্রদান করিল, এইরূপ এক বীজ হইতে অন্য বীজ পরম্পরা এই যে একটা প্রবাহ সন্ততি তাহার অন্ত আছে কি? না ভন্তে। এই প্রকারই মহারাজ, কালের পূর্বসীমা দেখা যায় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।—যেমন মহারাজ, কুক্কুটী হইতে ডিম্ব হয়। আবার সেই ডিম্ব হইতে কুক্কুটী এই যে একটা প্রবাহ তাহার অন্ত আছে কি? না ভন্তে। এইরূপ কালের পূর্বসীমা দেখা যায় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— স্থবির মাটীতে একটা চক্র আঁকিয়া রাজাকে বলিলেন—মহারাজ, এই চক্রের একটা অন্ত আছে কি? না ভন্তে। এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান জন্ম-চক্র দেশনা করিয়াছেন। চক্ষুর কারণে রূপে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই চক্ষু রূপ ও বিজ্ঞানের মিলনে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে কর্ম, কর্ম হইতে পুনঃ চক্ষু উৎপন্ন হয়। এই প্রকার প্রবাহ সন্ততির একটি অন্ত আছে কি? না ভন্তে। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন এইগুলির উপমাও চক্ষু

তুল্য। এই প্রকারেই মহারাজ, কালের একটা পূর্বসীমা দেখা যায় না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনি যে বলিতেছেন–পূর্বসীমা দেখা যায় না, সেই পূর্বসীমাটি কি? মহারাজ, যাহা অতীত কাল, তাহা পূর্বসীমা। তবে কি যাবতীয় পূর্বসীমা দেখা যায় না? মহারাজ, কোনটি দেখা যায়, কোনটি দেখা যায় না। কোন্‌টি দেখা যায়, কোন্‌টি দেখা যায় না? মহারাজ, ইহার পূর্বে সর্বাকারে সর্ববিষয়ে অবিদ্যা যে ছিল না, ইহার পূর্বসীমা দেখা যায় না। যাহা ছিল না তাহা হইতেছে, আবার হইয়া বিলীন হইতেছে, ইহার পূর্বসীমা দেখা যায়। ভন্তে, যাহা ছিল না তাহা হইতেছে, আবার হইয়া বিলীন হইতেছে, তাহা কি দুইদিকে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইতেছে না? যদি মহারাজ, দুইদিকে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হয়, তাহা হইলে কি দুই ভগ্নাবস্থাকে বাড়ানও যাইতে পারে না? হাঁ, তাহারও বাড়ান যাইতে পারে। "ভন্তে, আমি উহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পূর্বসীমা হইতে বাড়ান যাইতে পারে কি?" "হাঁ বাড়াইতে পারে।"

উপমা প্রদান করুন।– স্থবির তাঁহাকে বৃক্ষের উপমা দিয়া দেখাইলেন যে–'পঞ্চ স্কন্ধই সমস্ত দুঃখরাশির বীজ।' ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সংস্কারোৎপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, এমন কি কোন সংস্কার আছে, যাহারা উৎপন্ন হইতেছে? আছে মহারাজ। ভন্তে, সেইগুলি কি? মহারাজ, চক্ষু থাকিলে রূপ দর্শনে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; চক্ষু-বিজ্ঞান থাকিলে চক্ষু-সংস্পর্শ হয়; চক্ষু-সংস্পর্শ থাকিলে বেদনা হয়; বেদনা থাকিলে তৃষ্ণা হয়; তৃষ্ণা থাকিলে উপাদান হয়, উপাদান থাকিলে ভব হয়; ভব থাকিলে জন্ম হয়; জন্ম থাকিলে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সমগ্র দুঃখরাশির উৎপত্তি হয়। মহারাজ, চক্ষুর অভাবে রূপ দর্শন হয় না, রূপ দর্শন না হইলে চক্ষু-বিজ্ঞানাদি কিছুই হয় না। বরঞ্চ সমগ্র দুঃখরাশিরও নিরোধ হয়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সঞ্জাত সংস্কার প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, এমন কি কোন সংস্কার আছে, যেইগুলি না হইয়া জাত হয়? না মহারাজ, তেমন নাই, বরঞ্চ হইয়াই জাত হয়।

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, এইটি আপনি কেমন মনে করেন, যেই ঘরটিতে আপনি বসিয়াছেন, ইহা কি না হইয়া জাত হইয়াছে? ভন্তে, না হইয়া জাত বস্তু এই ঘরে নাই, সমস্ত হইয়াই জাত হইয়াছে। ভন্তে, এই গাছগুলি বনে ছিল, এই মৃত্তিকা পৃথিবীতে ছিল, স্ত্রী পুরুষের উদ্যমে এই গৃহটি নির্মিত হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত সংস্কার হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, বীজ কিংবা শাখা মাটিতে রোপণ করিলে উহা অনুক্রমে বাড়িয়া ফল-ফুল প্রদান করে, এই গাছ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, এমন কোন সংস্কার নাই, না হইয়া জাত হইয়াছে, উহা হইয়াই জাত হইয়াছে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, কুম্ভকার পৃথিবী হইতে মাটি লইয়া বিবিধ ভাজন নির্মাণ করে, সেই ভাজনসমূহ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হইয়াছে........

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, যদি বীণার পত্র, চর্ম, দ্রোণী, দণ্ড, উপবীণ, তন্ত্রী কোণ না থাকে, আর পুরুষের দৃঢ় চেষ্টাও যদি না হয়, তবে কি বীণা হইতে শব্দ নির্গত হইবে? না ভন্তে। যদি বীণাতে সমস্ত বর্তমান থাকে, শব্দ জাত হইবে কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, এমন সংস্কারসমূহ নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, যদি ছোট বড় অগ্নি মন্থন কাষ্ঠ, কাষ্ঠ-বন্ধন রজ্জু, অতিরিক্ত কাষ্ঠ, বস্ত্র ও পুরুষের দৃঢ় চেষ্টা না থাকে, আগুন জ্বালাইতে পারিবে কি? না ভন্তে। যদি সমস্ত বর্তমান থাকে পারিবে কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, সংস্কারসমূহ এমন নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, যদি মণি, রৌদ্র, গোময় না থাকে অগ্নি উৎপত্তি হইবে কি? না ভন্তে। যদি তিনটি থাকে অগ্নি উৎপন্ন হইবে কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকারই মহারাজ....

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, যদি আয়না, আভা ও মুখ না থাকে, স্বীয় রূপ দেখা যাইবে কি? না ভন্তে। যদি তিনটি থাকে, দেখা যাইবে কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকারই সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞাতা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বিজ্ঞাতার উপলব্ধি হয় কি? মহারাজ, আপনি কোন্ বিজ্ঞাতার কথা বলিতেছেন? ভন্তে, দেহের অভ্যন্তরে যে জীব চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদ অনুভব করে, কায়ের দ্বারা স্পর্শ-যোগ্য বস্তু স্পর্শ করে ও মনের দ্বারা ধর্ম জানে। যেমন আমরা প্রাসাদে বসিয়া যেই যেই জানালা দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই জানালা দিয়া দেখি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের যে কোন জানালা দিয়া দেখিতে পারি। এই প্রকার ভন্তে, দেহের অভ্যন্তরে যে জীব আছে, সে শরীরের যেই যেই দরজা দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই দরজা দিয়া দেখিয়া থাকে। স্থবির বলিলেন, মহারাজ, আমি পঞ্চদ্বার সম্বন্ধে বলিতেছি, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন–যদি অভ্যন্তরের জীব আমাদের চারিদিকে জানালা দিয়া দেখার ন্যায় রূপ দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে চক্ষু-শ্রোত্র, নাসিকা-জিহ্বা, কায়-মন দিয়া সেইরূপই দেখিয়া থাকিবে, ষড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ধর্ম জ্ঞাত হইবে কি? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, আপনার আগের কথার সহিত পরের কথা, পরের কথার সহিত আগের কথা মিলিতেছে না।

মহারাজ, আমরা প্রাসাদে বসিয়া জানালাগুলি যখন খুলিয়া দিই এবং বিপুল আকাশ দিয়া মুখটি বাহির করি, তখন ভালমতে রূপ দেখিয়া থাকি, এইরূপ অভ্যন্তরের জীবও চক্ষুদ্বার খুলিয়া দিলে বিপুল আকাশটি ভালমতে দেখিয়া থাকিবে, সেইরূপ অপর ইন্দ্রিয়গুলি ও শব্দাদি জ্ঞাত হইবে কি? না ভন্তে। মহারাজ, আপনার আগের সহিত পরের কথা ও পরের সহিত আগের কথা মিল হইতেছে না।

যেমন মহারাজ, দিন্ন নামক এক ব্যক্তি বাহির হইয়া বহির্ফটকে দাঁড়াইল, তবে কি মহারাজ, আপনি জানিবেন, দিন্ন বহির্ফটকে দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে? হাঁ ভন্তে, জানিব। মহারাজ, দিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনার সম্মুখে গিয়া যখন দাঁড়ায়, তখন কি আপনি তাহাকে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি বলিয়া জানিবেন? হাঁ ভন্তে, জানিব। এই প্রকার মহারাজ, অভ্যন্তরে যে জীব আছে, সে কি জিহ্বায় অম্লত্ব, লবণত্ব, তিক্তত্ব, কটুত্ব, কষায়ত্ব, মধুরত্ব রস নিক্ষিপ্ত মাত্রেই জানিতে পারে? হাঁ ভন্তে, জানিতে পারে। সেই রসগুলি পেটের মধ্যে প্রবেশ করিলে অম্লত্ব, লবণত্ব, তিক্তত্ব, কষায়ত্ব, মধুরত্ব জানিতে পারিবে ? না ভন্তে। মহারাজ, আপনার আগের কথার সহিত পরের কথা, পরের কথার সহিত আগের কথা ঐক্য হইতেছে না।

যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একশত ঘট মধু আনাইয়া মধুর পাত্র পূর্ণ করিল, তৎপর একজন পুরুষের মুখ বাঁধিয়া মধুপাত্রে ফেলিয়া দিল। মহারাজ, সেই পুরুষ কি মধুর মিষ্টতা অমিষ্টতা জানিতে পারিবে? না ভন্তে। কি কারণে? তাহার মুখে মধু প্রবেশ করে নাই বলিয়া। মহারাজ, আপনার আগের কথার সহিত পরের কথা, পরের কথার সহিত আগের কথা ঐক্য হইতেছে না।

ভন্তে, আপনার ন্যায় বাদীর সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি। আপনি ইহার অর্থ নির্ধারণ করুন।

স্থবির অভিধর্ম সংযুক্ত কথার দ্বারা রাজাকে বুঝাইলেন। মহারাজ, চক্ষুর কারণে রূপে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহার সহজাত স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, মনসিকার। এই প্রকারে এই ধর্মগুলি এক একটির উপকারকরূপে জাত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ-স্কন্ধে কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞাতা উপলব্ধি হয় না। তদ্রূপ শ্রোত্রাদিতেও বিজ্ঞাতা উপলব্ধি হয় না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–“ভন্তে, চক্ষু-বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় কি?” “হাঁ মহারাজ।” “ভন্তে, চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে উৎপন্ন হয়? মহারাজ, প্রথম চক্ষুবিজ্ঞান পরে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।” “তাহা হইলে কি ভন্তে, চক্ষুবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আদেশ করে–আমি যেখানে উৎপন্ন হইব,

তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইও? অথবা মনোবিজ্ঞান চক্ষুবিজ্ঞানকে আদেশ করে–যেখানে তুমি উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব?" "না মহারাজ", "পরস্পরের তেমন কোন আলাপ হয় না!" "তবে ভন্তে, কি প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়?" "মহারাজ, তাহা নিম্নত্ব, দ্বারত্ব, পরিচয়ত্ব, ব্যবহারত্ব ভেদে উৎপন্ন হয়।" "ভন্তে, নিম্নত্ব হেতু কি প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?"

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, তাহা কেমন মনে করেন, যখন বৃষ্টি হয়, তখন জল কোন্ দিক দিয়া গমন করে?" "ভন্তে, যেইদিকে নিম্ন, সেইদিক দিয়া গমন করে।" যদি অন্য সময় বৃষ্টি হয়, সেই জল কোন্ দিক দিয়া গমন করে?" "পূর্বে যেই দিক দিয়া জল গিয়াছে, এখনও সেইদিক দিয়া গমন করিবে।" "কেমন মহারাজ, আগের জল কি শেষের জলকে এমন আদেশ করে যে–আমি যেইদিক দিয়া যাইতেছি, তুমিও সেইদিক দিয়া যাইও। শেষের জল কি আগের জলের প্রতি আদেশ করে যে–যেই দিক দিয়া তুমি যাইবে, আমিও সেইদিক দিয়া গমন করিব।" "না ভন্তে, তাহাদের পরস্পরের তেমন আলাপ নাই। নিম্নতা হেতু জল চলিয়া যাইতেছে।" "সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও নিম্নত্ব হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

ভন্তে, দ্বারত্ব হেতু কি প্রকারে যেইখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়?

উপমা প্রদান করুন।– "মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন? রাজার সীমান্ত নগরে সুদৃঢ় প্রাচীর ও ফটক আছে, কিন্তু দরজা একটি, যদি কোন পুরুষ নগর হইতে বাহির হইতে চায়, কোন্ দ্বারদিয়া সে বাহির হইবে? "ভন্তে, দরজা দিয়া বাহির হইবে।" "যদি অপর একজন পুরুষ বাহির হইতে চায়, সে কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইবে?" পূর্ব-ব্যক্তি যেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছে, সেও সেই দ্বার দিয়া বাহির হইবে। "কেমন মহারাজ, আগের পুরুষ, শেষের পুরুষকে এইরূপ আদেশ করে কি, আমি যেইদিক দিয়া যাইতেছি, তুমিও সেইদিক দিয়া যাইও? অথবা শেষের পুরুষ আগের পুরুষকে বলে কি, তুমি যেইদিক দিয়া যাইতেছ, আমিও সেইদিক দিয়া যাইব।" "না ভন্তে", "তাহাদের পরস্পরের আলাপ নাই।"

দ্বার আছে বলিয়া গমন করে। সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও দ্বারত্ব হেতুই গমন করে।

ভন্তে, পরিচয়ত্ব হেতু কি প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়?

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন? প্রথম একটা গাড়ী চলিয়া গেল, তৎপর দ্বিতীয় গাড়ীটা কোন্ দিক দিয়া যাইবে? ভন্তে, আগের গাড়ী যেই দিক দিয়া গিয়াছে, শেষের গাড়ীটিও সেই দিক দিয়া যাইবে। কেমন মহারাজ, আগের গাড়ী কি শেষের গাড়ীকে আদেশ করে– আমি যেই দিক দিয়া যাইতেছি, তুমিও সেই দিক দিয়া যাইও। অথবা শেষের গাড়ী আগের গাড়ীকে কি আদেশ করে–তুমি যেই দিক দিয়া যাইবে, আমিও সেই দিক দিয়া যাইব।" "না ভন্তে", "তাহাদের পরস্পরের আলাপ নাই। "পরিচয় হেতুই যাইতেছে।" "সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও পরিচয় হেতুই গমন করে।

ভন্তে, কি প্রকারে ব্যবহার হেতু যেইখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেইখানে উৎপন্ন হয়?

উপমা প্রদান করুন।– "মহারাজ যেমন, মুদ্রা গণনা, সংখ্যা লেখা প্রভৃতি শিল্প বিদ্যায় প্রথম আরম্ভকারীর ভুল হইয়া যায়, পরে সাবধানে ব্যবহার করায় আর ভুল হয় না। সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও ব্যবহার ভেদে উৎপন্ন হয়।

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়-মন ও তদ্রূপ উপমেয়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

স্পর্শ-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– "ভন্তে, যেইখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদনাও কি সেইখানে উৎপন্ন হয়?" "হাঁ মহারাজ, যেইখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইখানে বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, বিতর্ক বিচারও উৎপন্ন হয়। এমন কি স্পর্শ প্রমুখ সমস্ত ধর্ম তথায় উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, স্পর্শের লক্ষণ কি?"–"মহারাজ, স্পর্শের স্পর্শন লক্ষণ।" উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, দুইটি মেষ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি মেষ চক্ষুর ন্যায়, অপর মেষ রূপের ন্যায়, দুইটির একত্র সম্মিলন স্পর্শ তুল্য দ্রষ্টব্য।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, যদি দুই হাতে তালি বাজান যায়, তন্মধ্যে একটি হাত চক্ষু, অপর হাত রূপ, দুই হাতের মিলন স্পর্শ তুল্য দ্রষ্টব্য।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– "মহারাজ, যদি দুইখানি করতাল বাজান যায়, তন্মধ্যে একটি করতাল চক্ষু, অপর করতাল রূপ, উভয়ের মিলন স্পর্শ তুল্য দ্রষ্টব্য।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বেদনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বেদনার লক্ষণ কি? "মহারাজ, বেদনার অনুভূত ও অনুভব লক্ষণ।"

উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিল। রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অধিকার প্রদান করিলেন। সেই অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় পঞ্চ কামগুণে সুখিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। একদা তাহার এইরূপ চিন্তা হইল–'আমি পূর্বে রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিয়াছি। সেই কারণে রাজা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি এইরূপ সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি।' যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ কুশল কার্য করিয়া মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, সে তথায় পঞ্চ দিব্যকামগুণে সুখিত হইয়া বাস করে। একদা তাহার এইরূপ চিন্তা হইল–"আমি পূর্বে কুশল কর্ম করিয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত এইরূপ সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি।" এই প্রকার মহারাজ, বেদনার অনুভূত লক্ষণ ও অনুভব লক্ষণ।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সংজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, সংজ্ঞার লক্ষণ কি? মহারাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ চিহ্নিতরূপে জানন। ইহাদ্বারা কি জানে? নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠাদি বর্ণ জানে। এই প্রকার মহারাজ, চিহ্নিতরূপে জানাই সংজ্ঞা।

উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, রাজার ভাণ্ডাগারিক ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্য নীলাদি রূপ দেখিয়াই দ্রব্যসমূহ চিনিতে পারে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

চেতনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, চেতনার লক্ষণ কি? মহারাজ, চেতনার চেতয়িত ও অভিসংস্করণ লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন।– "যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ বিষ প্রস্তুত করিয়া নিজেও পান করে এবং অপরকেও পান করায়। ইহাতে নিজেও কষ্ট পায়, অপর লোকেরাও কষ্ট পায়। এই প্রকার মহারাজ, কোন পুরুষ নিজে অকুশল চেতনায় কার্য করিয়া মরণান্তে তীর্যক-প্রেত-অসুর-নিরয়ে উৎপন্ন হয়, যাহারা তাহার অনুকরণ করে, তাহারাও তদ্রূপ চারি অপায়ে উৎপন্ন হয়। আর যদি কেহ নিজেও ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, গুড় সেবন করে ও অপরকেও সেবন করায়, তাহাতে উভয়েই সুখিত হয়। তদ্রূপ নিজে কুশল কার্য করিয়া সেও স্বর্গলাভী হয়, অপর লোকেরাও তাহার অনুকরণ করিয়া স্বর্গলাভী হয়। এই প্রকার মহারাজ, চেতনার চেতয়িত ও অভিসংস্করণ লক্ষণ।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞান-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বিজ্ঞানের লক্ষণ কি? মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ বিশেষরূপে জানন।

উপমা প্রদান করুন।– "যেমন মহারাজ, নগর-রক্ষক নগরের চৌমাথা রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক হইতে কোন পুরুষকে আসিতে দেখে, এই প্রকার মহারাজ, পুরুষ চক্ষুদ্বারা যাহা রূপ দেখে, তাহা বিজ্ঞানদ্বারা জানিতে পারে। তদ্রূপ কর্ণদ্বারা যেই শব্দ শুনে, নাসিকাদ্বারা যেই ঘ্রাণ লয়, জিহ্বাদ্বারা যেই রসাস্বাদন করে, কায়ের দ্বারা যেই স্পর্শ করে ও মনের দ্বারা যেই ধর্ম জানে, এই সমস্ত বিজ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে জানিতে পারে। এই প্রকারই মহারাজ, বিজ্ঞানের বিজানন লক্ষণ।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিতর্ক-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বিতর্কের লক্ষণ কি? মহারাজ, বিতর্কের লক্ষণ অর্পণ বা নিয়োজিতকরণ।

উপমা প্রদান করুন।– "যেমন মহারাজ, সূত্রধর সুকৃত কাষ্ঠখণ্ড সন্ধিস্থলে ঠিকভাবে নিয়োজিত করে। এই প্রকার মহারাজ, বিতর্কের অর্পণ লক্ষণ।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিচার-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বিচারের লক্ষণ কি? "মহারাজ, বিচারের লক্ষণ অনুমার্জন।

উপমা প্রদান করুন।–"মহারাজ, যেমন কাঁসের থালে আঘাত করিলে পরে শব্দ করিতে থাকে। এখানে আঘাত বিতর্ক তুল্য, অনুরব বিচার তুল্য।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

তৃতীয় বর্গ।

স্পর্শাদির বিভাগ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– "ভন্তে, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, বিজ্ঞান, বিতর্ক, বিচার এই ধর্মগুলি যখন একত্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখন কি এইগুলিকে বিভাগ করিয়া নানা প্রকারে দেখাইতে পারিবেন?" "না মহারাজ, পারিব না।"

উপমা প্রদান করুন।– "মহারাজ, রাজার পাচক যূষ বা রস পাক করিল। সে তথায় দধি, লবণ, আদ্রক, জীরক, মরিচ প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিল। যদি রাজা তাহাকে এইরূপ বলে–দধি প্রভৃতির রস পৃথক পৃথকভাবে আনয়ন কর। মহারাজ, সে অম্লত্ব, লবণত্ব, তিক্তত্ব, কটুত্ব, কষায়ত্ব, মধুরত্ব বিভাগ করিয়া আনিতে পারিবে কি?" না ভন্তে, পারিবে না, বরঞ্চ স্বীয় স্বীয় লক্ষণে উহাদের গুণ অনুভব করা যায়।" "মহারাজ, স্পর্শ বেদনাদিও তদ্রূপ জ্ঞাতব্য।" ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জিহ্বা বিজ্ঞেয় প্রশ্ন-মীমাংসা

স্থবির বলিলেন–"মহারাজ, লবণ চক্ষুদ্বারা জানা যায় কি?" "হাঁ ভন্তে, চক্ষুদ্বারা জানা যায়।" "মহারাজ, ভাল করিয়া জানুন।" "তবে কি ভন্তে, জিহ্বাদ্বারা জানা যায়? "হাঁ, মহারাজ, জিহ্বাদ্বারা জানা যায়।" "তাহা হইলে ভন্তে, সমস্ত লবণ কি জিহ্বাদ্বারা জানা যায়?" "হাঁ মহারাজ।" ভন্তে, যদি লবণ জিহ্বাদ্বারা জানা যায়, তবে, বলীবর্দগণ গাড়ী টানিয়া উহা আনে কেন? লবণই আহরণ করিতে হইবে নয় কি? না মহারাাজ, লবণ

আনিতে পারে না। এই লবণত্ব, গুরুত্ব ধর্মগুলি ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলেও উহাদের বিষয় আশ্রয় (গোচর) কিন্তু নানা প্রকার। লবণ ওজনে ভারী। মহারাজ, লবণ তুলাদণ্ডে ওজন করা যায় কি?" "হা যায়।" মহারাজ, লবণ ওজন করিতে পারে না, কেবল ইহার গুরুত্বই ওজন করা হইয়া থাকে। "ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নাগসেন ও মিলিন্দ রাজের

মহা প্রশ্নসমূহ সমাপ্ত।

****

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন

পঞ্চায়তন কর্মোৎপাদক প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—“ভন্তে, এই যে পঞ্চ আয়তন আছে, তাহা কি নানা কর্মদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে, না একটি কর্মদ্বারা?” “মহারাজ, নানা কর্মদ্বারা উৎপন্ন, একটি কর্মদ্বারা নহে।”

উপমা প্রদান করুন।— “মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন—একটি ক্ষেত্রে পাঁচ প্রকার বীজ বপন করা হইল, সেই নানা বীজের নানা প্রকার ফল হইবে কি?” “হাঁ ভন্তে, হইবে।” “মহারাজ, পঞ্চ আয়তনও সেইরূপ।” ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

কর্মের নানা কারণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন— “ভন্তে, কি কারণে সমস্ত মনুষ্য এক সমান হয় না? কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বহুরোগী, কেহ নীরোগী; কেহ কুশ্রী, কেহ সুশ্রী; কেহ সামর্থ্যহীন, কেহ সামর্থ্যবান; কেহ ধনী, কেহ নির্ধনী; কেহ নীচ-কুলীন, কেহ উচ্চকুলীন; কেহ জ্ঞানহীন, কেহ প্রজ্ঞাবান কি কারণে হয়?

স্থবির বলিলেন—মহারাজ, সমস্ত গাছগুলি এক সমান নহে কেন? কোনটি অম্ল, কোনটি তিক্ত, কোনটি কটু, কোনটি কষায়, কোনটি মধুর এই প্রভেদের কারণ কি?”

বোধ হয় ভন্তে, বীজসমূহের নানা কারণে। এই প্রকার “মহারাজ, সকল মনুষ্য এক সমান না হইয়া নানা প্রকার হইয়া থাকে। ভগবান শুভ মানবকে বলিয়াছেন—হে মানব, জীবগণ নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করে, নিজেই নিজের কর্মের মালিক, নিজের কর্ম মত নানাযোনি লাভ করে, কর্মই নিজের বন্ধু তুল্য, নিজের কর্মই নিজের আশ্রয়, কর্মই জীবগণকে হীন-উত্তমভাবে বিভাগ করে।” ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

প্রথম উদ্যোগ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনারা এইরূপ বলেন কি–বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হইবে না? “হাঁ এই কারণেই ত মহারাজ আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।” তবে এত আগে চেষ্টা করিবেন কেন? যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন চেষ্টা করা উচিত নহে কি?” স্থবির বলিলেন– “মহারাজ, আসন্ন কালের চেষ্টা কার্যকরী হয় না আগের চেষ্টাই কার্যকরী হয়।”

উপমা প্রদান করুন।– “মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন–যখন আপনি পিপাসিত হইবেন, তখন “জল পান করিব” ভাবিয়া কূপ খনন করাইবেন কি? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, আসন্ন চেষ্টা কার্যকরী হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– “মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন–যখন আপনি ক্ষুধার্ত হইবেন, তখন অন্ন ভোজন করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন কি? শালি রোপণ করাইবেন কি? ধান্য আনয়ন করাইবেন কি? “না ভন্তে।” “তদ্রূপ মহারাজ, আসন্ন চেষ্টা কার্যকরী হয় না।”

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– “মহারাজ, এইটি কেমন মনে করেন–যখন আপনার যুদ্ধ কাল আসন্ন হইবে, তখন কি পরিখা খনন করাইবেন? প্রাচীর বাঁধাইবেন? ফটক নির্মাণ করাইবেন? প্রাচীরোপরি ক্ষুদ্র গৃহ করাইবেন? ধান্য সংগ্রহ করাইবেন? তখন কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু, অসিবিদ্যা শিক্ষা করিবেন?” “না ভন্তে।” এই প্রকার মহারাজ, আসন্ন চেষ্টা কার্যকরী হয় না। আগের চেষ্টাই কার্যকরী হয়। তাই ভগবান দেশনা করিয়াছেন–

নিজ হিত হ’বে জানি ধীর বুদ্ধি জন
প্রথমে করেন চেষ্টা স্বীয় পরাক্রমে,
নির্বোধ শকটী তুল্য কভু নাহি চলে।
জ্ঞান হীন শাকটিক সমপথ ত্যজি,
চলিয়া বিষম পথে–পড়ে মহাফেরে।
সেরূপ অজ্ঞানী জন ধর্মপথ ছাড়ি’

চলিয়া অধর্ম পথে পড়ি, মৃত্যুমুখে
অক্ষ ছিন্ন রথ তুল্য শোকাবিষ্ট হয়।

ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

স্বাভাবিকাগ্নি ও নিরয়াগ্নি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–স্বাভাবিক অগ্নির চেয়ে নরকের অগ্নি বেশী গরম। স্বাভাবিক অগ্নিতে ক্ষুদ্র এক টুকরা পাষাণ ফেলিয়া দিলে সারাদিনেও পুড়িয়া ভস্ম হয় না, অথচ একখানি বৃহৎ পাাষাণ খণ্ড নরকের অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়ামাত্রেই ভস্ম হইয়া যায়, আমি এই কথা বিশ্বাস করি না। আরার এইরূপও বলেন–নিরয়ে যেই জীবগণ উৎপন্ন হয়, তাহারা বহু সহস্র বৎসর নিরয়ে পক্ক হইলেও ধ্বংস হয় না, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না।

স্থবির বলিলেন– মহারাজ, ইহা আপনি কেমন মনে করেন? মকর, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ময়ুর, কপোত প্রভৃতিতে যে স্ত্রী জাতীয় জীব আছে, তাহারা কি চাঁর, পাষাণ কাঁকরসমূহ খাইয়া থাকে? হাঁ ভন্তে, খায়। এইগুলি তাহাদের পেটের মধ্যে গেলেই জীর্ণ হইয়া যায় কি? হাঁ ভন্তে, জীর্ণ হয়। যদি ঐ সমস্ত জীর্ণ হয়, তবে তাহাদের উদরে যে গর্ভ থাকে, তাহা জীর্ণ হয় কি? না ভন্তে। কারণ কি? মনে হয় ভন্তে, কর্মবলে জীর্ণ হয় না। এইরূপ মহারাজ, কর্মবলেই নিরয়বাসীরা বহু সহস্র বৎসর নিরয়ে পাকিয়া ধ্বংস হয় না। উহারা নিরয়ে উৎপন্ন হয়, নিরয়ে বর্ধিত হয়, আর নিরয়ে মরে। ভগবানও দেশনা করিয়াছেন–"যেই পর্যন্ত জীবগণের পাপকর্ম ধ্বংস না হয়, সেই পর্যন্ত নিরয়ে মরে না।"

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– কেমন মহারাজ, সিংহী-ব্যাঘ্রী-দীপী-কুক্কুরীগণ শক্ত অস্থি-মাংস খায় কি? হাঁ ভন্তে খায়। সেইগুলি তাহাদের হজম হয় কি? হাঁ ভন্তে, হয়। তবে তাহাদের উদরের গর্ভ হজম হয় কি? না ভন্তে। কি কারণে? মনে হয় কর্মবলে হয় না। এই প্রকার মহারাজ, নিরয়ের জীবগণ হাজার হাজার বৎসর নিরয় ভোগ করিলেও নষ্ট হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– কেমন মহারাজ, সুকোমল শরীরা যবন-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের স্ত্রীরা শক্ত খাদ্য-মাংস খায় কি? হাঁ ভন্তে, খায়। তবে কি তাহাদের সেইগুলি হজম হয়? হাঁ ভন্তে, হয়। তাহাদের

উদরের গর্ভ হজম হয় কি? না ভন্তে। কি কারণে? কর্মবলে ধ্বংস হয় না। সেইরূপ নারকীরা কর্মফল ভোগ না করিয়া নষ্ট হইতে পারে না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

পৃথিবী সন্ধারক প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–এই মহাপৃথিবী জলের উপর স্থিত, জল বায়ুতে স্থিত, বায়ু আকাশে স্থিত, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। স্থবির জল ছাকনী ব্যবহার করিয়া পাত্রের দ্বারা জল লইয়া রাজাকে বুঝাইলেন–যেমন মহারাজ, এই জল বায়ুদ্বারা ধৃত হইয়াছে, এইরূপ পৃথিবী ধারক জলও বায়ুতে স্থিত। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নিরোধ নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, নিরোধ হওয়াই নির্বাণ কি? হাঁ মহারাজ। ভন্তে, নিরোধ হওয়াই যে নির্বাণ তাহা কিরূপ? মহারাজ, এই জগতে যত অজ্ঞ ব্যক্তি আছে, সকলেই ভিতরের বাহিরের চক্ষু রূপাদি আয়তনকে অভিনন্দন করে, প্রশংসা করে এবং সেই আয়তনে আসক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সেই স্রোতে ডুবিয়া যায়। জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হইতে মুক্তিলাভ করে না। সেই কারণে সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায় না বলিয়াই বলিতেছি। যিনি জ্ঞানবান আর্যশ্রাবক তিনি কখনও ঐ ভিতর-বাহির আয়তনকে ভালবাসেন না, তাহাতে প্রশংসাযোগ্য কিছুই দেখেন না। উহাতে আসক্তও হন না, এই কারণে তাঁহার তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্মের নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ দৌর্মনস্য উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এই প্রকারে যাবতীয় দুঃখরাশির নিরোধ হয়। এই কারণেই মহারাজ, নিরোধ হওয়াই নির্বাণ। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ লাভ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– ভন্তে, সকলেই নির্বাণ লাভ করে কি? না মহারাজ, সকলেই নির্বাণ লাভ করে না। কিন্তু মহারাজ, যিনি সম্যকরূপে ধর্ম-নীতি

রক্ষা করেন অর্থাৎ যাহা অভিজ্ঞেয় পরিজ্ঞেয় দুঃখ সত্য, তাহা জানেন। যাহা পরিত্যাজ্য সমুদয় সত্য, তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহা ভাবনীয় মার্গ সত্য তাহা ভাবনা করেন। যাহা প্রত্যক্ষ করণীয় নিরোধ সত্য, তাহা প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই নির্বাণ লাভ করেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ অলাভেও সুখবোধ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– ভন্তে, যে নির্বাণ লাভ করে নাই, সে কি নির্বাণের সুখ জানিতে পারে? হাঁ মহারাজ, জানিতে পারে; কি প্রকারে জানিতে পারে? কেমন মহারাজ, যাহাদের হস্ত-পদ ছিন্ন হয় নাই, তাহারা কি জানিতে পারে, হস্তপদ ছিন্ন হইলে দুঃখ আছে? হাঁ ভন্তে, জানে। কি প্রকারে জানে? ভন্তে, হস্ত পদ ছিন্ন হইয়া যাহারা বিলাপ করিতেছে, তাহাদের শব্দ শুনিয়া তাহাতে যে দুঃখ আছে এই কারণে জানিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ, যাঁহারা নির্বাণ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া, নির্বাণে যে সুখ আছে, উহা সে জানিতে পারে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ বর্গ চতুর্থ।

বুদ্ধের বিদ্যমানাবিদ্যমান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনি কি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন? না মহারাজ, তবে আপনার আচার্যেরা বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি? না মহারাজ। ভন্তে, তাহা হইলে বুদ্ধ নাই। মহারাজ, আপনি কি হিমবন্তের "ঊহা" নদী দেখিয়াছেন? না ভন্তে। তবে আপনার পিতা কি ঐ নদী দেখিয়াছেন? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, ঐ নদী কি নাই? ভন্তে, আমি ও আমার পিতা "ঊহা" নদী না দেখিলেও তাহা আছে। এই প্রকার মহারাজ, আমি এবং আমার আচার্যগণ ভগবানকে না দেখিলেও, তিনি আছেন, ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

ভগবানের অনুত্তরভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বুদ্ধ অনুত্তর কি? হাঁ মহারাজ, অনুত্তর। ভন্তে, আপনি বুদ্ধকে না দেখিয়া কিরূপে জানিলেন যে–বুদ্ধ অনুত্তর? কেমন মহারাজ, যাহারা কোনদিন সমুদ্র দেখে নাই, তাহারা কি এই মহাসমুদ্র

বিশাল, গম্ভীর, প্রমাণাতীত, অগাধ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী এই পঞ্চ মহানদীর জল সাগরে পতিত হয় এবং সাগরের ঊনত্ব, পূর্ণত্ব জানা যায় না, ইহা জানে? হাঁ ভন্তে, জানে। এই প্রকার মহারাজ, বহু শ্রাবক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায়, দেখিয়াই জানিতেছি, ভগবান অনুত্তর। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের অনুত্তর জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বুদ্ধ যে অনুত্তর, তাহা কি জানা যায়? হাঁ মহারাজ, জানা যায়। কি প্রকারে? মহারাজ, অতীত কালে তিষ্য স্থবির নামে একজন লিখক ছিলেন। তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, কি প্রকারে তাহা জানা যায়। ভন্তে, তাঁহার লেখাদ্বারা। এই প্রকার মহারাজ, যে ধর্মকে দেখে, সে ভগবানকে দেখে, কেননা মহারাজ, ভগবানই ধর্মদেশনা করিয়াছেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

ধর্ম দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, ধর্ম কি আপনি দেখিয়াছেন। মহারাজ, বুদ্ধের শ্রাবকগণের যাবজ্জীবন বুদ্ধের শাস্ত্র ও বুদ্ধের দেশিত নিয়মাবলী অনুযায়ী চলিতে হয়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জন্মান্তরবাদ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, কিছুই যায় না, অথচ জন্মগ্রহণ করে কি? হাঁ মহারাজ, তাহা কিরূপ?

উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একটি প্রদীপ হইতে আরেকটি প্রদীপ জ্বালাইল। কেমন পূর্বের প্রদীপ হইতে শেষের প্রদীপে কিছু গেল কি? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, কিছুই যায় না বটে, অথচ জন্মগ্রহণও করে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, বাল্যকালে আপনি কি কোন শিক্ষকের নিকট শ্লোক মুখস্থ করিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, করিয়াছি। মহারাজ, সেই শ্লোক শিক্ষক হইতে আপনার নিকট চলিয়া আসিয়াছে কি? না ভন্তে,

আসে নাই। এই প্রকার মহারাজ, কিছুই যায় না। অথচ জন্মগ্রহণও করে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞাতার উপলব্ধি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, অনুভবকারীর উপলব্ধি হয় কি? স্থবির বলিলেন–মহারাজ, পরমার্থতঃ উপলব্ধি হয় না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

দেহান্তরে সংক্রমণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, এমন কি কোন জীব আছে, যে এই দেহ হইতে অন্য দেহে চলিয়া যায়? না মহারাজ। ভন্তে, যদি এই দেহ হইতে অন্য দেহে কেহ না যায়, তাহা হইলে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে নহে কি? হাঁ মহারাজ, যদি জন্মগ্রহণ না করে, পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে। যেহেতু জন্মগ্রহণ করে, তাই পাপকর্ম হইতে মুক্ত হয় না।

উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ অপর ব্যক্তির আম চুরি করিল, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে কি? হাঁ ভন্তে, দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। মহারাজ, সেই আম্র চোর তাহার রোপিত আম্র ত চুরি করে নাই, কেন দণ্ড পাইবে? ভন্তে, পূর্বের আম্রকে আশ্রয় করিয়া শেষের আম্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার মহারাজ, এই নাম-রূপ ভাল-মন্দ যাহা কর্ম করে, সেই কর্মদ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে, সেই কারণে পাপকর্ম হইতে মুক্তি পায় না। ভন্তে আপনি সুদক্ষ।

কর্মফলের অস্তিত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, এই নাম-রূপ কুশল-অকুশল যাহা কর্ম করে, সেই কর্মগুলি কোথায় থাকে? মহারাজ, ঐ কর্মসমূহ ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া থাকে। ভন্তে, আপনি ঐ কর্মগুলি এই এই স্থানে থাকে, এমনভাবে দেখাইতে পারিবেন কি? না মহারাজ, পারিব না।

উপমা প্রদান করুন।– কেমন মহারাজ, যেই গাছগুলি ফল দেয় নাই, আপনি কি এই এই স্থানে ফলগুলি আছে, এভাবে দেখাইতে পারিবেন? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, নিরন্তর প্রবহমান যেই কর্ম সন্ততি, তাহা এই এই স্থানে আছে বলিয়া দেখাইতে পারে না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

উৎপত্তি জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– ভন্তে, যে উৎপন্ন হইবে সে কি জানে আমি উৎপন্ন হইব? হাঁ মহারাজ, জানে।

উপমা প্রদান করুন।– কৃষক জমিতে বীজ নিক্ষেপ করার পর বৃষ্টিও ভালমতে হইল; তখন সে কি জানে ধান্য উৎপন্ন হইবে? হাঁ ভন্তে, জানে। এই প্রকার মহারাজ, যে উৎপন্ন হইবে সে জানে যে, আমি উৎপন্ন হইব। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধ দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–বুদ্ধ আছেন কি? হাঁ মহারাজ, আছেন। ভন্তে, আপনি কি দেখাইতে পারিবেন–বুদ্ধ এই এই স্থানে আছেন? মহারাজ, ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। এই এই স্থানে আছেন বলিয়া দেখাইতে পারিব না।

উপমা প্রদান করুন।– কেমন মহারাজ, দাউ দাউ ভাবে বৃহৎ এক অগ্নিশিখা জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। আপনি কি এই এই স্থানে অগ্নি জ্বলিয়াছে বলিয়া দেখাইতে পারিবেন? না ভন্তে, সেই শিখা নিবিয়া গিয়াছে, তাহার নাম গন্ধও নাই। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত ভগবানকে আর দেখান যায় না। তবে ধর্মকায় বুদ্ধকে দেখান যাইতে পারে। মহারাজ, ভগবানই ধর্মদেশনা করিয়াছেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধবর্গ পঞ্চম।

প্রব্রজিতের প্রিয়কায় প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, প্রব্রজিতগণের দেহ প্রিয় কি? না মহারাজ। যদি ভন্তে, তাহাই হয়, তবে শরীরের প্রতি এত যত্ন মমতা কেন? মহারাজ, আপনি কি কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শরবিদ্ধ হইয়াছেন? হাঁ ভন্তে, হইয়াছি। তবে কি মহারাজ, ঐ ক্ষত স্থানে আলেপ দিয়াছেন? তৈল মাখিয়াছেন? পটিদ্বারা বাঁধিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, সমস্ত করিয়াছি। তবে মহারাজ, আপনি ক্ষত স্থানকে ভালবাসিয়া এত ঔষধ-বস্ত্র দিয়াছেন কি? না ভন্তে, আমি ক্ষতকে ভালবাসি না, কেবল মাংস বৃদ্ধির জন্য ঐসব করিয়াছি। এই প্রকার

মহারাজ, প্রব্রজিতেরা দেহকে প্রিয় ভাবেন না, কেবল ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে দেহ পোষণ করেন মাত্র। ভগবান বলিয়াছেন–এই দেহ ব্রণ তুল্য। প্রব্রজিতগণ ব্রণ তুল্য দেহকে নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করেন। তাই বুদ্ধ পুনঃ দেশনা করিয়াছেন–

আদ্র চর্মাবৃত দেহে নয়টি দরজা,
মহাব্রণ তুল্য আছে অতীব ঘৃণিত
ঝড়ে সদা পূতিগন্ধ সেই দ্বার দিয়া
অশুচি অসার অতি, ভাষিলেন বুদ্ধ।

ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সর্বজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী কি? হাঁ মহারাজ, ভন্তে, তাহা হইলে তিনি শ্রাবকদিগের শিক্ষাপদ অনুক্রমে স্থাপন করিলেন কেন? মহারাজ, এমন কি কোন বৈদ্য আছেন, এই পৃথিবীর সমস্ত ঔষধ জানেন? হাঁ ভন্তে, আছেন। কেমন মহারাজ, সেই বৈদ্য কি রোগীর রোগ না দেখিয়া ঔষধ পান করিতে দেন, না রোগের পূর্বে দেন? যথাসময়ে দেন, অসময়ে দেন না। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী শ্রাবকদিগের শিক্ষাপদ অকালে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না, যথাকালে যাবজ্জীবন অলঙ্ঘনীয় শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন– ভন্তে, বুদ্ধের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ, অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন, দেহ সুবর্ণ বর্ণ, কাঞ্চন তুল্য চর্ম ও ব্যামপরিমাণ বিস্তৃত প্রভা কি? হাঁ মহারাজ। ভন্তে, তাঁহার মাতাপিতাও এতাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন কি? না মহারাজ। তাহা হইলে এতাদৃশ লক্ষণ কেবল তাঁহার ছিল কি? সাধারণতঃ দেখা যায় পুত্র মাতার ন্যায় নতুবা মাতৃপক্ষের ন্যায় হয়। কিংবা পিতার ন্যায় বা পিতৃপক্ষের ন্যায় হয়। স্থবির বলিলেন– মহারাজ, শতপত্র পদ্ম আছে কি? হাঁ ভন্তে, আছে। ইহার উৎপত্তি কোথায়? কাদায় জন্মে এবং জলে অবস্থান করে। তবে কি মহারাজ, পদ্ম বর্ণে-গন্ধে-রসে

কাদার ন্যায়? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবানই লক্ষণ-সম্পন্ন, মাতাপিতা তদ্রূপ নহে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, বুদ্ধ ব্রহ্মচারী কি? হাঁ মহারাজ। তাহা হইলে ভন্তে, বুদ্ধ ব্রহ্মার শিষ্য। মহারাজ, আপনার কি উত্তম হস্তী আছে? হাঁ ভন্তে, আছে। কেমন মহারাজ, সেই হস্তী কি কখনও ক্রৌঞ্চনাদ করে। হাঁ ভন্তে, করে। তাহা হইলে মহারাজ, সেই হস্তী কি ক্রৌঞ্চের শিষ্য? না ভন্তে। কেমন মহারাজ, ব্রহ্মা বুদ্ধিমান, না অবুদ্ধিমান? বুদ্ধিমান ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, ব্রহ্মা বুদ্ধের শিষ্য। ভন্তে আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের উপসম্পদা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন— ভন্তে, উপসম্পদা লাভ সুন্দর কি? হাঁ মহারাজ। তাহা হইলে ভন্তে, বুদ্ধের উপসম্পদা আছে কি, না নাই? মহারাজ, ভগবান বোধিবৃক্ষমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের সহিতই উপসম্পন্ন, অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা ভগবানের নাই। ভগবান শ্রাবকদিগের জন্য যাবজ্জীবন অলঙ্ঘনীয় শিক্ষাপদই প্রজ্ঞাপ্ত করেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

অশ্রু ভেষজ-অভেষজ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, যে মাতার মৃত্যুতে রোদন করে, আর যে ধর্ম-প্রেমে রোদন করে, এই উভয় রোদনকারীর মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষজ, আর কাহার ভেষজ নয়? মহারাজ, এক ব্যক্তির চক্ষু-জল কাম-হিংসা-মোহদ্বারা সমল ও উষ্ণ। এক ব্যক্তির প্রীতি-সৌমনস্যদ্বারা বিমল ও শীতল। মহারাজ, যাহা শীতল, তাহা ভেষজ তুল্য। যাহা উষ্ণা তাহা ভেষজ তুল্য নহে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সরাগ-বীতরাগ ভেদ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, সরাগী, ও বীতরাগীদের মধ্যে প্রভেদ কি? মহারাজ, একজন সতৃষ্ণ, একজন বীততৃষ্ণ অর্থাৎ সতৃষ্ণ ব্যক্তি আসক্তিতে আবদ্ধ, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি আসক্তিতে আবদ্ধ নহে। ভন্তে, এই সতৃষ্ণ-

বীততৃষ্ণ কাহাকে বলে? মহারাজ, একজন প্রার্থীক ও একজন অপ্রার্থীক। ভন্তে, আমিও এইরূপ ব্যক্তি দেখিতেছি–অথচ এই সরাগী বীতরাগী উভয়েই ভাল খাদ্য-ভোজ্য ইচ্ছা করে, খারাপ কেহ ইচ্ছা করে না। মহারাজ, অবীতরাগী রসাস্বাদ অনুভব করিয়া ও রসাস্বাদে আসক্তি উৎপাদন করিয়া ভোজন করে। বীতরাগী রসটি মাত্র অনুভব করিয়া ভোজন করেন। আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে? মহারাজ, কোন স্থানে বাস করে না। তাহা হইলে কি ভন্তে প্রজ্ঞা নাই? মহারাজ, বায়ু কোথায় বাস করে? ভন্তে, কোন স্থানে বাস করে না। তাহা হইলে কি মহারাজ, বায়ু নাই? ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সংসার প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনি যে সংসারের কথা বলিতেছেন, সেই সংসার কি? মহারাজ, এখানে জন্ম, এখানে মৃত্যু; এখানে মৃত্যু, অন্যত্র উৎপত্তি; তথায় জন্ম, তথায় মৃত্যু; তথায় মৃত্যু, অন্যত্র উৎপত্তি, এই প্রকারই সংসার।

উপমা প্রদান করুন।– যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ পাকা আম খাইয়া আঁটিটি রোপণ করিল, সেই আঁটি হইতে বড় একটি আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল ধরিল। সেই পুরুষ সেই বৃক্ষের আম্র আঁটিও রোপণ করিল। সেই বৃক্ষ বড় হইয়াও ফল ধরিল। এইরূপ এই সকল বৃক্ষের শেষ উৎপত্তির সীমা জানা যায় না, মানুষের জন্ম মৃত্যুও তদ্রূপ। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

চিরকৃত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, কিসের দ্বারা অতি গৌণকৃত কার্য স্মরণ করা যায়? স্মৃতির দ্বারা মহারাজ। ভন্তে, চিত্তের দ্বারাই ত স্মরণ করা যায়, স্মৃতির দ্বারা নহে। মহারাজ, আপনার কি এমন কোন বিষয় আছে, যাহা আপনি করিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন? হাঁ আছে ভন্তে। মহারাজ, আপনি কি সেই সময় চিত্ত ছাড়া ছিলেন? না ভন্তে, তখন স্মৃতি ছিল না। তবে আপনি

এমন কেন বলিতেছেন—চিত্তদ্বারা স্মরণ করে, স্মৃতিদ্বারা নহে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

অভিজ্ঞাত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, সমস্ত স্মৃতি জানিয়া উৎপন্ন হয়, না কার্যতঃ উৎপন্ন হয়? মহারাজ, জানিয়াও উৎপন্ন হয়, কার্যতঃও উৎপন্ন হয়। ভন্তে, এইরূপ হইলে সমস্ত স্মৃতি জানিয়া উৎপন্ন হয়, কার্যতঃ নহে। যদি মহারাজ, কার্যতঃ স্মৃতি না থাকে, তাহা হইলে শিল্প কার্যালয়ের দরকার নাই, শিল্প শিক্ষার দরকার নাই, বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন নাই, শিক্ষকও নিরর্থক। সেই কারণে কোনটি স্মৃতি উৎপন্ন করিয়া করা যায়, কোনটি অপরের নিকট হইতে স্মৃতি গ্রহণপূর্বক শিক্ষা করা যায়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

স্মৃতি বর্গ ষষ্ঠ।

ষোড়শ স্মৃতি-উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়? মহারাজ, ষোল প্রকারে। সেই ষোল প্রকার কি কি?

অভিজ্ঞানে, কার্যতঃ, স্থূল বিজ্ঞানে, হিত বিজ্ঞানে, অহিত বিজ্ঞানে, সাদৃশ্য নিমিত্তে, বৈসাদৃশ্য নিমিত্তে, কথা বিজ্ঞানে, লক্ষণে, স্মরণে, মুদ্রাতে, গণনাতে, ধারণে, ভাবনায়, পুস্তক নিবন্ধনে, উপনিক্ষেপে ও অনুভূতিতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞানে স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? মহারাজ, আয়ুষ্মান আনন্দ, উপাসিকা খুজ্জুত্তরা ও অন্যান্য মহানুভবগণ জাতিস্মর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা পূর্বকৃত বিষয় ও জন্ম স্মরণ করিতে পারিতেন। এই প্রকারে অভিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।

কার্যতঃ স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? স্বভাবতঃ কাহারও নিকট ভ্রম বেশী হয়, তাহাকে কেহ স্মরণ করাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া দিলে, সে কার্য করিতে পারে, ইহাকে কার্যদ্বারা স্মৃতি বলে।

স্থূল বিজ্ঞানে স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, আর স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাকে স্থূল বিজ্ঞান-স্মৃতি বলে।

হিত বিজ্ঞান-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়। পূর্বে যেই বিষয়ে সুখ লাভ করা যায়, তাহা পরে স্মরণ হয় যে, অমুক বিষয়ে সুখ পাইয়াছিলাম। ইহাকে হিত বিজ্ঞান-স্মৃতি বলে।

অহিত বিজ্ঞান-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্বে যেই বিষয়ে দুঃখ লাভ করা যায়, তাহা পরে স্মরণ হয় যে, অমুক বিষয়ে দুঃখ পাইয়াছিলাম। ইহাকে অহিত বিজ্ঞান-স্মৃতি বলে।

সাদৃশ্য নিমিত্ত স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? নিজের মাতা-পিতা ভাই-ভগ্নির ন্যায় কোন লোক দেখিয়া মাতা-পিতা প্রভৃতিকে, ও কোন উষ্ট্র, গরু, গর্দভ দেখিয়া অন্য তাদৃশ উষ্ট্র, গরু, গর্দভকে স্মরণ করে। ইহাকে সাদৃশ্য নিমিত্ত স্মৃতি বলে।

বৈসাদৃশ্য নিমিত্ত স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? অমুকের এইরূপ বর্ণ, এইরূপ শব্দ, এইরূপ গন্ধ, এইরূপ রস, এইরূপ স্পর্শ এই প্রকার স্মরণ করে। ইহাকে বৈসাদৃশ্য নিমিত্ত স্মৃতি বলে।

কথা অভিজ্ঞান স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যে স্বভাবতঃ ভ্রম পূর্ণ, তাহাকে অন্য কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তদ্দ্বারা সে স্মরণ করে। ইহাকে কথা অভিজ্ঞান স্মৃতি বলে।

লক্ষণ-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যে বলীবর্দদিগকে কোন চিহ্নদ্বারা ও লক্ষণদ্বারা জানিতে পারে, ইহাকে লক্ষণ-স্মৃতি বলে।

স্মরণ-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? স্বভাবতঃ যাহার ভুল বেশী হয়, তাহাকে কেহ বলে—"স্মরণ কর, স্মরণ কর" এই বলিয়া মনে করিয়া দেয়। ইহাকে স্মরণ-স্মৃতি বলে।

মুদ্রা-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? লিপিদ্বারা শিক্ষা করিয়া জানিতে পারে যে—এই অক্ষরের পর এই অক্ষর প্রয়োগ করা উচিত। ইহাকে মুদ্রা-স্মৃতি বলে।

গণনা-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়?

গণনাদ্বারা শিক্ষা করে বলিয়া, গণকেরা বহু সংখ্যা গণিতে পারে। ইহাকে গণনা-স্মৃতি বলে।

ধারণা-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? ধারণাদ্বারা শিক্ষা করে বলিয়া, ধারণাকারীরা বহু বিষয় ধারণা করিতে পারে। ইহাকে ধারণা-স্মৃতি বলে।

ভাবনা-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই বুদ্ধশাসনের মধ্যে ভিক্ষুরা অনেক প্রকার পূর্বনিবাসকে অনুস্মরণ করিয়া থাকে। যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম...সেই সেই জন্মে আকার কিরূপ ছিল, নাম কি ছিল, কোথায় ছিল, কি কার্য করিত, এই সমস্ত অনুস্মরণ করিতে পারে। ইহাকে ভাবনা-স্মৃতি বলে।

পুস্তক-নিবন্ধন স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? রাজারা অনুশাসনের নিয়মাবলী স্মরণ করিবার জন্য বলেন—'একটি পুস্তক আনয়ন কর' সেই পুস্তকদ্বারা তাঁহারা স্মরণ করেন। ইহাকে পুস্তক-নিবন্ধন স্মৃতি বলে।

উপনিক্ষেপ-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? উপনিক্ষিপ্ত ভাণ্ড দেখিয়া স্মরণ হয় যে 'আমি ইহা রাখিয়াছিলাম।' ইহাকে উপনিক্ষেপ-স্মৃতি বলে।

অনুভূতি-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্বে দেখিয়াছে বলিয়া রূপটি, শুনিয়াছে বলিয়া শব্দটি, ঘ্রাণ লইয়াছিল বলিয়া গন্ধটি, আস্বাদন করিয়াছিল বলিয়া রসটি, স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া স্পর্শটি ও জানা ছিল বলিয়া ধর্মটি স্মরণ করে। ইহাকে অনুভূতি-স্মৃতি বলে।

মহারাজ, এই ষোল প্রকারে স্মৃতি[১] উৎপন্ন হয়। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধগুণে পাপীর দেবত্বলাভ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, আপনারা এইরূপ বলেন যে—যে শত বৎসর পাপ করে, যদি সে মরণকালে বুদ্ধগুণকে একবার স্মৃতিতে আনিতে পারে, নিশ্চয় সে দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি না। আবার এইরূপও বলিয়া থাকেন—একটি প্রাণীহত্যাদ্বারা নরকে যাইতে হইবে। ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। কেমন মহারাজ, ক্ষুদ্র এক টুকরা পাষাণ নৌকা বিনা জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে কি? না ভন্তে। মহারাজ, একশত বাহ[২] পাষাণ নৌকায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলে ভাসিবে কি? হাঁ মহারাজ। মহারাজ, কুশল কর্ম নৌকা তুল্য জানিবেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

---

[১]। মূলে ১৭ টি স্মৃতি আছে।

[২]। ১ বাহ=১৩২ মণ।

দুঃখ ত্যাগের উদ্যম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, আপনারা অতীত দুঃখ ত্যাগের জন্য চেষ্টা করেন কি? না মহারাজ। তবে কি অনাগত দুঃখ ত্যাগের জন্য চেষ্টা করেন? না মহারাজ। তাহা হইলে বর্তমান দুঃখ ত্যাগের জন্য চেষ্টা করেন কি? না মহারাজ। যদি এই ত্রিকাল দুঃখ ত্যাগের চেষ্টা না করেন, তবে কি জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন? স্থবির বলিলেন—কেন মহারাজ, আমাদের এই বর্তমান দুঃখ নিরোধ হইবে, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, এই জন্যই আমরা চেষ্টা করি। ভন্তে, অনাগত দুঃখ আছে কি? না মহারাজ। ভন্তে, আপনারা অতিপণ্ডিত, যেহেতু আপনারা অবিদ্যমান দুঃখ ত্যাগের জন্য যত্নশীল। মহারাজ, রাজাদের মধ্যে আপনার এমন কোন শত্রু আছে কি যাহারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী? আছে ভন্তে। মহারাজ, আপনারা কি তখন পরিখা খনন করাইয়া থাকেন? প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া থাকেন? ফটক অট্টালক করাইয়া থাকেন? ধান্যের যোগার করিয়া রাখেন? না ভন্তে। পূর্বেই সেইগুলি প্রস্তুত থাকে। তবে কি মহারাজ, হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনুঃ, অসিচালন প্রভৃতি তখন শিক্ষা দিয়া থাকেন? না ভন্তে, পূর্বেই শিক্ষিত থাকে। ঐরূপ করেন কেন? ভন্তে, অনাগত ভয় অতিক্রমের জন্য। মহারাজ, অনাগত ভয় আছে কি? না ভন্তে। আপনারাও ত মহারাজ অতিপণ্ডিত, যেহেতু অনাগত ভয় নিবারণের জন্য সমস্ত প্রস্তুত রাখেন।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— কেমন মহারাজ, যখন আপনি পিপাসিত হইবেন, তখন জলপান করিবার জন্য কূপ-পুষ্করিণী-তড়াগ খনন করাইবেন কি? না ভন্তে, পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। ঐরূপ করেন কেন? অনাগত পিপাসা নিবারণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আপনার অনাগত পিপাসা আছে কি? না ভন্তে, মহারাজ, আপনারাও ত অতিপণ্ডিত যেহেতু অনাগত পিপাসা নিবারণকল্পে কূপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— কেমন মহারাজ, যখন আপনি ক্ষুধার্ত হইবেন, তখন “ভাত খাইব” ভাবিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ, ধান্য বপন করাইবেন কি? না ভন্তে, পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। ঐরূপ করেন কেন? অনাগত ক্ষুধা নিবারণকল্পে। মহারাজ, অনাগত ক্ষুধা আছে কি? না ভন্তে। মহারাজ,

আপনারাও ত অতিপণ্ডিত, আপনারা ক্ষুধা না হইতে নিবারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

ব্রহ্মলোকের দূরত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–মহারাজ, মনুষ্য ভুবন হইতে ব্রহ্মলোক কতদূর? মহারাজ, ব্রহ্মলোক মনুষ্য ভুবন হইতে বড়ই দূরে। কূটাগার প্রমাণ একখানি শিলা ব্রহ্মলোক হইতে ফেলিয়া দিলে যদি দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ হাজার যোজন পড়িতে থাকে, তবে চারিমাসে পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হইবে। ভন্তে, অপনারা এইরূপ বলেন–কোন বলিষ্ঠ পুরুষ সঙ্কোচিত বাহুকে প্রসারিত, আর প্রসারিত বাহুকে সঙ্কোচিত করিতে যত সময় লাগে, এই সময়ের মধ্যে ঋদ্ধিমান দান্ত চিত্ত ভিক্ষু জম্বুদ্বীপ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মলোকে পৌঁছিতে পারেন। আমি এই কথা বিশ্বাস করি না যে, এত শীঘ্র বহুশত যোজন যাইতে পারে। স্থবির বলিলেন–মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কোথায়? ভন্তে, অলসন্দ নামে একটি দ্বীপ আছে, তথায় আমি জন্মগ্রহণ করি। মহারাজ, এখান হইতে অলসন্দ কতদূর হইবে? দুইশত যোজন ভন্তে। মহারাজ, আপনার কি এমন কোন একটি বিষয় জানা আছে, তথায় আপনার কোন কৃতকার্য স্মরণ করিতে পারেন? হাঁ ভন্তে, স্মরণ করিতেছি। মহারাজ, আপনি এত শীঘ্র কি করিয়া দুইশত যোজন চলিয়া গেলেন? ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

নর-ব্রহ্মলোকে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, যে মনুষ্য-ভূবন হইতে মরিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়, আর যে এখানে মরিয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়, ইহাদের মধ্যে কে বিলম্বে, আর কে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবে? একক্ষণেই মহারাজ।

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, আপনার জাত নগর কোথায়? ভন্তে, কলসি নামে একটি গ্রাম আছে, তথায় আমার জন্ম হইয়াছে। মহারাজ, কলসি গ্রাম এখান হইতে কতদূর হইবে? দুইশত যোজন ভন্তে। এখান হইতে কাশ্মীর কতদূর হইবে? বার যোজন ভন্তে। আচ্ছা মহারাজ, আপনি কলসি গ্রামের কথা চিন্তা করুন দেখি। চিন্তা করিলাম ভন্তে। পুনঃ কাশ্মীরের কথা চিন্তা করুন দেখি। চিন্তা করিলাম ভন্তে। আপনি কোন্‌টি

বিলম্বে, আর কোন্‌টি শীঘ্র চিন্তা করিলেন? দুইটি এক সমান ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, দূরে ব্রহ্মলোকে হউক, নিকটে কাশ্মীরে হউক, একই সমান জন্মগ্রহণে সময় লাগিবে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।– কেমন মহারাজ, দুইটি পাখি আকাশদিয়া গমন করিল, তাহাদের মধ্যে একটি উচ্চ বৃক্ষে বসিল, আরেকটি নীচ বৃক্ষে বসিল। বলুন দেখি–কাহার ছায়া পৃথিবীতে প্রথমে পড়িবে, আর কাহার ছায়া বিলম্বে পড়িবে? একই সমান ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, নর-ব্রহ্মলোকের উৎপত্তি ক্ষণ একই সমান। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বোধ্যঙ্গ কত প্রকার? সাত প্রকার মহারাজ। ভন্তে, কয়টি বোধ্যঙ্গদ্বারা বুঝিতে পারা যায়? মহারাজ, একমাত্র ধর্মবিচয় বোধ্যঙ্গদ্বারা বুঝিতে সমর্থ হয়। তবে কেন ভন্তে, সপ্ত বোধ্যঙ্গের কথা বলা হয়? কেমন মহারাজ, অসি যদি অসি-কোষে থাকে, তাহা হাতেও না ধরিলে, কোন বস্তু কাটিতে পারা যায় কি? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, ‘ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ’ বিনা অপর ছয় বোধ্যঙ্গ বুঝিতে পারে না। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, পুণ্য বেশী, না পাপ বেশী? মহারাজ, পুণ্য বেশী, পাপ অল্প। ইহার কারণ কি? মহারাজ, পাপ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়–‘আমি পাপ করিয়াছি’ সেই কারণে পাপ বাড়ে না। পুণ্য করিয়া অনুতাপ আসে না। বরঞ্চ অনুতাপহীনের প্রমোদ উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতচিত্ত ব্যক্তির কায় শান্ত হয়, কায় শান্ত হইলে সুখ বোধ হয়, সুখিতের চিত্ত সমাধিরত হয়। যিনি সমাহিত তিনি যথাভূত জানিতে পারেন, সেই কারণে পুণ্যের বৃদ্ধি হয়। মহারাজ, ছিন্ন হস্ত-পদ এক পুরুষ ভগবানকে একমুঠা উৎপল পুষ্প দিয়া ৯১ কল্প দুঃখ স্থানে জন্মগ্রহণ করে নাই। এই কারণে আমি বলিতেছি–পুণ্যের ফল বেশী, পাপের ফল অল্প। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, যে জানিয়া পাপকর্ম করে, আর যে না জানিয়া পাপকর্ম করে, ইহাদের মধ্যে কাহার পাপ বেশী। স্থবির বলিলেন–মহারাজ, যে না জানিয়া পাপকর্ম করে, তাহার পাপ বেশী। তাহা হইলে ভন্তে, আমাদের রাজপুত্র ও রাজামাত্যদের মধ্যে যাহারা না জানিয়া পাপ করে, আমরা কি তাহাদিগকে দ্বিগুণ দণ্ড দিব? কেমন মহারাজ–অতিশয় প্রজ্জ্বলিত লৌহগুলি এক ব্যক্তি না জানিয়া ধরিল, অপর এক ব্যক্তি জানিয়া ধরিল, কাহার বেশী পোড়া যাইবে? ভন্তে, যে না জানিয়া ধরিয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, না জানিয়া বা অজ্ঞানে পাপ করিলে বেশী পাপ হইয়া থাকে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সশরীরে ব্রহ্মলোকাদি গমন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, সশরীরে কেহ উত্তরকুরুতে, ব্রহ্মলোকে বা অন্য কোন দ্বীপে যাইতে পারে কি? হাঁ মহারাজ, যাইতে পারে। ভন্তে, কি প্রকারে যায়? মহারাজ, আপনি কি কোনদিন বিতস্তি প্রমাণ বা একহাত প্রমাণ লাফাইয়া দেখিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি, আমি আট হাত লাফাইতে পারি। আপনি কি মনে করিয়া আট হাত লাফাইয়া থাকেন? ভন্তে, আমি প্রথমতঃ চিত্তে এইরূপ সঙ্কল্প করি–এইখানে পড়িব, চিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমার শরীর হাল্কা হয়। এই প্রকার মহারাজ, দান্ত-চিত্ত ঋদ্ধিমান ভিক্ষু দেহটিকে চিত্তে রাখিয়া চিত্তবলেই আকাশপথে গমন করিয়া থাকেন। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

দীর্ঘাস্থি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, আপনারা এইরূপ বলেন–শতযোজন দীর্ঘ অস্থিসমূহও আছে। বৃক্ষও ত শতযোজন উচ্চ নাই, এত দীর্ঘাস্থি কোথায় থাকিবে? কেমন মহারাজ, আপনি কি মহাসমুদ্রে পাঁচশত যোজন মৎস্য আছে বলিয়া শুনিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। তাহা হইলে মহারাজ, পঞ্চশত যোজন মৎস্যের অস্থি একশত যোজন হইতে পারে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, আপনারা বলেন—আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ করিতে পারে। হ্যাঁ মহারাজ, পারা যায়। ভন্তে, কি প্রকারে নিরোধ করিতে পারে। কেমন মহারাজ, আপনি কি নিদ্রিত লোকের নাসিকা শব্দ শুনিয়াছেন? হ্যাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। মহারাজ, শরীর নমিত হইলে সেই শব্দ থামিবে কি? হ্যাঁ ভন্তে, থামিবে। মহারাজ, যাহার দেহ শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অভাবিত তেমন ব্যক্তির শরীর নমিত হইলে শব্দ থামিয়া যায়, আর যাহার দেহ শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা ভাবিত ও যিনি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত, তাঁহার আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ হইবে না কেন? ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

লবণ সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, লোকেরা 'সমুদ্র সমুদ্র' বলিয়া থাকে, কি কারণে জলকে সমুদ্র বলে? স্থবির বলিলেন—মহারাজ, সমুদ্রে যত জল, তত লবণ; যত লবণ তত জল, সে কারণে 'সম সম' বলিয়া সমুদ্র বলিয়া থাকে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

একরস সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, কি কারণে সমুদ্রে একমাত্র লবণ রস? মহারাজ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া জল একস্থানে থাকায় সমুদ্র একমাত্র লবণ রসে পরিণত হইয়াছে। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

সূক্ষ্ম ছেদন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভন্তে, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়কে ছেদন করিতে পারা যায় কি? হ্যাঁ মহারাজ, পারা যায়। ভন্তে, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কি? ধর্মই মহারাজ, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। কিন্তু মহারাজ, আবার সমস্ত ধর্ম সূক্ষ্ম নহে; সূক্ষ-স্থুল ইহা ধর্ম-পর্যায় বচন। যাহা কিছু ছেদন করিতে সমর্থ হয়, সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বারা ছেদন করিতে হয়। প্রজ্ঞার চেয়ে ছেদনের উপযোগী আর দ্বিতীয় অস্ত্র নাই। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞান-প্রজ্ঞা-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন–ভন্তে, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ভূতে জীব এই তিনটির নানাঅর্থ, নানাব্যঞ্জন অথবা এক অর্থ এক ব্যঞ্জন কি? মহারাজ, যেই লক্ষণ বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা বিজ্ঞান; যেই লক্ষণ প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়, তাহা প্রজ্ঞা; ভূতে কিন্তু জীবের উপলব্ধি হয় না। যদি জীবের উপলব্ধি না হয়, কে এখন চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি? কে কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনিতেছে? কে নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ লইতেছে? কে জিহ্বার দ্বারা রসাস্বাদন করিতেছে? কে কায়ার দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করিতেছে? কে মনের দ্বারা ধর্ম জাানিতেছে? স্থবির বলিলেন–যদি জীব চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে...মনের দ্বারা ধর্ম জানে, তাহা হইলে সেই জীব চক্ষুদ্বার খুলিলে মহৎ আকাশের মধ্যদিয়া বহির্মুখ হইয়া ভালমতে রূপ দর্শন করিবে। সেইরূপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ভাল করিয়া শব্দ শ্রবণ, গন্ধ গ্রহণ, রস আস্বাদন ও স্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করিবে কি? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, ভূতে জীব নাই। ভন্তে, আপনি সুদক্ষ।

অরূপ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

স্থবির বলিলেন–মহারাজ, ভগবান দুষ্কর কার্য করিয়াছেন। ভন্তে, দুষ্কর কার্য কি? অরূপ চিত্ত চৈতসিক ধর্মসমূহের একটি 'আরম্মণে' বর্তমান ব্যবস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে–"এই স্পর্শ, এই বেদনা, এই সংজ্ঞা, এই চেতনা, ইহা চিত্ত।"

উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, কোন পুরুষ নৌকাযোগে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া হস্তপুটের দ্বারা জল লইয়া জিহ্বায় দিল, জল আস্বাদন করিয়া সেই পুরুষ কি জানিবে যে ইহা গঙ্গার জল, ইহা যমুনার জল, ইহা অচিরবতীর জল, ইহা সরভূর জল, ইহা মহী নদীর জল? ভন্তে, তাহা জানা দুষ্কর। মহারাজ, ইহা অপেক্ষা দুষ্কর অরূপ চিত্ত চৈতসিকাদি নির্ধারণ। রাজা, 'ভন্তে উত্তম' বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

অরূপ ধর্ম ব্যবস্থান বর্গ সপ্তম।

নাগসেন ও মিলিন্দের কথোপকথন

স্থবির বলিলেন–মহারাজ, এখন সময় কত হইয়াছে জানেন কি? হাঁ ভন্তে, জানি, এখন প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়া মধ্যম যামে পতিত হইয়াছে। মশাল জ্বালান হইয়াছে। চারিটি পতাকা উত্তোলনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে। ভাণ্ড হইতে রাজার দানীয় বস্তু এখন যাইবে। যবনগণ বলিয়া উঠিলেন–মহারাজ, নাগসেন ভিক্ষু কলাবিৎ (শাস্ত্রজ্ঞ) পণ্ডিত। হাঁ যবনগণ, স্থবির পণ্ডিত। এই প্রকার আচার্য হইলে আর আমার ন্যায় শিষ্য হইলে শীঘ্রই ধর্মবিষয় জানা যাইবে। রাজা স্থবিরের প্রশ্নোত্তরে তুষ্ট হইয়া লক্ষ টাকা মূল্যের একখানি কম্বল তাঁহাকে দান করিলেন। ভন্তে, নাগসেন অদ্য হইতে একশত আটজনের অন্ন নিত্য আমার বাড়ী হইতে পাইবেন। অন্তঃপুরে যাহা ভিক্ষুর উপযোগী বস্তু আছে, তাহাদ্বারাও আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি–যখন দরকার হয়, তখন বলিবেন। মহারাজ, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, আমি সুখে জীবনযাপন করিতেছি।

ভন্তে, আপনি যে সুখে আছেন, তাহা আমি জানি, অপিচ নিজকেও রক্ষা করুন, আমাকেও রক্ষা করুন। নিজকে রক্ষা করা কিরূপ? লোকেরা বলিবে–নাগসেন মিলিন্দ রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন, অথচ কিছু পাইলেন না। তেমন অপরের অপবাদ আসিতে পারে, এই প্রকারে নিজকে রক্ষা করুন। কি প্রকারে আমাকে রক্ষা করিবেন? মিলিন্দরাজ প্রসন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রসন্নতা কিছুই দেখাইলেন না, এই প্রকারে পরের অপবাদ আসিতে পারে, এইরূপে আমাকে রক্ষা করুন। মহারাজ, তাহাই হউক।

ভন্তে, মৃগরাজ সিংহ যেমন সুবর্ণ পিঞ্জরে প্রক্ষিপ্ত হইলেও বাহিরের দিকে মুখ করিয়া থাকে, এই প্রকার আমিও গৃহীধর্মে বাস করিলেও বাহিরের দিকেই মুখ রাখিয়াছি। যদি আমি আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারে প্রব্রজিত হই, বহু দিন বাঁচিব না, কারণ, আমার শত্রু অনেক। তৎপর আয়ুষ্মান নাগসেন মিলিন্দ রাজের প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়া সঙ্ঘারামে চলিয়া গেলেন।

স্থবির চলিয়া যাওয়ার পরেই রাজার মনে একটি চিন্তা আসিয়া পড়িল। আমি কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি আমাকে কি কি উত্তর দিলেন। মনে পড়িল–আমি সমস্ত প্রশ্ন উত্তমরূপে করিয়াছি, তিনিও উত্তমরূপে উত্তর

দিয়াছেন। স্থবিরও সঙ্ঘারামে গিয়া ভাবিলেন–রাজা আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কি উত্তর দিয়াছি। স্থবিরেরও মনে পড়িল, রাজাও উত্তমরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমিও উত্তমরূপে উত্তর দিয়াছি।

স্থবির নাগসেন রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে পাত্র-চীবর লইয়া মিলিন্দ রাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসন গ্রহণ করিলে রাজাও স্থবিরকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। তখন রাজা স্থবিরকে বলিলেন–ভন্তে, আপনার কি এইরূপ মনে হয় নাই, আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম–এই আনন্দে অবশিষ্ট রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই, আপনি এমন ভাবিবেন না–আপনার যাওয়ার পর আমার এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল–আমি কি প্রশ্ন করিয়াছি, আপনি কি উত্তর দিয়াছেন, আমিও উত্তম প্রশ্ন করিয়াছি, আপনিও উত্তম উত্তর দিয়াছিলেন। মহারাজ, আপনার ন্যায় আমারও সেইরূপ চিন্তা হইয়াছিল, আমিও উত্তম উত্তর দিয়াছি, আপনিও উত্তম প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে দুই মহানাগতুল্য পুরুষ পরস্পরের সুভাষিত বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

ইতি–মিলিন্দ-প্রশ্নের-প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

মেণ্ডক-প্রশ্ন

বহুভাষী তর্কপ্রিয় বিচক্ষণ জ্ঞানী
জ্ঞানলাভ তরে আসে মিলিন্দ নৃপতি,
নাগসেন ভিক্ষু যেথা। বসিয়া নিকটে
পুনঃপুন প্রশ্ন করি ভিক্ষু নাগসেনে,
ত্রিপিটকে মহাজ্ঞান লভিলেন তিনি।
নবাঙ্গ শাস্তার ধর্ম করে আলোচনা–
নির্জনে নিশীথে বসি দেখিলেন তিনি–
নিগ্রহের উপযোগী অতীব জটিল,
মেণ্ডক নামক প্রশ্ন বিবিধ পর্যায়
হেতুগত স্বভাবত ভাষিত বচন,
ধর্মরাজ শ্রীবুদ্ধের পবিত্র শাসনে।
জিনবর সুভাসিত মেণ্ডক প্রশ্নের,
না বুঝিয়া ব্যাখ্যাসার অনাগতকালে
বিগ্রহ উঠিবে এই শাসন মাঝারে।
সুকথক নাগসেনে প্রসন্ন করিয়া,
দুর্বোধ্য মেণ্ডক প্রশ্ন করিব ছেদন।
তাঁহার নির্দিষ্ট পথে অনাগত কালে,
সাধুগণ ধর্ম-পথ করিবে নির্দেশ।

অনন্তর মিলিন্দরাজ প্রভাতে উঠিয়া মাথা ধুইলেন এবং করজোড়ে অতীত-অনাগত-বর্তমান সম্যকসম্বুদ্ধের গুণ স্মরণ করিয়া আটটি ব্রত গ্রহণ করিলেন। অদ্য হইতে সাতদিন পর্যন্ত আটটি শীল-গুণ গ্রহণ করিয়া আমাকে তপাচরণ করিতে হইবে। আমি তপোত্তীর্ণ হইয়া আচার্যকে আরাধনা করিব এবং মেণ্ডক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

অতঃপর মিলিন্দরাজ সাধারণ বসন যুগল ত্যাগ করিলেন, আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন, কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক মুণ্ডিত কেশ তুল্য উষ্ণীষ মাথায় লাগাইয়া মুনিভাব অবলম্বন করিলেন ও অষ্টশীলগুণ গ্রহণ করিলেন। স্থির করিলেন–এই সাতদিন আমি রাজার ন্যায় অনুশাসন করিব না। কামরাগচিত্ত উৎপাদন করিব না। কাহারও প্রতি হিংসা-চিত্ত পোষণ করিব

না। মোহ-চিত্ত উৎপাদন করিব না। দাস, কর্মচারী ও অপরাপর লোকের প্রতি আমাকে শান্তচিত্ত হইতে হইবে। কায়-বাক্য সংযত করিতে হইবে। চক্ষু প্রভৃতি ছয় আয়তনকে বিশেষরূপে রক্ষা করিতে হইবে। মৈত্রী ভাবনায় চিত্তকে নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে হইবে। এই অষ্টগুণ গ্রহণ করিয়া, ইহাতে চিত্ত স্থাপন করিব। তিনি এইরূপে সাতদিন পর্যন্ত বাহিরে না যাইয়া অষ্টম দিনে রাত্রি প্রভাত হওয়ামাত্রেই প্রথমেই প্রাতভোজন করিলেন, চক্ষুদৃষ্টি অধঃ দিক করিয়া ও বাক্য সংযত করিয়া সুস্থির গমনে শান্তমনে প্রসন্ন-চিত্তে নাগসেন স্থবিরের নিকট উপস্থিত হওত তাঁহার পদ বন্দনাপূর্বক একপ্রান্তে বসিয়া বলিলেন–

ভন্তে নাগসেন, আপনার সহিত আমার একটা মন্ত্রণার বিষয় আছে। আপনি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি আমি ইচ্ছা করি না। শূন্য, প্রবিবিক্ত অরণ্যে কিংবা অষ্টাঙ্গগুণ সম্পন্ন শ্রামণ্য ধর্মের উপযোগী স্থানে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাকে কোন কথা গোপন করিবেন না, কোন রহস্য তথ্য বাকী রাখিবেন না। আমি রহস্য তথ্য জানিবার উপযোগী, যদি তাহা সুমন্ত্রণা-স্বরূপ হয়। উপমাদ্বারাও সেই পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইহা কিরূপ? যেমন ভন্তে, মাটিতে কোন বস্তু রাখিলে, মাটি তাহা রাখিতে সমর্থ হয়, এই প্রকার সুমন্ত্রণা-স্বরূপ হইলে আমিও তাহা রাখিতে সমর্থ হইব।

আট প্রকার মন্ত্রণার অনুপযুক্ত স্থান

রাজা মিলিন্দ গুরু নাগসেনের সহিত সুনির্জন উপবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন–ভন্তে, কোন পুরুষ মন্ত্রণা করিতে হইলে আটটি স্থান বর্জন করে, কোন বিজ্ঞপুরুষই আটটি স্থানে মন্ত্রণা করে না, যদি মন্ত্রণা করে, উদ্দেশ্যটা নষ্ট হইয়া যায়, সুফলের সম্ভাবনা থাকে না। সেই আটটি স্থান কি? বিসম স্থান, সভয় স্থান, বায়ু প্রবল স্থান, প্রতিচ্ছন্ন স্থান, দেবস্থান, পথ, সেতু এবং জলতীর্থ এই আটটি স্থান পরিবর্জন করা উচিত।

স্থবির বলিলেন–এই আটটি স্থানে আলাপে দোষ কি? ভন্তে, বিসম বা উচ্চ-নীচ স্থানে আলাপে মন্ত্রণার অর্থ বিস্তৃত হইয়া যায়। সভয় স্থানে চিত্তে ভয় উৎপন্ন হয়, ভয় হইলে অর্থটি ঠিকভাবে বুঝা যায় না। অতি বাতাসে শব্দটি অস্পষ্ট হয়। আড়ালে মন্ত্রণা করিলে কেহ গোপনে থাকিয়া জানিতে পারে। দেবালয়ে মন্ত্রণা করিলে কথাটি বড় হইয়া যায়। পথে মন্ত্রণা

করিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না। পোলে কিংবা সেতুতে মন্ত্রণা করিলে চলাচল হেতু চঞ্চলতা আসে। জলের ঘাটে মন্ত্রণা করিলে কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

উচ্চ-নীচ, ভয়াবহ, অতিবায়ু, স্থান
প্রতিচ্ছন্ন, দেবালয়, পথ, সেতু, তীর্থ,
এতাদৃশ অষ্ট স্থান সদা বর্জনীয়,
মন্ত্রণা ব্যাঘাত হেতু, কহেন মিলিন্দ।

আটজন মন্ত্রণার অনুপযুক্ত ব্যক্তি

ভন্তে, আটজন লোক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রণার অর্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই আটজন কে কে? কামচরিত, দ্বেষচরিত, মোহচরিত, মান-চরিত, লুব্ধ, অলস, একচিন্তী ও মূর্খ এই আটজন মন্ত্রণা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদের দোষ কি? কামুক ব্যক্তি কামের বশীভূত হইয়া, হিংসুক হিংসার বশীভূত হইয়া, মোহপরায়ণ ব্যক্তি অজ্ঞানতার বশীভূত হইয়া, অহঙ্কারী মানের বশীভূত হইয়া, লোভী লোভের বশীভূত হইয়া, অলস-ব্যক্তি আলস্যের বশীভূত হইয়া, একচিন্তী একটি চিন্তা ব্যতীত অন্য উপায়ে চিন্তা করিতে না পারে বলিয়া ও মূর্খ ব্যক্তি নিজের মূর্খতাবশতঃ মন্ত্রণার অর্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই কারণে কথিত হয়–

কামুক, হিংসুক আর মোহান্ধ, দাম্ভিক,
লোভী ও অলস, মূর্খ, একচিন্তাকারী,
এই অষ্ট জন করে, সদর্থ বিনাশ
কহেন মিলিন্দরাজ ভিক্ষু নাগসেনে।

গুহ্য বিষয় প্রকাশক নয়জন

ভন্তে, নয়জন ব্যক্তি গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া থাকে, ধারণা করিতে পারে না। সেই নয়জন কে কে? কাম-দ্বেষ-মোহ চরিত, ভীরু, ঘুষখোর, স্ত্রী, সুরাপায়ী, ক্লীব ও বালক। স্থবির বলিলেন–তাহাদের দোষ কি? কামুক কামের বশীভূত হইয়া, হিংসুক হিংসার বশীভূত হইয়া, মোহান্ধ মোহের বশীভূত হইয়া, ভীরু ভয়ের বশীভূত হইয়া, ঘুষখোর কিছু পাইবার আশা করিয়া, স্ত্রী নিজের হীন প্রকৃতি হেতু, সুরাপায়ী সুরালোভে মত্ত হইয়া, ক্লীব

অসম্পূর্ণতা হেতু, বালক চপলতা হেতু গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া থাকে, ধারণা করিতে পারে না। সেই কারণে কথিত হয়–

কামুক, হিংসুক, ভীরু, মোহ বশীভূত,
আমিষ লোলুপ, নারী, সুরাপায়ী আর,
ক্লীব ও বালক এই নয়জন লোকে
অতিশয় নীচমতি হয় বিচলিত।
ইহাদের সহ গুহ্য মন্ত্রণা করিলে,
অচিরে প্রকাশ পায়, কহেন মিলিন্দ।

বুদ্ধি পরিপক্বতার আটটি কারণ

ভন্তে, আটটি কারণে বুদ্ধি পরিণত বা পরিপক্ব হয়। সেই আটটি কি? বয়োবৃদ্ধ হইলে বুদ্ধি পাকা হয়, যশঃ বৃদ্ধি হইলে, পুনঃপুনঃ প্রশ্ন দ্বারা, তীর্থ সংবাসে বা গুরুর সহিত থাকিলে, প্রকৃত মনোনিবেশদ্বারা, আলোচনাদ্বারা, স্নেহপূর্বক আচরণ করায় ও অনুরূপ দেশে বাস করায় বুদ্ধি পাকা হয়। সেই কারণে কথিত হয়–

বয়াধিক্যে, কীর্তিলাভে, পুনঃপুন প্রশ্নে,
গুরুসহ বাসে আর, মনোযোগ বলে,
প্রতিরূপ দেশে বাস, আলোচনা হেতু,
স্নেহ আচরণ এই আটটি কারণে
বুদ্ধির বিকাশ পায়, যদি কেহ পারে,
সঞ্চিতে এ' গুণরাশি, জ্ঞানে তারা বাড়ে।

শিষ্যের প্রতি আচার্যের পঞ্চবিংশতি[১] কর্তব্য

ভন্তে, এই ভূমিভাগ মন্ত্রণার অষ্ট দোষ বর্জিত। আমিও লোকের মধ্যে মন্ত্রণাকারীদের পরম সহায়। যতদিন বাঁচিব, গুহ্য বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। অষ্টবিধ কারণে আমার বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে। আমার ন্যায় শিষ্য বর্তমানে দুর্লভ। আচার্যের যে পঞ্চবিংশতি গুণ আছে, সেই গুণসমূহ বিনীত শিষ্যের প্রতি আচরণ করা উচিত। সেই ২৫টি গুণ কি কি? আচার্য শিষ্যকে নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, সেবনীয় অসেবনীয় বিষয়ে তত্ত্ব

১। মূলে ২৪ টি কর্তব্য দেখা যায়।

লইবেন, প্রমত্ত-অপ্রমত্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, শয়ন স্থান জানিবেন, রোগ হইলে দেখিবেন, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন, পাত্রে যাহা থাকে ভাগ করিয়া দিবেন, 'ভয় করিওনা তোমার উদ্দেশ্য সফল হইতে চলিল' এই বলিয়া আশ্বাস দিবেন, সে যাহার সহিত ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণ কি উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে, গ্রামে কোথায় বিচরণ করে জাানিবেন, বিহারে কোথায় বিচরণ করে জানিবেন, শিষ্যের সহিত বৃথা বাক্যালাপ করিবেন না, সামান্য দোষ দেখিলে সহ্য করিবেন, সৎকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অখণ্ডভাবে শিক্ষা দিবেন, কিছুই গোপন করিয়া শিক্ষা দিবেন না, আচার্যের অভিজ্ঞতার অনুরূপ শিক্ষা দিবেন, শিল্প বিষয়ে ইহাকে জন্ম প্রদান করিব এইরূপ জনকচিত্ত পোষণ করিবেন, যাহাতে শিষ্যের পরিহানি না হয়, এইরূপ শ্রীবৃদ্ধিকামী হইবেন, শিক্ষাবলে ইহাকে বলীয়ান করিব এই প্রকার চিত্তে স্থান দিবেন, শিষ্যের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবেন, বিপদে ত্যাগ করিবেন না, কর্তব্য কার্যে ভুল করিবেন না, কোন বিষয়ে স্খলন হইলে ধারণ করিবেন। ভন্তে, এই ২৫টি আচার্যের গুণ, আপনি এই সমস্ত গুণ আমার প্রতি আচরণ করুন। আমার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ-দেশিত যে মেণ্ডক প্রশ্ন আছে, ভবিষ্যতে বহু লোকের এই বিষয়ে বিগ্রহ উপস্থিত হইবে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষু ভবিষ্যতে দুর্লভ হইবে। পরবাক্যকে নিগ্রহ করিবার জন্য সেই সকল প্রশ্নে আমাকে চক্ষু দান করুন।

উপাসকের দশটি গুণ

স্থবির রাজার বচনে সাধুবাদ দিয়া দশটি উপাসকের গুণ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ, উপাসকের দশটি গুণ, সেই দশটি কি কি? মহারাজ, এই বুদ্ধ শাসনে উপাসকের সঙ্ঘের সুখে সুখী ও সঙ্ঘের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে; ধর্মকে অধিপতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; যথাশক্তি বণ্টন করিয়া খাইবে; বুদ্ধ শাসনের পরিহানি দেখিয়া শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে; সম্যক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; মঙ্গল হইবে ভাবিয়া কোন প্রকারে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; প্রাণ যায় যাউক, তথাপি অন্য অধার্মিক শাস্তার অনুসরণ করিবে না; কায়-বাক্য সংযত করিবে; একতা গুণে রমিত হইবে, পাপ বিষয় পোষণ করিবে না, ভণ্ডতুল্য মুখে এক কার্যে অন্য দেখাইয়া বুদ্ধ শাসনে চলিবে না; বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণাগত

হইবে। মহারাজ, এই দশটি উপাসক গুণ। এই সমস্ত গুণ আপনার নিকট বিদ্যমান আছে। ইহা আপনার পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত যে আপনি বুদ্ধ শাসনের অবনতি দেখিয়া শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আপনাকে আমি অবকাশ দিতেছি, যথাসুখে আমাকে প্রশ্ন করুন।

বুদ্ধ-পূজা প্রশ্ন-মীমাংসা

মিলিন্দ রাজ স্থবিরের নিকট অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। গুরুভক্তি প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার চরণে শির স্থাপন করিয়া ভক্তির অঞ্জলি জানাইলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন—ভন্তে, তৈর্থিকগণ বলিয়া থাকেন—যদি বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন নাই, লোকের সহিত সংযুক্ত ও লোকের মধ্যে অবস্থিত; তিনিও সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য। সেই কারণে তাঁহার জন্য কিছু পূজা সৎকার করা নিষ্ফল, বন্ধ্যা তুল্য হইবে। যদি তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন, লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকে, সর্বভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পূজা উৎপন্ন হইতে পারে না। পরিনির্বাণ প্রাপ্ত যিনি, তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। পূজা গ্রহণ না করিলে, তাঁহার জন্য পূজা করা নিষ্ফল। এই প্রশ্ন উভয়কোটিক, যে জানে না তাহার পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন, মহজ্জনের চিন্তাভূত বিষয়, এই দৃষ্টিজাল ভেদ করুন, একদিকে স্থাপন করুন, এখন আপনাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে। পরকীয় বাক্যের নিগ্রহার্থ অনাগত জিন পুত্রদিগকে চক্ষু প্রদান করুন।

স্থবির বলিলেন—মহারাজ, ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। ভগবান পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিমূলেই তথাগতের পরিগ্রহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত তাঁহার কথা আর কি বলিবেন। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন—

অন্য বুদ্ধ সম বুদ্ধ হয়েন পূজিত
দেব নরদ্বারা যদি, তবু বুদ্ধগণ
সে পূজা সৎকার কভু করে না গ্রহণ
সম্বুদ্ধগণের নিত্য ইহাই ধর্মতা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, পুত্র পিতার গুণ বর্ণনা করে, পিতা পুত্রের গুণ বর্ণনা করে। পরবাক্য নিগ্রহের ইহা কোন কারণ নহে। ইহাদ্বারা প্রসন্নতার

প্রকাশ হয় মাত্র। নিজের বাক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও দৃষ্টিজালের আবরণরহিত করিবার জন্য আপনি ইহার যথার্থ কারণ-বলুন।

স্থবির বলিলেন– ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, তিনি কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। ভগবান পূজা গ্রহণ না করিলেও দেব-মনুষ্যগণ ধাতু-রত্ন নিধানপূর্বক চৈত্য নির্মাণ করেন এবং বুদ্ধের জ্ঞানরত্নকে নিমিত্ত করিয়া শীলাদি উত্তমরূপে পালনপূর্বক ত্রিবিধ (নর-দিব্য-মোক্ষ) সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যদি নিবিয়া যায়, তবে কি সেই অগ্নি, তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে? ভন্তে, জ্বলিবার সময়েও সেই অগ্নি, তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান গ্রহণ করে না, যখন নিবিয়া যাইবে, তখন আর কি গ্রহণ করিবে। মহারাজ, সেই অগ্নি নিবিয়া গেলে জগৎ কি অগ্নি শূন্য হইবে? না ভন্তে, কাষ্ঠ অগ্নি উৎপত্তির স্থান। যে কোন লোকের অগ্নির দরকার হইলে, সে নিজের বীর্যবলে কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে এবং সেই অগ্নিদ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম সাধন করিয়া থাকে।

তাহা হইলে মহারাজ, 'যে গ্রহণ করে না, তাহার জন্য কার্য করা নিষ্ফল।' তৈর্থিকদিগের এই বচন মিছা হয়। যেমন মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তেমন দশসহস্র লোকমণ্ডলে বুদ্ধতেজে ভগবান জ্বলিয়া উঠিলেন। যেমন মহা অগ্নি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল, তেমন ভগবান দশসহস্র লোকমণ্ডলে বুদ্ধতেজে জ্বলিয়া অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হইলেন। যেমন অগ্নি, তৃণ-কাষ্ঠ গ্রহণ করে না, তেমন লোকহিত বুদ্ধের পরিগ্রহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন অগ্নি নিবিয়া গেলে, মনুষ্যগণ নিজের বীর্যবলে কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্বক সেই অগ্নিদ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম সাধন করিয়া থাকে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের জ্ঞানরত্নকে নিমিত্ত করতঃ শীলাদি ধর্ম পালনপূর্বক বিবিধ সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই কারণে মহারাজ, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ পূজা গ্রহণ না করিলেও যে পূজা করে সে ফল প্রাপ্ত হয়, পূজা কখনও বন্ধ্যা হয় না।

মহারাজ, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তেমন আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। যেমন মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়া ক্ষান্ত হইল, সেই বায়ু কি পুনঃ প্রবাহ উৎপাদনে সম্মতি গ্রহণ করে? না ভন্তে। সেই বিগত বায়ুর পুনরায় উৎপাদন বিষয়ে কোন মনোযোগ বা ইচ্ছা নাই।

কারণ বায়ু অচেতন। মহারাজ, সেই বিগত বায়ুর বায়ু-সংজ্ঞা আবার আসে কি? না ভন্তে, তাল পাতার পাখাই বায়ুর উৎপত্তির কারণ। যেমন কোন লোকের গরম বোধ হইলে, শরীরে জ্বালা হইলে নিজের বীর্যবলে তাল পাতার পাখাদ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া গরম ও দাহ উপশম করিয়া থাকে।

তাহা হইলে মহারাজ, 'নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করিলে যে অফল হয়, তৈর্থিকগণের এই বচন মিছা। যেমন মহারাজ, মহাবায়ু বহিয়া গেল, তেমন ভগবান দশসহস্র লোকমণ্ডলে শীতল, মধুর, শান্ত, সূক্ষ্ম, মৈত্রী বায়ু প্রবাহিত করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন বিগত বায়ু পুনরায় বায়ু উৎপাদনে সম্মতি দেয় না, তেমন বুদ্ধের পূজা গ্রহণও পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন মনুষ্যেরা গরম ও দাহ বোধ করে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ লোভ-দ্বেষ-মোহ অগ্নির গরম-দাহ বোধ করিয়া থাকে, যেমন তালপাতার পাখা বায়ু উৎপত্তির হেতু, তেমন ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভের জন্য তথাগতের ধাতু-চৈত্য ও জ্ঞানরত্নই হেতু হয়। যেমন মনুষ্যগণ গরম ও দাহ তালপাতার পাখার বাতাসে উপশম করে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলে ধাতু ও জ্ঞানরত্নকে পূজা করিয়া যেই পুণ্য লাভ করে, সেই পুণ্য প্রভাবে লোভ-দ্বেষ-মোহ অগ্নি নিবাইয়া থাকে, উপশম করিয়া থাকে। এই কারণেও মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও, যে তাঁহাকে পূজা করে, তাহার পূজা সফল হইয়া থাকে।

মহারাজ, পর বাক্যকে নিগ্রহ করিবার জন্য আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ ভেরীতে আঘাত করিয়া শব্দ উৎপাদন করে। সেই পুরুষদ্বারা যে ভেরী শব্দ উৎপাদিত হইল, সেই শব্দটি অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহারাজ, সেই শব্দ কি পুনরায় উৎপাদনের জন্য সম্মতি গ্রহণ করে? না ভন্তে। যেই শব্দটি বাহির হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তাহার মনোযোগ বা ইচ্ছা নাই। কেননা, একবার শব্দ বাহির হইয়া গেলে, তাহা সমূলে বিনাশ হইয়া যায়। ভন্তে, ভেরীই শব্দ উৎপত্তির কারণ, কোন পুরুষ প্রয়োজন মনে করিলে স্বীয় উদ্যমে ভেরীতে আঘাত করিয়া শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই প্রকার মহারাজ, ভগবান শীল-সমাধি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন পরিভাবিত ধাতু-রত্ন, ধর্ম-বিনয় অনুশাসনরূপ শাস্তাকে রাখিয়া স্বয়ং অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান নির্বাণ লাভ করিয়াছেন

বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি লাভ উপচ্ছিন্ন হয় নাই। সংসার-দুঃখ পীড়িত জীবগণ ত্রিসম্পত্তি কামনা করিয়া ধাতুরত্ন, ধর্ম-বিনয় ও অনুশাসনকে হেতু করিয়া ত্রিসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণে মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও, যে পূজা করে তাহার পূজা সফল হয়। মহারাজ, ভগবান পূর্বেই দেখিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন যে—'আনন্দ, তোমাদের মনে এইরূপ আসিতে পারে, শাস্তা শাসন-ধর্মের অতীত হইয়াছেন, এখন আর শাস্তা নাই। আনন্দ, এইরূপ কেহ মনে করিও না, আনন্দ, আমি যাহা ধর্ম-বিনয় দেশনা করিয়াছি, স্থাপন করিয়াছি, সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।' নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করিলে দাতা যে ফল লাভ করে না, তৈর্থিকদিগের এই বচন মিথ্যা, বিরুদ্ধ, বিপরীত, দুঃখদায়ক ও অপায়ে গমনের প্রধান হেতু।

মহারাজ, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও সেই পূজা যে সফল হয়, তেমন অপর একটি কারণ শ্রবণ করুন। মহারাজ, এই পৃথিবী কি কখনও এইরূপ চিন্তা করে, সমস্ত বীজ আমার উপর অঙ্কুরিত হউক। না ভন্তে। মহারাজ, সেই বীজসমূহ পৃথিবী গ্রহণ না করিলেও সেই বীজ কি পৃথিবীতে অঙ্কুরিত হইয়া দৃঢ় মূল, জটায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া ফল পুষ্প ধারণ করে? ভন্তে, মহাপৃথিবী গ্রহণ না করিলেও পৃথিবী সেই বীজসমূহের প্রতিষ্ঠাভূত হয়, অঙ্কুরিত হইবার জন্য সহায়তা করে। সেই বীজসমূহ উহাকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ় মূল বদ্ধ হয়, জটায় প্রতিষ্ঠিত হয়, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া ফল পুষ্প ধারণ করে। তাহা হইলে মহারাজ, যদি তাহারা বলে—পূজা গ্রহণ না করিলে কৃত কার্য সফল হইবে না, তবে তৈর্থিকেরা নিজের বাক্যে নিজেই নষ্ট হইল। যেমন মহারাজ, মহাপৃথিবী, তেমন তথাগত অরহৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। যেমন পৃথিবী কিছুই গ্রহণ করে না, তেমন তথাগত কিছুই গ্রহণ করেন না। যেমন সেই বীজসমূহ পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ... বিস্তৃতি লাভ করিয়া ফল পুষ্প ধারণ করে—তেমন দেব-মনুষ্যগণ নিবার্ণ-প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতু ও জ্ঞানরত্নকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ় কুশলমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাধি স্কন্ধ, ধর্মসার, শীল শাখা সুবিস্তৃত হইয়া বিমুক্তি-পুষ্প এবং শ্রামণ্য ফল

ধারণ করে। মহারাজ, এই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, অপর একটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়। মহারাজ, এই উষ্ট্র, গরু, গর্দভ, অজ, পশুগণ ও মনুষ্যেরা পেটের মধ্যে কৃমির উৎপত্তি ইচ্ছা করে কি? না ভন্তে। যদি মহারাজ, তাহাই হয়, কেন কৃমি-কুল তাহাদের অনিচ্ছায় পেটের মধ্যে জন্মিয়া বহু পুত্র-নপ্তায় বিপুলতা প্রাপ্ত হয়? ভন্তে, পাপকর্মের প্রাবল্য হেতু ইচ্ছা না করিলেও সেই কৃমি-কুল পেটের মধ্যে বাড়িয়া উঠে। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতু ও জ্ঞান নিমিত্তের প্রাবল্য হেতু দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, অপর একটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়। মনুষ্যেরা কি এইরূপ ইচ্ছা করে–এই ৯৮ প্রকার রোগ শরীরে উৎপন্ন হউক। না ভন্তে। কেন মহারাজ, ইচ্ছা না করিলেও রোগ শরীরে আসিয়া জাত হয়? ভন্তে, পূর্বকৃত দুশ্চরিতের হেতু। যদি মহারাজ, পূর্বকৃত অকুশল ইহজন্মেই ভোগিতে হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত ও ইহজন্মে কৃত কুশলাকুশল কর্ম সফল হয়।

মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, নন্দ নামক যক্ষ সারীপুত্ত স্থবিরের মাথায় আঘাত করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিলে? হাঁ ভন্তে শুনিয়াছি, এই কথা জগতেও প্রসিদ্ধ আছে। মহারাজ, স্থবির সারীপুত্ত কি নন্দ যক্ষের পৃথিবী গ্রাস ইচ্ছা করেন? ভন্তে, সদেবলোক উল্টিয়া গেলেও, চন্দ্র, সূর্য মাটিতে পড়িলেও, সুমেরু পর্বত ছড়াইয়া পড়িলেও স্থবির সারীপুত্ত অপরের দুঃখ ইচ্ছা করিবেন না। তাহার কারণ কি? যেই হেতুদ্বারা সারীপুত্ত রাগ করিবেন, চিত্ত দূষিত করিবেন, সেইহেতু তাঁহার ধ্বংস হইয়াছে। হেতু ধ্বংস হওয়ায় তাঁহাকে হত্যা করিলেও রাগ করিবেন না।

মহারাজ, যদি স্থবির সারীপুত্ত নন্দ-যক্ষের পৃথিবী প্রবেশ ইচ্ছা না করেন, নন্দ যক্ষ কি কারণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল? ভন্তে, অকুশল কর্মের প্রাবল্য হেতু। যদি মহারাজ, অকুশলের প্রাবল্য হেতু পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়, ‘গ্রহণ না করিলেও কৃত অপরাধ সফল হয়। তাহা হইলে মহারাজ, কুশল

কর্মের প্রাবল্য হেতু গ্রহণ না করিলেও কৃত কার্য সফল হয়।' এই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, কতজন লোক এ-যাবৎ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আপনার শুনা আছে কি? হাঁ ভন্তে, শুনা আছে। তাহা হইলে আপনি তাহাদের নাম করুন দেখি। ভন্তে, চিঞ্চা মানবিকা, শাক্য সুপ্পবুদ্ধ, স্থবির দেবদত্ত, নন্দযক্ষ, নন্দ মানব; আমি শুনিয়াছি এই পাঁচজন মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ, তাহারা কোন্ বিষয়ে অপরাধী? ভন্তে, ভগবানের প্রতি ও শ্রাবকগণের প্রতি অপরাধ করিয়া। মহারাজ, ভগবান ও শ্রাবকগণ তাহাদের পৃথিবী প্রবেশ ইচ্ছা করিয়াছেন কি? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

ভন্তে নাগসেন, আপনি এই প্রশ্ন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন, যাহা অতি গম্ভীর ছিল, তাহা ভাসাইয়া তুলিলেন, গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিলেন, গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া দিলেন, গহনকে অগহন করিলেন, পরবাদ নষ্ট হইল, কুদৃষ্টি ভগ্ন হইল, কুতৈর্থিকগণ নিস্প্রভ হইল ও আপনি গণমধ্যে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিলেন।

সর্বজ্ঞ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কি? হাঁ মহারাজ, সর্বজ্ঞ। তবে ভগবানের জ্ঞানদর্শন সতত প্রত্যুপস্থিত থাকে না, তাঁহার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পরিচিন্তন প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে যখন তিনি কোন বিষয় জাানিতে ইচ্ছা করেন, যতদূর ইচ্ছা ততদূর জানিতে সমর্থ হন। তাহা হইলে ভন্তে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন। যদি তাঁহার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানও অনুসন্ধানে রত হয়। মহারাজ, শতবাহ (১২০ মণ) অর্ধ চূল, সপ্ত অর্মণ (২৮ মণ) দুই তুম্ব (৮ সের) ব্রীহি এক হস্তুতুরীক্ষণে যেই চিত্ত প্রবর্তিত হয়, এই চিত্ত লক্ষ্য করিয়া মাত্রা স্থাপন করিলে এতগুলি ব্রীহি নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

প্রথম চিত্ত বিভাগ এই :- এই যে মহারাজ, সপ্তবিধ চিত্ত প্রবর্তিত হয়, তন্মধ্যে যেই চিত্ত সকাম, সদ্বেষ, সমোহ, সক্লেশ এবং যেই কায়, শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অভাবিত, সেই চিত্ত গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? চিত্ত অভাবিত বলিয়া। যেমন মহারাজ, বিশাল, বিস্তৃত শাখা-

পত্রে জটাজুট বাঁশ আকর্ষণ করিলে ভারী বোধ হয়, আস্তে নোয়াইয়া পড়ে, কারণ কি? শাখায় শাখায় সংযুক্ত বলিয়া। এই প্রকারে মহারাজ, চিত্ত কাম-দ্বেষ-মোহ-ক্লেশ যুক্ত হইলে এবং কায়, চিত্ত, শীল, প্রজ্ঞা, অভাবিত হইলে, সেই চিত্ত গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? ক্লেশদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া। ইহা প্রথম চিত্ত বিভাগ।

দ্বিতীয় চিত্ত বিভাগ এই :-অপায় গমনবদ্ধ, সদ্দৃষ্টিপ্রাপ্ত শাস্তাশাসন জ্ঞাত যেই স্রোতাপন্নগণ আছেন। তাঁহাদের সেই চিত্ত ত্রিবিধ[১] স্থানে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়। তথাপি ঊর্ধ্বতন ভূমিতে (আর্য মার্গে) গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? ত্রিবিধ স্থানে চিত্তের পরিশুদ্ধি থাকিলেও ঊর্ধ্বতন ক্লেশসমূহ নষ্ট হয় নাই বলিয়া। যেমন মহারাজ, যেই বাঁশের তিন পর্ব পর্যন্ত গ্রন্থি পরিশুদ্ধ, তাহার উপরে শাখা জটাজুট, সেই বাঁশ ধরিয়া টানিলে তিন পর্ব পর্যন্ত হাল্কা থাকায় শীঘ্র আসে, তাহার উপরে শক্ত, কারণ কি? নিম্নে পরিশুদ্ধ, উপরের শাখা জটাজুট বলিয়া। এই প্রকার মহারাজ, অপায় গমনবদ্ধ সদ্দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শাস্তাশাসন জ্ঞাত স্রোতাপন্নগণের সেই চিত্ত ত্রিবিধ স্থানে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়। ঊর্ধ্বতন সকৃদাগামী ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? ত্রিবিধ স্থানে পরিশুদ্ধ বলিয়া এবং তদুপরি ক্লেশসমূহ নষ্ট হয় নাই বলিয়া। ইহা দ্বিতীয় চিত্ত বিভাগ।

তৃতীয় চিত্ত বিভাগ এই–মহারাজ, যেই সকৃদাগামিগণের কাম-দ্বেষ-মোহ তনুভূত বা হাল্কা, তাহাদের সেই চিত্ত পঞ্চস্থানে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়। তদুপরি অনাগামী ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? পঞ্চস্থানে পরিশুদ্ধ বলিয়া, তদুপরি ক্লেশসমূহ নষ্ট হয় নাই বলিয়া। যেমন বাঁশের পাঁচটি পর্ব গ্রন্থি পরিশুদ্ধ, উপরের শাখা জটাজুট, উহা টানিলে পঞ্চ পর্ব পর্যন্ত শীঘ্র নামিয়া আসে, তদুপরি শক্ত। কারণ কি? নিম্নে পরিশুদ্ধ, উপরের শাখা জটাজুট বলিয়া। মহারাজ, এই প্রকার যেই সকৃদাগামিগণের কাম-দ্বেষ-মোহ তনুভূত, তাঁহাদের চিত্ত পঞ্চস্থানে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়... ইহা তৃতীয় চিত্ত বিভাগ।

---

[১]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত এই ত্রিবিধ।

চতুর্থ চিত্ত বিভাগ এই–মহারাজ, যাঁহারা অনাগামী, যাঁহাদের নিুভাগীয় পঞ্চ সংযোজন নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই চিত্ত দশ স্থানে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়, উপরি অরহৎ ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? দশ স্থানে চিত্ত পরিশুদ্ধ বলিয়া, তদুপরি ক্লেশসমূহ নষ্ট হয় নাই বলিয়া। বাঁশের দশপর্ব উপমা দ্রষ্টব্য...ইহা চতুর্থ চিত্ত বিভাগ।

পঞ্চম চিত্ত বিভাগ এই–মহারাজ, যাঁহারা অরহৎ ক্ষীণাসব ধৌতমল, ক্লেশকে বমি করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ করিয়াাছেন, কর্তব্য কার্য শেষ করিয়াছেন, পঞ্চস্কন্ধ ভার নামাইয়া ফেলিয়াছেন, নির্বাণ-সার প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয় প্রাপ্ত, প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান প্রাপ্ত ও শ্রাবক ভূমিতে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত শ্রাবক বিষয়ে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়। পচ্চেক বুদ্ধভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? শ্রাবক বিষয়ে পরিশুদ্ধ বলিয়া, পচ্চেক বুদ্ধভূমিতে অপরিশুদ্ধ বলিয়া। যেমন পরিশুদ্ধ বাঁশ শীঘ্র নামিয়া আসে...ইহা পঞ্চম চিত্ত বিভাগ।

ষষ্ঠ চিত্ত বিভাগ এই–মহারাজ, যাঁহারা পচ্চেক বুদ্ধ, স্বয়ম্ভু আচার্যহীন, একাচারী, গণ্ডার তুল্য বিচরণশীলী, আপন বিষয়ে পরিশুদ্ধ, বিমল চিত্ত, তাঁহাদের সেই চিত্ত আপন বিষয়ে শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়, কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কি কারণে? আপন বিষয়ে পরিশুদ্ধ বলিয়া এবং সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বিষয়ের মহত্ত্বতা হেতু। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ নিজের দেশে ক্ষুদ্র নদী রাত্রিতে হউক দিনেতে হউক ইচ্ছামত নির্ভয়ে পার হইয়া যায়, কিন্তু পরভাগে গম্ভীর, বিস্তৃত, অগাধ, অপার মহাসমুদ্র দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকে, যাইতে চাহে না ও নামিতে সাহস করে না। কি কারণে? নিজের দেশে পরিচয় আছে বলিয়া এবং মহাসমুদ্র মহৎ বলিয়া। এই প্রকার পচ্চেক বুদ্ধগণ আপন বিষয়ে পরিচিত, সর্বজ্ঞতা বিষয়ে অপরিচিত...ইহা ষষ্ঠ চিত্ত বিভাগ।

সপ্তম চিত্ত বিভাগ এই–মহারাজ, যাঁহারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, দশবলধর, চারিবৈশারদ্য প্রাপ্ত, আঠার প্রকার বুদ্ধ-ধর্মে সুপরিচিত, অনন্ত জিন, অনাবরণ জ্ঞানী, তাঁহাদের সেই চিত্ত সকল সময় শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র প্রবর্তিত হয়, কি কারণে? সর্ববিষয়ে পরিশুদ্ধ বলিয়া। যেমন

মহারাজ, সুধৌত, বিমল, গ্রন্থিহীন, সূক্ষ্মধার, সরল, অবক্র, অকুটীল, দৃঢ়চাপ সমারূঢ় নারাচ, (লৌহ নির্মিত বাণ বিশেষ) সূক্ষ্ম, ক্ষৌম, কার্পাস কম্বলে জোড়ে পড়িলে আস্তে যায় কি, অথবা লাগিয়া থাকে কি? না ভন্তে। কি কারণে? বস্ত্রও সূক্ষ্ম বলিয়া, নারাচও জোড়ে পড়িয়াছে বলিয়া। এই প্রকার মহারাজ, অনন্ত গুণ-সম্পন্ন ভগবানের চিত্ত সর্ববিষয়ে শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও প্রবর্তিত হয়। কি কারণে? সর্ববিষয়ে পরিশুদ্ধ বলিয়া। ইহা সপ্তম চিত্ত বিভাগ।

মহারাজ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণের সেই চিত্ত গণনাক্রমে ছয়টি চিত্ত অতিক্রম করিয়া (সপ্তম চিত্ত হইতে) অসংখ্য গুণ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ ও লঘু। যেহেতু ভগবানের চিত্ত পরিশুদ্ধ ও শীঘ্রগামী, তাই যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি দেখাইতে পারেন। এই ঋদ্ধি প্রদর্শনে বুঝিতে পারেন, ভগবানে চিত্ত কিরূপ লঘু পরিবর্তনশীল। এখানে তদতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। সেই ঋদ্ধি প্রতিহার্যও বুদ্ধের চিত্ত গণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কলা, কলাভাগও উপমিত হয় না। ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান “আবর্জন (চিন্তা) প্রতিবদ্ধ” সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে যত ইচ্ছা, তত জানিতে তিনি সমর্থ। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ এক হাতে একটা জিনিস লইয়া শীঘ্র অন্য হাতে লইতে পারে, বিবৃত মুখে কথা বলিতে পারে, মুখগত ভোজন গিলিতে পারে, চক্ষু বুঝিতে ও মেলিতে পারে, বাহু সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে পারে, তাহাতেও কিছু গৌণ হয়, তদপেক্ষা ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে শীঘ্রই যাহা ইচ্ছা তাহা জানিতে পারেন। চিন্তা করিতে যেই সময়টুকু লাগে, তাহার দ্বারা ভগবান সর্বজ্ঞ নহেন, এইরূপ বলা ঠিক নহে। তথাপি ভন্তে, চিন্তারও ত একটু অন্বেষণ আছে। আমাকে অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিন।

যেমন মহারাজ, প্রভূত ধন-ধান্য-বিত্ত-উপকরণ সম্পন্ন কোন মহাধনীর গৃহে যথেষ্ট ধান, যব, চাউল, তিল, মুগ, মাস, তৈল, নবনীত, ক্ষীর, দধি, মধু, মিঠা, কলসী, পাত্র আছে, বাড়ীতে যাহা রান্নাবান্না হইয়াছিল, সব খাওয়া হইয়াছে, এমন সময় প্রবাসী আসিয়া হাজির হইল, তাহারাও ভাত খাইতে চায়। কাজেই পাচক ভাণ্ড হইতে চাউল লইয়া ভাত পাক করিল। তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি এইরূপ বলিবেন–সেই বাড়ীতে ভাত না থাকায় পুনঃ পাক করিয়া দিতেছে বলিয়া গৃহস্বামী নির্ধনী বা কৃপণ? না

ভন্তে। চক্রবর্তী রাজার ঘরেও অসময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র গৃহপতির আর কি কথা! এই প্রকার মহারাজ, ভগবানের স্মরণ করিতে যেইটুকু সময় লাগে, তাহার দ্বারা যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন। মহারাজ, একটি গাছে এমন ফল ধরিয়াছে যে, ফলভারে গাছটি নোয়াইয়া পড়িয়াছে, ফল-পিণ্ড পিণ্ড হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু একটি ফলও মাটীতে পড়ে নাই। তাহা হইলে কি আপনি বলিবেন, এই গাছ হইতে একটি ফলও পরে নাই, কোথায় গাছে ফল আছে? না ভন্তে; এই ফলের পতন ধ্রুব, যখন পড়িবে তখন যত ইচ্ছা তত পাওয়া যাইবে। এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধের চিন্তাপ্রসূত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন। ভন্তে, তবে কি তিনি চিন্তা করামাত্রেই যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন? হাঁ মহারাজ। চক্রবর্তীরাজ যখন চক্ররত্ন আসুক বলিয়া স্মরণ করেন, তাঁহার স্মরণ করামাত্রেই তখন চক্ররত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধের চিন্তিত চিন্তিতক্ষণেই যাহা ইচ্ছা তাহা জানিতে পারেন। ভন্তে, এত দৃঢ়ভাবে কারণ প্রদর্শন করিলেন যে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ; আমিও সর্বজ্ঞ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, দেবদত্তকে কে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন? মহারাজ, ক্ষত্রিয় কুমার ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও নাপিত উপালি এই সাতজন ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিলে শাক্যকুলের আনন্দ জননস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। ভগবান তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। ভন্তে, দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিয়াছিলেন কি? হাঁ মহারাজ, দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিয়াছিল। গৃহী, ভিক্ষু, শিক্ষামানা,[১] শ্রামণের ও শ্রামণেরী সংঘভেদ করিতে পারে না। যিনি অদণ্ডিত ভিক্ষু, এক সীমায় সংঘের সহিত বিনয় কার্যাদি করেন এবং এক নিকায়ের ভিক্ষু, তিনিই সংঘভেদ করিতে পারেন। ভন্তে, যে সংঘভেদ করে, সে পাপের প্রতিফল কিরূপ ভোগ করে? মহারাজ, সে এক কল্পকাল নিরয়ে দুঃখ ভোগ করে। ভন্তে, বুদ্ধ কি জানিতেন—দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিবে ও সংঘভেদ করিয়া

---

[১]। প্রাণীহত্যা. চুরি, অব্রহ্মচর্য, মিথ্যা, নেশাপান ও বিকাল ভোজন বিরতি এই ছয় শীলনীতি পালনকারিণী।

কল্পকাল নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে? হাঁ জানিতেন। যদি বুদ্ধ জানেন-দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিবে, সংঘভেদ করিয়া কল্পকাল নিরয়ে যন্ত্রণা পাইবে, তাহা হইলে ভগবান যে কারুণিক, দয়ালু, সমস্ত জীবগণের হিতৈষী, অহিত দূর করিয়া হিত সাধনে তৎপর, এই বচন মিথ্যা, যদি বুদ্ধ তাহাকে না জানিয়া প্রব্রজ্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন। এই উভয়-কোটিক প্রশ্নও আপনাকে মীমাংসা করিতে হইবে। এই মহাজটাকে জটাহীন করুন, পরের অপবাদ ভগ্ন করুন। ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষু দুর্লভ হইবে। এই প্রশ্নে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন।

মহারাজ, ভগবান কারুণিক, সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে দেবদত্তের গতি দেখিয়াছিলেন। দেবদত্ত অপরাপর্য (জন্মজন্মান্তরে পরিভোগ্য) কর্ম প্রভাবে অনেক লক্ষকোটি বৎসর নিরয় হইতে নিরয়ে, দুঃখ স্থান হইতে দুঃখ স্থানে যে যাইবে, তাহা ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জানিয়াছিলেন। তাহার সেই অসীম কর্ম, আমার শাসনে প্রব্রজিত হইলে সসীম হইবে। পূর্ব কর্ম হেতু সে নির্দিষ্ট দুঃখ ভোগ করিবে, প্রব্রজিত না হইলেও এই তুচ্ছ পুরুষ কল্পকাল দুঃখকর কর্ম সঞ্চয় করিবে। তাই দয়া করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। তাহা হইলে ভন্তে, ভগবান প্রহার করিয়া তৈল মাখানের ন্যায়, গর্তে ফেলিয়া হাত দেওয়ার ন্যায় ও হত্যা করিয়া জীবন তালাসের ন্যায় করিতেছেন কি? প্রথমে দুঃখ দিয়া পরে সুখের ব্যবস্থা করিলেন কেন?

মহারাজ, তথাগত প্রহার করুক বা অন্য যাহাই করুক, জীবগণের হিতার্থই করিয়া থাকেন। যেমন মাতাপিতা পুত্রকে প্রহারাদি করিলেও বা পুত্রের হিতকল্পেই করিয়া থাকেন, এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধ প্রহারাদি করিলেও জীবগণের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। যেই যেই কারণে জীবগণের গুণ বৃদ্ধি হয়, তিনি সেই সেই উপায় অবলম্বল করেন। যদি বুদ্ধ দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা না দিতেন, গৃহবাসে থাকিয়া সে নিরয়মূলক বহু পাপ করিত এবং লক্ষকোটি বৎসর নিরয় ভোগ করিত। সে নিরয় হইতে নিরয়ে যাইয়া দুঃখ পাইবে, ভগবান ইহা জানিয়া দয়াপূর্বক তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। সে আমার শাসনে প্রব্রজিত হইলে, তাহার অসীম দুঃখ সসীম হইবে, দয়া করিয়া তাহার গুরুতর দুঃখ লঘু করিয়া দিয়াছেন।

যেমন মহারাজ, কোন ধনবান, যশস্বী ও জ্ঞাতিবলে বলবান লোক গুরুতর রাজ-দণ্ড প্রাপ্ত জ্ঞাতি-মিত্রকে নিজে বিশ্বস্ত প্রমাণ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া গুরুতর দণ্ডকে লঘু করে, এই প্রকার ভগবান বহু লক্ষকোটি বর্ষ দুঃখদায়ক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি বলে গুরুতর দুঃখ লঘু করিয়া দিয়াছেন। যেমন সুদক্ষ কবিরাজ গুরুতর ব্যাধিকে পুষ্টিকর ঔষধ বলে লঘু করে, এই প্রকার বহু লক্ষকোটি বর্ষ দুঃখ ভোগ দেখিয়া ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়া করুণা বলে ধারণ করিলেন এবং ধর্মৌষধ বলে গুরুতর দুঃখ লঘু করিলেন। মহারাজ, ভগবান দেবদত্তকে বহু দুঃখ ভোগ হইতে রক্ষা করিয়া অল্পমাত্র দুঃখ ভোগে যে রাখিলেন, ইহাতে কি ভগবানের অপুণ্য হইবে? না ভন্তে, কিছুই অপুণ্য হইবে না, এমন কি একটি গোদোহন কাল সুখ দিলেও ত মহাফল। মহারাজ, আপনি এই কারণটুকু অর্থতঃ গ্রহণ করুন, যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিলেন।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, কি কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিলেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি চোর ধরিয়া রাজাকে দেখাইল, দেব, এই ব্যক্তি চোর। ইহাকে যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ দণ্ড প্রদান করুন। তাহাকে রাজা বলিলেন–তাহা হইলে এই চোরকে নগরের বাহিরে নিয়া বধ্যস্থানে শিরঃচ্ছেদ কর। তাহারা 'হাঁ দেব' বলিয়া রাজার কথায় সম্মত হইল এবং তাহাকে বধ্যস্থানে লইয়া গেল। এমন সময় রাজ-বর লাভী, ধন-যশ পূর্ণ সর্বজন সম্মানিত এক দয়ালু পুরুষ আসিয়া ঘাতকদিগকে বলিল– ওহে ঘাতকগণ, তোমরা বৃথা ইহার শিরঃচ্ছেদ করিয়া কি ফল পাইবে? বরঞ্চ ইহার হস্ত বা পদ কাটিয়া জীবন রক্ষা কর। আমি ইহার কারণ রাজাকে বলিতে হইলে বলিব। ঘাতকেরা তাহার দৃঢ় বাক্যে চোরের হস্ত-পদ কাটিয়া জীবন রক্ষা করিল। তবে কি মহারাজ, আপনি এইরূপ বলিতে চান, ঐ পুরুষ চোরের হস্ত-পদ কাটিবার সাহায্য করিতেছে? ভন্তে, সে চোরের জীবন দাতা, জীবনদানই তাহার কৃত কার্য, সে বিষয়ে তাহার আর কি করিবার আছে। তবে চোরের হস্ত-পদ ছেদনে যে দুঃখ বেদনা ভোগিতেছে, ইহাতে কি তাহার অপুণ্য হইবে? ভন্তে, চোর নিজের কৃত কার্যের দরুন দুঃখ বেদনা পাইতেছে, জীবন দাতা পুরুষের কিঞ্চিৎ মাত্র অপুণ্য হইবে না। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান দয়া করিয়া দেবদত্তকে

প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। কারণ তাঁহার শাসনে দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া অসীম দুঃখকে সসীম করিবে। সসীম দুঃখও দেবদত্তের দুঃখজনক, সে মৃত্যুকালে বলিয়াছিল–

উত্তম পুরুষ আর দেব অতিদেব
নরের দমনকারী সারথীর সম,
'সমন্ত' নয়ন যাঁর শত পুণ্য চিহ্ন
বুদ্ধের শরণে আমি করিনু গমন,
এই অস্থি এই প্রাণে অন্তিম সম্বলে।

মহারাজ, দেবদত্ত জীবনের শেষ সীমায় বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল। এক কল্পকে ছয় ভাগ করিয়া এক ভাগ গত হইলে তখন দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্ত হইলে সে অটঠিস্সর নামক পচ্চেক বুদ্ধ হইবে। এখন কি মহারাজ, আপনি বলিবেন ভগবান দেবদত্তের কিছু কার্য করিয়াছেন? ভন্তে, ভগবান দেবদত্তকে সমস্তই দিলেন, যেহেতু দেবদত্তকে 'পচ্চেকবোধি' প্রাপ্ত করাইলেন, আর কি না করিবার আছে; তবে মহারাজ, দেবদত্ত যে সংঘভেদ করিয়া নিরয়ে দুঃখ পাইবে, ইহাতে কি ভগবানের অপুণ্য হইবে? না ভন্তে। দেবদত্ত নিজের আচরিত কার্যদ্বারা কল্পকাল নিরয় ভোগ করিবে। তথাগত বরঞ্চ একটি সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে ভগবানের অপুণ্য হইবে না। মহারাজ, এই কারণে আপনি অর্থতঃ জ্ঞাত হউন, কি কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। যেমন সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, ঋতু পরিবর্তনে খাদ্য-ভোজ্যের ব্যতিক্রমে, বধ বন্ধনাদির কারণে পূতি মাংস, দুর্গন্ধ পূর্ণ, অন্তঃশল্য হেতু পূয রক্ত ভরা গর্ত তুল্য, ব্রণ উপশম করিবার ইচ্ছায় ব্রণ মুখে অতি তীক্ষ্ণ, ক্ষার, কটু, ভেষজদ্বারা ব্রণ পরিপক্ব হইবার জন্য অনুলেপ দিয়া থাকে। উহা পাকিয়া মৃদু হইলে অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দেয়, প্রজ্জ্বলিত লৌহ শলাকাদ্বারা ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দেয়, পুড়িয়া গেলে ক্ষার লবণ দেয়, ঔষধ লেপন করে, যাহাতে ব্রণে মাংস বৃদ্ধি হয় এবং শীঘ্র রোগীও আরোগ্য হয়। মহারাজ, বৈদ্য কি রোগীর অহিতকামী হইয়া ঔষধাদি লেপন করে, অস্ত্রদ্বারা কাটে, শলাকাদ্বারা

দহন করে ও ক্ষার লবণ প্রয়োগ করে? না ভন্তে, যাহাতে রোগী আরোগ্য হয়, সেই প্রকার হিত চিন্তা করিয়াই বৈদ্য নানা ক্রিয়া করিয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগের সময়ে রোগীর যে দুঃখ বেদনা হয়, তাহাতে বৈদ্যের কি অপুণ্য হইবে? ভন্তে, বৈদ্যের অপুণ্যের কথা দূরে থাকুক, বরঞ্চ সে স্বর্গগামী হইবে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান দেবদত্তের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য দয়াদ্র চিত্তে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন।

মহারাজ, অপর একটি কারণ শ্রবণ করুন।– দেবদত্তকে কেন ভগবান প্রব্রজ্যা দিলেন। যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহার হিতকামী একজন লোক সুতীক্ষ্ণ কাঁটাদ্বারা বা অস্ত্রের মুখের দ্বারা রক্ত বাহির হইলেও চারিদিকে বিদ্ধ করিয়া কাঁটা বাহির করিল। মহারাজ, সে কি অহিতকামী হইয়া তাহার কাঁটা বাহির করিতেছে? না ভন্তে, সে হিতকামী হইয়া কাঁটা বাহির করিতেছে, হয়ত কাঁটা বাহির না করিলে তাহার মৃত্যু হইত, নতুবা মৃত্যু সম দুঃখ পাইত। সেইরূপ ভগবান দেবদত্তের হিতকামী, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে দুঃখ মুক্ত করার মানসে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। যদি ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা না দিতেন, লক্ষকোটি কল্প সে নিরয়ে দুঃখ ভোগ করিত। বরঞ্চ দেবদত্ত স্রোতবেগে নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছিল, ভগবান উজান চালাইয়া দিলেন। পথভ্রষ্ট হইতেছিল, পথ দেখাইয়া দিলেন, গর্তে পড়িতেছিল, ভগবান তাহার প্রতিষ্ঠা হইলেন। সে বিসম স্থানে যাইতেছিল, ভগবান সম স্থানে টানিয়া রাখিলেন। ভন্তে, এত সুন্দর দৃষ্টান্ত ও কারণ আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কেহই দেখাইতে পারিবে না।

ভূমিকম্পন হেতু প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–ভিক্ষুগণ, আটটি কারণে ভূমিকম্পন হইয়া থাকে। ইহা ভগবানের চরম বাক্য। ভূমিকম্পনের আর নয়টি কারণ হইতে পারে না। ভন্তে, নয়টি কারণ থাকিলে ভগবান নিশ্চয় বলিতেন। আমি কিন্তু নবম কারণ দেখিতেছি, উহা বলেন নাই। যখন রাজা বেস্‌সন্তর মহাদান দিয়াছিলেন, তখন সাতবার পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভন্তে, যদি ভগবান ভূমি-কম্পনের আটটি কারণ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা বেস্‌সন্তরের মহাদান সময়ে যে সপ্তবার কম্পন হইয়াছিল তাহা

মিথ্যা। নতুবা বেস্‌সন্তরের দানে সাতবার পৃথিবী কাঁপিলে বুদ্ধ যে ভূমিকম্পনের আটটি কারণ বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। এই কূট প্রশ্ন মীমাংসা করুন। মহারাজ, ভগবান ভূমিকম্পনের আটটি কারণ বলিয়াছেন, রাজা বেস্‌সন্তরের দানে যে সাতবার ভূমিকম্পন হইয়াছিল, তাহা অসময়ে, আটটি কারণ ব্যতীত কদাচিৎ কম্পন বলিয়া এখানে গণনা করা হয় নাই।

মহারাজ, এই জগতে বর্ষিক, হৈমন্তিক ও প্রাবর্ষিক এই তিনটি মেঘ গণনা করা হয়। যদি এই তিন মেঘ ব্যতীত অন্য সময়ে মেঘ বর্ষণ করে, সেই মেঘ গণনা করা হয় না, ইহা অকালমেঘ নামে কথিত হয়। এই প্রকার মহারাজ, বেস্‌সন্তরের সাতবার যে ভূকম্পন তাহা অকালিক, কদাচিৎ ইহা হইয়া থাকে, অষ্ট কারণের অন্তর্গত নহে বলিয়া উহা গণনা করা হয় নাই। যেমন মহারাজ, হিমবন্ত পর্বত হইতে পঞ্চশত নদী প্রবাহিত হয়, তন্মধ্যে কেবল দশটি মাত্র নদীর নাম করা হইয়াছে—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী, সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বীতংসা ও চন্দ্রভাগা। ইহা ব্যতীত আরও অগণিত নদী আছে, কিন্তু সেই নদীসমূহ গণনা করা হয় নাই। কারণ সেই নদীসমূহে নিত্য জল থাকে না। এই প্রকার বেস্‌সন্তরের দানে ভূকম্পন গণনা করা হয় নাই। যেমন মহারাজ, রাজার একশত কি দুইশত অমাত্য আছে, তন্মধ্যে মাত্র ছয় জন অমাত্যের নাম গণনা করা হয়। যথা—সেনাপতি, পুরোহিত, অক্ষদর্শ, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রাহী ও খড়ুগধারী। কারণ এই—ইহারা রাজগুণযুক্ত। আরও অগণিত অমাত্য আছে, তাহারা কেবল অমাত্য নামে কথিত হয়। এই প্রকার বেস্‌সন্তরের দানে ভূকম্পন গণনা করা হয় নাই।

মহারাজ, এই জিনশাসনে অধিকার প্রাপ্ত, ইহজন্মেই সুখ ভোগী, কীর্তি-যশা, দেব-মনুষ্যের মধ্যে সুপরিচিত, এমন মহানুভবগণের নাম আপনি শুনিয়াছেন কি? হাঁ ভন্তে, সাতজনের নাম আমি শুনিয়াছি—কে কে মহারাজ? মালাকার সুমন, এক শাটক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য-পুণ্ন, মল্লিকাদেবী, গোপালমাতাদেবী, সুপ্পিয়া উপাসিকা ও পুণ্নাদাসী এই সাতজন ইহজন্মেই ফল ভোগ করিয়াছেন ও দেবমনুষ্যলোকে ইহাদের সুকীর্তি বিঘোষিত।

মহারাজ, আপনি কি এমন অতীত ঘটনা শুনিয়াছেন, যাঁহারা সশরীরে তাবতিংস স্বর্গে গিয়াছিলেন? হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। তাঁহারা কে কে? গুপ্তিল গন্ধর্ব, সাধীন রাজা, নিমিরাজা ও মান্ধাতা রাজা এই চারিজন সশরীরে

স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহারা দীর্ঘদিন এই জগতে সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম সাধন করিয়াছিলেন।

মহারাজ, অতীতকালে ও বর্তমানকালে অমুকের দানবলে একবার, দুইবার, তিনবার মহাপৃথিবী কাঁপিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন কি? না ভন্তে। মহারাজ, শাস্ত্র, অধিগম, ত্রিপিটক, শ্রবণ, শিক্ষা, বল, শুশ্রূষা, প্রশ্ন, আচার্য উপাসনা এই জগতে আছে। অমিও কিন্তু অমুকের দানবলে এক, দুই, তিনবার মহাপৃথিবীর কম্পন শুনি নাই। কেবল বেস্‌সন্তরের দানে ব্যতীত। কশ্যপ ও গৌতমবুদ্ধ এই দুইজন ভগবানের মধ্যে গণনাতীত ও কোটি বর্ষ অতিক্রমিত হইয়াছে, দানবলে আর কাহারও পৃথিবী কম্পনের কথা শুনি নাই।

মহারাজ, অসাধারণ বীর্য পরাক্রমে মহাপৃথিবী কাঁপিয়া থাকে। মহাপুরুষগণ শুদ্ধিতে ক্রিয়াগুণে এত পূর্ণতা লাভ করেন যে, মহাপৃথিবী তাঁহাদের ভার ধরিতে না পারিয়া কাঁপিয়া উঠে।

মহারাজ, গাড়ীতে বোঝা বেশী হইলে যেমন গাড়ীর নাভি নেমি ফাটিয়া যায় ও অক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন মহাপুরুষগণের পবিত্রকর্মের গুণভার পৃথিবী ধারণ করিতে না পারিয়া কাঁপিয়া উঠে।

যেমন মহারাজ, গগন বায়ু জল বেগে আচ্ছাদিত ও অতিশয় জলপূর্ণ হইয়া প্রবল বায়ুস্পৃষ্ট হওয়াতে কল কল রবে গর্জন করে, এইরূপ রাজা বেস্‌সন্তরের মহাদান বলে বিপুল ভার পূর্ণ হওয়ায়, পৃথিবী ধারণ করিতে না পারিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

মহারাজ, বেস্‌সন্তরের চিত্তে কাম, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্লেশ, বিতর্ক, উৎকণ্ঠা কিছুই ছিল না। চিত্তে কেবল দানবল প্রবল হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেন—অনাগত যাচকগণ আমার নিকটে কিরূপে আসিবে, আগত যাচকগণ যাহা ইচ্ছা লাভ করিয়া কিরূপে সন্তুষ্ট হইবে, তিনি সতত দানকালে এই বিষয় মনে করিতেন।

মহারাজ, রাজা বেস্‌সন্তরের চিত্তে সতত এই দশটি বিষয় স্থান পাইত—দম, শম, সংযম, যম, নিয়ম, অক্রোধ, অবিহিংসা, সত্য, শৌচেয়। তাঁহার কামান্বেষণ বিনষ্ট হইয়াছিল, ভবান্বেষণ উপশান্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মচর্যান্বেষণে সতত উৎসুক ছিলেন। তাঁহার আত্মরক্ষার ইচ্ছা বিনষ্ট হইয়াছিল, তিনি অপরকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা উৎসুক ছিলেন।

কিরূপে জীবগণ একতাবদ্ধ থাকিবে, নীরোগী হইবে, ধন পূর্ণ হইবে ও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, বারবার এই চিন্তাই করিতেন। যখন তিনি দান দিতেন তখন ভব সম্পত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছায়, ধনলাভের ইচ্ছায়, প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায়, উপহার লাভ হেতু, আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, যশ, পুত্র, ধীতা লাভের ইচ্ছায় দান দিতেন না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানরত্ন লাভের ইচ্ছায় অতুল, বিপুল, অনুত্তরভাবে দান দিতেন। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ করিয়া এই গাথাটি বলিয়াছিলেন—

যবে বেস্সন্তর জন্মে পুত্র জালি মম
ধীতা কৃষ্ণাজিনা, আর পতিব্রতা মাদ্রী,
করিনু প্রদান সবে, চিন্তা পরিহরি
আমি দিনু অকাতরে, বোধিলাভ তরে।

মহারাজ, রাজা বেস্সন্তর অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে, অসাধুতাদ্বারা সাধুতাকে, দান দ্বারা কৃপণতাকে, সত্যদ্বারা মিথ্যাকে, কুশলদ্বারা অকুশলকে পরাজয় করিতেন।

রাজা বেস্সন্তরের এই ধর্মতঃ দান প্রভাবে ধীরে ধীরে মহাবায়ু চালিত হইত, এক একবার আকুল বিকুলভাবে বায়ু তরঙ্গ উঠিত, বৃক্ষসমূহ উন্নত অবনত হইত, মেঘঘটা গগনে ধাবিত হইত, ধূলামিশ্রিত বায়ু দারুণভাবে প্রবাহিত হইত, গগন উৎপীড়িত হইত, সহসা দমকা বায়ু প্রবাহিত হইত, মেঘসমূহ ভীমরবে গর্জন করিত, যখন বায়ু প্রকোপিত হইত, তখন আস্তে আস্তে জল কাঁপিতে থাকিত, জল কম্পিত হইলে মৎস্য কচ্ছপাদি বিক্ষুব্ধ হইত, যুগ্ম যুগ্ম তরঙ্গ প্রবাহ জন্মিত, জলচরেরা ভয় পাইত, একটির পর একটি জল তরঙ্গ উঠিলে তরঙ্গ ফাটিয়া শব্দ উৎপন্ন হইত, ইহাতে ঘোরতর বুদ্বুদ উঠিত, ফেনমালা উৎপন্ন হইত, মহাসমুদ্র উথলিয়া উঠিত, জল এদিক ওদিক ধাবিত হইত, ঊর্ধ্বগামী, অধোগামী জলদ্বারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত, ইহা দেখিয়া অসুর, গরুড়, যক্ষ, নাগেরা কি হইল কি হইল বলিয়া উদ্বিগ্ন হইত, সাগর উলটপালট হইতেছে দেখিয়া ভীতচিত্তে গমন পথ খুঁজিত। সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইলে সিনেরু পর্বতও নোয়াইয়া পড়িত, তখন অহি, নকুল, শূকর, মৃগ, পক্ষীসমূহ ভয়ে চেঁচাইত, দুর্বল যক্ষেরা রোদন করিত, মহাযক্ষেরা হাসিতে থাকিত।

মহারাজ, একটি পাত্রে চাউল ও জলদিয়া উনানে তুলিয়া দিলে, প্রথমে পাত্র গরম হয়, পাত্র গরম হইলে জল গরম হয়, জল গরম হইলে চাউল গরম হয়, চাউল গরম হইলে একবার নীচে একবার উপরে উঠে, বুদ্বুদ হয়, ফেন-মালা হয়, এই প্রকার মহারাজ, রাজা বেস্‌সন্তর যাহা ত্যাগ করা কঠিন, তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। এই দুষ্কর ত্যাগ বলে পৃথিবীতলের বায়ু তাঁহার গুণবল ধারণ করিতে পারে না, তাই মহাবায়ু কূপিত হইয়া জল কাঁপিয়া উঠে, জলের কম্পনে জলস্থিত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, এই মহাবায়ু, জল ও পৃথিবী এই তিনটি এক চিত্তের ন্যায় হয়। তাই মহাদান প্রভাবে ভূকম্পন হয়। বেস্‌সন্তর ব্যতীত অন্য কাহারও তেমন দান প্রভাব নাই, সেই দরুন অন্যের দানে ভূকম্পন হয় না।

মহারাজ, পৃথিবীতে বহুবিধ মণি দেখা যায়—ইন্দ্রনীল, মহানীল, জ্যোতিঃরস, বেণুরিয়, উমাপুষ্প, শিরীষপুষ্প, মনোহর, সূর্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, বজির, 'কজ্জো' পক্কমকো, স্পর্শরাগ, লোহিতঙ্ক, মসারগল্ল প্রভৃতি। এই সমস্ত মণির চেয়ে চক্রবর্তী রাজার মণিই প্রধান। এই মণি চারিদিকে এক যোজন ব্যাপিয়া আলোকিত করে।

মহারাজ, পৃথিবীতে যত দানানুষ্ঠান আছে, সর্বাপেক্ষা 'অসদিস' দানই প্রধান। আবার এই দানের চেয়ে রাজা বেস্‌সন্তরের দান সর্বপ্রধান। এই দানবলেই সাতবার ভূকম্পন হইয়াছিল।

ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধগণের লীলা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত। তাঁহাদের বোধিসত্ত্বাবস্থায়ও লোকের মধ্যে তাঁহাদের সমান কেহ ছিল না। তাঁহাদের এমন ক্ষান্তি চিত্ত, অধিমুক্তি, অভিপ্রায়।

ভন্তে নাগসেন, বোধিসত্ত্বগণের পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, জিনগণের পারমী পূর্ণতা বহু পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তথাগত যে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয়াছেন, তাহাও শ্রেষ্ঠভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভন্তে, জিনশাসন প্রশংসিত, জিনপারমী জ্যোতিঃর্ময়, তৈর্থিকগণের বাক্য গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, পরপ্রবাদ-কুম্ভ ভগ্ন হইয়াছে, গম্ভীর প্রশ্ন সহজবোধ্য হইয়াছে, গহন অগহন হইয়াছে, জিনপুত্রগণ উচিত পন্থা পাইয়াছেন। ইহা গণী-শ্রেষ্ঠের বচন, আমি অবনত শিরে এই উপদেশ গ্রহণ করিতেছি।

শিবিরাজের চক্ষুদান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন—শিবিরাজ যাচককে চক্ষুদান করিয়া অন্ধ হইলেন বটে, আবার কিন্তু দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইল। এই কথাটি নিগ্রহযোগ্য ও দোষাবহ। হেতু ধ্বংস হইলে, অহেতুতে অবিষয়ে দিব্যচক্ষুর উৎপত্তি হয় না, ইহা সূত্রে কথিত হইয়াছে। শিবিরাজ যাচককে চক্ষু দিলেন, সেই কারণে দিব্যচক্ষু পাইলেন, এই যে বচন, তাহা মিছা, যদি দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়, যাচককে চক্ষু দিলেন এই যে বচন, তাহাও মিছা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, শিবিরাজ যাচককে চক্ষু দিলেন, দিব্যচক্ষুও উৎপন্ন হইল এই কথায় আপনি সন্দেহ করিবেন না। ভন্তে, যদি তাহাই হয়, হেতু না থাকিলে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয় কি? না মহারাজ। তাহা হইলে ইহার যথার্থ কারণ আমাকে বলুন। মহারাজ, জগতে সত্য আছে কি? সত্যবাদীরা সত্যক্রিয়া করে কি? হাঁ ভন্তে। সত্যবাদীরা সত্যক্রিয়া প্রভাবে বৃষ্টি করাইতে পারেন, অগ্নি নিবাইতে পারেন, বিষ ধ্বংস করিতে পারেন, ইহা ছাড়া আরও বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। তাহা হইলে মহারাজ, সত্য বলে যে শিবিরাজের দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত। সত্য বলে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার দিব্যচক্ষু উৎপত্তির সত্যই প্রধান বস্তু বা বিষয়।

যেমন মহারাজ, সিদ্ধ পুরুষেরা 'মহামেঘ বর্ষণ করুক' বলা মাত্রেই সেই সত্য বাক্য প্রভাবে মহাবৃষ্টি হইয়া যায়। মহারাজ, আকাশে কি বর্ষার হেতু সঞ্চিত থাকে, যেহেতু মহামেঘ বর্ষিত হয়? না ভন্তে। সত্যই বৃষ্টির হেতু। তাই মহারাজ, তথায় স্বাভাবিক হেতু নাই, দিব্যচক্ষু উৎপত্তির একমাত্র সত্যই হেতু।

মহারাজ, সিদ্ধ পুরুষগণ এইরূপ সত্যক্রিয়া করেন—'এই মহাঅগ্নি যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা ফিরিয়া যাউক।' তাঁহাদের সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজ্বলিত মহাঅগ্নি ফিরিয়া যায়। মহারাজ, অগ্নিতে কি হেতু সঞ্চিত আছে, যেহেতু অগ্নি ফিরিয়া যায়? না ভন্তে। এইখানে সত্যই প্রধান। এইরূপ এইখানে স্বাভাবিক হেতু নহে, সত্যই দিব্যচক্ষু উৎপত্তির হেতু।

সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষেরা হলাহল বিষকে ঔষধে পরিণত করিতে পারেন।

মহারাজ, চারি আর্য সত্যে উপলব্ধির অন্য বিষয় নাই, সত্যকেই হেতু করিয়া আর্য সত্যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। মহারাজ, চীনদেশে চীন রাজা আছে, সে চারিমাস অন্তর পূজা করিবার জন্য সত্যক্রিয়া প্রভাবে সিংহ যোজিত রথে করিয়া মহাসমুদ্রের ভিতরে এক যোজন পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। যখন সমুদ্রে তাহার রথ চলিতে থাকে, তখন রথের সম্মুখস্থ জল দুই দিকে চলিয়া যায়। বাহির হইবার সময় রথ ধূর জলপূর্ণ হইয়া যায়। মহারাজ, সকল দেব-মনুষ্যগণ মিলিয়া স্বাভাবিক বলে সমুদ্রের জল ফাঁক করিয়া রাস্তা করিতে পারিবে কি? ভন্তে, সমুদ্রের কি কথা! একটা পুষ্করিণীর জলও ফাঁক করিতে পারিবে না। এইসব কারণে সত্য বলের গুণ জ্ঞাত হউন। সত্য বলে করিতে না পারে, সংসারে এমন কিছুই নাই।

মহারাজ, ধর্মরাজ অশোক একদা নগর জনপদের অমাত্যবৃন্দ পরিবৃত হইয়া পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ এক যোজন বিস্তৃত তট সমান জলপূর্ণ খর-স্রোতা গঙ্গানদী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—প্রিয় অমাত্যগণ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ সামর্থ্যবান আছ কি, এই গঙ্গার জল স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিতে? অমাত্যরা বলিল—দেব, ইহা বড়ই দুষ্কর। তখন গঙ্গাকূলে স্থিতা বিন্দুমতী নাগী বেশ্যা এই কথা শুনিয়া বলিল—আমি এই পাটলি নগরে বেশ্যাবৃত্তি করি, আমার জীবকাও অন্তিম। এখন রাজা আমার সত্যক্রিয়া দর্শন করুক। এই ভাবিয়া বিন্দুমতী বেশ্যা সত্যক্রিয়া করিল। সেই সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাগঙ্গার জল কল কল করিয়া উজান চলিতে লাগিল। বহুলোক ইহা দেখিতে পাইল। রাজা মহাগঙ্গার তরঙ্গ ধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে অমাত্যদিগকে বলিলেন—প্রিয় অমাত্যগণ, আজ কি কারণে গঙ্গার জল উজান চলিতেছে? মহারাজ, বিন্দুমতী বেশ্যা আপনার কথা শুনিয়া সত্যক্রিয়া করিয়াছে। তাহারই সত্যক্রিয়া প্রভাবে গঙ্গার জল উজান চলিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তাড়াতাড়ি গণিকার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে সত্যই কি তোমার সত্যক্রিয়ায় গঙ্গার জল উজান চলিতেছে? হাঁ দেব। রাজা বলিলেন—সেই বিষয়ে তোমার এমন কি শক্তি আছে, কোন্ অনুন্মত্ত তোমার এই বচন গ্রহণ করিবে? কোন্ শক্তিবলে মহাগঙ্গার জল উজান চালাইতেছ? বিন্দুমতী বলিল—মহারাজ, বাস্তবিক আমার সত্য বলেই গঙ্গার জল উজান চলিতেছে। রাজা

বলিলেন–তোমার ন্যায় চৌরী, ধূর্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, অন্ধজন বিলোপকারিণী স্ত্রীর আবার সত্য বল কি? মহারাজ, সত্যই আমি পাপীয়সী, কিন্তু যদি আমার সত্যক্রিয়া থাকে, আমার ইচ্ছানুরূপ সদেবলোককে পরিবর্তন করিতে পারি। রাজা বলিলেন–তোমার সেই সত্যক্রিয়া কি, তাহা আমাকে বর্ণনা কর। মহারাজ, যে ব্যক্তি আমাকে ধন দেয়, সে ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক বা অন্য কেহ হউক, আমি সকলের সহিত সম ব্যবহার করি। ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষত্ব দেখাই না, শূদ্র বলিয়াও তুচ্ছ করি না। অনুনয় ও ক্রোধের অধীন আমি নহি। যে ধনস্বামী তাহারই উচিত পরিচর্যা করি। মহারাজ, ইহাই আমার সত্যক্রিয়া যেই সত্য বলে মহাগঙ্গার জল স্রোতের বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে।

স্থবির বলিলেন–মহারাজ, যাঁহারা সত্যে স্থিত, তাঁহারা সমস্তই লাভ করিতে পারেন। শিবিরাজ যাচককে চক্ষু দিলেন, তাঁহার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইল, ইহাও সত্যক্রিয়ায়। সূত্রে কথিত হইয়াছে–‘মাংস চক্ষু নষ্ট হইলে অহেতুতে অবিষয়ে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয় না,’ তাহা ভাবনাময় চক্ষুর কারণে কথিত হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ ধারণা করুন। ভন্তে, সুমীমাংসিত প্রশ্ন, অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–‘তিনের মিলনে গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ হয়; মাতাপিতার মিলন, মাতা ঋতুবতী হয় ও গন্ধর্বের (যেই সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিবে তাহার) উপস্থিত কাল, এই তিনের মিলনে গর্ভ সঞ্চার।’ ইহা ভগবানের একান্ত সত্য কথা। আবার তিনি দেব-মনুষ্যদের মধ্যে বসিয়া বলিয়াছেন–‘দুইজনের মিলনে গর্ভ সঞ্চার’, তাপস দুকূল ঋতুবতী তাপসী পারিকার নাভিস্থানে দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ বুলাইয়া দিলেন, ইহাতে নাকি সাম কুমারের জন্ম। ঋষি মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ-কন্যা ঋতুবতী হইলে দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ নাভিস্থানে বুলাইয়া দেন, তাহাতে মণ্ডব্য মাণবকের জন্ম। যদি ভন্তে, ভগবান তিনের মিলনে গর্ভ সঞ্চার বলেন–তাহা হইলে সাম-কুমার ও মণ্ডব্য মাণবক দুইজন নাভি স্পর্শে জন্মিয়াছে, এই যে বচন তাহা মিছা, যদি তথাগত বলেন–নাভি স্পর্শে দুই বালকের জন্ম, তাহা হইলে তিনের মিলনে যে গর্ভ সঞ্চার তাহাও মিছা, এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, তিনের মিলনে যে গর্ভ সঞ্চার, সাম ও মণ্ডব্যের যে নাভি স্পর্শে জন্ম, এই দুইটি বুদ্ধ বাক্য। তাহা হইলে ভন্তে, এই কারণ আমাকে বর্ণনা করুন। মহারাজ, আপনি কি সংকিচ্চ কুমার, ইসিসিঙ্গ তাপস ও স্থবির কুমার কশ্যপের জন্ম কথা শুনিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। তাঁহাদের জন্ম সুবিদিত। দুইটি মৃগী ঋতুকালে তাপসদ্বয়ের প্রস্রাব স্থানে আসিয়া সশুক্র প্রস্রাব পান করিয়াছিল, সেই পানে সংকিচ্চ কুমারের ও ইসিসিঙ্গ তাপসের জন্ম হয়। উদায়ি স্থবির ভিক্ষুণীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কামচিত্তে ভিক্ষুণীর যোনিদ্বার লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই কারণে তাহার শুক্র মোচন হয়, তখন উদায়ি ভিক্ষুণীকে বলিল-'যাও ভগ্নি, জল লইয়া আস, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিব।' ভিক্ষুণী বলিল–'আমাকে দেন, আমি ধুইয়া আনিব।' ভিক্ষু পরিধেয় বস্ত্র দিলে সেই ঋতুবতী ভিক্ষুণী বস্ত্র হইতে শুক্র লইয়া কতেক যোনিদ্বারে নিক্ষেপ করিল, আর কতেক খাইয়া ফেলিল। সেই শুক্রদ্বারা কুমার কশ্যপের জন্ম। বহুজন এই কথা বলিয়া থাকে, আপনি ইহা বিশ্বাস করেন কি? ভন্তে, ইহা বিশ্বাস করিবার বলবৎ কারণ আছে, মহারাজ, কি কারণ আছে? ভন্তে, সুসম্পাদিত কাদায় বীজ পড়িলে শীঘ্র গজাইয়া উঠে কি? হাঁ মহারাজ। এই প্রকার ভন্তে, সেই ভিক্ষুণী ঋতুবতী হওয়ায় সংস্থিত কললে রক্তগতি রোধ হইল, শরীরজ ধাতু স্থির প্রাপ্ত হইল, তখন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া কললে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই কারণে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। জন্মের এইমাত্র কারণ দেখিতেছি। মহারাজ, আমিও এই কারণ গ্রহণ করিতেছি। আপনি কি কুমার কশ্যপের গর্ভ সঞ্চার স্বীকার করেন? হাঁ ভন্তে। সাধু মহারাজ, আপনি আমার পথে আসিয়াছেন, একটামাত্র গর্ভ সঞ্চারের কারণ বলায় আপনি আমাকে অনুবল দিলেন। মৃগী দুইটির সশুক্র প্রস্রাব পানে যে গর্ভলাভ, তাহা আপনি বিশ্বাস করিলেন কি? হাঁ ভন্তে, যাহা কিছু ভুক্ত পীত, খায়িত, লেহিত সমস্ত কললে প্রবেশ করে ও স্থান প্রাপ্তে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন ভন্তে, নদীমাত্রেই মহাসমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, কিন্তু স্থান প্রাপ্তে বৃদ্ধিও পাইয়া থাকে। সাধু মহারাজ, আপনি আমার অভিপ্রায় ভালমতে বুঝিয়াছেন। মুখদিয়া পান করায় দুয়ের মিলনে সংকিচ্চ ও ইসিসিঙ্গের জন্ম।

মহারাজ, সামকুমার ও মণ্ডব্য মাণবক তিনটি মিলনের মধ্যে গৃহীত ও পূর্বের সহিত একরস। তাহার কারণ বলিতেছি–তাপস দুকূল ও তাপসী

পারিকা তাহারা দুইজন অরণ্যে বাস করিত। উভয়ে ধ্যানবিবেক ও উত্তমার্থ অন্বেষণে রত। তাঁহাদের তপঃতেজে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল। তখন ইন্দ্ররাজ প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবেলা তাঁহাদের সেবার্থ আগমন করিতেন। ইন্দ্র তাঁহাদের মৈত্রীকামী হইয়া দেখিলেন যে–'অনাগতে তাঁহারা দুইজন অন্ধ হইবে।' এই কারণে তাঁহাদিগকে বলিলেন–'হে মহাপুরুষ, আমার একটি কথা গ্রহণ করুন। আপনাদের একটি পুত্র হইলে আমি ভাল মনে করি। সেই পুত্র আপনাদের সেবক ও অবলম্বন হইবে। হে ইন্দ্র, পুত্রের প্রয়োজন নাই, আপনি এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। ইন্দ্রের অনুরোধ তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। দয়ালু ইন্দ্র তিনবার অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলিলেন–আপনি আমাদিগকে অনর্থমূলক কার্যে নিয়োজিত করিবেন না। কখন এই শরীর না ভাঙ্গিবে? শরীর ভগ্ন হউক, কারণ দেহ ভগ্নশীল। ধরণী ভগ্ন হইলেও, শৈলশিখর পতিত হইলেও, আকাশ বিদীর্ণ হইলেও, চন্দ্র সূর্যের পতন হইলেও তথাপি আমরা লোকধর্মে মিশিব না অর্থাৎ মৈথুন করিব না। আপনি আর আমাদের সম্মুখে আসিবেন না। আপনার আগমনে এইমাত্র বিশ্বাস হইল, বোধ হয় আপনি আমাদের অহিতকামী। দেবেন্দ্র তাঁহাদের মন না পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ যাচিলেন যে–'যদি আমার বচনে আপনারা উৎসাহিত না হন, যখন তাপসীর ঋতু হইবে, তখন আপনি দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাঁহার নাভিটি বুলাইয়া দিবেন। ইহাতে তাঁহার গর্ভ হইবে।' গর্ভ সঞ্চারের ইহাই মিলন। বন্ধু ইন্দ্র, আপনার এই কথাটুকু আমি রক্ষা করিতে রাজী আছি। ইহাতে আমাদের তপভঙ্গ হইবে না। সেই সময়ে দেবলোকে এক পুণ্যবান দেবপুত্র ছিল। তাঁহার আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। যথায় ইচ্ছা তথায় জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ। এমন কি রাজা চক্রবর্তী হইবারও তাঁহার পুণ্যবল আছে। ইন্দ্র সেই দেবপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন–'হে দেবসুত, আপনার আজ সুপ্রভাত, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি যে আজ আপনার সেবায় আসিলাম, রমণীয় স্থানে আপনি বাস করিতে পারিবেন, অনুরূপ কুলে আপনার জন্ম হইবে। উত্তম মাতা-পিতার আশ্রয়ে বর্ধিত হইতে পারিবেন। স্বাগত হউন, আমার বচন রক্ষা করুন, শিরে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক দেবরাজ ইন্দ্র তিনবার এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। মহাশয়, আপনি যে আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন, কোন্ কুল আমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন? তাপস দুকূল ও তাপসী

পারিকার কুলে। ইহা শুনিয়া দেবপুত্র সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন–ভাল আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। তবে অণ্ডজ, জরায়ূজ, স্বেদজ, ঔপপত্তিক যোনি চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ হইবে? আপনি জরায়ুজ যোনিতে উৎপন্ন হউন। অতঃপর ইন্দ্ররাজ জন্মদিন নির্ধারণ করিয়া দুকূল তাপসকে বলিলেন–'অমুক দিনে তাপসীর ঋতু হইবে, তখন আপনি দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি তাঁহার নাভিতে বুলাইয়া দিবেন। ইন্দ্রের আদিষ্ট দিনে দুকূল তাহাই করিলেন। নাভি স্পর্শমাত্রেই পারিকার কামরাগ উৎপন্ন হইল, এই কামরাগও নাভি স্পর্শে, মৈথুনে নহে। সেই কারণে কামচিত্তে হাস্যে, আলাপে, দর্শনে, স্পর্শেও মিলন হয়, এই মিলনে গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। মহারাজ, মৈথুন ব্যতীত এই প্রকারেও গর্ভ সঞ্চার হয়। যখন আগুন জ্বলিয়া উঠে তখন আগুন না ছুঁইলেও নিকটে গেলে যেমন শীত দূরীভূত হয়, এই প্রকার মহারাজ, বিনা মৈথুনে স্পর্শেও গর্ভ সঞ্চার হয়। কর্ম, যোনি, কুল ও প্রার্থনা এই চারি কারণেও গর্ভ সঞ্চার হয়। সমস্ত জীবগণ কর্মফলেই জন্ম লইয়া থাকে। ভন্তে, কর্মভেদে জন্মগ্রহণ কিরূপ? মহারাজ, অতিশয় পুণ্যশীল জীবগণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি মহাধনাঢ্যকূলে, দেবকুলে ও অণ্ডজ জরায়ুজ, সংস্বেদজ, ঔপপত্তিক যোনিতে ইচ্ছামত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। যেমন মহারাজ, ধনকুবের ব্যক্তিগণ দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বস্তু, গ্রাম-নগর-জনপদ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধন দিয়া কিনিতে পারেন, এইরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ যে কোন কুলে ও যে কোন যোনিতে ইচ্ছামত জন্ম লইতে পারেন। ইহাকেই কর্ম ভেদে জন্ম বলে।

যোনি ভেদে কিরূপ? কুক্কুটীদিগের বায়ুবেগে ও বলাকাদিগের মেঘ শব্দে গর্ভ সঞ্চার হয়। দেবগণ গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের নানাবর্ণে গর্ভ সঞ্চার হয়। যেমন মনুষ্যগণ নানাবর্ণে পৃথিবীতে চলাফেরা করে–কেহ সম্মুখ ভাগ ঢাকে, কেহ পশ্চাদভাগ ঢাকে, কেহ উলঙ্গ, কেহ মাথা মুড়ানো, কেহ শ্বেতাম্বর, কেহ বেণীবদ্ধ, কেহ মাথা মুড়াইয়া কাষায়বসনধারী, কেহ বেণীবদ্ধ কাষায়বসনধারী, কেহ জটাধারী, কেহ বল্কলচীরধারী, কেহ চর্মবসনধারী, কেহ রজ্জুপরিধানকারী। তাহারা সকলেই মানুষ, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণে বিচরণ করে। এই প্রকার সমস্ত সত্ত্ব হইলেও নানা বর্ণে জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহাকেই যোনি ভেদে জন্ম বলে।

কুল ভেদে কিরূপ? অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ, ঔপপত্তিক ভেদে কুল চারি প্রকার। কেহ কেহ যে কোন স্থান হইতে আসিয়া এই কুলসমূহে জন্ম লইয়া থাকে। যেমন, হিমবন্তের সিনেরু পর্বতে যে কোন মৃগ পক্ষীরা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সকলে স্বীয় বর্ণ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে, এই প্রকার যে কোন জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব যে কোন স্থান হইতে আসিয়া অণ্ডজ যোনিতে জন্ম লইলে পূর্বের স্বাভাবিক বর্ণ ত্যাগ করিয়া অণ্ডজ হইয়া থাকে। সেইরূপ অপরাপর সত্ত্বগণও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকেই কুল ভেদে জন্ম বলে।

প্রার্থনা ভেদে কিরূপ? এই জগতে এমন সন্তানহীন কুল আছে, তাহারা বহু সম্পত্তিশালী, শ্রদ্ধা-প্রসন্ন, শীলবান, কল্যাণ-ধর্মপরায়ণ ও তপঃপরায়ণ। তখন অতিশয় পুণ্যবান এক দেবপুত্রের স্বর্গ চ্যুতি হইবার কাল উপস্থিত হইলে, ইন্দ্ররাজ সেই পুণ্যশীল কুলের প্রতি দয়া করিয়া দেবপুত্রের নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে দেব, আপনি অমুক মহিষীর গর্ভে জন্মগহণ করুন, দেবপুত্রও উন্নতকুলে জন্মগহণ করিতে স্বীকৃত হন। যেমন পুণ্যকামী মনুষ্যগণ শীলবান ভিক্ষুকে প্রার্থনা করিয়া ঘরে নিয়া আসেন, কেননা তাঁহার আগমনে এই কুলের সুখ-সমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার ইন্দ্ররাজ, যাচিয়াই দেবগগণকে নিঃসন্তান কুলে জন্ম দিয়া থাকেন। ইহাকেই প্রার্থনা ভেদে জন্ম বলে।

মহারাজ, সাম কুমার ইন্দ্রের প্রার্থনাবলে পারিকার গর্ভে জন্ম লইলেন। সাম কুমারও পুণ্যবান; মাতা-পিতাও শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ; প্রার্থনাকারীও সামর্থ্যবান। এই তিনজনের চিত্ত প্রণিধানে সাম কুমারের জন্ম। যেমন মহারাজ, সুদক্ষ পুরুষ সুকর্ষিত উপযোগী ক্ষেত্রে যদি বীজ রোপণ করে, বীজের কোন অন্তরায়ও যদি না ঘটে, তবে শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় হইবে কি? না ভন্তে। কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে বীজ শীঘ্র গজাইবে। এই প্রকার সাম কুমার উৎপত্তির অন্তরায় মুক্ত; তিনজনের চিত্ত প্রণিধান বলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, ঋষিদের চিত্ত দূষিত হওয়ায় উন্নত জনপদও সজনে উৎসন্ন হইয়াছিল? হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি—এই জগতে দণ্ডকারণ্য, মেধারণ্য, কলিঙ্গারণ্য, মাতঙ্গারণ্য এই সমস্ত স্থান ঋষিগণের অভিশাপে অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এবং সমস্ত জনপদসমূহ ঋষিদের

অভিশাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যদি ঋষিদের অভিশাপে জনপদ উৎসন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের আশীর্বাদে বা চিত্ত প্রসন্নতায় সুখ উৎপন্ন হইতে পারে কি? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, সাম কুমার তিনজন মহানুভবের চিত্ত প্রসন্নতায় জন্ম লইয়াছেন, তিনি ঋষিনির্মিত, দেবনির্মিত ও পুণ্যনির্মিত। এই প্রকার মহারাজ, আপনি ধারণা করুন, তিনজন দেবপুত্র ইন্দ্রের প্রার্থনায় নরকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—সাম কুমার, মহাপণাদ ও কুশরাজ। এই তিনজনই বোধিসত্ত্ব। ভন্তে, জন্মগ্রহণ প্রশ্ন সুমীমাংসিত হইল। আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম।

সদ্ধর্ম অন্তর্ধান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন—'আনন্দ, পঞ্চসহস্র বৎসর সদ্ধর্ম স্থিত থাকিবে।' পুনঃ পরিনির্বাণ সময়ে যখন সুভদ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান বলিয়াছিলেন—'সুভদ্র, যদি ভিক্ষুরা সম্যকরূপে শীলাদি ধর্ম পালন করে, জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।' ইহাও ভগবানের সত্য কথা। ভন্তে, ভগবান যে পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে বলিয়াছেন, তাহা হইলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না এই বচন মিছা, আর জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না, এই বচন যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে, এই যে বচন তাহা মিছা। এখন আপনার জ্ঞানবল প্রদর্শন করুন, মকরের ন্যায় সাগরের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

মহারাজ, ভগবানের পূর্বোক্ত বচন দুইটি সত্য, ভগবানের বচন নানাঅর্থ নানাব্যঞ্জন-পূর্ণ। ইহাতে প্রথমটি শাসনের পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয়টি 'প্রতিপত্তি ধর্ম' প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয় দূর হইতে দূরতরে। যেমন মহারাজ, আকাশ পৃথিবী হইতে দূরে, নিরয় স্বর্গ হইতে দূরে, কুশল অকুশল হইতে দূরে, সুখ দুঃখ হইতে দূরে, এই প্রকার ঐ দুইটি দূর হইতে দূরতরে। মহারাজ, আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটা বৃথা না হউক, দুইটি রসকে একত্র করিয়া বলিতেছি—'আনন্দ, পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে।' ইহা যে ভগবান বলিয়াছেন, ইহাতে সদ্ধর্মের ক্ষয়কাল প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের একটি সীমা দেখাইয়াছেন—'আনন্দ, যদি ভিক্ষুণীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে হাজার বৎসর সদ্ধর্ম স্থিত থাকিত।' ভগবান যে পাঁচ হাজার বৎসর সদ্ধর্ম থাকিবে বলিয়াছেন, ইহাতে কি মহারাজ, অন্তর্ধান

বলিতেছেন, ও অভিসময় (মার্গফল লাভ) নিবারণ করিতেছেন? না ভন্তে। মহারাজ, নষ্ট কাল গণিতে গিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করিলেন মাত্র। যেমন কোন পুরুষ নষ্টের শেষ সীমা পর্যন্ত ধরিয়া, লোক সমাজে প্রকাশ করে যে 'এতগুলি আমার ভাণ্ড নষ্ট হইয়াছে, এইমাত্র অবশিষ্ট আছে।' এই প্রকার ভগবান নষ্ট বিষয় বলিতে গিয়া অবশিষ্ট বিষয়টি দেব-মনুষ্যদিগকে বলিলেন–'আনন্দ, পাঁচ হাজার বৎসর সদ্ধর্ম থাকিবে। বুদ্ধের এই যে বচন ইহা একটা শাসন পরিচ্ছেদ মাত্র। ভগবান পরিনির্বাণ সময়ে সুভদ্দ পরিব্রাজককে শ্রমণ সম্বন্ধে প্রকাশ করতঃ বলিয়াছেন–'ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।' ইহা 'প্রতিপত্তি' প্রকাশক বাক্য। তাহা হইলে আপনি সেই পরিচ্ছেদ ও প্রতিপত্তি প্রকাশক বাক্য একরস করিয়া ব্যাখ্যা করুন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তদ্রূপ ব্যাখা করিব। আপনি অবিচলিত চিত্তে মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। মহারাজ, মনে করুন, সুগভীর জলপূর্ণ একটি দীঘি আছে। উহার চারি পার বাঁধা। বৃষ্টির জল যাহা পড়ে একবিন্দু জলও বাহির হইবার উপায় নাই। এইরূপ জলপূর্ণ দীঘির জল কোন দিন শুষ্ক হইবে কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? মেঘের জল পতিত হয় বলিয়া। এই প্রকার মহারাজ, জিনশাসন শ্রেষ্ঠ সদ্ধর্মরূপ দীঘির ন্যায়; আচার, শীলগুণ, ব্রত ও প্রতিপত্তি বিশুদ্ধ জলের ন্যায়। এই দীঘি ভবাগ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি বুদ্ধপুত্রগণ ঐ শাসন-দীঘিতে আচার, শীলগুণ, ব্রত ও প্রতিপত্তিরূপ মেঘের জল বর্ষণ করেন, তাহা হইলে দীর্ঘদিন ঐ শাসন-দীঘি শুকাইবে না। কাজেই জগৎ আর অরহৎ শূন্য হইবে না। ভগবান এই কারণেই বলিয়াছেন–'ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।'

মহারাজ, যখন একটা মহাঅগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন উহাতে শুষ্ক তৃণ, কাষ্ঠ, গোময় নিক্ষেপ করিলে ঐ আগুন নিবিবে কি? না ভন্তে, বরঞ্চ পুনঃপুন জ্বলিয়া উঠিবে ও অগ্নিশিখা আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই প্রকার মহারাজ, অযুত লোকমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ জিনশাসন আচার, শীলগুণ, ব্রত, প্রতিপত্তিদ্বারা আরও উদ্ভাসিত হইবে। যদি মহারাজ, বুদ্ধপুত্রগণ দৃঢ় বীর্যের সহিত ধ্যানে তৎপর হন, সতত ধ্যান সুখে অগ্রসর হন, ত্রিবিধ (অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা) শিক্ষায় মনোযোগ দেন, চারিত্র ও বারিত্র শীলে

(আচারে সংযমে) পূর্ণতা লাভ করেন, তাহা হইলে জিনশাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে। জগৎ আর অরহৎ শূন্য হইবে না। এই কারণেই ভগবান সুভদ্রকে বলিয়াছিলেন–‘ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।’

যেমন মহারাজ, সমতল, স্বচ্ছ একখানি আয়না কোন সূক্ষ্ম চূর্ণদ্বারা মর্দন করিলে, তাহাতে ময়লা জন্মিতে পারিবে কি? না ভন্তে, বরঞ্চ অধিকতর স্বচ্ছ হইবে। এই প্রকার মহারাজ, জিনশাসন স্বচ্ছ আয়না তুল্য, একবিন্দু পাপরজঃ উহাতে নাই। যদি বুদ্ধপুত্রগণ আচার, শীলগুণ, ব্রত, প্রতিপত্তি, ধুতাঙ্গ গুণদ্বারা পরিমার্জন করেন, তাহা হইলে জিনশাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে এবং জগৎও অরহৎ শূন্য হইবে না। এই কারণে ভগবান সুভদ্রকে বলিয়া ছিলেন–‘যদি ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করে, জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।’ মহারাজ, বুদ্ধ শাসনের মূল ও সার প্রতিপত্তি। প্রতিপত্তিবলেই শাসন স্থিত থাকে। ভন্তে, আপনি যে সদ্ধর্মের অন্তর্ধান বলিতেছেন, তাহা কিরূপ? মহারাজ, তাহা তিন প্রকার। সেই তিনটি কি? অধিগম, প্রতিপত্তি ও প্রব্রজ্যাবেশ অন্তর্ধান। মহারাজ, অধিগম অন্তর্হিত হইলে শীলবান ব্যক্তিও মার্গ-ফলাদি লাভ করিতে পারে না। প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইলে শিক্ষাপদসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। কেবল চিহ্ন মাত্র থাকে। চিহ্ন বা প্রব্রজ্যাবেশ অন্তর্হিত হইলে শাসন ধ্বংস হইয়া যায়। এই তিনটিই মহারাজ, শাসন অন্তর্ধানের কারণ। সাধু ভন্তে, গম্ভীর প্রশ্নের সুমীমাংসা করিলেন।

অকুশল উচ্ছেদপূর্বক সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, বুদ্ধ সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? না অকুশল অবশিষ্ট রাখিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন? মহারাজ, সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া, তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াছেন। একটি বিন্দু অকুশলও তাঁহার অবশিষ্ট নাই। ভন্তে, কোনদিন বুদ্ধের শরীরে দুঃখ বেদনা জাত হইয়াছে কি? হাঁ মহারাজ, যখন রাজগৃহে ভগবানের পদ পাষাণদ্বারা ক্ষত হইয়াছিল, তখন তাঁহার রক্তাতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল। শরীর দোষযুক্ত হইলে কবিরাজ জীবক বিরেচন দিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বাত ব্যাধি হয়, তখন সেবক স্থবির গরম জল সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। যদি ভন্তে, যাবতীয়

অকুশল দগ্ধ করিয়া বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহার পায়ে পাথরের ঘা হইবে, রক্তাতিসার হইবে, এই যে বচন তাহা মিছা। যদি এই বিপদ তাঁহার উপর হইয়া থাকে, তিনি যে অকুশল দগ্ধ করিয়া সর্বজ্ঞ হইয়াছেন তাহাও মিছা। ভন্তে, কর্ম বিনা কি কিছু ভোগ হইতে পারে? সমস্ত অনুভূত বিষয় কর্মমূলক। কর্মই অনুভূতি প্রদান করে। ইহাও উভয় সমস্যার বিষয়, মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সমস্ত অনুভূতি কর্মমূলক নহে। আট প্রকার কারণে ঐ কর্ম-ফল ভোগ করিতে হয়, যেই বেদনা বহু প্রাণী ভোগিয়া থাকে। সেই আট প্রকার কি? কোন কোন প্রাণী বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, ঋতুজ, বিরুদ্ধ আহার বিহার জাত, পরের উপক্রমজাত ও কর্মবিপাক জাত ব্যাধি ভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম সেই সত্ত্বদিগকে পীড়িত করে, তাহারা যে রোগের হেতুকে বিনাশ করে, তাহাদের সেই বচন মিথ্যা। ভন্তে, বাতজ হইতে উপক্রম জাত ব্যাধি পর্যন্ত যে সাত প্রকার ব্যাধি, এই সমস্ত কর্মফলেই উৎপাদিত, তাই এই ব্যাধিসমূহ কর্মজাত বলিতে হইবে। মহারাজ, যদি সমস্তই কর্মজাত ব্যাধি হয়, তাহা হইলে এইগুলির একটা বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যাইত না।

মহারাজ, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, অতিভোজন, স্থান ভেদ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আধাবন, উপক্রম ও কর্ম বিপাক এই দশটি কারণে বায়ু কোপিত হয়। কর্ম বিপাক ব্যতীত নয়টি কারণ অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতে এইগুলি হইবে না। শুধু বর্তমান ভবেই উৎপন্ন হয়। সেই কারণে এইরূপ বলিবেন না যে সমস্ত বেদনা কর্ম-জাত।

মহারাজ, তিনটি কারণে পিত্ত কোপিত হয়–শীত, উষ্ণ ও বিরুদ্ধ ভোজনদ্বারা। তিনটি কারণে শ্লেষ্মা কোপিত হয়–শীত, উষ্ণ ও অন্ন পানীয়দ্বারা। মহারাজ, যাহা বায়ুকর, যাহা পিত্তকর ও যাহা শ্লেষ্মাকর উহারা স্বীয় স্বীয় কারণে কোপিত হইয়া মিশ্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় বেদনা আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঋতু পরিবর্তনে যে বেদনা তাহা ঋতুযোগে উৎপন্ন হয়। একস্থানে এক ঘরে, বদ্ধঘরে বহুদিন বাস করার দরুন যে বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা বিরুদ্ধ আহার বিহারেই হয়। ঔপক্রমিক রোগটি দুই প্রকারে হয়। অপরের ক্রিয়া প্রয়োগে ও কর্ম বিপাকে জাত হয়। কর্ম বিপাকজ বেদনা পূর্বকৃত কর্মফলে হইয়া থাকে। এই আটটি কারণে

মহারাজ, কর্ম বিপাক জাত অল্প, বেশীরভাগ অপরাপর কারণে হয়। যাহারা মূর্খ তাহারা মনে করে, সমস্ত কর্ম বিপাক জাত। সেই কর্মফলের ব্যবস্থা বুদ্ধজ্ঞানে ব্যতীত অন্য কাহারও নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই।

মহারাজ, ভগবানের পায়ে যে পাথর পড়িয়া ক্ষত হইয়াছিল, সেই অনুভূতি বায়ুজ, পিত্তজ, শ্লেম্মজ, সন্নিপাতজ, ঋতু পরিবর্তন জাত, বিরুদ্ধ আহার-বিহার জাত ও কর্ম বিপাক জাত ব্যাধি নহে। তাহা পরের উপক্রমবলেই হইয়াছে বলিয়া ঔপক্রমিক বেদনা। মহারাজ, বহুলক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া দেবদত্ত বুদ্ধের প্রতি শত্রুতা আচরণ করিয়া আসিতেছিল, দেবদত্ত সেই আক্রোশে বৃহৎ শিলাখণ্ড বুদ্ধের মাথায় ফেলিবার ইচ্ছায় ছুড়িয়াছিল। তৎক্ষণাৎ দুইটি শৈল আসিয়া বুদ্ধের মাথায় না পড়িতেই আটক করিয়াছিল। সেই পর্বত দুইটির পরস্পর সজ্ঘাতে একটুকরা পাথরকণা উঠিয়া ভগবানের পায়ে পড়ে, উহাতে সামান্য রক্ত দেখা দিয়াছিল। মহারাজ, হয়ত কর্ম বিপাকে, নচেৎ ক্রিয়া হইতে বুদ্ধের বেদনা হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্য বেদনা নহে। যেমন মহারাজ, হয় ক্ষেত্রের দোষে বীজ গজায় না, নয় বীজের দোষে। যেমন হয়ত উদরের দোষে ভোজন জীর্ণ হয় না, নচেৎ আহারের দোষে। কিন্তু মহারাজ, এই কথা ঠিক যে বুদ্ধের কর্ম বিপাক বেদনা নাই ও আহার বিহার বেদনাও নাই। অবশিষ্ট কারণে ভগবানের বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই বেদনাদ্বারা বুদ্ধের জীবন নাশ সম্ভব নহে। মহারাজ, এই চারিভূতযুক্ত কায়ে ইষ্টানিষ্ট ও শুভাশুভ বেদনা দেখা দিবেই। যেমন আকাশে ঢিল ছুঁড়িলে মাটীতে পড়া স্বাভাবিক, তাই বলিয়া কি পূর্বকৃত কর্মে ঢিল মাটিতে পড়ে? না ভন্তে, এমন কোন হেতু মহাপৃথিবীর নাই, যেহেতু মহাপৃথিবী কুশলাকুশল বিপাক অনুভব করিতে পারে। কেবল বর্তমান অকর্মক হেতুদ্বারা সেই ঢিল পৃথিবীতে পড়ে মাত্র। এই উপমায় যেমন মহাপৃথিবী তেমন বুদ্ধ। যেমন ঢিল স্বভাবতঃ মহাপৃথিবীতে পড়ে, এই প্রকার বুদ্ধের পূর্বে অকৃত কর্মদ্বারা সেই শিলাখণ্ড পায়ে পড়িয়াছে। মহারাজ, এই জগতে মনুষ্যেরা মহাপৃথিবীকে ভেদ করে, খনন করে, তাই বলিয়া কি তাহারা পূর্বের কৃত পৃথিবীকে ভেদ করে ও খনন করে? না ভন্তে, এই প্রকার মহারাজ, যেই শিলাখণ্ড ভগবানের পায়ে পড়িয়াছিল, তাহা পূর্বকৃত কর্মদ্বারা বুদ্ধের পায়ে পড়ে নাই। বুদ্ধের নিকট যে রক্তাতিসার হইয়াছিল, তাহাও পূর্বকৃত কর্মদ্বারা হয় নাই। তাহা

সন্নিপাতবলেই হইয়াছে। ভগবানের যাহা কিছু কায়িক রোগ হয়, সেই সমস্ত কর্মফলে হয় না। ষড়বিধ কারণের অন্যতম কারণেই হইয়া থাকে।

তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে 'মোলিয় সীবক, বর্ণনায় বলিয়াছেন— "সীবক, এই শরীরে যাহা কিছু অনুভূতি জাত হয়, তুমি তাহা নিজেই জ্ঞাত হইবে, যেমন কোন কোন ব্যক্তির পিত্তরোগাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতেও ইহা সত্যসম্মত যে, পিত্তরোগে অনেকে দুঃখ ভোগে। ইহার মধ্যে কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন আছে, এই পুরুষ সুখ-দুঃখ উপেক্ষা যে ভোগিতেছে, তৎ-সমস্ত পূর্বকৃত কর্মহেতু। ইহাতে যাহা নিজে জানে তাহাও অতিক্রম করে, যাহা লোকে সত্যসম্মত, তাহাও অতিক্রম করে, সেই কারণে আমি এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মতকে মিথ্যা বিশ্বাস বলিতেছি।" এই কারণে মহারাজ সমস্ত বেদনা কর্ম বিপাকজ নহে। সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত বলিয়া ধারণা করুন। সাধু ভন্তে, তাহাতে আমি সম্মতি প্রকাশ করিতেছি।

বুদ্ধের উত্তরিতর করণীয় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনি বলিতেছেন—বুদ্ধের যাহা কিছু কর্তব্য কার্য আছে, সেই সমস্ত তিনি বোধিবৃক্ষমূলেই সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার আর কোন ধ্যান বিবেকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি একদা তিনি তিন মাস বিবেক বাস করিয়াছিলেন। ভন্তে, যদি বলেন বুদ্ধের আর কোন কর্তব্য নাই, তাহা হইলে এই যে তিন মাস বিবেক বাস সেই কথা মিথ্যা। নচেৎ বোধিমূলে যাবতীয় কর্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে এই কথা মিথ্যা। যাঁহার কর্তব্য বাকী থাকে তাঁহারই জন্য বিবেক। যেমন পীড়িত ব্যক্তিরই ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগীর ঔষধের প্রয়োজন কি? ক্ষুধাতুরেরই আহারের প্রয়োজন, যাহার ক্ষুধা নাই, তাহার আহারের প্রয়োজন কি? সেইরূপ ভন্তে, যাহার কর্তব্য নাই, তাহার বিবেকের দরকার কি? যাহার কর্তব্য আছে, তাহার বিবেকের দরকারও আছে। এই উভয়কোটিক প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, বুদ্ধের যাবতীয় কর্তব্য বোধিমূলেই নিঃশেষ হইয়াছে। তাঁহার আর কোন ধ্যান-বিবেকের প্রয়োজন নাই। তথাপি বিবেক বাস বহু ফলদায়ক। সমস্ত বুদ্ধ বিবেক ধ্যানে বসিয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাঁহারা সেই পূর্বকৃত গুণ স্মরণ করিয়া বিবেক সেবন করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ রাজার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠবর পাইল ও কিছু সম্পত্তি পারিতোষিক-স্বরূপ লাভ করিল, সে তাহার সুকৃত গুণ স্মরণ করিয়া অন্য সময়ে রাজ-সেবায় আগমন করিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, রোগাতুর দুঃখগ্রস্ত পুরুষ কোন কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার সুকৃত গুণ স্মরণ করতঃ বৈদ্য সেবায় অন্য সময়ে গমন করিয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধগণ বিবেক ধ্যান বলে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই কৃত গুণ স্মরণ করত পুনঃপুন বিবেক সেবন করিয়া থাকেন।

মহারাজ, বিবেক বাসের ২৮টি গুণ। বুদ্ধগণ যেই গুণ পুনঃপুন স্মরণ করিয়া বিবেক সেবন করিয়া থাকেন, সেই ২৮টি গুণ কি? বিবেক-বাস প্রভাবে নিজকে রক্ষা করে, আয়ু বর্ধন করে, বল উৎপন্ন হয়, দোষ আচ্ছাদন করে, অযশ দূর হয়, যশঃ উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠা দূর হয়, রতি বিনষ্ট করে, ভয় দূর হয়, বিশারদ ভাব উৎপাদন করে, আলস্য দূর হয়, বীর্য উৎপন্ন হয়, কামরাগ দূর হয়, দ্বেষ বিনষ্ট হয়, মোহ দূর হয়, মান নিহত হয়, বিতর্ক ভগ্ন হয়, চিত্ত একাগ্র হয়, মানস শোভিত হয়, সন্তুষ্টি উৎপাদন করে, গম্ভীর প্রকৃতি হয়, লাভ সৎকার উৎপাদিত হয়, প্রণম্য হয়, প্রীতি প্রাপ্ত করায়, প্রমোদ উৎপন্ন করে, সংস্কারসমূহের স্বভাব দেখিতে পায়, ভব প্রতিসন্ধি উদ্‌ঘাটন করে, সর্ববিষয়ে সকল শ্রামণ্যগুণ প্রদান করে। মহারাজ, এই ২৮টি গুণ বিবেক বাসে দেখিয়া বুদ্ধগণ বিবেক সেবন করিয়া থাকেন এবং শান্ত সুখময় ধ্যান-রতি অনুভব করিবার ইচ্ছায় পরিপূর্ণ সঙ্কল্প লইয়া বিবেক সেবন করিয়া থাকেন।

পুনঃ চারিটি কারণে বুদ্ধগণ বিবেক সেবন করিয়া থাকেন। সেই চারিটি কি? নিরাপদ বিহারহেতু তথাগতগণ বিবেক সেবন করেন, পবিত্রগুণ বহুল হেতু তথাগতগণ বিবেক সেবন করেন, অশেষ আর্যবীথিহেতু তথাগতগণ বিবেক সেবন করেন ও বুদ্ধগণের স্তুত বর্ণিত প্রশংসিতহেতু তথাগতগণ বিবেক সেবন করেন। মহারাজ, এই চারি কারণে বুদ্ধগণ বিবেক সেবন করেন, কর্তব্য অবশিষ্ট আছে বলিয়া নহে ও কৃতকর্মের পরিচয়ের জন্য নহে। গুণ বিশেষ প্রদর্শন হেতুই তাঁহারা বিবেক সেবন করিয়া থাকেন। সাধু ভন্তে, আমি ইহা অবনত শিরে গ্রহণ করিতেছি।

ঋদ্ধিপাদবল দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–‘আনন্দ, বুদ্ধের চারি ঋদ্ধিপাদ অতিশয় সুভাবিত ও সুপরিচিত, যদি বুদ্ধ ইচ্ছা করেন, এক কল্প বা কল্পাবশিষ্ট কাল বাস করিতে পারেন।’ পুনরায় বলিয়াছেন–‘তিন মাসের পর বুদ্ধের নির্বাণ লাভ হইবে।’ ভন্তে, যদি ভগবান পূর্বোক্ত প্রকার বলেন, তাহা হইলে তিন মাস পরে নির্বাণ লাভ করিবেন এই কথা মিছা, যদি মাসের কথা সত্য হয়, কল্পকাল অবস্থানের কথা মিছা, এই কথাও খাঁটি সত্য যে বুদ্ধগণ অকারণে গর্জন করেন না। তাঁহারা সত্যবাদী। এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সত্যই ভগবান কল্পকাল অবস্থানের কথা ও তিনমাস পরে নির্বাণ লাভের কথা বলিয়াছেন। এই যে কল্পের কথা বলিয়াছেন, তাহা আয়ুকল্প। আর ভগবান যে বলের কথা বলিয়াছেন, উহাতে নিজের বল কীর্তন করেন নাই, তিনি ঋদ্ধিবলের কথা কীর্তন করিয়া চারি সুভাবিত ঋদ্ধিপাদের কথা ও কল্পকাল অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। মহারাজ মনে করুন, রাজার বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী একটা আজানেয় অশ্ব আছে। রাজা সেই অশ্বের দ্রুতগামীতা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের সমক্ষে বলিলেন–যদি আমার এই অশ্ববর ইচ্ছাপূর্বক সসাগরা পৃথিবী বিচরণ করিয়া ক্ষণেকের মধ্যে এখানে আগমন করে, তাহার সেই দ্রুতগতি এই পরিষদ দেখিতে পাইবে না। উহার এমন দ্রুতগতি বিদ্যমান আছে যে, সে মুহূর্ত মধ্যে সসাগরা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান নিজের ঋদ্ধিবল কীর্তনপূর্বক এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও তিনি ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, ষড়াভিজ্ঞ, বিমল অরহৎ ক্ষীণাসব ও দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে বসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। “আনন্দ, চারি ঋদ্ধিপাদ তথাগতের সুভাবিত, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশিষ্টকাল থাকিতে পারেন”, কিন্তু ভগবান পরিষদের মধ্যে নিজের ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না। তিনি ভবে বাস করিবার প্রয়োজন মনে করেন না। তথাগত যাবতীয় ভবে বাস করা নিন্দাসূচক মনে করেন। সেই কারণে মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন–‘যেমন ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র বিষ্ঠাও দুর্গন্ধ, তেমন আমি অল্পমাত্র ভবকেও প্রশংসা করি না। এমন কি আঙ্গুলের তুরীক্ষণও।’ মহারাজ, সমস্ত ভব, গতি, যোনি বিষ্ঠাতুল্য দেখিয়া ভগবান ঋদ্ধি প্রভাবে ভবে বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন কি? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, বুদ্ধ এই ঋদ্ধিবল সিংহনাদে কীর্তন

করিয়াছেন। সাধু ভন্তে, এই উপদেশ আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি।

ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, আমি জানিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছি, না জানিয়া নহে।' পুনঃ বিনয় প্রজ্ঞাপ্তিতে বলিয়াছেন–আনন্দ, "সঙ্ঘ যদি ইচ্ছা করে, আমার অবর্তমানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ ধ্বংস করুক।" কেমন ভন্তে, ভগবান ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ অন্যায় মত প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন, না অবিষয়ে না জানিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন? যেহেতু ভগবান নিজের অবর্তমানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ ধ্বংস করাইতছেন। ভগবান যদি বলেন জানিয়া ধর্মদেশনা করিতেছি, না জাানিয়া নহে, তাহা হইলে তাঁহার অবর্তমানে যে শিক্ষাপদ ধ্বংস করিতে বলিয়াছেন এই যে বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন–আমি জানিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছি, না জানিয়া নহে; আর বিনয় প্রজ্ঞাপ্তিতেও আমার অবর্তমানে সঙ্ঘ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ ধ্বংস করুক, এই যে বচন তাহা ভিক্ষুদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন। আামার অবর্তমানে শিক্ষাপদ ধ্বংস করিতে বলিলে শ্রাবকগণ কখনই ধ্বংস করিবে না, বরঞ্চ শিক্ষাপদ পালনে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা তিনি দেখিয়াই বলিয়াছেন।

মহারাজ, চক্রবর্তীরাজ পুত্রগণকে যদি এইরূপ বলে–'হে তাতগণ, এই আসমুদ্র জনপদ অতিমহৎ, তোমাদের শক্তি প্রভাবে এতবড় রাজ্য পরিচালন করা দুষ্কর মনে করিতেছি। শুন–আমার অবর্তমানে প্রত্যন্তরাজ্যগুলি ত্যাগ করিও।' কেমন মহারাজ, পিতার মৃত্যুর পর কুমারেরা তাহাদের হস্তগত জনপদগুলি ত্যাগ করিবে কি? না ভন্তে। রাজকুমারগণের রাজ্যলোভ অত্যধিক, বরঞ্চ তদতিরিক্ত দ্বিগুণ, ত্রিগুণ জনপদ টানিয়া লইবে। হস্তগত জনপদ ত্যাগ করা কি সম্ভব! এই প্রকার মহারাজ, ভিক্ষুদের পরীক্ষার্থই বুদ্ধ পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। মহারাজ, বুদ্ধপুত্রগণ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হেতু, ধর্মপালনে লোভ করিয়া থাকেন। এমন কি আরও দেড়শত শিক্ষাপদ অতিরিক্ত পাইলেও রক্ষা করিবেন। প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ ধ্বংস করিবেন, ইহা কি কখনও সম্ভব হইবে! ভন্তে,

ভগবান যে ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ বলিয়াছেন, তাহা কি কি? ইহাতে হয়ত বালজনের সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে, খুলিয়া বলুন। মহারাজ, "দুক্কট" পাপ ক্ষুদ্র। "দুব্ভাসিত" পাপ অনুক্ষুদ্র। মহারাজ, পূর্বেও ভিক্ষুদের মধ্যে এই সংশয় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারাও এই পাপগুলি একস্থানে লিপিবদ্ধ করেন নাই। ভগবান কারণভেদে এই প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভন্তে, চিরনিক্ষিপ্ত এই জিনরহস্য আজই জগতে প্রকাশিত হইল।

স্থাপনীয় ব্যাকরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–"আনন্দ, তথাগতের ধর্মসমূহে আচার্য মুষ্টি নাই।" অর্থাৎ অপরাপর আচার্যগণের ন্যায় কিছু হাতে রাখিয়া বা গোপনে রাখিয়া শিক্ষা দেন না। অথচ দেখিতে পাই, স্থবির মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নোত্তর তিনি দেন নাই। ভন্তে, এই নীরবতার দুইটি কারণ থাকিতে পারে, হয়ত না জানিয়া, নচেৎ গোপনেচ্ছায়, এখন পূর্বোক্ত বিষয়ে আচার্য মুষ্টি নাই ইহা সম্ভব কি? তাহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূর্বোক্ত প্রশ্ন সত্য বটে, কিন্তু না জানিয়া বা গোপনেচ্ছায় যে বলেন নাই, এমন নহে। মহারাজ, চারিটি প্রশ্ন ও উত্তর আছে। প্রথমটা একাংশ প্রকাশযোগ্য প্রশ্ন, যেমন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান অনিত্য। দ্বিতীয়টা বিভাজ্য প্রকাশযোগ্য প্রশ্ন, রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের পৃথক পৃথকভাবে অনিত্যতা বিবৃত হয়। তৃতীয়টা প্রশ্ন স্থলে প্রকাশযোগ্য প্রশ্ন, যথা–কেমন চক্ষুদ্বারা সমস্ত জানা যায় কি? চতুর্থটা স্থাপনীয় প্রশ্ন, যেমন–শাশ্বত, অশাশ্বত, সান্ত, অনন্ত, সান্তানন্ত, অন্তও নহে, অনন্তও নহে এমন লোক, যেই জীব সেই শরীর, অন্য জীব অন্য শরীর, তথগতের জন্ম হয়, তথাগতের জন্ম হয় না, হইতেও পারে, না হইতেও পারে, তথাগতের পুনর্জন্ম ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন।

মহারাজ, ভগবান মালুঙ্ক্যপুত্রের স্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। সেই প্রশ্ন স্থাপনীয় হইল কেন? সেই প্রশ্নোত্তর প্রকাশের কোন হেতু বা কারণ নাই, যাহাতে মালুঙ্ক্যপুত্রের উপকার হইতে পারে। বুদ্ধগণের অকারণে অহেতুতে বাক্য প্রকাশ নাই। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

সত্ত্বগণের মৃত্যুভয় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'সকলে দণ্ড ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে।' পুনঃ বলিয়াছেন–'অরহৎগণ যাবতীয় ভয় অতিক্রম করিয়াছেন।' ভন্তে, অরহতেরা কি কারণে সমস্ত দণ্ড-ভয়ে ভীত হন না? নিরয়ে নারকীরা জ্বলিত প্রজ্বলিত হইয়া চ্যুত হইবার সময়ে মৃত্যুকে ভয় করে না কেন? ভন্তে, যদি পূর্বোক্ত প্রকার বুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অরহৎ ভয়মুক্ত যে বচন তাহা মিথ্যা। অন্যদিকে সকলে মৃত্যুদণ্ডকে ভয় করিয়া থাকে, সেই বচনও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, 'সকলে মৃত্যু ও দণ্ডকে ভয় করে, এই বচনটি ভগবান অরহতদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই। অরহতমাত্রেই যাবতীয় ভয় বিধ্বংস করিয়াছেন। সতৃষ্ণ আত্মদৃষ্টিবহুল ও সুখ-দুঃখে উন্নতানুন্নত সত্ত্বদিগকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বোক্ত বাক্য ভগবান বলিয়াছেন। অরহতগণের সর্বগতি উপচ্ছিন্ন হইয়াছে, যোনি ভ্রমণ বিধ্বংস হইয়াছে, জন্মগ্রহণ উপহত হইয়াছে, তৃষ্ণাস্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে, সমস্ত ভবহেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, সংস্কার নিরুদ্ধ হইয়াছে, কুশলাকুশল হত হইয়াছে, তাঁহাদের অবিদ্যা বিহত, বিজ্ঞান বীজ বিনষ্ট, সর্বক্লেশ দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা লোকধর্মে আর ফিরিবেন না, সেই কারণে যাবতীয় ভয়ে সন্ত্রস্ত নহেন।

মহারাজ, মনে করুন রাজার চারিজন অমাত্য আছে, তাহারা রাজার অনুরক্ত, যশস্বী ও বিশ্বাসী। সকলে যোগ্যপদে প্রতিষ্ঠিত। রাজার কোন কার্যের প্রয়োজন হইলে তাহাদের উপর আদেশ করেন করেন যে–'সমস্ত রাজ্যবাসী আমার জন্য পূজা আনয়ন করুক।' তোমরা ইহার যথাসাধ্য আয়োজন কর। মহারাজ, সেই অমাত্য চতুষ্টয় তখন পূজা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইবে কি? না ভন্তে। কি কারণে? রাজা পূর্বেই তাহাদিগকে সুযোগ্য পদ প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের পূজার দরকার নাই। তাহারা পূজা প্রদানের অতীত। অবশিষ্ট প্রজাবৃন্দের প্রতিই রাজার এই আদেশ যে–'সকলেই আমার পূজা আনয়ন করুক।' এই প্রকার মহারাজ, অরহতদিগকে বাদ দিয়া ভগবান এই বাক্য বলিয়াছেন। সতৃষ্ণ, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন সুখ-দুঃখে উন্নাতানুন্নত সত্ত্বদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধের এই উপদেশ। কারণ অরহৎ সর্বভয় হইতে বিমুক্ত।

ভন্তে, ইহার ঠিক মীমাংসায় আমি আসিলাম না। পুনরায় ইহার বিস্তৃত কারণ বলুন। মনে করুন মহারাজ, গ্রামে একজন মাতব্বর আছে, সে

চৌকিদারকে আদেশ করিল–যাও গ্রামস্থ যাবতীয় লোক আমার নিকটে সমবেত কর। সে সাধু স্বামী বলিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্বক গ্রামমধ্যে গিয়া তিনবার ঘোষণা করিল যে–'হে গ্রামবাসিগণ, সকলে শীঘ্র শীঘ্র গ্রামস্বামীর নিকট সমবেত হও। তখন গ্রামবাসীরা চৌকিদারের আদেশে শীঘ্র সমবেত হইল এবং মাতব্বরকে বলিল–স্বামী, গ্রামবাসীরা উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আদেশ করুন। মহারাজ, মাতব্বর গ্রামের প্রধান পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে একত্র হইতে আদেশ দিয়াছিলেন, গ্রামবাসীরা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও সকলে তথায় সমবেত হয় নাই। প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই একত্রিত হইয়াছেন। গ্রামস্বামীও এতজনই গ্রামের লোক বলিয়া বুঝিয়া পাইলেন। অথচ বহুলোক তথায় উপস্থিত হয় নাই। অনেক স্ত্রী, পুরুষ, দাস, দাসী, রাখাল, গোপাল অনুপস্থিত। এই প্রকার মহারাজ, সতৃষ্ণ সত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন, তৃষ্ণাবিমুক্ত অরহতের প্রতি নহে।

মহারাজ, সাবশেষ বচনও আছে, সাবশেষ অর্থও আছে। সাবশেষ বচনও আছে, নিরবশেষ অর্থও আছে। নিরবশেষ বচনও আছে, সাবশেষ অর্থও আছে। নিরবশেষ বচনও আছে, নিরবশেষ অর্থও আছে। প্রত্যেকটির কারণ নিয়া অর্থ গ্রহণ করিবেন। পাঁচটি কারণে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়–সূত্র, সূত্রানুলোম, আচার্যবাদ, আত্মমতি ও যুক্তি-উপমাসিদ্ধ বচন। পাঁচটি কারণে এই প্রশ্নের সুবিচার গৃহীত হয়। ভন্তে, তাহাই হউক। আপনি যাহা বলিলেন তাহাই মানিয়া লইলাম। অরহৎ ভয় বিমুক্ত হউক, অবশিষ্ট প্রাণীরা অমুক্ত হউক, কিন্তু নিরয়ে নারকীরা তীব্র বেদনা অনুভব করে, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়, রোদন, ক্রন্দন, বিলাপ করিতে করিতে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের না আছে ত্রাস, না আছে রক্ষা, শোকে, তাপে সর্বদা জর্জরিত, শত যোজন পরিমিত অগ্নি জ্বালা নিরয়ে ব্যাপ্ত থাকায় অতিশয় উষ্ণতেজে ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাকে। তাহারা এই মহানিরয় হইতে চ্যুত হইবার সময়ে মৃত্যুকে ভয় করে কি? হাঁ মহারাজ। ভন্তে, নারকীরা এত দুঃখ পাইয়াও তথাপি নিরয়-মুক্ত সময়ে মরণ ভয়ে ভীত হয় কেন? কি কারণে নিরয়ে রমিত হয়? মহারাজ, নারকীরা নিরয়ে কখনই রমিত হয় না। তাহারা নিরয় হইতে মুক্তি লাভই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মৃত্যুর কারণেই তাহাদের এই সন্ত্রাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভন্তে,

আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে মুক্তিকামীর চ্যুতি সময়ে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়, বরঞ্চ সেই সময়ে হাসি পাইয়া থাকিবে, কারণ তাহারা প্রার্থিত বিষয় পাইয়া থাকে। উপযুক্ত কারণদ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

মহারাজ, মরণ যে হইবে তাহা অ-দৃষ্ট সত্য, তাই ভয় পাইবার কারণ আছে। মৃত্যু ভয়েই জন-সঙ্ঘ ত্রাসিত হয় ও উদ্বিগ্ন হয়। মহারাজ, যে কেহ কৃষ্ণসর্পকে ভয় করিয়া থাকে, কারণ মরণকে ভয় করিয়া সাপ দেখিয়া ভীত হয়। হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি ও অগ্নি জল স্থাণু কণ্টকাদিকে যে ভয় করে, মরণকে ভয় করিয়া, নচেৎ হিংস্র জন্তুকে ভয় করিয়া নহে। ইহা মরণের স্বাভাবিক লক্ষণ। ইহার স্বাভাবিক প্রকৃতিদ্বারা সতৃষ্ণ প্রাণীরা মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। তদ্রূপ নারকীরা মুক্তিকামী হইলেও মরণকে ভয় করিয়া থাকে।

মহারাজ, যদি কোন পুরুষের শরীরে মেদগ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে এই রোগের দরুন দুঃখিত হইয়া উপদ্রব হইতে মোচনেচ্ছায় শল্য চিকিৎসক ডাকাইয়া আনে। চিকিৎসক উপকরণ লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সে অস্ত্র ধারাল করে, দহনশলাকা অগ্নিতে তপ্ত করে, ক্ষার লবণ শিলায় পেষণ করায়। কেমন মহারাজ, যখন তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা মেদগ্রন্থি ছেদন করে, যমক শলাকাদ্বারা পোড়াইয়া দেয়, ক্ষার লবণ প্রবেশ করায়, রোগীর কি তখন ভয় উৎপন্ন হইবে?

হাঁ ভন্তে। মহারাজ রোগাতুরের রোগমুক্তির ইচ্ছা থাকিলেও যেমন বেদনা ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেমন নিরয়মুক্তি ইচ্ছা থাকিলেও নারকীর মৃত্যু ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন পুরুষ রাজার প্রতি অপরাধ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ডাকাইলেন। তখন অপরাধী নিজের দোষ স্মরণ করিয়া রাজ দর্শনে ভয় পাইবে কি? হাঁ ভন্তে। রাজা দোষীকে মুক্তি দিতে চাহিলেও রাজা দেখিয়া যেমন ভয় পায়, তেমন নারকীরাও ভয় পায়। ভন্তে, আরেকটি কারণ বলুন, যাহাতে আমি ধারণা করিতে পারি। মহারাজ, কোন পুরুষকে সর্প দংশন করিল। সে বিষের যন্ত্রণায় মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। তখন এক পুরুষ যেই সাপে তাহাকে দংশন করিয়াছে, সেই সাপ মন্ত্রবলে আনাইয়া, বিষ উঠাইয়া লইল। তাহার উপকারার্থ সাপ আসিলেও সে সাপ দেখিয়া ভয় পাইবে কি? হাঁ ভন্তে, সেইরূপ মহারাজ, রোগীর

উপকারের জন্য সাপ আসিলেও দেখিয়া যেমন ভয় পায়, তেমন নারকীর মুক্তি কামনা থাকিলেও মরণ ভয়ে ত্রাস পাইয়া থাকে। মহারাজ, সকল জীবের পক্ষে মৃত্যু অপ্রিয়। সেই কারণে নারকীরাও ভয় পাইয়া থাকে। সাধু ভন্তে নাগসেন।

মৃত্যুপাশ-মুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন–

অন্তরীক্ষে যাও কিংবা সাগর মাঝারে,
প্রবেশ করহ তুমি পর্বত বিবরে,
জগতে এহেন স্থান নাহি বিদ্যমান
যেই স্থানে মৃত্যুর হাতে পায় পরিত্রাণ।

পুনঃ ভগবান পরিত্রাণ পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন–যেমন রতন সুত্তং, খন্ধ পরিত্তং, মোর পরিত্তং, ধজগ্গ পরিত্তং, আটানাটিয় পরিত্তং ও অঙ্গুলিমাল পরিত্তং। ভন্তে, আকাশ, সমুদ্র, প্রাসাদ, কুটীর, লেন, গুহা, গহ্বর, গর্ত বিবর ও পর্বত মধ্যে গিয়াও মৃত্যু পাশ হইতে যদি মুক্তি না পায়, তাহা হইলে পরিত্রাণ কর্ম মিথ্যা। যদি পরিত্রাণদ্বারা মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে আকাশে, সমুদ্রে, পর্বত বিবরে যে মুক্তি নাই, তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন। মহারাজ, আপনার পূর্বোক্ত দুইটি প্রশ্ন সত্য। তাহা যাহার আয়ু আছে, যে বয়ঃসম্পন্ন, যে কর্মফলে আবৃত নহে। মহারাজ, যাহার আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার স্থিতির জন্য কোন সৎক্রিয়া সচেষ্টা নাই। যেমন মরাগাছে হাজার কলসী জল ঢালিলেও সেই গাছ আর জীবিত হয় না, এই প্রকার ঔষধ পরিত্রাণদ্বারা ক্ষীণায়ু ব্যক্তির কোন উপকার নাই। জগতে যত ঔষধ আছে, যাহার আয়ু নাই, তাহার কোন কার্যে আসে না। যাহার আয়ু আছে, তাহার পক্ষে ঔষধ, পরিত্রাণ অতিশয় হিতকর। তাহার জন্যই ভগবান পরিত্রাণ পাঠ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন কৃষক পরিপক্ব ধান্য গাছে জল দেওয়া নিবারণ করে। যেই ধান্য গাছ তরুণ, মেঘতুল্য, বয়ঃসম্পন্ন তাহাতে অধিকভাবে জল দিয়া থাকে। তদ্রূপ আয়ু-ক্ষীণের ঔষধ-পরিত্রাণ কিছুই প্রয়োজন নাই। আয়ুষ্মানের জন্যই ভৈষজ্য পরিত্রাণ নির্দিষ্ট। তাহারাই ঔষধ ও পরিত্রাণে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভন্তে, যদি আয়ুহীন ব্যক্তি মরে, আয়ুষ্মান বাঁচে তাহা হইলে ঔষধ-পরিত্রের প্রয়োজন কি?

মহারাজ, আপনি কি এমন কোন রোগ দেখিয়াছেন, ঔষধ সেবনে উপকার হইয়াছে? হাঁ ভন্তে, বহু শত দেখিয়াছি। তাহা হইলে পরিত্রাণ ও ঔষধের যে ক্রিয়া নিরর্থক, এই বচন তাহা মিথ্যা। ভন্তে, বৈদ্যগণের উপক্রম, ঔষধ সেবন ও লেপন করাইতে দেখিয়াছি, তাহাতেও রোগের উপশম হয়। মহারাজ, পরিত্রাণ যখন পাঠ করা হয়, তখন শব্দ শ্রুত হয়, জিহ্বা শুষ্ক হয়, হৃদয় ঝঙ্কৃত হয় ও কণ্ঠ 'তুরতুর' করে, সেই কারণে রোগীর সমস্ত ব্যাধি উপশম হয়। যাবতীয় বিঘ্ন চলিয়া যায়। মহারাজ, আপনি কি সর্পদষ্ট ব্যাক্তির মন্ত্রবলে বিষ মোচন করিতে দেখিয়াছেন? হাঁ ভন্তে, বর্তমানেও সেই মন্ত্র চিকিৎসা দেখা যায়। তাহা হইলে পরিত্রাণ-ভৈষজ্য ক্রিয়া যে নিরর্থক, তাহা মিথ্যা। মহারাজ, পরিত্রাণ পাঠ করিলে সাপে দংশন করিবার থাকিলেও করিবে না। সাপের বিবৃত মুখ খাটিয়া যায়। চোরদের লগুড়পাত অসম্ভব হয়। চোরেরা লগুড় ফেলিয়া আলিঙ্গন করে। হাতী কূপিত চিত্তে আসিয়া থামিয়া যায়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিবিয়া যায়। হলাহল বিষ খাইলেও ঔষধে পরিণত হয়, নতুবা আহারের মধ্যে গণ্য হয়। দস্যু কাটিবার জন্য আসিয়া দাসের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জালে আবদ্ধ হইলেও চলিয়া যাইতে পারে। মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, ময়ূরের পরিত্রাণ পাঠ প্রভাবে সাতশত বৎসর যাবৎ ব্যাধ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, যেই দিন পরিত্রাণ পাঠ করে নাই, সেই দিনই জালে আবদ্ধ হইয়াছিল? হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। সেই প্রবাদ দেব-মনুষ্যলোকে প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইলে কি আপনি পরিত্রাণ ও ভৈষজ্যের ফল নিরর্থক বলিতে পারেন! মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন দানব স্বীয় স্ত্রীর রক্ষা মানসে একটি বাক্সে উহাকে প্রবেশ করাইয়া নিজের পেটে করিয়া রক্ষা করিত। এক বিদ্যাধর উহা টের পাইয়া তাহার মুখদিয়া প্রবেশপূর্বক সেই রমণীর সহিত মৈথুন করিত। যখন দানব টের পাইল, সে বাক্স বমি করিয়া ফেলিল। তখন বাক্স খোলা হইলে বিদ্যাধর যথারুচি চলিয়া গেল। হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি। তাহাও জগতে প্রসিদ্ধ আছে। কেমন মহারাজ, পরিত্রবলে সেই বিদ্যাধর মুক্তিলাভ করিয়াছে নয় কি? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে পরিত্রবল আছে। মহারাজ, অপর একটি বর্ণনা শুনিয়াছেন কি, জনৈক বিদ্যাধর বারণসী রাজার অন্তঃপুরে মহিষীর সহিত মৈথুন করিলে, যখন ধরা পড়ে, তখন মন্ত্রবলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল? হাঁ ভন্তে,

শুনিয়াছি। কেমন সেই বিদ্যাধর পরিত্রাণবলে মুক্ত হইয়াছে নয় কি? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে পরিত্রাণবল আছে বলিতে হইবে।

ভন্তে, সকলকে পরিত্রাণে রক্ষা করে কি? মহারাজ, কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও রক্ষা করে না। তাহা হইলে ভন্তে, পরিত্রাণ সর্বজন হিতকর নহে। মহারাজ, ভোজ্য-দ্রব্য সকলের জীবন রক্ষা করে কি? ভন্তে, কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও রক্ষা করে না। ইহার কারণ কি? কাহারও অতি ভোজনে বিসূচিকা ব্যাধিতে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মহারাজ, ভোজনে সকলের জীবন রক্ষা করে না বলিতে হইবে। ভন্তে, দুইটি কারণে ভোজনে জীবন নষ্ট হয়। অতিরিক্ত ভোজনে ও উষ্ণতা হ্রাস হইলে। ভন্তে, ভোজন আয়ুপ্রদ বটে, দুর্ব্যবহারে জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ, পরিত্রাণ কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও করে না। তিনটি কারণে পরিত্রাণ রক্ষা করিতে পারে না—কর্ম প্রবল থাকিলে, তৃষ্ণাবহুল হইলে ও শ্রদ্ধার সহিত না শুনিলে। মহারাজ, পরিত্রাণ সত্ত্বদিগকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু স্বীয়কৃত অন্যায় ব্যবহারে রক্ষা পাইতে পারে না। কেমন মহারাজ, মাতা সন্তানকে নিজের উদরে পোষণ করে, সর্বদা পুত্রের হিত সাধনে রত থাকে, অশুচি, ময়লা, শিকনি ফেলিয়া দিয়া উত্তম সুগন্ধি লেপন করিয়া থাকে। সে অন্য এক সময় অন্যের পুত্রকে আক্রোশ করিয়া যদি সে প্রহার করে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সভা স্থানে টানিয়া আনে ও স্বামীর নিকটে হাজির করে। যদি তাহার পুত্র অপরাধী হয়, প্রকৃত আইন লঙ্ঘন করিয়া থাকে, স্বামীর আদেশে কর্মচারীরা দণ্ড, মুদ্গরদ্বারা তাহাকে পিটিয়া থাকে। তখন কি তাহার মাতা পুত্রকে টানিয়া আনিয়া স্বামীর নিকট হাজির করিতে পারে? না ভন্তে। কি কারণে? নিজের অপরাধ হেতু। এই প্রকার মহারাজ, সত্ত্বগণের রক্ষণোপায়টি নিজের দোষে নিজেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সাধু ভন্তে নাগসেন।

বুদ্ধের লাভান্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলেন ভগবান চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন, ঔষধ যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন, পুনঃ দেখিতে পাই, ভগবান পঞ্চশাল ব্রাহ্মণ গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিয়া কিছুই পান নাই, যথাধৌতপাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যদি বলেন তিনি চীবারাদি লাভী, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ গ্রামে কিছুই পাইলেন

না, এই বচন মিথ্যা। ব্রাহ্মণ গ্রামে কিছুই পাইলেন না, অথচ বলিলেন তিনি লাভী, তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার প্রশ্ন দুইটি সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রামে যে পিণ্ড পাইতে পারেন নাই, তাহা পাপাত্মা মারের কারণে। তাহা হইলে ভন্তে, ভগবান যে গণনাতীতকল্প কুশল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা কি শেষ হইয়া গেল? অধুনা পাপাত্মা মার সেই কুশলবলটি হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিল। যদি ভন্তে, তাহাই হয়, এই কারণে দুইটি অপবাদ আসিয়া পড়ে। কুশল হইতে অকুশলটির জোর বেশী হইল। বুদ্ধবল হইতে মারবল বলবৎ হইল। কি কারণে বৃক্ষের স্কন্ধের চেয়ে আগাটি ভারী হইল। গুণ মহত্ত্বতা হইতে পাপগুণ বলবৎ হইল? না মহারাজ, কখনই কুশল হইতে অকুশল বলবৎ হইতে পারে না। বুদ্ধবল হইতে মারবলও বলবৎ হইতে পারে না; তবে এখানে একটি কারণ আছে। যেমন কোন পুরুষ রাজা চক্রবর্তীর জন্য মধু, মধুপিণ্ড বা অন্য কিছু উপহার রাজদ্বারে আনয়ন করিল, রাজার দ্বাররক্ষক তাহাকে বলিল–‘ওহে পুরুষ, এখন রাজদর্শনের সময় নহে। এখন তুমি সেই উপহার লইয়া শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর। তোমাকে রাজদণ্ড যেন পাইতে না হয়।’ তৎপর সেই পুরুষ দণ্ডভয়ে ভীত, উদ্বিগ্ন হইয়া উপহার লইয়া শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিল। মহারাজ, এখন কি আপনি বলিতে চান চক্রবর্তীরাজ এই উপহার না পাওয়ায় দ্বাররক্ষক হইতে দুর্বলতর? অন্য উপহার কি তিনি পাইবেন না? ভন্তে, দ্বাররক্ষক ইচ্ছা করিয়া উপহার ফিরাইয়া দেয় নাই। অন্য সময়ে শতসহস্রগুণ উপহার রাজার জন্য আসিয়া থাকিবে। এই প্রকার মহারাজ, পাপাত্মা মার ঈর্ষা করিয়া পঞ্চশালকবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিদিগকে অনুবেষ্টন করিয়াছিল। অথচ অনেক শতসহস্র দেবতা দিব্য অমৃতরস লইয়া আসিয়াছিলেন, আমরা ভগবানের শরীরে দিব্যরস প্রদান করিব এই ভাবিয়া করজোড়ে সকলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভন্তে, উত্তম পুরুষ ভগবানের চীবরাদি চারি বস্তু লাভ সুলভ হউক, তখন যথেষ্ট পিণ্ড লাভ করুন, দেব-মনুষ্যগণদ্বারা যাচিত হইয়া ভগবান চীবরাদি বস্তু পরিভোগ করেন সত্য, অপিচ মারের যাহা অভিপ্রায় তাহা ত তখন সিদ্ধ হইয়াছিল। যেহেতু সে ভগবানের ভোজনের অন্তরায় করিতে সমর্থ হইল। ভন্তে, আমার এই সংশয় দূর হইতেছে না। আমার বিমতি জাত হইয়াছে, আমি সংশয়ে ধাবিত হইয়াছি, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, যিনি এজগতে

অগ্র পুদ্গাল, শ্রেষ্ঠ কুশলসম্পন্ন, যাঁহার সমান কেহই নাই, এমন অনুপম মহৎ পুরুষ ভগবানের অধম, হীন, স্বল্পচেতা, অনার্য, পাপী, বিপন্ন মার লাভের অন্তরায় করিল।

মহারাজ, চারিটি অন্তরায়—অদর্শন, উদ্দেশ্য, সজ্জিত ও পরিভোগ অন্তরায়। কাহাকেও উদ্দেশ্য না করিয়া যদি কোন দানীয় বস্তু সজ্জিত হয়, আর কেহ ইহাতে অন্তরায় করে যে 'অপরকে দান দিয়া কি হইবে' ইহাকে অদর্শন অন্তরায় বলে। কোনও ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোজন সজ্জিত করা হয়, উহার যদি কেহ অন্তরায় করে, ইহাকে উদ্দেশ্য কৃতান্তরায় বলে। যেই কোন দ্রব্য সজ্জিত হইয়াছে, এখনও গৃহীত হয় নাই, উহাতে কেহ অন্তরায় করিলে, ইহাকে সজ্জিতান্তরায় বলে। পরিভোগ্য বস্তুতে কেহ অগুণ বর্ণনা করিয়া সন্দেহ উৎপাদনপূর্বক অন্তরায় করিলে ইহাকে পরিভোগান্তরায় বলে। মার পঞ্চশাল ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ গৃহপতিদিগকে যে অনুবেষ্টন করিয়াছিল, তাহা ভগবানের পরিভোগ্য, সজ্জিত ও উদ্দেশ্যকৃত বস্তুতে নহে। ভগবান তথায় না পৌঁছিতে, না দেখিয়াই অন্ত-রায় করিয়াছিল। তাহা একাকী ভগবানের জন্য নহে। সেইদিন ঐ গ্রামে কোন অতিথি ভিক্ষার্থীমাত্রেই ভোজন পাইতে পারে নাই।

মহারাজ, সদেব মার-ব্রহ্ম-শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমি এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে ভগবানের জন্য উদ্দেশ্যকৃত সজ্জিত পরিভোগের অন্তরায় করিতে পারে। যদি কেহ ঈর্ষা করিয়া উদ্দেশ্যকৃত সজ্জিত পরিভোগের অন্তরায় করে, তাহার মস্তক সপ্তভাগে সহস্রভাগে ফাটিয়া যাইবে। মহারাজ, বুদ্ধের এমন চারিটি গুণ আছে, কেহই তাঁহার আবরণ করিতে পারে না, সেই চারিটি কি? ভগবানের জন্য উদ্দেশ্যকৃত সজ্জিত বস্তুর উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে না, ভগবানের দেহের উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে না, ভগবানের সর্বজ্ঞতা লাভের উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে না, ও ভগবানের জীবনের উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে না। মহারাজ ভগবানের এই যে চারিটি গুণ উহা একরসভূত ও যাবতীয় উপদ্রব-বিহীন; স্পর্শ করিবার অসাধ্য। চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া মার পঞ্চশাল গ্রামের ব্রাহ্মণ গৃহপতিদিগকে আবেষ্টন করিয়াছিল। যেমন মহারাজ, রাজার প্রত্যন্ত দেশে কেহ না দেখে মত লুক্কায়মান চোরেরা পথে ডাকাতি করিয়া থাকে, যদি রাজা তাহাদিগকে দেখিতে পান, তাহারা কি

আর নিরাপদে থাকিতে পারিবে? না ভন্তে। বরং পরশুদ্বারা সপ্তভাগে বা সহস্রভাগে তাহাদিগকে বিভক্ত করিবে। এই প্রকার মার অদর্শন পথে লুকিয়া থাকিয়া পঞ্চশাল গ্রামের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে আবেষ্টন করিয়াছিল। যেমন কোন স্ত্রী স্বামী না দেখে মত গোপনে পর পুরুষ সেবন করে, এই প্রকার মারও গোপনে আবেষ্টন করিয়াছিল। যদি সেই স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে পর পুরুষ সেবন করে, তাহা হইলে তাহার কি আর কল্যাণ আছে? না ভন্তে। স্বামী তখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, বাঁধিয়া রাখিবে, নচেৎ দাসীপদে নিয়োগ করিবে। এই প্রকার মার গোপনে আবেষ্টন করিয়াছিল। ভগবানের জন্য উদ্দেশ্যকৃত বস্তুর উপর অন্তরায় করিলে মারের মাথা সপ্তভাগে বা সহস্রভাগে বিভক্ত হইত ও তুষের ন্যায় তাহার শরীর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িত। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অজ্ঞাত পাপ-পুণ্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–যে না জানিয়া প্রাণীহত্যা করে, সে বলবৎ অপুণ্য প্রসব করে। পুনরায় ভগবান বিনয় প্রজ্ঞাপ্তিতে এইরূপ বলিয়াছেন–"অনাপত্তি বা পাপ হইবে না।" ভন্তে, যদি না জানিয়া প্রাণীহত্যা করায় মহৎ অপুণ্য হয়, তাহা হইলে না জানিলে পাপ হইবে না যে বচন তাহা মিছা। আর যদি না জানিলে পাপ হইবে না এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে না জানিয়া প্রাণীহত্যা করিলে মহৎ পাপ হয়, এই যে বচন তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, এই দুই কথার একটু তাৎপর্য আছে। তাহা কেমন? এমন কতকগুলি পাপ আছে (সংজ্ঞা-বিমোক্ষ) যাহা ব্যতিক্রম সংজ্ঞার অভাবে হয়, এমন কতকগুলি পাপ আছে, সসংজ্ঞায় সম্পন্ন হয়। ভগবান পূর্বটিকে লক্ষ্য করিয়াই 'না জানিলে পাপ হয় না' বলিয়াছেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বুদ্ধের ভিক্ষুদের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'আনন্দ, তথাগতের চিত্তে এইরূপ ধারণা নাই 'আমি ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালনা করিব বা ভিক্ষু-সঙ্ঘ আমারই অনুগত থাকুক।' পুনরায় তিনি মেত্তেয় ভগবানের স্বভাবগুণ সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার সময়ে এইরূপ বলিয়াছেন–'তিনি অনেক শত-সহস্র ভিক্ষুসঙ্ঘ রক্ষা

করিবেন, যেমন আমি বর্তমানে বহুশত ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালনা করিতেছি।’ তাহা হইলে আমি ভিক্ষু-সঙ্ঘের নায়ক নহি, এই যে বচন তাহা মিথ্যা,। অথবা ‘আমি যেমন ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করি’ এই বচন মিথ্যা। মহারাজ, এই দুই বচন সত্য, কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে একটি অর্থ সাবশেষ ও একটি অর্থ নিরবশেষ। তথাগত পরিষদের অনুগমন করেন না, পরিষদই তথাগতের অনুগমন করে। বুদ্ধের ‘আমি, আমার’ বচনটি সম্মতি মাত্র। ইহা পরমার্থ বচন নহে। তথাগতের প্রেম, স্নেহ বিগত হইয়াছে। ‘আমার’ বলিয়া বুদ্ধের দৃঢ় গ্রহণ নাই। যাহা কিছু তাঁহার আশ্রয়ে আছে মাত্র। যেমন পৃথিবী ভূমিবাসী সত্ত্বগণের একটি প্রতিষ্ঠা। সত্ত্বগণ পৃথিবীতে স্থিত, কিন্তু মহাপৃথিবী ‘আমার সত্ত্ব বলিয়া’ ধারণা করে না, এই প্রকার তথাগত সমস্ত সত্ত্বদিগের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয়স্বরূপ। এই সত্ত্বগণ তথাগতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তথাগতের ‘আমার সত্ত্ব বলিয়া’ ধারণা নাই। যেমন মহামেঘ বর্ষণ করত তৃণ, বৃক্ষ, পশু ও মনুষ্যদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, ধর্ম সন্ততি অনুপালন করে ও সমস্ত সত্ত্ব বৃষ্টির আশ্রয়ে জীবন লাভ করে, তথাপি মহামেঘের ‘আমার দ্বারা সত্ত্ব জীবিত’, বলিয়া ধারণা নাই। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত সত্ত্বের কুশল ধর্ম উৎপাদন করেন ও অনুপালন করেন, অথচ সত্ত্বগণ বৃষ্টিবলেই জীবিত থাকে। সত্ত্বগণের প্রতি তথাগতের ‘আমার সত্ত্ব’ বলিয়া এমন কোন আসক্তি নাই। ইহার হেতু কি? তাঁহার আত্মদৃষ্টি নাই বলিয়া। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

তথাগতের অভেদ্য পরিষদ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–'তথাগতের পরিষদ অভেদ্য।' পুনরায় বলিয়া থাকেন–'দেবদত্ত একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া চলিয়া গেলেন।' ভগবানের পরিষদ কেহ ভাঙ্গিতে পারে না-এই বাক্য সত্য হইলে 'দেবদত্ত একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া গেলেন', এই যে বচন তাহা মিথ্যা। যদি বলেন দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া গেলেন, তবে তথাগত অভেদ্য পরিষদ এই যে বচন তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সত্যই তথাগত অভেদ্য পরিষদ, দেবদত্ত যে একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু নিলেন তাহাও সত্য। তাহা কিন্তু ভেদকের প্রভাবে। ভেদক বিদ্যমান থাকিলে, বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। ভেদক থাকিলে মাতা হইতে পুত্রও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুত্রও মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ পিতা-পুত্র, পুত্র-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, ভগ্নী-ভ্রাতা, বন্ধুর সহিত বন্ধু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বহু কাষ্ঠাবদ্ধ নৌকাও তরঙ্গবেগ-প্রহারে ভগ্ন হইয়া যায়। মধুর ফলপ্রদ বৃক্ষও বায়ুবেগে ভাঙ্গিয়া যায়। সোণা-রূপা-লোহাদ্বারা ভাঙ্গান যায়। অপিচ বিজ্ঞজনের এমন অভিপ্রায় নাই, বুদ্ধদিগের এইরূপ ধারণা নাই, পণ্ডিতদিগের এইরূপ ইচ্ছা নাই, তথাগতের পরিষদ ভাঙ্গিয়া যাউক। কিন্তু এখানে কারণ আছে। যে কারণে বলা হইয়া থাকে 'তথাগত অভেদ্য পরিষদ।' সেই কারণ কি? মহারাজ, তথাগতের দানের অভাবে, অপ্রিয় ব্যবহারে, অহিতাচরণে, অসমাচরণে বা অন্য কোন প্রকার আচরণে পরিষদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনিতে পাইবেন না। সেই কারণে বলা হয়, 'তথাগত অভেদ্য পরিষদ।' মহারাজ, আপনার কি এইরূপ জানা আছে, নবাঙ্গ বুদ্ধ বচনের কোন সূত্র মধ্যে বোধিসত্ত্বের এই ব্যবহারে তথাগতের পরিষদ ভিন্ন হইয়াছে? না ভন্তে, জগতে আমি এইরূপ দেখিও নাই, শুনিও নাই। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন–'হে বাশিষ্ট, জনমধ্যে ইহ-পার-লৌকিক ধর্মাচারণই শ্রেষ্ঠ।' পুনরায় দেখিতে পাই–গৃহী স্রোতাপন্ন উপাসক যিনি, তাঁহার অপায় পথ রুদ্ধ, তিনি সম্যকদৃষ্টি প্রাপ্ত, শাসন তাঁহার

বিজ্ঞাত, অথচ ভিক্ষু শ্রামণের পৃথকজন (মার্গ-ফলহীন শীলবান) হইলেও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হয় ও দেখিলে উঠিতে হয়। হয়ত স্রোতাপন্ন গৃহী পৃথকজন, ভিক্ষু-শ্রামণেরকে প্রণাম করিবে, এই যে বচন তাহা মিথ্যা, নচেৎ 'ইহ-পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ' এই বচন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার উভয় প্রশ্ন ঠিক, কিন্তু তাহার কারণ আছে। সেই কারণ কি? শ্রমণদিগের শ্রমণ করণীয় ধর্ম, বিশ প্রকার কারণে ও দুইটি চিহ্নহেতু শ্রমণ অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, সম্মানন ও পূজারযোগ্য। সেই বিশ প্রকার কারণ ও দুইটি চিহ্ন কি? তাঁহারা অরণ্য, বৃক্ষমূল, শূন্যাগার এই তিন শ্রেষ্ঠ ভূমিতে শয়ন করেন, সর্বাপেক্ষা অগ্রপুরুষ, সাধু নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, সদাচারসম্পন্ন, শান্ত-দান্ত বিহারী, সংযমী, ক্ষান্তিশীল, সুরত, শ্রেষ্ঠচর্যাপরায়ণ, শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাপোষণকারী, বিবেকসম্পন্ন, লজ্জাভয়শীল, বীর্যবান, অপ্রমাদী, শিক্ষাপদসমূহের পালি আবৃত্তি করিতে উৎসাহশীল, অর্থ জানিতে সমুৎসুক, শীলাদি পালনে তৎপর, তৃষ্ণালয়বিহীন, শিক্ষাপদ পরিপূর্ণকারী, কাষায় বস্ত্র ধারণকারী ও মুণ্ডিত মস্তক। ভিক্ষুগণ এই ধর্মনীতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, তাঁহারা অরহৎ ভূমিতে পদার্পণ করেন, ক্রমে অরহৎগুণ প্রাপ্ত হইবেন। সেই কারণে স্রোতাপন্ন উপাসকের পৃথকজন ভিক্ষুকে বন্দনাদি করা উচিত। গৃহী অরহৎ হইলেও মনে করিবেন, ভিক্ষু শ্রামণ্যগুণে মণ্ডিত, আমার সেই পদ লাভের সময় নাই, সেই কারণে বন্দনাদি করা উচিত। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শুনিতে পায়, আমার শুনিবার অধিকার নাই, ভিক্ষু অন্যকে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা দিতে পারেন, জিনশাসনের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন, আমি সেই সমস্ত পারিব না, অগণিত শিক্ষাপদ ভিক্ষু পালন করেন, আমি সেইরূপ পারিব না, শ্রমণ মার্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধন মানসে ভিক্ষু স্থিত আছেন, আমি সেই পদে স্থিত নহি, ভিক্ষু কেশ বিন্যাসে মণ্ডন বিভূষণে রত নহেন, আমি মণ্ডন বিভূষণে সর্বদা রত, অপিচ মহারাজ, এই বিশটি কারণ ও দুইটি চিহ্ন হেতু ভিক্ষুরা পরিপূর্ণ। এই ধর্মনীতি তাঁহারা ধারণ করেন অপরকে শিক্ষা দেন, সেই শাস্ত্র শিক্ষা দিবার ক্ষমতা মার্গলাভী উপাসকের নাই, সেই কারণে উপাসক স্রোতাপন্ন হইলেও পৃথকজন ভিক্ষুকে বন্দনা, সেবাদি করা উচিত।

যেমন মহারাজ, রাজকুমার পুরোহিতের নিকটে বিদ্যা শিক্ষা করে, ক্ষাত্রধর্ম শিক্ষা করে, সে অন্য সময়ে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আচার্যকে বন্দনাদি করে, কারণ সে মনে করে ইনি আমার শিক্ষক। এই প্রকার মহারাজ, ভিক্ষু লোক-শিক্ষক, শাসন বংশধর, সেই কারণে স্রোতাপন্ন উপাসকের পৃথকজন ভিক্ষুও পূজনীয়। মহারাজ, বিবিধ কারণে আপনি ধারণা করুন, ভিক্ষুভূমি মহৎ, অসম ও বিপুল। যেই দিন স্রোতাপন্ন উপাসক অরহত্ব ফল লাভ করেন, সেই দিনই তাঁহার দুইটি গতি অবলম্বন করিতে হয়, হয়ত সেই দিনই তাঁহাদের পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে, নচেৎ ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। মহারাজ, এই ভিক্ষুভূমি ও প্রব্রজ্যা অচলা, মহতী ও অত্যুৎন্নতা। ভন্তে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান না হইলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইত না।

তথাগতের সত্ত্বগণের প্রতি হিতাচরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–'তথাগত সত্ত্বগণের অহিত দূর করিয়া হিত সম্পাদন করেন।' পুনরায় বলেন–অগ্নিস্কন্ধ সূত্র দেশনা সময়ে ষাটজন ভিক্ষুর রক্ত বমি হইয়াছিল, এই কারণে আমি বলিতে চাই তিনি হিতের পরিবর্তে অহিত করিয়াছেন। যদি হিতার্থ ধর্মদেশনা করেন, এই যে রক্ত বমি তাহা মিছা, না হয় হিতার্থ ধর্ম দেশনা এইটি মিছা, ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সত্যই সর্বসত্ত্বের হিতার্থে তথাগত দেশনা করেন, আর এই যে ভিক্ষুদের রক্ত বমি, তাহা তথাগতের কৃতকার্য নহে। সেইটা তাহাদেরই কর্মের প্রভাবে। ভন্তে, বুদ্ধ যদি সেই সূত্র দেশনা না করিতেন, সত্যই তাঁহাদের রক্ত বমি হইত কি? না মহারাজ, তাহারা বাস্তবিক দুর্নীতি-পরায়ণ, তাই বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া তাহাদের পরিদাহ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পরিদাহ কারণে তাহাদের রক্ত বমি হয়। তাহা হইলে ভন্তে, তথাগতই সেই নষ্টের মূল। যেমন ভন্তে, একটি সাপ গর্তে প্রবেশ করিল, একজন লোক মাটি নিবার জন্য তথায় আসিয়া যতই মাটি লইতে লাগিল ততই গর্তটি মাটিতে পূর্ণ হইয়া গেল। কাজেই সাপ নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া গর্তে মরিয়া গেল। তাহা হইলে ভন্তে বলিতে হইবে, পুরুষের কৃত কর্মদ্বারা সাপটি মরিয়া গেল। হাঁ মহারাজ। এই প্রকার ভন্তে, তথাগতই

ভিক্ষুদের রক্ত বমির মূল। মহারাজ, তথাগত ধর্মদেশনা করিলেও তাহাদের প্রতি ক্রোধ চিত্ত পোষণ করিয়া করেন নাই। মৈত্রী চিত্তেই করিয়াছেন। এইভাবে ধর্মদেশনা করিলে, যাঁহারা সুনীতিপরায়ণ তাঁহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা-দুর্নীতিপরায়ণ তাহাদের পতন হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ, আম-জাম-মধুক ফলের গাছ ধরিয়া নাড়া দিলে, সেই গাছে যেই ফলগুলি সারযুক্ত, যেইগুলির বোঁটা শক্ত সেইগুলি থাকিয়া যায়, যেইগুলির বোঁটায় পঁচা ধরিয়াছে, সেইগুলি পড়িয়া যায়। এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধের দেশনায় ক্রোধ চিত্ত নাই, তাই সুশীলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, দুঃশীলের পতন হয়। যেমন মহারাজ, কৃষক ধান্য রোপণ করিবার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সেই কর্ষণের দরুন বহু লক্ষ তৃণ মরিয়া যায়, এই প্রকার তথাগত মৈত্রীচিত্তে ধর্মদেশনা করেন, তাহাতে সুশীলের উন্নতি হয়, দুঃশীল তৃণতুল্য মরিয়া যায়। যেমন মানুষ রসের জন্য ইক্ষু যন্ত্রে পেষণ করে, তখন যন্ত্রের মুখে যেই সব কৃমি থাকে, তাহারা পিষিয়া যায়। সেইরূপ তথাগত পরিপক্ক জ্ঞানদান মানসে সত্ত্বদিগকে জাগাইতে তিনি ধর্ম-যন্ত্র চালাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহারা দুঃশীল তাহারা কৃমির ন্যায় মরিয়া থাকে। ভন্তে, সেই ভিক্ষুরা ঐ ধর্মদেশনায় পতিত হইয়াছে নয় কি? মহারাজ, বৃক্ষ মসৃণকারী গাছটি রক্ষা করিয়া সোজাভাবে পরিশুদ্ধ করে কি? হাঁ ভন্তে, যাহা বর্জনীয়, তাহা ফেলিয়া গাছটাকে রক্ষা করিয়া পরিশুদ্ধ করে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত পরিষদের সকলকে রক্ষা করিতে গেলে জ্ঞানবানদিগকে জ্ঞান দিতে পারেন না, তাই যাহারা দুঃশীল তাহাদিগকে দূর করিয়া জ্ঞানবানদিগকে জ্ঞানদান করেন। যাহারা দুঃশীল তাহাদের নিজের কর্ম প্রভাবেই পতন হইবে। যেমন মহারাজ, কদলী, বাঁশ ও অশ্বতরীর মধ্যে ফল উৎপন্ন হইলে নিজের ফল প্রভাবে তাহারা নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার দুঃশীলদেরও পতন হইয়া থাকে। যেমন চোরেরা নিজের কুকার্য গুণে নিজের চক্ষু উৎপাটন করে, নিজকে শূলে দেয় ও শিরচ্ছেদ দুঃখ পাইয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ দুঃশীলতা প্রভাবে জিন শাসন হইতে দুঃশীলদের পতন হইয়া থাকে। যেই ষাটজন ভিক্ষুর রক্ত বমি হইয়াছে, তাহা ভগবানের দ্বারাও নহে, অপরের দ্বারাও নহে, কেবল নিজেরই কর্মের দোষে। যেমন কোন পুরুষ জন-সঙ্ঘকে অমৃত দান করিল। বহু লোক সেই অমৃত ভোজন করিয়া নীরোগত্ব প্রাপ্ত হইল, দীর্ঘায়ু লাভ করিল ও সমস্ত

বিঘ্ন মুক্ত হইল। অন্য এক পুরুষ সেই অমৃত অন্যায়ভাবে ভোজন করিয়া মরিয়া গেল। মহারাজ, আপনি কি সেই অমৃতদানকারী অপুণ্য প্রাপ্ত হইল বলিবেন? না ভন্তে, এই প্রকার ভগবান দশ সহস্র লোক মণ্ডলে দেবমনুষ্যগণকে দান দিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা পুণ্যবান তাঁহারা ধর্মামৃত প্রভাবে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, আর যাহারা হীনপুণ্য তাহারা ধ্বংস হইয়া থাকে। মহারাজ, ভোজন সত্ত্বগণের জীবন রক্ষা করে, তাহাও কেহ কেহ ভোগ করিয়া বিসূচিকা রোগে মরে, তাহাতে কি ভোজনদাতার অপুণ্য হইবে? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত অযুত লোকমণ্ডলে দেব-মনুষ্যদিগকে ধর্মামৃত দান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যেই জীবগণ উন্নত, তাঁহারা ধর্মামৃত লাভ করিয়া থাকেন, আর যাহারা অনুন্নত, তাহাদের ধর্মামৃত প্রভাবে ধ্বংস ও পতন হয়। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বস্ত্র-গোপন নিদর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

‘কায়ের সংযম সাধু, তথা বাক্যের সংযম,
মনের সংযম সাধু, সাধু সর্বত্র সংযম।’

পুনরায় দেখিতে পাই–‘ভগবান চারিপরিষদের মধ্যে বসিয়া দেব-মানবের সম্মুখে শেল ব্রাহ্মণকে নিজের উপস্থ দেখাইয়া ছিলেন। ভন্তে, যদি ভগবান কায়িক সংযম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, উপস্থ দেখানটা মিছা, নচেৎ উপস্থ দেখাইয়া কায় সংযমের যে ব্যাখ্যা তাহা মিছা, ইহার মীমাংসা করুন।

সত্যই মহারাজ, ভগবান উপস্থ দেখাইয়াছেন। তাহা কিন্তু বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণের প্রতি যে সন্দিহান, তাহারই জ্ঞাতার্থ তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে তত্তুল্য দেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ঋদ্ধি নির্মিত কায়ে উপস্থ দেখাইয়াছেন মাত্র। ইহা কি ভন্তে, বিশ্বাসযোগ্য, এত বড় পরিষদের মধ্যে শেল ব্রাহ্মণ একাকীই উপস্থ দেখিলেন, আর কেহই দেখিতে পাইল না। তাহার বিশেষ কারণ আপনি আমাকে প্রদর্শন করুন। মহারাজ, আপনি কি এমন কোন ব্যাধিত পুরুষ দেখিয়াছেন, জ্ঞাতি, মিত্র তাহাকে জড়াইয়া রহিয়াছে? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে কি মহারাজ, সেই রোগী যেই বেদনাদ্বারা দুঃখ পাইতেছে, সেই বেদনা পরিষদবর্গ দেখে কি? না ভন্তে। সেই পুরুষ কেবল

নিজেই উহা অনুভব করিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগতের প্রতি যাহার সন্দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহাকেই তথাগত ঋদ্ধি প্রভাবে তত্তুল্য কায় দেখাইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিই ঋদ্ধিবল দেখিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষকে ভূতে ধরিলে, পরিষদেরা দেখে কি ভূত তাহার নিকট আসিতেছে? না ভন্তে। যে আতুর সেই ব্যক্তি ভূতকে দেখিতে পায়। এই প্রকার বুদ্ধের প্রতি যাহার সন্দেহ হয় সেই ব্যক্তিই দেখিতে পায়। ভন্তে, বাস্তবিক বড়ই দুষ্কর যে, একজনকেও যাহা দেখাইবার নহে, ভগবান তাহাই দেখাইলেন। মহারাজ, ভগবান সেই গুহ্য চিহ্ন দেখান নাই, ঋদ্ধি প্রভাবে ছায়া মাত্র দেখাইয়াছেন। ভন্তে, ছায়া দেখাইলেও ত সেই গুহ্য চিহ্ন দেখান হইল, যাহা দেখিয়া শেল ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহ হইলেন। মহারাজ, ভগবান এমন যে দুষ্কর কার্য করিয়া থাকেন, তাহা জ্ঞানপিপাসু সত্ত্বদিগকে জ্ঞান প্রদানের জন্য। যদি ভগবান কোন ক্রিয়া লঘু করেন, জ্ঞান পিপাসু সত্ত্বগণ তাহা বুঝিয়া নিতে পারে না। যেহেতু তথাগত মহাযোগী; জ্ঞান পিপাসুদিগকে জ্ঞান দান করিতে যেই যেই যোগের অনুষ্ঠান আবশ্যক, সেই সেই যোগাবলম্বনে জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। যেমন শল্য চিকিৎসক যেই যেই ঔষধে রোগী আরোগ্য হয়, সেই সেই ঔষধ লইয়া রোগীর নিকট উপস্থিত হয়। বমনের দরকার হইলে বমন করায়; বিরেচনের দরকার হইলে বিরেচন করায়; অনুলেপের দরকার হইলে অনুলেপ দেওয়ায়; পটি বাঁধিবার দরকার হইলে পটি বন্ধন করাইয়া থাকে। এই প্রকার তথাগত সত্ত্বগণের জ্ঞান লাভার্থ যেই যেই যোগানুষ্ঠান দরকার, সেই সেই যোগবলে জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, কোন স্ত্রীর সন্তান প্রসব না হইলে বৈদ্যকে অদর্শনীয় গোপনীয় স্থান দেখাইয়া থাকে, এই প্রকার যোগীজনের হিতের জন্য ভগবান যাহা না দেখাইবার তাহাও ঋদ্ধিবলে দেখাইয়া থাকেন। মহারাজ, যদি তেমন লোক পাওয়া যায়, না দেখাইবার কিছুই নাই, যদি কেহ বুদ্ধের হৃদয় দেখিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহাকেও ভগবান যোগবলে হৃদয় দেখাইয়া থাকেন। ভগবান যোগীশ্রেষ্ঠ ও সুদক্ষ ধর্ম-বক্তা। মহারাজ, ভগবান স্থবির নন্দের জনপদ কল্যাণির প্রতি আসক্তি দেখিয়া তাঁহাকে দেবভবনে লইয়া গেলেন এবং তথায় দেবকন্যা দেখাইলেন। কারণ তিনি জানেন যে, নন্দ এই উপায়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে, বাস্তবিক নন্দ ও অপ্সরা দর্শনে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ, তথাগত বিবিধ কারণে, দুর্নিমিত্তকে নিষ্পীড়ন, নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকেন, অথচ নন্দের জ্ঞানলাভার্থ কপোত চরণা অপ্সরাগণ দেখাইলেন। এই কারণে তথাগতের যোগবলও দেশনা কুশলতা অচিন্তনীয়। পুনরায় চুলপন্থক স্থবিরকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাপন্থক বিহার হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, সে দুঃখিত চিত্তে গমনকালে বুদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র মর্দনার্থ দিয়াছিলেন, কারণ তথাগত দেখিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইবে। বাস্তবিক বুদ্ধের সেই নীতি অবলম্বনে তিনি অরহত্ব ফল লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ, একদা মোঘরাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে তিনবার প্রশ্ন করিলেন, তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। কারণ মোঘরাজের মান বেশী, তাহার মান-রোগ উপশম হইলে ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে, বাস্তবিক বুদ্ধের নিরুত্তরেই তাহার মান উপশান্ত হইল। সেই মান উপশমেই তাহার ষড়াভিজ্ঞা লাভ হইল। এই কারণে তথাগত যোগীশ্রেষ্ঠ ও সুদক্ষ ধর্মদেশক। সাধু ভন্তে নাগসেন।

অপরুষবাদী তথাগত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র স্থবির বলিয়াছেন–"আবুসো, তথাগতের বাক্যালাপ পরিশুদ্ধ, তাঁহার বাক্য দুশ্চরিত নাই। এমন কি অপরে আমার ইহা জ্ঞাত না হউক, তেমন দোষও তাঁহার গোপন করিবার নাই।" পুনরায় দেখিতে পাই–'যখন কলন্দকপুত্র সুদিন্ন স্থবির দূষণীয় কার্য করিবেন, সেই দোষ কীর্তন সময়ে তিনি 'মোঘপুরুষ' বলিয়া পরুষ বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।' সেই পরুষ বাক্য ব্যবহারে সুদিন্ন স্থবির অতিশয় ভীত হইলেন। এমন কি আর্যমার্গও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি বুদ্ধের বাক্য পরিশুদ্ধ বলেন, সুদিন্নের প্রতি এই যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ইহা মিছা, নচেৎ 'তথাগতের বাক্য সুচরিত আছে,' এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবানের বাক্য পরিশুদ্ধ, তিনি যে সুদিন্নকে "মোঘপুরুষ' ডাকিয়াছেন, তাহা দূষিত চিত্তেও নহে, হিংসা করিয়াও নহে। তাহার যথার্থ লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছেন। সেই যথার্থ লক্ষণ কি? মহারাজ, যেই ব্যক্তির এই জন্মে চারি সত্য-জ্ঞান না হয়, তাহাকে 'মোঘপুষুষ' বলে। কারণ একটি করিতে বলিলে আর একটি করে বলিয়া। ভগবান সুদিন্নের উচিত

দোষ দেখিয়া উচিত বাক্য বলিয়াছেন, অভূত বাক্য বলেন নাই। ভন্তে, আমরা স্বভাবতঃ যে আক্রোশ বাক্য বলে, তাহার এক কার্ষাপণ দণ্ড করিয়া থাকি। কারণ কোন বিষয়ে সে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আক্রোশ বাক্য বলিয়াছে। মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন, আইন লঙ্ঘনকারীকে কেহ অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, সৎকার বা উপহার প্রদান করে? না ভন্তে, বরঞ্চ সে যে কোন বিষয় লঙ্ঘন করিলে উপহাসের যোগ্য হয়, তর্জন গর্জন লাভ করিয়া থাকে, তাঁহার শিরঃচ্ছেদ করিয়া থাকে, তাহাকে জেল দিয়া থাকে। তাহা হইলে মহারাজ, ভগবান উচিত কার্যই করিয়াছেন, অনুচিত কার্য করেন নাই। ভন্তে, কার্য করিলেও উপযুক্তভাবে করা উচিত। উপযুক্তভাবে কোন বিষয় শুনা উচিত। বুদ্ধকে সদেব লোক লজ্জাভয় করিয়া থাকে, পুনঃপুন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া থাকে। অপিচ মহারাজ, কোন রোগীর উদরাময় দিবসে শরীরে দোষ বৃদ্ধি হইলে চিকিৎসক তাহাকে স্নেহ ভৈষজ্য প্রদান করে কি? না ভন্তে, বরঞ্চ তাহার নীরোগ ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ ভৈষজ্য দিয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত ক্লেশ ব্যাধির উপশমার্থ অনুশাসনরূপ ভৈষজ্য দিয়া থাকেন। তথাগতের বাক্য পরুষ হইলেও ইহাদ্বারা সত্ত্বদিগকে স্নিগ্ধ ও মৃদু করিয়া থাকেন। যেমন জল উষ্ণ হইলেও কোন বস্তুকে স্নিগ্ধ-মৃদু করিয়া থাকে। এই প্রকার তথাগতের পরুষ কথাও অর্থবতী এবং করুণামাখা। যেমন পিতার বচন পুত্রের পক্ষে অর্থযুক্ত ও করুণাপ্রদ। তথাগতের বাক্য ও তদ্রূপ। তথাগতের পরুষ বাক্যে সত্ত্বদিগের ক্লেশ ধ্বংস হয়। গোমূত্র দুর্গন্ধ হইলেও, বিরস পানীয় হইলেও অগদপায়ী সত্ত্বদিগের ব্যাধি বিধ্বংস করিয়া থাকে। তথাগতের কথাও তদ্রূপ অর্থবতী ও করুণামাখা। যেমন বৃহৎ তুলাখণ্ড কাহারও শরীরে পতিত হইলে বেদনা অনুভব করে না, এইরূপ তথাগতের পরুষ বাক্যে কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে না। সাধু ভন্তে নাগসেন।

বৃক্ষসমূহের অচেতন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

'নাহি জানে নাহি শুনে হেন অচেতন
পলাশে জানিয়া কেন জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণ!
তুমি দৃঢ়বীর্য আর সদা অপ্রমত্ত,
জিজ্ঞাসিছ কি কারণে সুখ-শয্যা তরে।'

পুনরায় বলিয়াছেন:-'ফন্দন বৃক্ষ তখন বলিল–ভারদ্বাজ, আমারও একটি কথা আছে, শ্রবণ কর।' ভন্তে, যদি বৃক্ষ অচেতন হয়, ভারদ্বাজের সঙ্গে যে আলাপ করিল তাহা মিথ্যা, নচেৎ বৃক্ষ অচেতন এই কথা মিথ্যা।

মহারাজ, সত্যই বলিয়াছেন, কিন্তু বৃক্ষের যে আলাপ, তাহা লোক ব্যবহার স্বরূপ বলা হইয়াছে। বৃক্ষে অচেতন, সে কখনও আলাপ করিতে পারে না। অপিচ সেই বৃক্ষে যেই দেবতা ছিল, সে এই আলাপ করিয়াছিল, কেবল নাম হইয়াছে বৃক্ষ আলাপ করিয়াছে। যেমন মহারাজ, ধান্য পূর্ণ গাড়ীকে ধানের গাড়ী বলিয়া লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। অথচ গাড়ীখানি কাঠের তৈয়ারী, কিন্তু গাড়ীতে ধান্য আছে, তাই ধানের গাড়ী বলিয়া লোকেরা বলিয়া থাকে। এই প্রকার আলাপ করিয়াছে দেবতা, নাম হইয়াছে বৃক্ষের। যেমন লোকেরা দধি মন্থন করিতেছে, অথচ বলিয়া থাকে ঘোল মন্থন করিতেছি। আসলে ঘোল মন্থন করে না, দধিই মন্থন করে। যেমন অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের ন্যায়, অসিদ্ধকে সিদ্ধের ন্যায় লোকেরা ব্যবহার করে, সেইরূপ দেবতার আলাপকে বৃক্ষের আলাপ বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

পিণ্ডদ্বয়ের মহাফল প্রশ্ন-মীমাংসা

সঙ্গীতিকারক স্থবিরগণ বলিয়াছেন :-

'বেণে-সুত চুন্দ-অন্ন খাইয়া শুনিয়াছি আমি–
রোগাক্রান্ত হন বুদ্ধ, প্রগাঢ় মরণগামী।

পুনরায় ভগবান বলিয়াছেন :-'আনন্দ, দুইট পিণ্ডদান সমান সমান ফল দিবে এবং অপরাপর পিণ্ডদানাপেক্ষা অতিশয় ফলপ্রদ।' সেই দুইটি কি? সুজাতার যেই পিণ্ড ভোজন করিয়া তথাগত বুদ্ধ হইলেন, আর চুন্দের যেই

পিণ্ড ভোজন করিয়া তথাগত কুশীনগরে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিলেন।

ভন্তে, তথাগত চুন্দের পিণ্ড ভোজন করিয়া মৃত্যু সমতুল্য ব্যাধি প্রাপ্ত হইলেন, অথচ বলিলেন-এই পিণ্ডদান অপরাপর পিণ্ডদানাপেক্ষা মহাফলপ্রদ, এই যে বচন তাহা মিছা। মহারাজ, যেই পিণ্ড বিষতুল্য ফল দিল, রোগ উৎপাদন করিল, আয়ু বিনাশ করিল, জীবনপাত করিল, কি প্রকারে তাহা মহাফলপ্রদ হইতে পারে? সেই কারণ আমাকে খুলিয়া বলুন। যাহাতে অপর ব্যক্তিরা দোষারোপ করিতে না পারে। হয়ত লোকেরা এইবিষয়ে বলিতে পারে, লোভের বশবর্তী হইয়া বহু ভোজনে রক্তাতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার প্রশ্ন সত্য, কিন্তু সেইদিন বুদ্ধের শেষ আহার, তাই দেবগণ এই পিণ্ডদান মহাফলদায়ক ভাবিয়া প্রসন্নমনে দিব্যরসসম্পন্ন 'সূকর মদ্দব' ওলের সূপ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সূপ সুপক্ক, সুরস, মনোজ্ঞ, জঠরাগ্নির উদ্দীপ্তকর। মহারাজ, সেই পিণ্ডের দরুন যে ভগবানের অনুৎপন্ন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে এমন নহে। তখন ভগবানের শরীর স্বভাবতঃ দুর্বল হইয়াছিল। সেই ক্ষীণ শরীরে আয়ু সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাই রোগটি অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যেমন মহারাজ, স্বভাবতঃ যেই আগুনটি জ্বলিয়া থাকে, যদি তাহাতে ঘৃত, কেরোসিনাদি কোন উপাদান দেওয়া হয়, উহা অতিশয় জ্বলিয়া থাকে। এই প্রকার ভগবানের দুর্বল শরীরে রোগটি খুব প্রবল হইয়াছিল। অপরিপাকের দরুন পেটের ব্যারাম (অসুখ) হইলে, যদি এমতাবস্থায় আরও অপরিপক্ক দ্রব্য খাওয়া যায়-তাহা হইলে অধিকভাবে আম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগাবানেরও এইরূপ হইয়াছিল। সেই পিণ্ডদানের কোন দোষ নাই। দানের প্রতি দোষ উৎপাদনের ক্ষমতা চুন্দের নাই।

ভন্তে, সেই দুইটি পিণ্ডদান সমফলদায়ক কিরূপে হইল? বুদ্ধের 'ধর্মানুমর্দন সমাপত্তিবলে' মহারাজ। ভন্তে, উহা কি প্রকার? নয়টি আনুপূর্বিক বিহার সমাপত্তির অনুলোম প্রতিলোমভাবে সাধনাদ্বারা পিণ্ডদান দুইটির মহাফল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভন্তে, বুদ্ধত্ব লাভ দিবসে ও পরিনির্বাণ দিবসে নয়টি সম্পত্তিকে অনুলোম প্রতিলোমভাবে সাধন করিয়াছিলেন কি? হাঁ মহারাজ। ভন্তে, নাগসেন ইহা অতিশয় আশ্চর্য ও অতিশয় অদ্ভুত। এই

যে বুদ্ধক্ষেত্রে পসেনদিকোশলের অসদৃশ পরমদান, তাহাও এই দুই পিণ্ডদানের মধ্যে গণনীয় নহে। এই নববিধ সমাপত্তি বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত। এই সমাপত্তি প্রভাবেই উভয় দান ফলই অতিশয় ফলপ্রদ হইয়াছিল। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বুদ্ধ-পূজা অনুজ্ঞাত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজার প্রতি নির্লিপ্ত হও।' পুনরায় বলিয়াছেন–'পূজনীয় মহাপুরুষের ধাতু পূজা কর, এইরূপ করিলে স্বর্গগামী হইবে।' ভন্তে, তথাগতের শরীর পূজায় নির্লিপ্ত হইতে বলিয়া আবার যে 'ধাতু পূজায় স্বর্গে যাইবে' এই যে বচন তাহা মিছা। নচেৎ 'শরীর পূজায় নির্লিপ্ত হও' এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবানের উক্ত দুই বাক্যের মধ্যে সমস্ত জিনপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন–'তথাগতের শরীর পূজায় তোমরা নির্লিপ্ত হও।' মহারাজ, জিনপুত্রগণের পক্ষে শরীর পূজা মহৎ কর্ম নহে। সংস্কার সংমর্ষণ, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, স্মৃতি প্রস্থান দর্শন, আরম্মণসার গ্রহণ, ক্লেশের সহিত যুদ্ধ সাধন ও নির্বাণ লাভার্থ ধ্যানানুষ্ঠান কর্মই জিনপুত্রগণের পক্ষে করণীয়। অপরাপর দেব-মনুষ্যগণের পক্ষে পূজা সৎকার করাই করণীয়। যেমন মহারাজ, এই জগতে রাজপুত্রগণের পক্ষে হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু, অসি, মুদ্রা, শিক্ষা, ক্ষাত্রমন্ত্র, শ্রুতি, সম্মুতি, যুদ্ধ ক্রিয়াদি করণীয়। অপরাপর বৈশ্য, শূদ্রগণের পক্ষে কৃষি, বাণিজ্য, গোপালনাদি করণীয়। এই প্রকার জিনপুত্রদিগের পূজা করা অপেক্ষা ধ্যান সাধনা করাই করণীয়। দেব-মনুষ্যগণের পক্ষে পূজা সৎকার করাই করণীয়।

যেমন মহারাজ, ব্রাহ্মণ মানবদিগের ঋক্, যজু, সাম, অথর্ববেদ, লক্ষণ, ইতিহাস, পুরাণ, নিঘণ্ডু, কেটুভ, অক্ষর প্রভেদ, পদ, ব্যাকরণ, ভাষামার্গ, উৎপাদ, স্বপ্ন, নিমিত্ত, ষড়াঙ্গ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, শুক্র-রাহু চরিত, উলুগ্রহ, যুদ্ধ, মেঘগর্জনস্বর, অবক্রান্তি, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দিকদাহ, ভূগোল, জ্যোতিষ, লোকায়ত শাস্ত্র, শ্বচক্র, মৃগচক্র, অন্তরচক্র, মিত্রোৎপাদ, পক্ষীশব্দ শিক্ষা করিতে হয়,। অপরাপর বহু বৈশ্য, শূদ্রের কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন শিক্ষা করিতে হয়। ভগবান এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ও

অপরাপরলোকদিগকে ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাই মহারাজ, ভগবান ভিক্ষুদিগকে স্বীয় কর্মে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিয়া শরীর পূজায় নির্লিপ্ত থাক বলিয়াছেন। যদি মহারাজ, বুদ্ধ এই উপদেশ না দিতেন, ভিক্ষুরা নিজের পাত্র-চীবর দিয়াও বুদ্ধ পূজা করিতেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বুদ্ধপদে কাঁকর পতন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–'ভগবানের গমনকালীন অচেতন উচ্চ ভূমি নীচ হয়, নীচ ভূমি উচ্চ হয়।' পুনরায় বলিয়া থাকেন–'ভগবানের পদ কাঁকরদ্বারা ক্ষত হইয়াছিল।' সেই কাঁকর ভগবানের পদে পড়িয়াছিল, কি কারণে তাহা পদপ্রান্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ভন্তে, ভগবানের গমনকালীন ভূমি উচ্চ-নীচ হয়, অথচ শর্করাহত হইলেন এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ মাটি উচ্চ-নীচ হয় তাহা মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার উক্ত প্রশ্ন সত্য। যেই শর্করা বুদ্ধের পদে পড়িয়াছিল, তাহা স্বভাবতঃ পড়ে নাই, দেবদত্তের প্রচেষ্টাদ্বারা পড়িয়াছিল। দেবদত্ত বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভগবানকে হিংসা করিয়া আসিতেছে, সে শত্রুতা সাধন মানসে কূটাগার প্রমাণ বৃহৎ পাষাণ খণ্ড ভগবানের উপর ফেলিয়াছিল। তখনই দুইটি শৈল পৃথিবী হইতে উঠিয়া ঐ পাষাণখণ্ড ধরিয়া রাখে। দুইটি পাষাণের পরস্পর সংঘর্ষণে শর্করা উঠিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় একখণ্ড শর্করা বুদ্ধের পদে পড়িয়াছিল। তাহা হইলে ভন্তে, দুই শৈল যেমন পাষাণটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তেমন শর্করাও ধরিয়া রাখা উচিত ছিল। মহারাজ, ধরিয়া রাখিলেও কিছু না কিছু পড়িবেই, কারণ যাহা নষ্ট হইবার তাহা স্বভাবতঃ হইবেই। যেমন জল হস্তদ্বারা গৃহীত হইলে অঙ্গুলির ফাঁকদিয়া পড়িবেই। ক্ষীর, তক্র, মধু, ঘৃত, তৈল, মৎস্যরস, মাংসরস, হস্তদ্বারা গৃহীত হইলে তদ্রূপ পড়িবে। সেইরূপ দুই শৈলের ভিতর দিয়া শর্করা বিক্ষিপ্ত হইবেই। যেমন বালুকা হস্তপুটে লইলে অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়, যেমন কেহ কেহ মুখে গ্রাস দিলে মুখ হইতে ভাত পড়িয়া যায়, সেইরূপ শর্করাও পড়িবেই। ভন্তে, তাহাই হউক, শৈলদ্বয় পাষাণ ধরিয়া রাখুক, কিন্তু শর্করা ত ভগবানকে গৌরব করিতে পারিত, যেমন ভূমি উচ্চ-নীচ হইয়া গৌরব করিয়া থাকে।

মহারাজ, দ্বাদশটি কারণে গৌরব রক্ষিত হয় না। তাহা কি? কামাসক্ত কামদ্বারা, হিংসুক হিংসাদ্বারা, মোহান্ধ মোহদ্বারা, উদ্ধত মানদ্বারা, নির্গুণী বিশিষ্ট গুণের অভাবদ্বারা, অতি কঠিন নিষিদ্ধ গুণের অভাবদ্বারা, হীন হীন স্বভাবদ্বারা, মুখর প্রতিষ্ঠালাভের অভাবদ্বারা, পাপী কদর্য স্বভাবদ্বারা, দুঃখদায়ী দুঃখের প্রতিদানদ্বারা, লোভী লোভদ্বারা, সঞ্চয়ী অর্থ সাধনদ্বারা, গৌরব রক্ষা করিতে পারে না। সেই শর্করা পরস্পর আঘাতের জোরে ভাঙ্গিয়া অনিমিত্তভাবে যেদিকে সেদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই সময় বুদ্ধের পদে আসিয়া এক টুকরা পড়িয়াছিল। যেমন ধূলা বায়ু বেগে যথায় তথায় উড়িয়া যায়, সেইরূপ শর্করাও উড়িয়া গিয়াছিল। যদি সেই শর্করা পাষাণ হইতে পৃথক না হইত, তাহা হইলে শৈলদ্বয় সেই পাষাণকে নিশ্চয় ধরিয়া রাখিত। এই শর্করা ভূমি হইতেও উঠে নাই, আকাশ হইতেও পড়ে নাই। পরস্পরের আঘাতেই স্বভাবতঃ উঠিয়া অনিমিত্তভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তখনই ভগবানের পদে পড়িয়াছে। যেমন ঘূর্ণিবায়ুর প্রহারে পুরাতন পত্র এদিক সেদিক উড়িয়া যায়। সেইরূপ শর্করাও ভগবানের পদে অনির্দিষ্টভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ শ্রমণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :- 'আসবসমূহের ক্ষয় করিয়া শ্রমণ হয়। পুনরায় বলিয়াছেন :-'চারিটি ধর্মে যেই নর অবস্থিত, জগতে তিনিও শ্রমণ নামে কথিত হন।' যথাঃ ক্ষান্তি, অল্পাহার, রতিত্যাগ ও আকিঞ্চন্য। এই চারিটি গুণ, যিনি ক্ষীণাসব নহেন, ক্লেশপরায়ণ, তাঁহার নিকটই থাকে। ভন্তে, যদি আসব ক্ষয়ে শ্রমণ হয়, তবে 'চারিটি গুণেও শ্রমণ হয়' এই যে বচন তাহা মিথ্যা, নচেৎ 'আসব ক্ষয়ে শ্রমণ হয়' এইটি মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহরাজ, আপনার প্রশ্নদ্বয়ে পুদ্গলসমূহের গুণভেদই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ক্লেশ উপশমের জন্য যত্নশীল, তাঁহাদের সকলকেই শ্রমণ বলে, ক্ষীণাসব তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান শ্রমণ। যেমন জলজ স্থলজ পুষ্পসমূহের মধ্যে বেল-ফুল সর্বাপেক্ষা প্রধান। অপর পুষ্পগুলি পুষ্প মধ্যে পরিগণিত বটে, কিন্তু বেল-ফুলই জনপ্রিয়। এইরূপ ক্লেশ শাম্য করে বলিয়া শ্রমণ, অরহৎ কিন্তু প্রধান শ্রমণ। যেমন যাবতীয় ধান্যের মধ্যে শালি ধান্যই

প্রধান, অপরাপর ধান্যগুলি ভোজনের ও জীবনধারণেরই উপযোগী বটে, তথাপি শালিই প্রধান, তদ্রূপ সাধারণ শ্রমণের চেয়ে অরহতই প্রধান। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

গুণ প্রকাশ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-'হে ভিক্ষুগণ, যদি আমার কিংবা ধর্ম ও সঙ্ঘের গুণ কেহ প্রকাশ করে, তৎপ্রতি তোমাদের আনন্দ, সৌমনস্য ও চিত্তের উদ্বেলতা প্রকাশ করা অনুচিত।' পুনরায় বলিয়াছেন :- যখন 'শেল ব্রাহ্মণ বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করিলেন, তখন তথাগত অতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বকীয় গুণটি জোরে কীর্তন করিলেন–

অনুত্তর ধর্মরাজ হই আমি হে শেল ব্রাহ্মণ,
ধর্মতঃ চালাই চক্র প্রতিরোধ হয় না কখন।

ভন্তে, ভগবান ভিক্ষুদিগকে আনন্দ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নিজে যে ধর্মরাজ নামের পরিচয় দিলেন, তাহা মিথ্যা, নচেৎ ভিক্ষুদিগকে যে নিষেধ করিলেন তাহা মিথ্যা।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে ভগবান প্রথমতঃ ধর্মের স্বভাব সরস লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা খাঁটি সত্য তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাই ভিক্ষুদিগকে আনন্দ প্রকাশে বাধা দিয়াছেন। আর বুদ্ধ যে শেল ব্রাহ্মণকে অনুত্তর ধর্মরাজ বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা লাভ-যশ-পক্ষহেতু বা শিষ্যলাভের ইচ্ছায় নহে। কেবল তাহার প্রতি দয়া করিয়াই বলিয়াছেন। কারণ এই প্রকার বর্ণনা করিলে সেও তাহার তিনশত শিষ্য ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অহিংসা-নিগ্রহ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-'অহিংসাবলে ইহ-পরলোকে প্রিয় পাত্র হইতে পারিবে।' পুনরায় বলিয়াছেন :- যাহা নিগ্রহ করিবার তাহা নিগ্রহ করিবে, যাহা প্রগ্রহ করিবার তাহা প্রগ্রহ করিবে। ভন্তে, নিগ্রহ বলিলে হস্ত-পদচ্ছেদ, বধ-বন্ধন, জেল-প্রহার ও দেহের বিরুদ্ধাচরণ বুঝায়। ভগবানের পক্ষে এই ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহার ইহা বলাও উচিত নহে। যদি তিনি বলেন–'অহিংসা করিয়া পরলোকে প্রিয় পাত্র হইবে।' তাহা হইলে

নিগ্রহ প্রগ্রহ করিতে যে বলিয়াছেন, তাহা মিছা, নচেৎ ‘অহিংসায় পরলোকে আদর পাইবে’ ইহা মিছা। এখন ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে সমস্ত তথাগতের ইহাই অনুমত, ইহাই অনুশাসন, ইহাই ধর্মদেশনা। ধর্মমাত্রেই অহিংসা লক্ষণ। এবং ইহা স্বাভাবিক বচন। এই যে তথাগত নিগ্রহ প্রগ্রহের কথা বলিয়াছেন, ইহা ভাষা। মহারাজ উদ্ধত চিত্তকে নিগ্রহ করিবে, লীন বা সঙ্কীর্ণ চিত্তকে প্রগ্রহ করিবে, অকুশল, প্রমাদ মিথ্যা ব্যবহার, অনার্য আচরণ ও চোরকে নিগ্রহ করিবে। কুশল, অপ্রমাদ, সম্যক ব্যবহার, আর্য আচরণ ও অচোরকে প্রগ্রহ করিবে। ভন্তে, তাহাই হউক। এখন আপনি আমার বক্তব্যে আসিয়াছেন। যাহা আমার জিজ্ঞাস্য সেই বিষয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। ভন্তে, চোরকে নিগ্রহ করিতে হইলে কি উপায়ে নিগ্রহ করা হইবে? গালির যোগ্য হইলে গালি দিবে, দণ্ডের যোগ্য হইলে দণ্ড দিবে; নির্বাসন-ছেদন ঘাতনের যোগ্য হইলে তদনুরূপ দণ্ড করিবে। তাহা হইলে চোরদিগকে হত্যা করিবার অনুমত তথাগতগণেরও আছে কি? না মহারাজ। তবে কি প্রকারে চোরকে অনুশাসন করিতে হইবে, ইহাতে তথাগতগণের অনুমত কি? মহারাজ, যে হত্যা করে সে তথাগতগণের অনুমতি লইয়া হত্যা করে না। সে স্বকীয় কর্মদ্বারা হত্যাদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ ধর্মতঃ অনুশাসনই করা হইতেছে মাত্র। মহারাজ, যে নিরপরাধী যে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে ইচ্ছামত আনিয়া হত্যা করা হয় কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? সে তাদৃশ দোষাবহ কর্ম করে নাই বলিয়া। এই প্রকার তথাগতগণের অনুমতিতে কেহ হত হইতেছে না। নিজের নিজের দোষেই হত্যাদণ্ড পাইতেছে। ইহাতে মহারাজ ধর্মতঃ অনুশাসকের কোন দোষ হয় কি? না ভন্তে। তাহা হইলে ইহাও তথাগতগণের অনুশাসন তুল্য ধর্মতঃ অনুশাসন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ভিক্ষু বহিষ্করণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-‘আমি ক্রোধহীন ও বিদ্বেষ শূন্য হইয়াছি’ পুনরায় দেখিতে পাই–তথাগত সপরিষদ সারীপুত্র-মৌদ্গলায়নকে বাহির করিয়া দিলেন। ভন্তে, তথাগত তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বাহির করিয়া দিলেন, না সন্তুষ্ট হইয়া? ইহা কি প্রকার তাহা আপনি ধারণা করুন। যদি

তিনি রাগান্বিত হইয়া বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রোধ ক্ষয় হয় নাই বলিতে হইবে, যদি সন্তুষ্ট হইয়া বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে অবিষয়ে অজ্ঞাতসারে বাহির করিয়া দিয়াছেন। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে, ভগবান তাঁহাদের প্রতি রাগ করিয়া বাহির করিয়া দেন নাই। যেমন কোন পুরুষ বৃক্ষ-মূল-স্থাণু-পাষাণ-চাঁরে লাগিয়া বা উচ্চ-নীচ ভূমিতে স্খলিত হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যায়। তবে মহারাজ, আপনি কি বলিতে চান পৃথিবী রাগ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে? না ভন্তে, মহাপৃথিবীর রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই। মহাপৃথিবী অনুনয় প্রতিঘ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সে অলস, আপনা-আপনিই পা হটিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার তথাগতের রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই। তিনি অরহৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। স্বীয় কৃতকর্মেই তাঁহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ, মহাসমুদ্র মৃত দেহ সহিত কখনও বাস করে না। মহাসমুদ্রে কোন মরা পঁচা ভাসিয়া উঠিলে শীঘ্রই তরঙ্গাঘাতে উহাকে কূলে তুলিয়া দেয়। তবে কি আপনি বলিবেন, মহাসমুদ্র রাগ করিয়া মৃত দেহ কূলে সরাইয়া দিতেছে? না ভন্তে। মহাসমুদ্রের রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই। তেমন রাগের কারণ হইতে মহাসমুদ্র বিমুক্ত। তদ্রূপ অরহৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তাঁহারা স্বীয় কর্ম গুণেই বহিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন পা হটিয়া পৃথিবীতে পড়ে, তেমন জিনশাসনে স্খলিত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্রে মৃত দেহের স্থান নাই, তেমন জিন-শাসনে স্খলিতের স্থান নাই। তথাগত যে বহিষ্করণ দণ্ডকর্ম দিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের অর্থ-হিত-সুখ-বিশুদ্ধিকামী হইয়া। এই উপায়ে ইহারা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া দণ্ড দিয়াছেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ঋদ্ধির চেয়ে কর্মবিপাক বলবৎ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন—আমার শ্রাবকদের মধ্যে যাঁহারা ঋদ্ধিশালী, তাঁহাদের মধ্যে মহামৌদ্গল্যায়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনরায় দেখিতে পাই—তিনি দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং লগুড়াঘাতে তাঁহার অস্থি, মাংস,ল্লায়ু, মজ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। যদি তিনি ঋদ্ধিশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, লগুড়াঘাতে নির্বাণপ্রাপ্ত বচন মিথ্যা, নচেৎ ঋদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বচন মিথ্যা। তিনি কি ঋদ্ধিবলে নিজের

উপঘাতক কর্মটি দূর করিতে সমর্থ হইলেন না? তিনি দেব-মানবের প্রতিশরণ হওয়ার অযোগ্য কি? ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্ন সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ব কর্ম প্রভাবেই হইয়াছে। ভন্তে, ঋদ্ধিমানের ঋদ্ধিবিষয় ও কর্মবিপাক এই দুইটি অচিন্তনীয় নহে কি? অচিন্তনীয় কর্মদ্বারা অচিন্তনীয় কর্ম দূর করা উচিত নহে কি? ভন্তে যাহারা কপিত্থ ফল চায়, তাহারা কপিত্থ ফল ছুঁড়িয়া উহা পাড়িয়া থাকে, আম্রদ্বারা আম্র পাড়িয়া থাকে। তেমন অচিন্তনীয় কর্মদ্বারা অচিন্তনীয় কর্ম অপনীত করা উচিত নহে কি? মহারাজ, অচিন্তনীয় হইলেও, ইহা একটি অতিশয় বলবতর কর্ম। যেমন পৃথিবীতে সমজাতি রাজগণ আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে একজন সকলকে পরাজিত করিয়া নিজের হুকুম চালাইয়া থাকে। এই প্রকার কর্মফলও আছে। একটি কর্ম অপর কর্মগুলিকে পরাজিত করিয়া নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তখন অপর কর্মগুলি আর ফল দিবার অবকাশ পায় না। যেমন পৃথিবীতে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে সহস্র ঘট জলদিয়াও সেই আগুন নিবাইতে পারা যায় না। তখন অগ্নি সমস্ত পদার্থকে পরাজিত করিয়া স্বীয় শক্তি চালাইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? অগ্নির শক্তি বলবতর বলিয়া। তেমন অচিন্তনীয় কর্মফল এত অধিক বলবতর যে, সমস্ত কর্মবিপাক পরাজিত করিয়া নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। কর্মদ্বারা অধিগৃহীত হইলে অবশিষ্ট ক্রিয়া অবকাশ পাইতে পারে না। সেই কারণে যখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের অতীত কর্ম আসিয়া সজোরে আক্রমণ করিল, তখন লগুড়াঘাতের সঙ্গে ঋদ্ধির প্রভাব হার মানিয়া গেল। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ধর্ম-বিনয় প্রতিচ্ছন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, তথাগতের প্রকাশিত ধর্ম-বিনয় বিবৃতাবস্থায় শোভা পায়, আবৃত হইলে পায় না।' পুনরায় বলিয়াছেন–প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ ও সকল বিনয় পিটক আবৃত। ভন্তে, জিনশাসনে উপযুক্ত সময় লাভ করিলে বিনয় বিধান বিবৃতাবস্থায় শোভা পাইয়া থাকে। কি কারণে? বিনয়ে আছে–শিক্ষা, সংযম, নিয়ম, শীলগুণ, আচার বিধান, অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস। ভন্তে, ভগবান ধর্ম-বিনয়

বিবৃত শোভা পায় বলিয়া বিনয়পিটক যে আবৃত করিলেন, তাহা মিছা, নচেৎ ধর্ম-বিনয় বিবৃত বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূর্বোক্ত প্রকার যে ভগবান বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাধাজনক নহে। একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া আবৃত করিয়াছেন।পূর্বতন তথাগতগণের বংশ মর্যাদা রক্ষা করিয়া, ধর্মের প্রতি গৌরব করিয়া ও ভিক্ষু ভূমিকে গৌরব করিয়া, এই তিন প্রকারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের একটি সীমা আবৃত করিয়াছেন। মহারাজ, সমস্ত তথাগতগণের ভিক্ষু মধ্যে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করা একটি বংশ-নীতি, উহা অন্যের জন্য আবৃত। যেমন ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয় মায়া ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আচরিত হয়। ইহা ক্ষত্রিয়দের পরম্পরা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, অন্যের জন্য তাহা আবৃত। সেইরূপ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমাবদ্ধ। অন্যেরা তাহা পারে না। মহারাজ, পৃথিবীতে অনেকটা সম্প্রদায় আছে, যেমন মল্ল, পর্বত, ধর্মগিরি, ব্রহ্মগিরি, নাটক, নৃত্যক, লঙ্ঘক, পিশাচ, মণিভদ্র, পূর্ণচন্দ্র, সূর্য, শ্রীদেবতা, কলিদেবতা, শৈব, বাসুদেব, ঘনিকা, অসিপাশ, ভদ্রীপুত্র, সেই সেই সম্প্রদায়ের এক একটি রহস্যনীতি স্বীয় স্বীয় দলেই আচরিত হয়। অন্যের জন্য তাহা ধরাবাঁধা। সেইরূপ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ ভিক্ষুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরের জন্য নহে। মহারাজ, ধর্মমাত্রেই গুরুতর, পূর্বাপর যাহারা মানিয়া আসিতেছে ইহা তাহাদেরই দাবী, অন্যেরা তাহা পাইতে পারে না। পূর্ব ব্যক্তিরা ভাবিয়া থাকে–আমাদের এই সারধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অসম্মতকারীদের হস্তগত হইয়া গর্হিত না হউক। এই সারধর্ম দুর্জনের হাতে বিনষ্ট না হউক। এইরূপে ধর্মকে গৌরব করিয়া প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন মহারাজ, সারবান লোহিত চন্দন শবরপুরে গেলে গর্হিত হয়, তদ্রূপ এই সার ধর্ম অন্যের নিকটে গর্হিত না হউক। মহারাজ, ভিক্ষুত্ব লাভ জগতে অতুলনীয়, অপ্রমাণ, মহামূল্যবান, কিছুতেই এই ভিক্ষু ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করিতে, ওজন করিতে ও পরিমাণ করিতে পারা যায় না। এই প্রকার ভিক্ষু মধ্যে অবস্থিত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ জগতে অন্য লোকের সম সম না হউক, তাই ভিক্ষুদের মধ্যেই ইহা আচরিত হইয়া থাকে।

মহারাজ, এই জগতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডের মধ্যে বস্ত্র, আস্তরণ, গজ, তুরঙ্গ, রথ, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, স্ত্রী রত্নাদি বা অজেয় কর্মশূরাদি সকলই রাজাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার মহারাজ, এই পর্যন্ত

জগতে শিক্ষা, সুগতাগম ত্রিপিটক শাস্ত্র আচরণ, সংযম, শীলসংযমগুণ যাহা আছে, সমস্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যেই আছে। এইরূপ ভিক্ষুভূমিকে গৌরব করিয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ভিক্ষুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

মিথ্যাকথার গুরু-লঘুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন—'জ্ঞানপূর্বক মিথ্যা বলিলে পরাজিত (পারাজিক) হয়'। পুনরায় বলিয়াছেন—'জ্ঞানপূর্বক মিথ্যা বলিলে একজনের নিকট দেশনার (বিনয় কর্মের) উপযোগী লঘু পাপ (আপত্তি) হইয়া থাকে।' ভন্তে, এখানে বিশেষত্ব কি? কি কারণে একটি মিথ্যা বাক্যে উৎসন্ন হইয়া যায়, আবার একটি মিথ্যা বাক্যে প্রতীকার করা যায়? ভন্তে, ভগবান একটি মিথ্যা বাক্যে উৎসন্ন হয় বলিয়া, আরেকটি মিথ্যা বাক্যে যে প্রতীকার দেখাইলেন তাহা মিছা, নচেৎ উৎসন্ন হয়, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান দুইটি প্রশ্নের বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা কিন্তু বিনয়ভেদে গুরু লঘু হইয়া থাকে। আপনি এই বিষয়টি কেমন মনে করেন, এই জগতে কোন পুরুষ হস্তদ্বারা একজনকে প্রহার করিল, তাহাকে আপনি কি দণ্ড দিবেন? যদি ভন্তে, প্রহৃত ব্যক্তি বলে, এই আঘাত আমার অসহ্য হইয়াছে, তাহা হইলে দোষীকে এক কার্ষাপণ দণ্ড দিয়া থাকি। আচ্ছা মহারাজ, যদি সেই পুরুষ সেই হাতে আপনাকে প্রহার করে, তাহার কি দণ্ড আজ্ঞা করিবেন? ভন্তে, তাহার হস্ত কিংবা পদ ছেদন করাইব। তাহার মস্তক তরুণ বাঁশের ন্যায় ছেঁড়াইয়া ফেলিব, তাহার সমস্ত গৃহ লুণ্ঠন করাইব। তাহার ঘরের দুই পার্শ্বে শত-কুল পর্যন্ত, হত্যা করাইব। মহারাজ, ইহাতে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, একই হাতে দুই ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছে, অথচ একজনের লঘু দণ্ড, আরেকজনের হস্ত-পদ ছেদনাদি গুরু দণ্ড করা হইল। ভন্তে, মনুষ্য প্রভেদে এই দণ্ড করা হইয়াছে। এই প্রকার জ্ঞানপূর্বক মিথ্যা বলার দরুন বিষয়টি কার্যভেদে গুরু-লঘু হইয়াছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বোধিসত্ত্বের ধর্মতা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান ধর্মতা ধর্ম পর্যায়ে বলিয়াছেন–‘পূর্ব হইতেই বোধিসত্ত্বগণের মাতা, পিতা, বোধি, অগ্রশ্রাবক, পুত্র ও সেবক নিরূপিত থাকেন।’ পুনরায় আপনারা বলিয়া থাকেন–‘বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে থাকিয়া আটটি দর্শনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, যথা–কাল, দ্বীপ, দেশ, কুল, মাতা, আয়ু, মাস, নৈষ্ক্রম্য। ভন্তে, জ্ঞানের পরিপক্বতা সাধন না হইলে বোধিলাভ হয় না। আবার জ্ঞান পরিপক্ব হইলে এক নিমেষকালও অপেক্ষা করিতে পারে না, পরিপক্ব মানসকে অতিক্রম করিতে কেহই পারে না। কেন বোধিসত্ত্ব কালের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কখন উৎপন্ন হইব? যদি বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতা পূর্বেই নির্দিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে কুলের প্রতি লক্ষ্য করাটা মিথ্যা বচন, নচেৎ মাতা-পিতা নির্দিষ্ট ছিলেন, এই কথা মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতা পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল, কুলের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিলেন, তিনি যেই কুলে জন্ম নিবেন, সেই কুলের মাতা-পিতা ক্ষত্রিয় হইবে, না ব্রাহ্মণ হইবে ইহাই জানিবার জন্য। মহারাজ, এমন আটটি কারণ আছে, যাহা কার্যারম্ভের পূর্বেই দেখিতে হয়। সেই আটটি কি? বণিকেরা প্রথমে বিক্রয় ভাণ্ড দেখিয়া থাকে, হস্তী গমন করিবার পূর্বে শৌণ্ডযোগে রাস্তাটি দেখিয়া থাকে, গাড়ীওয়ালা পূর্বেই অনাগত তীর্থ দেখিয়া থাকে, নাবিক অনাগত তীর দেখিয়া নৌকা ছাড়িয়া থাকে, বৈদ্য পূর্বে রোগীর আয়ু লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে, যে সেতু পার হইবে, সে পূর্বেই সেতুর দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়া আরোহণ করিয়া থাকে, ভিক্ষু ভোজনের পূর্বে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া বা অনাগত কাল দেখিয়া ভোজন আরম্ভ করেন, বোধিসত্ত্ব পূর্বে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কুল দেখিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজ, এই আটটি বিষয় কার্যারম্ভের পূর্বেই দেখিয়া লইতে হয়। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

আত্মহত্যা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–‘ভিক্ষুগণ, আত্মহত্যা করিবে না, যে আত্মহত্যা করিবে, বিনয় বিধানে সে যথার্থ দোষী সাব্যস্ত হইবে।’ পুনরায়

আপনারা বলেন–‘ভগবান শ্রাবকদিগকে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সমুচ্ছেদ করিবার জন্য যথায় তথায় ধর্মদেশনা করিয়াছেন।’ যে এই জন্ম, জরা ব্যাধি, মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সে অতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে। ভন্তে, ভগবান আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া এই যে জন্মাদি উচ্ছেদ করিতে বলিলেন তাহা মিথ্যা, নচেৎ আত্মহত্যা নিষেধ বচন মিথ্যা, ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, বুদ্ধের উক্ত উপদেশের কারণ আছে। যেহেতু একবার নিবারণ করিলেন, আবার শিক্ষাদান করিলেন। ভন্তে, ইহার কারণ কি? মহারাজ, সত্ত্বগণের ক্লেশ-বিষ বিনাশ করিতে শীলবান অগদ তুল্য। সত্ত্বগণের ক্লেশ-ব্যাধি উপশমনে শীলবান ঔষধ তুল্য। সত্ত্বগণের ক্লেশরজঃ প্রক্ষালনে শীলবান জল তুল্য। সত্ত্বগণের সর্ব-সম্পত্তি প্রদানে শীলবান মণিরত্ন তুল্য। সত্ত্বগণের কাম, ভব, অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টির পার গমনে শীলবান নৌকা তুল্য। সত্ত্বগণের জন্ম-কান্তার উত্তীর্ণ করিতে শীলবান সার্থবাহ তুল্য। সত্ত্বগণের লোভ-দ্বেষ-মোহ অগ্নি সন্তাপ নির্বাপনে শীলবান বায়ুতুল্য। সত্ত্বগণের মানস পরিপূরণে শীলবান মহামেঘ তুল্য। সত্ত্বগণের কুশল শিক্ষা দানে শীলবান আচার্য তুল্য। সত্ত্বগণের নিরাপদ পথ প্রদর্শনে শীলবান পথ প্রদর্শক তুল্য। এইরূপ মহারাজ, শীলবানের গুণরাশি অপরিমিত। শীলবান সত্ত্বগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সত্ত্বগণ বিনষ্ট না হউক ভাবিয়া অনুকম্পাপূর্বক ভগবান শিক্ষাপদ প্রবর্তন করিয়াছেন। তাই ভগবান নানা কারণ দেখিয়া আত্মহত্যা নিবারণ করিয়াছেন। সুবক্তা কুমার কশ্যপ পায়াসি নামক রাজ পুরোহিতকে পরলোক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন–‘পায়াসি, শীলবান কল্যাণ স্বভাব শ্রমণ, ব্রাহ্মণগণ যদি দীর্ঘকাল সংসারে থাকেন, তাহা হইলে দেব-মানবের অতিশয় অর্থ-হিত-সুখ সাধিত হইয়া থাকে।’ ভগবান কি কারণে এই শিক্ষাদান করিয়াছিলেন? জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, অপ্রিয় মিলন, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ; মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, দার, মরণ দুঃখ; জ্ঞাতি, রোগ, সম্পত্তি, শীল, দৃষ্টি, ব্যসন দুঃখ; রাজা, চোর, শত্রু, দুর্ভিক্ষ, অগ্নি, জল, তরঙ্গ, আবর্ত, কুম্ভীর, শুশুক ভয় দুঃখ; আত্মনিন্দা, পরনিন্দা, দণ্ড, দুর্গতি, পরিষদের ব্যঙ্গোক্তি, জীবিকা ভয় দুঃখ; বেত্রাঘাত, কশাঘাত, অর্ধ দণ্ডাঘাত দুঃখ; হস্ত, পদ, হস্ত-পদ, কর্ণ, নাসিকা,

কর্ণ-নাসিকা ছেদন দুঃখ; শিরকোষ উৎপাটনপূর্বক তপ্ত লৌহরস ঢালিয়া মস্তিষ্ক দগ্ধ করান, গ্রীবা হইতে ঊর্ধ্বদিকে চর্ম-কেশ পাথরখণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া শ্বেত চর্ম প্রদর্শন করান, শঙ্কুদ্বারা মুখ ব্যাদন করিয়া মুখগহ্বরে প্রদীপ জ্বালান ও মুখ ক্ষত বিক্ষত করিয়া মুখের মধ্যে রক্তপূর্ণ করান, সমস্ত শরীর তৈলসিক্ত বস্ত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্বক অগ্নি জ্বালান, তৈলসিক্ত বস্ত্র হাতে জড়াইয়া প্রদীপের ন্যায় হাত জ্বালান, গ্রীবা হইতে নীচভাবে শরীর চর্ম কাটিয়া রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করান, গ্রীবা হইতে অধঃদিকে মাংস উৎপাটন করিয়া কটিদেশে স্থাপন করান, হস্ত জানুর সন্ধিতে লৌহবলয় পড়াইয়া লৌহশূল বিদ্ধ করান, বড়শীযোগে চর্ম, মাংস উৎপাটন ও তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা টুকরা টুকরা মাংস উৎপাটন করান, আয়ুধদ্বারা শরীর জর্জরিত করিয়া কণ্টকময় ব্রাশদ্বারা চর্ম মাংস আঁচড়াইয়া ফেলান, এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া কর্ণছিদ্রে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করান, মাটির সহিত গাঁথিয়া রাখা, পদ ধরিয়া আকর্ষণ করা, লোড়াদ্বারা পিটিয়া শরীর মাংস পিণ্ডাকৃতি করা, পুনঃ চুলে ধরিয়া নিক্ষেপ করত পিণ্ডাকৃতি করা ইত্যাদি রাজদণ্ডদ্বারা দুঃখ প্রদান, শরীরে উত্তপ্ত তৈল সেচন, কুকুরদ্বারা মাংস খাওয়ান, শূলাগ্রে স্থাপন, অসিদ্বারা শিরঃচ্ছেদ, এই প্রকার বহুবিধ দুঃখ পাপীরা এই সংসারে পাইয়া থাকে। যেমন মহারাজ, হিমালয় পর্বতে বৃষ্টি হইলে সেই স্রোত গাছ পাথরাদি ভাসাইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ এই সংসারে পাপীরা বহুবিধ দুঃখ ভোগিয়া থাকে। মহারাজ, সেই কারণে প্রবর্তন থাকিলেই দুঃখ, অপ্রবর্তনেই সুখ। তাই ভগবান চলমান সংসারের ভয়, অচলমানের গুণ প্রকাশ করিয়া নির্বাণ লাভার্থ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

মৈত্রীফল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন—'ভিক্ষুগণ, যে মৈত্রীগুণ বহুলভাবে সেবন করে, মৈত্রী ভাবনা যাহার সুপরিচিত, তাহার একাদশটি ফল লাভের আশা আছে, সেই একাদশটি কি? নিরুপদ্রবে নিদ্রা হয়, বিনা উপদ্রবে জাগ্রত হয়, পাপস্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যদের প্রিয় হয়, অমনুষ্যদের প্রিয় হয়, দেবগণ রক্ষা করে, তাহাকে অগ্নি, বিষ, অস্ত্রে অনিষ্ট করিতে পারে না, চিত্ত শীঘ্র সমাধিস্থ হয়, মুখের বর্ণ প্রসন্ন হয়, সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, অরহৎ হইতে না

পারিলেও ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে।’ পুনরায় আপনারা বলেন–শ্যামকুমার মৈত্রী বিহারী ছিলেন, মৃগসজ্ঘ পরিবেষ্টিত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিবার সময়ে একদিন পিলিযক্ষ রাজা বিষযুক্ত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, তখনই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।’ ভন্তে, ভগবান একাদশটি মৈত্রীফল বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ শ্যামকুমার মৈত্রী বিহারী হইয়া শরে বিদ্ধ হইলেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ মৈত্রীফল মিছা। এই প্রশ্ন বড় শক্ত, সুদক্ষ লোকে চিন্তা করিলেও ঘর্মাক্ত কলেবর হইবে, ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ইহার কারণ আছে। উহা কোন পুদ্গালের গুণে নহে, মৈত্রী ভাবনারই গুণে। শ্যামকুমার যখন কলসী পূর্ণ করিয়া লইতেছিলেন, তখন তিনি মৈত্রী ভাবনায় প্রমত্ত ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি মৈত্রী ভাবনা করে, তখন তাহার শরীরে অগ্নি বিষ অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ তাহার অমঙ্গলকামী হইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। তখন তাহার অনিষ্ট করিবার অবকাশও মিলে না। ইহা ব্যক্তির গুণে নহে, ইহা মৈত্রী ভাবনারই গুণে। যেমন কোন যোদ্ধা অভেদ্য যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিয়া সংগ্রামে উপস্থিত হইল, তাহার শরীরে যত শর আসিয়া পড়িতে লাগিল, সমস্ত এদিক ওদিক ছড়াইয়া গেল, তাহাকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইল না। উহা যোদ্ধার গুণে নহে, অভেদ্য পোষাকের গুণে। যেমন শর ভেদ করিতে না পারায় ছড়াইয়া গেল, তেমন উহা ব্যক্তির গুণে নহে, মৈত্রী ভাবনার গুণে। যেমন কোন কোন পুরুষ অদৃশ্য হইবার পূর্বে দিবৌষধ মূল হাতে লইল, যতক্ষণ তাহার হাতে ঐ মূল থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোন মনুষ্য দেখিতে পাইবে না। তাহা পুরুষের গুণে নহে, একমাত্র ঔষধমূলের গুণে। তেমন মৈত্রী ভাবনার গুণ। যেমন কোন পুরুষ বৃষ্টি আসিতেছে দেখিয়া এক গুহায় প্রবেশ করিল, মহামেঘ অতিশয় বর্ষণ করিল বটে, কিন্তু তাহাকে ভিজাইতে পারিল না। ইহা পুরুষের গুণে নহে, একমাত্র গুহার গুণে। সেইরূপ যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে, ততক্ষণ তাহার কোন বিষয়ে বিপদের সম্ভাবনা নাই। ইহা মৈত্রী ভাবনারই প্রভাব। ভন্তে, অতিশয় অদ্ভুত যে মৈত্রী ভাবনা সর্বপাপকে নিবারণ করে, সর্ব কুশলগুণকে আনয়ন করে। মহারাজ, মৈত্রীভাবনা হিতকামী অহিতকামী সকল জীবিত সত্ত্বের পক্ষে মহাফলপ্রদ।

কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে কুশলকারীর ও অকুশলকারীর বিপাক সমান সমান, না কিছু বিশেষত্ব আছে? মহারাজ, কুশলফলের ও অকুশলফলের কিছু পার্থক্য আছে। কুশল সুখফল দেয়, স্বর্গের দিকে চালিত করে। অকুশল দুঃখ ফল দেয়, নিরয়ের দিকে টানিয়া নেয়। ভন্তে, আপনারা বলেন দেবদত্ত মহাপাপী, সে পাপকর্মে লিপ্ত। বোধিসত্ত্ব পুণ্যবান তিনি পুণ্যকর্মে লিপ্ত। অথচ দেখিতে পাই দেবদত্ত জন্মে জন্মে যশঃগুণে যশঃবলে বোধিসত্ত্বের সম সম। কখন কখন অধিকও দেখিতে পাই। যখন দেবদত্ত বারাণসী নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত পুত্র ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব বিদ্যাধর চণ্ডাল ছিলেন। তিনি বিদ্যাজপ করিয়া অকাল আম্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দেবদত্ত হইতে বোধিসত্ত্ব জাতি ও যশোগুণে নিকৃষ্ট ছিল দেখিতে পাই। যখন দেবদত্ত একছত্র সম্রাট ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার উপভোগ্য সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন হস্তী ছিল। রাজা হস্তীর চারুগতি বিলাসে অসহ্য হইয়া হস্তীটাকে বধ করিবার জন্য মাহুতকে বলিলেন–'হে হস্তী শিক্ষক, তোমরা হস্তীনাগ অশিক্ষিত। যাহাতে সে আকাশ দিয়া গমন করিতে পারে, সেইভাবে গঠন কর।' তখনও বোধিসত্ত্ব দেবদত্ত হইতে জাতিতে নিকৃষ্ট। এমন কি পশু। পুনরায় দেখিতে পাই–যখন দেবদত্ত মনুষ্য ছিল, বনে বনে অনিষ্ট সাধন করিত, তখন বোধিসত্ত্ব মহাপৃথিবী নামক বানর ছিল। এইজন্মেও মানুষ ও পশুর প্রভেদ দেখা যাইতেছে। পুনঃ দেবদত্ত যখন মানুষ ছিল, তখন সে সোণূত্তর নামে নাগবল হইতে বলবতর এক নেষাদ ছিল। সে সময়েও বোধিসত্ত্ব ছদ্দন্ত নামে নাগরাজ ছিল। তখন ব্যাধ দেবদত্ত হস্তীনাগকে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্মেও দেবদত্ত প্রধান। পুনর্বার যখন দেবদত্ত বনচর, গৃহহীন মানুষ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব মন্ত্রধর তিত্তির পক্ষী ছিল। সেই সময় বনচর ব্যাধ তিত্তিরকে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্মেও দেবদত্ত জাতিতে প্রধান। পুনঃ দেবদত্ত যখন কলাবু নামে কাশীরাজ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তিবাদী নামক তাপস ছিলেন। সেই সময় রাজা কলাবু তাপসের প্রতি রাগ করিয়া তাঁহার হস্তপদ তরুণ বংশের ন্যায় ছেদন করাইয়াছিল। সেই জন্মেও জাতিতে ও যশো প্রভাবে দেবদত্ত প্রধান। পুনরায় দেবদত্ত যখন বনচর

মনুষ্য ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নন্দিয় নামক বানরেন্দ্র ছিল। তখনও বনচর মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বানরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্মেও দেবদত্ত জাতিতে প্রধান। পুনরায় যখন দেবদত্ত কারম্ভিক নামক অচেলক ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব পণ্ডরক নামক নাগরাজ ছিল। এই জন্মেও দেবদত্ত প্রধান। যখন দেবদত্ত উপবনে জটিল হইয়াছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তক্ষক নামক মহাশূকর হইয়াছিল। যখন দেবদত্ত চেতীরাজ্যে শূর পরিবার নামক রাজা হইয়া পুরুষ প্রমাণ উচ্চে আকাশ পথে গমনাগমন করিত, তখন বোধিসত্ত্ব কপিল নামক ব্রাহ্মণ ছিল। যখন দেবদত্ত শ্যাম নামক মনুষ্য ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ছিল রুরু মহারাজ। যখন দেবদত্ত বনচর ব্যাধ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ছিল হস্তী নাগ। ব্যাধ হস্তীর সাতবার দাঁত কাটিয়া আনিয়াছিল। যখন দেবদত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্ভূত শিগাল নামে রাজা ছিল, সেই সময় জম্বুদ্বীপে যত প্রাদেশিক রাজা ছিল, তাহাদের সকলকে তিনি নিজের করতল গত করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বিধুর নামক পণ্ডিত ছিলেন। এই পর্যন্ত জন্মে জন্মে দেবদত্তই প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত হস্তী নাগ হইয়া লটুকিক পক্ষীর শাবকদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তথন বোধিসত্ত্ব যূথপতি হস্তীনাগ ছিল, সেই সময়ে উভয়ে সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত অধর্ম নামক যক্ষ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামক যক্ষ ছিল, সেই সময়ে উভয়ে সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত পঞ্চশত কুলের প্রধান নাবিক ছিল, তখন বোধিসত্ত্বও পঞ্চশত কুলের প্রধান নাবিক ছিল। সেই জন্মেও সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত পঞ্চশত কুলের প্রধান সার্থবাহ ছিল, বোধিসত্ত্বও তদ্রূপ ছিল। উভয়ে সম সম। যখন দেবদত্ত সাখ নামক মৃগরাজ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নিগ্রোধ নামক মৃগরাজ ছিল, উভয়ে সম সম। যখন দেবদত্ত সাখ নামক সেনাপতি ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নিগ্রোধ নামক রাজা ছিল, উভয়ে সম সম।

পুনরায় যখন দেবদত্ত খণ্ডহাল নামক ব্রাহ্মণ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব চন্দ নামক রাজকুমার ছিল। সেই জন্মে খণ্ডহাল প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত ব্রহ্মদত্ত নামক রাজা ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহার পুত্র মহাপদুম কুমার হইয়াছিল। সেই সময় রাজা স্বীয় পুত্রকে চোর প্রপাত নামক পর্বত হইতে নিক্ষেপ করাইয়াছিল। কখন কখন পিতার চেয়ে পুত্রের গুণ অধিক হয়, সেই জন্মে দেবদত্তই প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত মহাপ্রতাপ নামক রাজা

ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহার পুত্র ধর্মপাল কুমার হইয়াছিল। সেই জন্মেও স্বীয় পুত্রের হস্ত, পদ ও শিরঃচ্ছেদন করাইয়াছিল। দেবদত্তই সেই জন্মে প্রধান। সেই জন্মেও উভয়ে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ লোকনায়ক, দেবদত্ত তাঁহারই শাসনে প্রব্রজিত হইয়া ঋদ্ধিলাভপূর্বক বুদ্ধলীলা দেখাইতেছিল। ভন্তে, আমি অনেক জন্মে কথা বলিলাম, ইহা কি সত্য, না মিথ্যা। মহারাজ, আপনি বহুবিধ কারণ দেখাইলেন, সেই পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, অন্যথা নহে। যদি ভন্তে, পাপী নিষ্পাপী সম সম গতি প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে কুশল অকুশল সম সম ফলদায়ক না হইবে কেন? মহারাজ, দেবদত্ত সকলের প্রতি বিরুদ্ধ নহে, কেবল বোধিসত্ত্বেরই বিরুদ্ধবাদী ছিল। বোধিসত্ত্বের সহিত যেই যেই জন্মে প্রতিবিরুদ্ধ ছিল, সেই সেই জন্মেই ফল দিয়াছে মাত্র। দেবদত্ত যেই জন্মে ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিত, তখন সে জনপদবাসীকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিত, সেতু বাঁধিয়া দিত, সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিত, বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান করিত, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিখারী, নাথানাথদিগকে দান দিত, সেই পুণ্যের প্রভাবে জন্মে জন্মে ঐশ্বর্য লাভ করিত, মহারাজ, এমন কি কেহ বলিতে পারে, দান, দম, সংযম, উপোসথ কর্ম বিনা সম্পত্তিশালী হইতে পারে? মহারাজ, আপনি যে বলিতেছেন—দেবদত্ত ও বোধিসত্ত্ব একত্রে জন্মগ্রহণ করিত, তাহা শত জন্মেও নহে, সহস্র জন্মেও নহে, লক্ষ জন্মেও নহে, বহু গৌণে, কত অনন্ত দিন-রাত্রির পর একবার একত্রে জন্মগ্রহণ করিত। মহারাজ, ভগবান যেরূপ কাণা কচ্ছপের উপমা দিয়া মনুষ্য জন্ম লাভের দুর্লভত্ব দেখাইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের সম্মিলন অসংখ্য অসংখ্য বৎসরে হইত ধারণা করুন। কেবল যে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দেবদত্ত একত্র হইত এমন নহে, স্থবির সারীপুত্র বহুলক্ষ জন্মে বোধিসত্ত্বের পিতা, পিতামহ, খুল্লতাত, ভ্রাতা, পুত্র ভাগিনেয় মিত্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বও তদ্রূপ বহু লক্ষ জন্মে সারীপুত্রের পিতা, মিত্র প্রভৃতি হইয়াছিলেন। মহারাজ, এই জগতে যত প্রাণী আছে, সংসার স্রোতে যাহারা চলিয়াছে, ডুবিয়াছে, সকলেই অপ্রিয়ের সহিত ও প্রিয়ের সহিত বহু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মহারাজ, যখন জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন কত শুচি-অশুচি ভাল-মন্দ দ্রব্য জলস্রোতে চলিতে থাকে, সেইরূপ সংসার স্রোতে পড়িলে প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে

অনেক জন্ম চলিতে থাকে। মহারাজ, দেবদত্ত অধার্মিক পক্ষে থাকিয়া নিজেও অধর্মাচরণ করিত, অপরকেও অধর্মপথে চালিত করিত; সেই পাপ ফলে ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তাহাকে মহানরক ভোগ করিতে হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব যক্ষ হইয়াও নিজে ধর্মাচরণ করিতেন, অপরকেও ধর্মপথে চালিত করিতেন, সেই পুণ্যফলে তিনি ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর স্বর্গ ভবনে পঞ্চ কাম-গুণ সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ, দেবদত্ত এই জন্মেও বুদ্ধের প্রতি গর্হিতাচরণ করিয়া ও সঙ্ঘভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তথাগত সমস্ত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া উপধি ক্ষয় করতঃ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অমরাদেবী প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–

যদি হেন লভে নারী সময় নির্জন
অথবা আহ্বানে যদি কোন দুষ্টজনে;
জগতে সকল নারী করে ব্যভিচার,
পীঠসর্পি সনে রমে না পাইলে আর।

পুনরায় কথিত হইয়াছে–মহৌষধ কুমারের পত্নী অমরাদেবীকে কোন একজন মৃতদার পুরুষ হাজার টাকা দিয়া আহ্বান করিলেও ব্যভিচারে স্বীকৃত হয় নাই। অথচ ভগবান বলিয়াছেন, তেমন সুযোগ ও নির্জন পাইলে স্ত্রীরা ব্যভিচার করিয়া থাকে, কিন্তু অমরাদেবী যে করে নাই এই কথা মিছা, নচেৎ সকল স্ত্রীরা সুযোগ পাইলে ব্যভিচার করে এই কথা মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, এই স্ত্রী হাজার টাকা পাইয়া সেই পুরুষের সহিত নিশ্চয় ব্যভিচার করিত, যদি তেমন সময় ও নির্জন পাইত। অথবা কেহ ডাকিলে না করিয়া ছাড়িত না। অমরাদেবী কিন্তু সেই সময় খুঁজিতেছিল, কেবল ইহজীবনে একটা কলঙ্ক হইবে, এই ভয়ে সময় করিতে পারে নাই এবং পরলোকের নিরয় ভয় ও দুঃখ-বিপাক স্মরণ করিয়া পারে নাই। প্রিয় স্বামীকেও ত্যাগের ইচ্ছা নাই; তাই স্বামীকে গৌরব করিয়া, ধর্মকে সম্মান করিয়া, অনার্য ব্যবহারকে নিন্দা করিয়া, সত্যক্রিয়া না ভাঙ্গিয়া সময় করিতে পারে নাই। এই প্রকার বিবিধ কারণবশতঃ ব্যভিচারের সুযোগ

পায় নাই। সেই স্ত্রী মানুষের মধ্যে নির্জন স্থান খুঁজিয়া পায় নাই, এই কারণে পাপ করে নাই, মানুষের মধ্যে গোপনীয় স্থান পাইলেও, অমানুষের মধ্যে গোপনীয় স্থান নাই, অমানুষের মধ্যে পাইলেও, পরচিত্ত জ্ঞাত প্রব্রজিতদের মধ্যে পায় নাই, পরচিত্ত জ্ঞাত প্রব্রজিতদের মধ্যে পাইলেও, পরচিত্ত জ্ঞাত দেবতাদের মধ্যে পায় নাই, পরচিত্ত জ্ঞাত দেবতার মধ্যে পাইলেও, নিজের নিকটে পাপানুষ্ঠানের গোপনীয় স্থান পাইবে না। নিজের নিকটে পাইলেও, অধর্মের নিকটে পাইবে না। এই প্রকার বিবিধ কারণে পাপানুষ্ঠানের গোপনীয় স্থান পায় নাই বলিয়া পাপ করিতে পারে নাই। কেহ আহ্বান করিলেও উক্ত কারণে পারে নাই। মহৌষধ কুমার অষ্টবিংশতি গুণে পণ্ডিত। সেই অষ্টবিংশতি গুণ কি? তিনি শূর, লজ্জাশীল, ভয়শীল, স্বপক্ষাবলম্বী, মিত্রসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, শীলবান, সত্যবাদী, শুচিভাবপূর্ণ, অক্রোধী, অনভিমানী, অনির্ষুক, বীর্যবান, জন-নায়ক, সংগ্রাহী, সংবিভাগী, মিষ্টভাষী, মৃদু স্বভাব, অশঠ, অমায়াবী, অতিশয় বুদ্ধিমান, কীর্তিশালী, বিদ্যাসম্পন্ন, আশ্রিতের হিতৈষী, সর্বজনের প্রার্থিত, ধনশালী, যশস্বী। তাই অমরাদেবী তাদৃশ উপযুক্ত আহ্বানকারী না পাইয়া পাপকার্য করে নাই। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ক্ষীণাসবদিগের অভয় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–“অরহতগণ ভয়-ত্রাসবিহীন।” পুনরায় বলিয়াছেন–‘রাজগৃহ নগরে ধনপালক হস্তী আসিয়া ভগবানকে আক্রমণ করিল দেখিয়া, পঞ্চশত অরহৎ জিনবররকে পরিত্যাগপূর্বক এদিক ওদিক চলিয়া গেলেন, না গেলেন একমাত্র আনন্দ-স্থবির। ভন্তে, অরহতেরা যে ভয় করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা স্বীয় কর্মেই দেখা গেল। তাঁহারা দশবল বুদ্ধের নিপাত ইচ্ছায় চলিয়া গেলেন, না তথাগতের অতুল বিপুল প্রাতিহার্য দেখিবার ইচ্ছায় চলিয়া গেলেন? ভন্তে, অরহৎ ভয়, ত্রাসহীন, যদি ভগবান বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে একমাত্র স্থবির আনন্দকে রাখিয়া পঞ্চশত অরহৎ যে চলিয়া গেলেন এই বচন মিথ্যা, নচেৎ ভয়-ত্রাসহীন বচন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে অরহতের ভয়-ত্রাস নাই ঠিক। তাঁহারা ভয়েও নহে, ভগবানের নিপাত কামনায়ও নহে। যেই হেতুতে অরহতেরা

ভয় করিবেন, ভয়ের সেই হেতু অরহতগণের সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। মহারাজ, কেহ মৃত্তিকা খনন করিলে বা সমুদ্র, পর্বত, গিরিশিখর ধ্বংস করিলে, মৃত্তিকা ভয় করে কি? না মহারাজ। কি কারণে? মৃত্তিকার সেই ভয়ের হেতু নাই, যেহেতু ভয় করিবে। এই প্রকার অরহতেরও সেই ভয়ের হেতু নাই। গিরিশিখর কাটিলে, ধ্বংস করিলে, পাতিত করিলে বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে ভয় করে কি? না ভন্তে, গিরিশিখরের সেই হেতু নাই। সেইরূপ অরহতেরও নাই। মহারাজ, শত সহস্র লোকমণ্ডলের মধ্যে যত প্রাণী আছে, যদি সকলে অস্ত্র লইয়া একটি অরহতকে ভয় দেখায়, তথাপি অরহৎ ভয় করিবেন না, এমন কি তাঁহার চিত্তে সামান্য বিকারও আসিবে না। ইহার কারণ কি? সেইরূপ কারণ বা অবকাশ অরহৎ হৃদয়ে নাই। মহারাজ, সেই দিন তাঁহাদের চিত্তে এইরূপ পরিবির্তক হইয়াছিল, 'অদ্য নরশ্রেষ্ঠ জিন যখন রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন ধনপালক হস্তী রাস্তায় আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, সেই সময় অসংশয় মতি দেবাতিদেবের সেবক আনন্দ, বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যদি আমরা সকলে বুদ্ধকে পরিত্যাগ না করি, আনন্দের এই গুণ প্রকাশিত হইবে না। তথাগতকে হস্তীনাগ কখনই আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি এখন আমরা চলিয়া যাই, তাহা হইলে জনসঙ্ঘ ক্লেশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। স্থবির আনন্দের গুণও প্রকাশিত হইবে। অরহতেরা এই ভাবীফল দেখিয়া এদিক ওদিক চলিয়া গিয়াছিলেন। ভন্তে, এই প্রশ্নোত্তর সুবিভক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক অরহতের ভয় চিত্ত নাই। ভাবীফল দেখিয়া সত্যই তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।

সর্বজ্ঞ অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন—'তথাগত সর্বজ্ঞ।' পুনরায় বলেন—'তথাগত যখন সারীপুত্ত মৌদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বাহির করিয়া দিলেন, তখন চাতুমেয়্য শাক্যগণ ও সহম্পতি ব্রহ্মা বীজের উপমা এবং বৎসতরীর উপমা দেখাইয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং ক্ষমা করাইলেন, তাঁহাদের একটা মীমাংসাও করিয়া দিলেন।" কেমন ভন্তে, তথাগত কি সেই উপমা অবগত নহেন, যেই উপমায় তথাগত ক্ষমা করিলেন? যদি ভন্তে, তথাগতের সেই উপমা জানা না থাকে, তাহা হইলে

তিনি সর্বজ্ঞ নহেন, যদি জানা থাকে, জোরে মীমাংসার জন্য দণ্ড দিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার করুণাহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান ধর্মস্বামী, তাঁহারা তথাগতের উপদেশ হইতেই উপমা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। তথাগত তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 'সাধু বলিয়া' অনুমোদন করিয়াছিলেন। যেমন পত্নী স্বামীর ধনেই স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, তাহাতে স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া স্ত্রীর ব্যবহারে সাধুবাদ দিয়া থাকে। এই প্রকার শাক্যগণ ও ব্রহ্মা বুদ্ধের উপমা দিয়া বুদ্ধকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। যেমন নাপিত রাজ-প্রদত্ত চিরুণীদ্বারা রাজার মস্তক আঁচরাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে এবং যথোচিত উপহার লাভ করে। যেমন শিষ্য উপাধ্যায়ের আনীত পিণ্ড লইয়া সেই পিণ্ডে উপাধ্যায়কে সন্তুষ্ট করে, এই প্রকার শাক্যগণ ও ব্রহ্মা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবানও সাধুবাদ দিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

মিত্র প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–

'মিত্রতা হইতে ভয় সদা জাত হয়,
গৃহবাস হতে পাপরজঃ সমুদয়।
মিত্রতা ও গৃহবাস অনর্থ কারণ,
ইহাতে দেখেন দোষ যত মুনিগণ,

পুনরায় বলিয়াছেন–'রমণীয় বিহার নির্মাণ করিয়া উহাতে বহুশ্রুত পণ্ডিত ভিক্ষু রাখিবে।' ভন্তে, ভগবান মিত্রতা ও গৃহবাসের দোষ দেখাইয়া আবার যে রমণীয় বিহারে পণ্ডিত ভিক্ষু রাখিতে বলিলেন, এই বচন মিথ্যা, নচেৎ মিত্রতা ও গৃহবাসের দোষ প্রদর্শন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান মিত্রতা ও গৃহবাসের যেই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খাঁটি সত্য। ইহা শ্রমণগণের পক্ষে অতিশয় হিতকর বাক্য। যেমন আরণ্যক মৃগ অরণ্যে উপবনে স্বাধীনভাবে যথায় তথায় গৃহবাসে মমতা না রাখিয়ে শুইয়া থাকে, এইরূপ ভিক্ষুদেরও মিত্রতায় ভয় এবং গৃহবাসে দোষ চিন্তা করা উচিত। রমণীয় বিহারের কথা যে বুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার দুইটি কারণ দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন। তাহা কি? বিহার দানের কথা সমস্ত

বুদ্ধগণের অনুমত এবং সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ দায়কেরা বিহার দান দিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যু হইতে পরিমুক্ত হইবে এইটি প্রথম ফল। পুনরায় বিহার বিদ্যমান থাকিলে ভিক্ষুণীগণ পাণ্ডিত্য লাভ করিবে, সাধারণের ভিক্ষু দর্শন সুলভ হইবে; বিহার না থাকিলে ভিক্ষু দর্শনের ব্যাঘাত হইবে এইটি দ্বিতীয় ফল। ভগবান বিহার দানের এই দুইটি ফল দেখিয়া রমণীয় বিহার করিয়া পণ্ডিত ভিক্ষু রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। তবে ভিক্ষুদের বিহারের প্রতি আসক্তি রাখা কর্তব্য নহে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

উদর সংযত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'জাগ্রত হও, প্রমাদিত হইও না, উদরকে সংযত করিবে।' পুনরায় বলিয়াছেন–'হে উদায়ি, আমি কখন কখন এই পাত্রপূর্ণ বা ততোধিক আহার করিয়া থাকি।' ভন্তে, ভগবান উদর সংযতের কথা বলিয়া তিনি পাত্রপূর্ণ আহার করিতেন এই বচন মিথ্যা, নচেৎ উদর সংযত বচন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান যে ইহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই মুনি ঋষির বচন, ইহা অতিশয় সত্য বাক্য। যে উদরকে সংযত না করে, সে প্রাণীহত্যা, চুরি, পরস্ত্রী লঙ্ঘন, মিথ্যা ভাষণ ও মদ্যপান করিতে পারে। এমন কি সে মাতার জীবন ও অরহতের জীবন হত্যা করিতে পারে, সঙ্ঘভেদ ও দূষিত চিত্তে তথাগতের রক্তপাত করিতেও পারে। মহারাজ, দেবদত্ত কি উদরে অসংযত হইয়া সঙ্ঘভেদ করত কল্পকাল নিরয় দুঃখ বরণ করিয়া লয় নাই। এই প্রকার নানা কারণ দেখিয়া ভগবান উপদেশ দিয়াছেন। উদরে সংযত হইলে চারি সত্যে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, শ্রামণ্য ফল লাভ করিতে পারে, চারি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, অষ্ট সমাপত্তি লাভ ও ষড়াভিজ্ঞা লাভ করিতে পারে; এমন কি সমস্ত শ্রমণ ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহারাজ, এক শুক শাবক উদরে সংযত হইয়া তাবতিংস স্বর্গকে কম্পিত করিয়াছিল ও দেবরাজের সেবার্থ নীত হইয়াছিল। ভগবান এইরূপ নানা কারণ দেখিয়া পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে পাত্রপূর্ণ বা ততোধিক আহার করিতেন বলিয়াছেন, তাহা সর্বার্থসিদ্ধ ভগবান নিজের উপমা দিয়া বলিয়াছেন মাত্র। যেমন যাহার ভেদ বমির রোগ হয়, তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হয়।

এইরূপ যাহার নিকট তৃষ্ণা আছে, যে সত্য প্রদর্শন করে নাই, তাহার পক্ষে উদর সংযত করা অতিশয় করণীয়। যেমন সপ্রভ মণিরত্নের প্রভা স্বভাবতঃ থাকে, তাহাকে আর মাজিতে ঘষিতে হয় না। তেমন তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ বিষয়ে পারমী প্রাপ্ত। কাজেই কোন ক্রিয়া কর্মদ্বারা তাঁহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ভগবানের নীরোগ প্রশ্ন মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, আমি অরহৎ ব্রাহ্মণ, ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করি, সর্বদা মুক্ত হস্ত, অন্তিম দেহ ধারণ করিয়াছি, শ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক।' পুনরায় বলিয়াছেন–"হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুদের মধ্যে নীরোগ প্রধান একমাত্র বক্কুল স্থবির।" আমি দেখিতে পাই ভগবানের শরীরে বহুবার রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। ভন্তে, যদি তথাগত অনুত্তর, অথচ বক্কুল স্থবির নীরোগী এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ তথাগত অনুত্তর এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান যে উহা বলিয়া গিয়াছেন–তাহা বাহির আগম বা শাস্ত্রসমূহের জ্ঞাতার্থ ও ত্রিপিটক শাস্ত্র নিজের নিকট বিদ্যমান আছে, ইহার হেতু প্রদর্শনার্থই কথিত। মহারাজ, ভগবানের শ্রাবকদের মধ্যে কেহ কেহ দিবারাত্রি স্থিতাবস্থায় ও চংক্রমণে অতিবাহিত করেন। ভগবান কিন্তু দাঁড়ানে চংক্রমণে, উপবেশনে ও শয়নে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, যেই ভিক্ষুরা দাঁড়ানে চংক্রমণে আছেন, তাঁহারা সেই নীতি অতিরিক্তভাবে পালন করেন। এমন কোন শ্রাবক আছেন তাঁহারা একাসনিক, প্রাণান্ত হউক, তথাপি দ্বিতীয় আসেন আর ভোজন করেন না। ভগবান কিন্তু দুই তিনবার ভোজন করেন। যেই ভিক্ষুগণ একাসনেই ভোজন করেন, তাঁহারা সেই নীতি অতিরিক্তভাবে পালন করেন। মহারাজ, ভগবান শ্রাবকগণের নিমিত্ত বিবিধ কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান শীলে-সমাধিতে, প্রজ্ঞায়-বিমুক্তিতে বিমুক্তি জ্ঞান দর্শনে অনুত্তর, দশবিধ বলে, চারি বৈশারদ্য-জ্ঞানে, অষ্টাদশ বুদ্ধ-করণীয় ধর্মে ও ষড়বিধ অসাধারণ জ্ঞানে অনুত্তর, সমস্ত বুদ্ধ বিষয়েও তিনি অনুত্তর, সেই কারণে 'আমি অর্হৎ ব্রাহ্মণাদি' বলিয়া ধর্ম ভাষণ করিয়াছেন।

মহারাজ, এই জগতে কেহ জাতিতে প্রধান, কেহ ধনবান, কেহ বিদ্বান, কেহ শিল্পী, কেহ শূর, কেহ বিচক্ষণ, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রাজাই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সর্বসত্ত্বগণের মধ্যে ভগবানই অগ্র-জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ। আয়ুষ্মান বক্কুল যে নীরোগী ছিলেন, তাহা পূর্বকৃত পুণ্য ও প্রার্থনাবলে। তিনি অনোমদর্শী ভগবানের উদর বাতরোগ উৎপন্নকালে ও বিপস্‌সী ভগবানের ৬৮ লক্ষ শ্রাবকের 'তৃণ-পুষ্প' রোগ উৎপন্ন কালে তাপস ছিলেন এবং নানা ভৈষজ্যদ্বারা তাঁহাদের সেই ব্যাধি আরোগ্য করেন। সেই পুণ্যফলেই 'নীরোগ শ্রেষ্ঠ বক্কুল স্থবির' বলিয়া বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন। মহারাজ, ভগবানের ব্যাধি হউক না হউক, তিনি ধুতাঙ্গ গ্রহণ করুন বা না করুন, তাঁহার ন্যায় কোন সত্ত্বই নাই, তাই দেবাতিদেব ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বরলঞ্চকে বলিয়াছেন–

ভিক্ষুগণ, এই জগতে যত অপদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী ও নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী সত্ত্ব আছে। সকলের চেয়ে তথাগত অরহৎ সম্যকসম্বুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, তথাগত অরহৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, তিনি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদেতা।' পুনরায় বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, পূর্ব পূর্ব সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ যেই ধর্মপথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই প্রাচীন ধর্মপথ দেখিয়াছি।' ভন্তে, তথাগত যদি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদেতা হন, তাহা হইলে প্রাচীন মার্গের কথা যে বলিলেন–তাহা মিছা, নচেৎ তিনি অভিনব মার্গ উৎপাদেতা এই কথা মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান উহা যে বলিয়াছেন, তাহার দুইটি অর্থ আছে। যখন পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ অন্তর্হিত হইলেন, তখন অনুশাসক অভাবে মার্গও অন্তর্হিত হইল। তথাগত সেই ভগ্ন, রূঢ়, আবদ্ধ প্রতিচ্ছন্ন, চলাচলরহিত পথ প্রজ্ঞাচক্ষুযোগে সম্যকরূপে দেখিতে পাইলেন যে, এই পথদিয়া পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ চলিয়া গিয়াছেন। সেই হেতু তিনি বলিয়াছেন–'আমি প্রাচীন পথ দেখিতে পাইয়াছি। পূর্বের সেই চলাচল শূন্য পথ, তিনি চলিবার উপযোগী করিয়া দিলেন। সেই কারণে বলিয়াছেন–'তিনি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদেতা।' মহারাজ, যখন চক্রবর্তী রাজার অন্তর্ধান হয়, তখন মণিরত্ন

গিরিশিখরের মধ্যে লুকিয়া যায়। অপর অপর চক্রবর্তী রাজা তদনুরূপ কার্য করিলে মণিরত্ন পুনঃ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি বলিবেন, মণিরত্ন তিনিই নির্মাণ করাইয়াছেন? না ভন্তে। স্বভাবতঃই এই মণিরত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ মহারাজ, পূর্ব বুদ্ধগণের অষ্টাঙ্গিক মার্গ স্বভাবতঃ পরিচিত, অনুশাসক অভাবে সেই শীলমার্গ নষ্ট হইয়া যায়, মহাজনসজ্ঞও সেই পথ আর ধরিতে পারে না। তথাগত প্রজ্ঞাচক্ষুদ্বারা সেই পথ ধরিয়া দিয়াছেন। সেই কারণে তথাগত অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদেতা বলিয়াছেন। যেমন মহারাজ, পুত্র বিদ্যমান আছে, অথচ যোনি দিয়া জন্মাইয়া মাতা জনিকা বা জননী নামে কথিত হয়। এই প্রকার তথাগত বিদ্যমান, নষ্ট মার্গটি প্রজ্ঞাচক্ষুদ্বারা চলিবার উপযোগী করিয়া দিলেন। যেমন কোন পুরুষ নষ্ট জিনিস পুনরুদ্ধার করিলে, সে আবিষ্কারক বলিয়া জনসজ্ঞ ঘোষণা করিয়া থাকে।যেমন কোন পুরুষ জঙ্গল কাটিয়া ভূমি বাহির করিলে জনসজ্ঞ বলিয়া থাকে, এই ভূমি তাহার কৃত। অথচ ভূমি সে নির্মাণ করে নাই, ভূমির উপযোগী করাতে তাহাকে ভূমিস্বামী বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার তথাগত পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের গমনকৃত পথ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। তাই তিনি নব মার্গ উৎপাদেতা বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

লোমস কশ্যপ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–‘আমি যখন পূর্বে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করি, তখন কোন প্রাণীকে নিষ্পীড়ন করি নাই।’ পুনরায় বলিয়াছেন–‘আমি যখন ঋষি লোমস কশ্যপ ছিলাম, তখন অনেক শত প্রাণীহত্যা করিয়া ‘বাজপেয়’ নামে মহাযজ্ঞ করিয়াছিলাম। ভন্তে, ভগবান বলিলেন, আমি পূর্ব জন্মে কোন প্রাণীকে কষ্ট দিই নাই’, আবার প্রাণীহত্যা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ কোন সত্ত্বকে নিষ্পীড়ন করেন নাই, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূর্বে যে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা কামরাগে অজ্ঞান হইয়া করিয়াছিলেন, সচেতনাবস্থায় করেন নাই। সাধারণতঃ লোকেরা আটটি কারণে প্রাণীহত্যা করিয়া থাকে। সেই আটটি কি? কামুক কামরাগের দরুন প্রাণীহত্যা করে, হিংসুক হিংসাবশতঃ, মূঢ় মোহবশতঃ,

মানী মানবশতঃ লোভী লোভবশতঃ, দরিদ্র জীবিকা হেতু, মূর্খ মূর্খতাবশতঃ ও রাজা দমন হেতু প্রাণীহত্যা করিয়া থাকে। ভন্তে, স্বভাবতঃ বোধিসত্ত্ব প্রাণীহত্যা করিয়াছেন কি? না মহারাজ। যদি তিনি ইচ্ছাপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে এই গাথা বলিতেন না।

আসমুদ্র মহী আর সাগর কুণ্ডল
যতটুকু আছে স্থান; কভুনা ইচ্ছিবে,
সয়্হ! নিন্দাকার্য সহ করিবারে বাস।
মম এই উপদেশ করহ ধারণ।

মহারাজ, বোধিসত্ত্ব সয়্হ মানবকে এই উপদেশ দিয়াছেন। অথচ তিনি যখন রাজকন্যা চন্দ্রবতীকে দেখিলেন, তখনই কামরাগে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন। তাই হিতাহিত চিন্তা শূন্য হইয়া আকুল, বিক্ষিপ্ত, ভ্রান্ত, কম্পিত চিত্তে যথাশীঘ্র পশুরক্তে 'বাজপেয়' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন উন্মত্ত ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আক্রমণ করে, ক্রুদ্ধ সর্পকে গ্রহণ করে, মত্ত হস্তীর দিকে অগ্রসর হয়, তীর না দেখিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করে, পঁচা নালায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষে আরোহণ করে, প্রপাতে পতিত হয়, অশুচি ভক্ষণ করে, উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় দৌঁড়ে, আরও নানাপ্রকার অনাচার করিয়া থাকে, এই প্রকার বোধিসত্ত্ব রাজকন্যা চন্দ্রবতীকে দেখিয়াই প্রমত্ততাবশতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ, উন্মত্ত বা বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া কোন পাপকর্ম করিলে চেতনার অভাবে ইহকালেও তত দোষজনক বলিয়া গণ্য হয় না। পরলোকেও তত ফল প্রদান করে না। মহারাজ, যদি কোন উন্মত্ত ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে, আপনি তাহার কি দণ্ড নির্ধারণ করিবেন? ভন্তে, পাগলের আর কি দণ্ড করিব, তাহাকে মারিয়া পিটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। ইহাই তাহার দণ্ড। যদি পাগলের কৃত অপরাধে দণ্ড না হয়, আর তাহার দোষ কি? সে কি চিকিৎসার মধ্যে আছে বলিতে হইবে? এইরূপ বোধিসত্ত্বেরও বিচার করিতে হইবে। যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিলাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন পুনরায় প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চাভিজ্ঞা ধ্যান উৎপাদনপূর্বক ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ছদ্দন্ত-জ্যোতিপাল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–

ছদ্দন্ত নাগরাজের উক্তি :-

"বধের ইচ্ছায় তাকে ছুঁইনু যখন,
ঋষি-ধ্বজা হেরি কায়ে কাষায় তখন;
দুঃখ স্পৃষ্ট বলি মনে সংজ্ঞা উপজিল,
অবধ্য অর্হৎধ্বজী, সেই সাধুশীল।"

পুনরায় বলিলেন–যখন তিনি জ্যোতিপাল মানব ছিলেন, তখন ভগবান অরহৎ কশ্যপ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে 'মুণ্ডকশ্রমণ' বলিয়া অনার্যোচিত পরুষবাক্যে আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যদি ভন্তে, বোধিসত্ত্ব তির্যক যোনিতে থাকিয়া কাষায় চীবর পূজা করিয়া থাকেন, তবে তিনি জ্যোতিপাল অবস্থায় বুদ্ধকে এমন আক্রোশ বাক্য বলিয়াছেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ ছদ্দন্ত নাগরাজের কাষায় চীবর পূজা মিছা। ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, বোধিসত্ত্ব যখন তির্যক ছিলেন, তখন তাঁহাকে কতই প্রখরা বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি কাষায় বস্ত্র পরিহিত ব্যাধকে পূজা করিলেন। অথচ পরিপক্ব বোধি-জ্ঞান-সম্পন্ন কশ্যপ ভগবানকে বুদ্ধ প্রভায় প্রদীপ্ত ও উত্তম কাশীজাত কাষায় বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া জ্যোতিপাল পূজা করিলেন না। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, জাতিমান ও কুল-গৌরবে জ্যোতিপাল তাহা বলিয়াছিলেন। তখন জ্যোতিপাল শ্রদ্ধা-প্রসন্নতাহীন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা-পিতা, ভগ্নী-ভ্রাতা, দাস-দাসী, বালক-পরিবার সমস্ত ব্রহ্ম-ভক্ত ছিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে করিতেন। অন্যান্য প্রব্রজিতদিগকে নিন্দা ও ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিপাল ঘটিকার কুম্ভকারের উৎসাহে বুদ্ধ দর্শনার্থ আমন্ত্রিত হইলে বলিয়াছিলেন–'মুণ্ডক শ্রমণ দেখিয়া আমার কি প্রয়োজন? যেমন মহারাজ, অমৃত বিষমিশ্রিত হইলে তিক্ত হয়, যেমন শীতল জল অগ্নিতেজে উত্তপ্ত হয়, তেমন জ্যোতিপাল অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুল গৌরবে অন্ধ হইয়া তথাগতকে আক্রোশ করিয়াছেন। যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অতিশয় সপ্রভ হইলেও, জল প্রদত্ত হইলে নিষ্প্রভ হইয়া

শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিপক্ব 'নিগ্গুণ্ডি' ফল সদৃশ হয়, এই প্রকার জ্যোতিপাল পুণ্যবান, শ্রদ্ধাবান, বিপুল জ্ঞানসম্পন্ন ও সপ্রভ, কেবল শ্রদ্ধাহীন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলগৌরবে অন্ধতুল্য হইয়া তথাগতকে আক্রোশপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বুদ্ধগুণ জ্ঞাত হইয়া বালকতুল্য শান্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া অভিজ্ঞা সমাপত্তি উৎপাদনপূর্বক ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ঘটিকার প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ঘটিকার কুম্ভকারের গৃহখানি বর্ষা তিন মাস পর্যন্ত খোলা ছিল, তথাপি একবিন্দু বৃষ্টিজল ঘরে পড়ে নাই। পুনরায় বলিয়াছেন–'তথাগত কশ্যপ বুদ্ধের কুটিরখানি বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছিল।' ভন্তে এমন পুণ্যশ্রীসম্পন্ন তথাগতের কুটিরখানিতে কেন বৃষ্টি পড়িল? তথাগতেরও ত তেমন শক্তি প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভন্তে, ঘটিকারের ঘরে বৃষ্টি পড়িল না, তথাগতের কুটিরে বৃষ্টি পড়িল, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ ঘটিকারের ঘরে বৃষ্টি পড়িল না, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ঘটিকার শীলবান, কল্যাণধার্মিক, পুণ্যশ্রীমণ্ডিত। সে অন্ধ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে পালন করিতেছে। তাহার অসম্মতিতেও তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বীয় ঘরের ছাউনি তৃণগুলি খুলিয়া ভগবানের কুটিরে ছাউনি দিয়াছিল। সে যখন দেখিল যে, তাহার ঘরের ছাউনিটা খুলিয়া তথাগতের কুটিরে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সে বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় নাই। একেবারে সুস্থির ছিল। বরঞ্চ অতুলনীয় প্রীতলাভ করিল। তাহার সেই আনন্দ অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'অহো! আমার ভগবান লোকোত্তম সুবিশ্বস্ত।' সেই কারণে ইহকালে 'সে এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ, তথাগত সামান্য বিকারে চালিত হন না, যেমন সুমেরু গিরিরাজ বহু লক্ষবার বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত হইলে কম্পিতও হয় না, চালিতও হয় না। যেমন মহাসাগরে অনেক শত সহস্র গঙ্গার জল পতিত হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না, বিকারও প্রাপ্ত হয় না, তেমন তথাগত বুদ্ধও অচল। মহারাজ, তথাগতের কুটীরে যে জল পড়িবে, তাহাও জন-সঙ্ঘের প্রতি দয়া করিয়া। দুইটি কারণ দেখিয়া তথাগতগণ স্বয়ং উৎপাদিত প্রত্যয় বা উপকরণ সেবন

করেন না। এই শাস্তা শ্রেষ্ঠ দাক্ষিণেয় বা পূজার পাত্র, এই ভাবিয়া দেব-মনুষ্যগণ দান দিবেন এবং সমস্ত দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইবেন। ভগবান ঋদ্ধি দেখাইয়া জীবনযাপনার্থ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এমন অপবাদ লোকেরা না করুক। এই দুইটি কারণে তথাগতগণ ঋদ্ধি দেখাইয়া দান গ্রহণ করেন না। যদি ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা স্বয়ং তাঁহার কুটিরে বৃষ্টি পড়িতে না দিতেন, তাহা হইলে একটা দোষ হইত। এই কারণটি নিশ্চয়ই দোষমূলক ও নিগ্রহমূলক হইত। লোকেরা বলিত–ইহারা একটা মায়া করিয়া লোককে মোহিত করে এবং লোকের চিত্ত অধিকার করে। সেই কারণে ইহা বর্জনীয়। মহারাজ, তথাগতগণ কোন বস্তু যাচঞা করেন না। অননুরূপ বস্তু যাচঞায় সাধারণতঃ পরিহাস প্রাপ্ত হইতে হয়। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ভগবানের রাজভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'হে ভিক্ষুগণ, আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করি।' পুনঃ বলিয়াছেন–'হে শেল, আমি রাজা। ভন্তে, ভগবান একবার যাচক বলিয়া, আবার যে রাজা বলিয়াছেন তাহা মিছা, নচেৎ যাচক বচন মিছা। তিনি হয় ক্ষত্রিয় হইবেন, নচেৎ ব্রাহ্মণ হইবেন, এক জাতিতে দুইটি বর্ণ থাকিতে পারে না। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ইহার কারণ আছে। যেই কারণে তথাগত ব্রাহ্মণও বলিয়াছেন, রাজাও বলিয়াছেন। ইহার কারণ কি? মহারাজ, যত প্রকার পাপ আছে, সমস্ত তথাগতের উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ক্ষয় হইয়াছে, উপশান্ত হইয়াছে। সেই কারণে তথাগত বিশুদ্ধ অরহৎ ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন। যিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি বিবিধ সংশয় ও বিমতিপথ অতিক্রান্ত। ভগবানও সেইরূপ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণমাত্রেই সমস্ত ভব-গতি-যোনি হইতে বহির্গত; তাঁহাদের পাপমল, পাপরজঃ বিগত; তিনি সর্ববিষয়ে বিমুক্ত, সহায়হীন; তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, দিব্য বিহারবহুল; তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করেন, দান প্রতিগ্রহণ করেন; তিনি দান্ত, সংযত, পূর্ব জিন বংশ-পরম্পরা নিয়মের অধীন। তিনি ব্রহ্ম-সুখ-বিহারী, ধ্যানী। তিনি সমস্ত ভবাভব গতিতে যাহা যাহা অবস্থা আছে সমস্ত জানেন। সেই সেই কারণে তথাগতও ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। তাঁহার এই নাম মাতা-পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, মিত্রামিত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদ্বারা প্রদত্ত নহে। বিমোক্ষ প্রাপ্তির পর তিনি

স্বয়ং বুদ্ধ, ভগবান। বোধিমূলে মারসৈন্য বিধ্বংস করিয়া ও অতীত, অনাগত, বর্তমান পাপ ধর্ম অতিক্রম করিয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রাহ্মণ নামে প্রকাশিত। সেই কারণে তথাগত ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

ভন্তে, তথাগতকে কি কারণে রাজা বলা হয়? মহারাজ, সাধারণতঃ যে রাজত্ব করে, লোককে অনুশাসন করে, তাহাকে রাজা বলে। ভগবানও দশ সহস্র লোকমণ্ডলে ধর্মতঃ রাজত্ব করেন, সদেব, সমার, সব্রহ্ম সশ্রমণ ব্রাহ্মণ, প্রজাকে অনুশাসন করেন, সেই কারণে তথাগত রাজা। রাজামাত্রেই সমস্ত জন-সঙ্ঘকে পরাজিত করিয়া, জ্ঞাতি সঙ্ঘের আনন্দ বর্ধন করিয়া, অমিত্র সঙ্ঘকে শোকার্ত করিয়া, মহা যশশ্রীযুক্ত স্থির সারদণ্ডবিশিষ্ট অন্যূন শত শলাকালঙ্কৃত পাণ্ডুর-বিমল শ্বেতছত্র উড্ডীন করিয়া থাকেন। ভগবানও মারসৈন্যকে শোকার্ত করিয়া, মিথ্যাভাব প্রতিপন্ন ব্যক্তিদিগকে ব্যথিত করিয়া, সম্যকভাব প্রতিপন্ন দেবমনুষ্যদিগের আনন্দ বর্ধন করিয়া দশসহস্র লোকমণ্ডলে মহা যশশ্রীযুক্ত ক্ষান্তিরূপ স্থির সার-দণ্ডশোভিত, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, শত জ্ঞান-শলা কালঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ-বিমুক্তি প্রতিমণ্ডিত পাণ্ডুর-বিমল শ্বেতচ্ছত্র উড্ডীন করিয়াছেন। সেই কারণে তথাগত রাজা। রাজামাত্রেই সমাগত জনগণের অভিনন্দনযোগ্য। ভগবানও সমাগত দেব-মনুষ্যদের অভিনন্দনযোগ্য। রাজা যে কোন আরাধনাকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানে কামনা পূর্ণ করেন। ভগবানও কায়-বাক্য-মনদ্বারা আরাধনাকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্বদুঃখ মুক্তিপ্রদ বর দিয়া অশেষ কামনা পূর্ণ করেন। যেমন রাজা আদেশ লঙ্ঘনকারীকে নিন্দা করেন ও ধ্বংস করেন, তেমন ভগবানও শাসনাদেশ লঙ্ঘনকারীকে দুঃশীল বলিয়া নিন্দা করেন ও জিনশাসন হইতে বর্জন করেন। যেমন রাজা পূর্ব পূর্ব ধার্মিক রাজাগণের আচরিত অনুশাসন যথাধর্ম প্রকাশ করিয়া ধর্মতঃ রাজত্ব সম্পাদনপূর্বক মনুষ্যগণের প্রিয় হইয়া থাকেন ও ধর্মগুণবলে রাজবংশ চিরস্থায়ী করেন। তেমন ভগবানও পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের আচরিত অনুশাসন প্রকাশ করিয়া যথাধর্ম লোককে অনুশাসন করতঃ দেব-মনুষ্যগণের প্রিয় হন ও ধর্মগুণবলে শাসন চিরস্থায়ী করেন। এইরূপে নানা কারণে তথাগত রাজা। মহারাজ, বিবিধ কারণে তথাগত ব্রাহ্মণও হইতে পারেন, রাজাও হইতে পারেন। সুনিপুণ ভিক্ষু কল্পকাল হইলেও বুদ্ধের এই অনুশাসন

মানিয়া চলেন। আর বেশী বলিবার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে ইহা গ্রহণ করুন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

গাথাভিগীত ভোজনদান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

ধরম দেশিত ভোজ্য অভোজ্য আমার
নহে সে ব্রাহ্মণ ধর্ম জ্ঞানীর মাঝার;
ধরম দেশিত ভোজ্য বুদ্ধ পরিহরে,
ধর্মতঃ ব্রাহ্মণ বৃত্তি জ্ঞানীজন তরে।

পুনরায় ভগবান পরিষদে ধর্মদেশনার সময় আনুপূর্বিক কথায় বলেন–প্রথমে দান-কথা, পরে শীল-কথা। সর্বজ্ঞ লোকনায়ক ভগবানের উপদেশ শুনিয়া দেব-মনুষ্যগণ দানীয় বস্তু সজ্জিত করতঃ দান দিয়া থাকেন ও ভগবানের নিমিত্ত সেই উৎপন্ন দান, শ্রাবকেরা পরিভোগ করিয়া থাকেন।

ভন্তে, যদি ভগবান বলেন–'আমার ধর্মদেশনায় উৎপন্ন দান অভোজনীয়', তাহা হইলে ভগবান যে দান-কথা বলেন, তাহা মিছা। কি কারণে? সেই দান প্রতিগ্রাহক ভিক্ষুরা গৃহীদিগকে পিণ্ডদানের ফল ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা সেই দান মাহাত্ম্য শুনিয়া প্রসন্ন চিত্তে বিবিধ দানীয় বস্তু দিয়া থাকেন, যেই ভিক্ষুরা সেই দান পরিভোগ করেন, তাঁহারা সকলে দেশনা-উৎপাদিত বস্তু পরিভোগ করেন। এখন ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান দান-ফলের ব্যাখ্যায় যে, দান-কথা বলেন, তাহা সমস্ত তথাগতগণের একটি ক্রিয়া, তাঁহারা প্রথমে দান-কথায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত রমিত করিয়া, পরে শীল পালনে নিয়োজিত করেন। যেমন মহারাজ, মনুষ্যেরা তরুণ বালকদিগকে প্রথমে কতকগুলি ক্রীড়ার দ্রব্য দেয়, যথা–নাঙ্গল, ঘটী পরিভ্রমণ চক্র, পত্রপুট, রথ, ধনু প্রভৃতি। পরে তাহাদিগকে তাহারা স্বীয় স্বীয় কর্মে নিয়োজিত করে। সেইরূপ তথাগত দান কথায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত সন্তুষ্ট করিয়া, পরে শীলে নিয়োজিত করেন। যেমন বৈদ্য কোন রোগে প্রথমে রোগীকে ৪ / ৫ দিন তৈল পান সেবন করাইয়া থাকে, কারণ রোগী শক্তিশালী হইবার জন্য ও স্নিগ্ধিভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য। পরে বিরেচন দেয়। সেইরূপ তথাগত দান মাহাত্ম্য বলে দানপতিদের চিত্ত মৃদু, স্নিগ্ধ করেন, তৎপর দান-সেতু দিয়া দান নৌকায়

তুলিয়া সংসার সাগরের পরপারে পার করিয়া দেন। সেই কারণে প্রথমে দান-রূপ কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে কার্যে লাগাইয়া দেন, তাহাতে কিন্তু কায় বাক্যের বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা হয় না।

ভন্তে, আপনি যে বিজ্ঞপ্তি বলিতেছেন, তাহা কয় প্রকার? মহারাজ, একটি কায়, অন্যটি বাক্য বিজ্ঞপ্তি, এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে কায়িক-কর্ম সদোষও আছে, নির্দোষও আছে। বাক্য কর্ম সদোষ-নির্দোষ আছে। সদোষ কায়িক কর্ম কি? এই বুদ্ধ শাসনে কোন কোন ভিক্ষু গৃহীকুলে যাইয়া অযোগ্য স্থানে দাঁড়াইয়া ভিক্ষার প্রতীক্ষা করে, সেই অধর্মতঃ আনীত পিণ্ড আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরঞ্চ সেই ভিক্ষু আর্যশাস্ত্রে নিন্দিত হয়, সৎজীবিকা নষ্টকারীর মধ্যে পরিগণিত হয়। কোন ভিক্ষু অযোগ্য স্থানে দাঁড়াইয়া ময়ূর গ্রীবার ন্যায় গলা বাঁকাইয়া দেখিয়া থাকে, এইভাবে দাঁড়াইলে দাতারা আমাকে দেখিয়া থাকিবে। বাস্তবিক তাদৃশ নিমিত্তে দাতারাও দেখিয়া থাকে। এই সদোষ কায়িক অনাচার প্রদর্শনে আনীত পিণ্ড আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরঞ্চ পূর্ববৎ নিন্দিত হইয়া থাকেন; আবার কোন ভিক্ষু হনুদ্বারা ভ্রূদ্বারা অঙ্গুলিদ্বারা যাচঞা করিয়া থাকে; ইহাও সদোষ ও আর্য-নিন্দাকর। কিরূপ কায়িক বিজ্ঞপ্তি নির্দোষজনক? কোন ভিক্ষু গৃহীকুলে যাইয়া স্মৃতিসহকারে বিনয়ধর্মানুযায়ী গমনপূর্বক সুশান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন, নচেৎ চলিয়া যান। এই কায় বিজ্ঞপ্তি নির্দোষজনক। এই পবিত্রভাবে বিজ্ঞাপিত পিণ্ড আর্যগণ পরিভোগ করেন। সেই ভিক্ষুও আর্যশাস্ত্রে প্রশংসিত হন, সংযতাচারী বলিয়া খ্যাত হন, এবং পরিশুদ্ধভাবে জীবনযাপনকারীর মধ্যে পরিগণিত হন। তাই দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :-

যাচঞা নাহি করে কভু কোন জ্ঞানীগণ,
আর্যেরা করেন নিন্দা যাচঞার কারণ;
উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়ে থাকে যত আর্য জন
আর্যদের যাচনার ইহাই লক্ষণ।

সদোষ বাক্য বিজ্ঞপ্তি কিরূপ? মহারাজ, কোন ভিক্ষু বাক্যদ্বারা বহুবিধ চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ঔষধ যাচিয়া থাকে। সেই বাক্য বিজ্ঞপ্তিজনিত পিণ্ডাদি আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরঞ্চ সেইভিক্ষুও আর্য শাস্ত্রে নিন্দিত হয় এবং নষ্ট জীবনযাপনকারীর মধ্যে পরিগণিত হয়।

মহারাজ, এই বুদ্ধ শাসনে কোন ভিক্ষু অপরের নিকট ঘোষণা করিয়া থাকে, 'এই দ্রব্যটি আমার প্রয়োজন।' সে ঘোষণা করিয়া ঐ বস্তুটি প্রাপ্ত হইল, ইহাও সদোষ বাক্য বিজ্ঞপ্তি। আর্যগণ এইরূপ যাচঞালব্ধ বস্তু ভোজন করেন না। বরঞ্চ নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার কেহ সভার মধ্যে বলিয়া থাকে, ভিক্ষুদিগকে এই এই বস্তু দান দেওয়া উচিত। তাহা শুনিয়া দাতারা দান দিয়া থাকে, তাহাও পূর্ববৎ দোষজনক। মহারাজ, আপনি কি জানেন না, যখন সারীপুত্র স্থবিরের রোগ হয়, সূর্যাস্তে মৌদ্গল্যায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে আপনার কোন ঔষধের প্রয়োজন? তিনি তাহা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। পরদিন দেব-লীলা প্রভাবে তাহা পাওয়া গেল। স্থবির জানিতে পারিলেন "নিজের যাচঞায় এই বস্তু আমার লাভ হইয়াছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আর পরিভোগ করিলেন না। ইহাও দোষজনক। আর্যগণ তাদৃশ বস্তু ব্যবহার করেন না। বরঞ্চ নিন্দা করিয়া থাকেন।

কিরূপ বাক্য বিজ্ঞপ্তি নির্দোষ? মহারাজ, কোন ভিক্ষু জ্ঞাতিকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঔষধ যাচঞা করিয়া থাকেন, ইহাই নির্দোষকর যাচঞা। আর্যগণ এইরূপ বস্তু পরিভোগ করেন, সেই ভিক্ষু আর্যদের নিকট প্রশংসা পাইয়া থাকেন। তাঁহার জীবিকাও পরিশুদ্ধ। বুদ্ধও এই সাধু ব্যবহারে অনুমতি দেন। মহারাজ, তথাগত কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ, সেই ভোজন বিবিধ বাক্য ব্যয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। তাই তথাগত সেই ভোজন করেন নাই। ভন্তে, তথাগত ভোজনকালে দেবগণ সর্বদা দিব্যরস তাঁহার পাত্রে দেন কি? অথবা ওলের যূষে ও মধুপায়সে কেবল দিয়াছিলেন কি? মহারাজ, সর্বদাই দেবগণ তথাগতের ভোজনকালে দিব্যরস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তথাগত যেই গ্রাসটি তুলিতেন, তাহাতেই দিব্যরস ঢালিয়া দিতেন। বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ গ্রামে তথাগত যখন শুষ্ক যবচূর্ণ ভোজন করিতেন, তখন দিব্যরস দিয়া উহা ভিজাইয়া দিতেন। সেই দিব্যরসেই তথাগতের শরীর রক্ষিত হইয়াছিল। ভন্তে, সেই দেবগণেরও মহালাভ বলিতে হইবে, কারণ তথাগতের শরীর রক্ষণে তাঁহারা সতত উৎসুক ছিলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ভগবানের নৈরুৎসুক্য ভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন—তথাগত লক্ষ কল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন, একমাত্র মহাজনসঙ্ঘের উদ্ধারের জন্য। ইহার মধ্যেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পূর্ণতালাভ করিয়াছে। পুনরায় দেখিতে পাই—সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর নিরুৎসাহ চিত্ত হইয়া পড়িলেন, ধর্মদেশনার জন্য নহে। যেমন ভন্তে, ধনুর্ধারী বা তাহার শিষ্য বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধার্থ শিক্ষা করিয়া যখন মহাযুদ্ধ সম্মুখে উপস্থিত, তখন সরিয়া গেল। এই প্রকার তথাগত সুদীর্ঘ দিন পারমী পূর্ণ করিয়া জনসঙ্ঘের উদ্ধারের জন্য সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধর্মদেশনার সময়ে সরিয়া পড়িলেন। ভন্তে, যেমন মল্ল বা তাহার শিষ্য অনেকদিন মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার সময়ে সরিয়া পড়িল, তেমন তথাগতও ধর্মদেশনার সময়ে সরিয়া পড়িলেন। ভন্তে, তথাগত ভয় করিয়া সরিয়া পড়িলেন? না পরিচয় না দিবার জন্য সরিয়া পড়িলেন? না দুর্বলতার দরুন সরিয়া পড়িলেন? না সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অভাবে সরিয়া পড়িলেন? নানা কারণ দেখাইয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। তিনি সুদীর্ঘকাল পারমী পূর্ণ করিয়া ধর্ম প্রচারে অনুৎসাহিত হইলেন, এই বচন মিছা, নচেৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, তথাগত জনসঙ্ঘের উদ্ধারার্থ পারমী পূর্ণও করিয়াছেন এবং ধর্ম প্রচারার্থ অনুৎসাহিতও হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে—এই নির্বাণমূলক ধর্ম বড়ই গম্ভীর নিপুণ, দুর্দর্শ, দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম। বুঝিতে অতি কঠিন বলিয়া তৃষ্ণাসক্ত, সৎকায় দৃষ্টির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণের উপকার হইবে কিনা, অথবা কি প্রকারে বুঝিবে এই ভাবিয়া ধর্ম প্রচারে নিরুৎসাহিত হইয়াছিলেন, ধর্মদেশনার জন্য নহে। কেবল সত্ত্বগণের ধর্মানুবোধচিন্তাই তাঁহার মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। যেমন কোন শল্যচিকিৎসক বহু ব্যাধিযুক্ত নরের নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা করে যে—কোন্ উপায়ে কোন্ ঔষধে ইহার ব্যাধি উপশম হইবে, এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত তৃষ্ণাব্যাধিযুক্ত নরের ধর্ম গম্ভীরতাদি দুর্বোধ্য হইবে ভাবিয়া ধর্ম প্রচারে অনুৎসাহিত হইয়াছিলেন, ধর্মদেশনার জন্য নহে। যেমন ক্ষত্রিয়রাজ তাঁহার সৈন্য সামন্ত ও অন্যান্য প্রজাবৃন্দ দেখিয়া

মনে মনে চিন্তা করেন যে–কি উপায়ে আমি তাহাদের উপকার করিব, কি প্রকারে তাহারা নিরাপদে থাকিবে, এই প্রকার তথাগত সত্ত্বদিগকে গম্ভীর নির্বাণ ধর্ম কি প্রকারে বুঝাইবেন, তাহা চিন্তা করিলেন। সকল তথাগতের এইটি স্বাভাবিক নিয়ম (ধর্মতা) এই যে, ব্রহ্মাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাঁহারা ধর্মদেশনা আরম্ভ করেন। তাহার কারণ এই যে–তখন সমস্ত মনুষ্য, তাপস পরিব্রাজক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ মনে করে, ব্রহ্মাই প্রধান দেবতা, তাই ব্রহ্মার প্রতি সকলের ভক্তি বিশ্বাস খুব বেশী। যদি ব্রহ্মার প্রার্থনায় তথাগত ধর্মদেশনা করেন, তাহা হইলে তথাগত ব্রহ্মার চেয়ে যশে, গৌরবে, জ্ঞানে মহৎ বলিয়া সুপরিচিত হইবেন, তখন সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে। যেমন রাজা বা রাজার মহামাত্য যাহাকে সম্মান করিবে, অপরাপর প্রজারা তাহা দেখিয়া অধিকতরভাবে তাহাকে গৌরব করিবে, এইরূপ ব্রহ্মা যদি বুদ্ধের বিনীত হন, সকলে বুদ্ধের শরণে আগমন করিবে। মহারাজ, এই জগতে যিনি পূজনীয়, তাঁহার পূজা সকলেই করিয়া থাকে। সেই কারণে ব্রহ্মাগণ তথাগতকে ধর্মদেশনার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তথাগতগণও ব্রহ্মাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া ধর্ম দেশনা করিয়া থাকেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

বুদ্ধের আচার্যানাচার্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

"আমার আচার্য নাই, মম তুল্য কেহ নাহি ভবে,
দেব নর লোক মাঝে, সমকক্ষ না হেরিনু এবে।"

পুনরায় বলিয়াছেন–"ভিক্ষুগণ, আলার কালাম আমার আচার্য স্থানীয় অথচ অন্তেবাসী, আমাকে তাঁহার সমাসনে স্থান দিয়া যথেষ্ট পূজা সৎকার করিয়াছিলেন। ভন্তে, তথাগত আমার আচার্য কেহই নাই বলিয়া, আলার কালামকে যে আচার্য স্থানীয় বলিয়াছেন তাহা মিছা, নচেৎ তাঁহার আচার্য নাই এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, তথাগতের এই বচন বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেই কথিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্বকালেই আচার্য স্থানীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বকালে তাঁহার পাঁচজন আচার্য ছিলেন। যাঁহাদের অনুশাসনে বোধিসত্ত্ব নানাস্থানে বাস করিতেন। সেই পাঁচজন কে? (১) মহারাজ, যেই

আটজন ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের জন্মের পর লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, যথা :- রাম, ধজ, লক্ষণ, মন্ত্রী, যজ্ঞ, সুযাম, সুভোজ ও সুদত্ত। তাঁহারা বোধিসত্ত্বের মঙ্গলবার্তা প্রকাশ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের উপায় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম আচার্য। (২) বোধিসত্ত্বের পিতা শুদ্ধোধন রাজা পদক ব্যাকরণ, ষড়াঙ্গবিদ উদীচ্য ব্রাহ্মণ সর্বমিত্রের নিকট বোধিসত্ত্বকে নিয়া এই কুমারকে শিক্ষা দেন বলিয়া, সুবর্ণ গারু পূর্ণ জল ঢালিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইনি দ্বিতীয় আচার্য। (৩) যেই দেবতা বোধিসত্ত্বের সংবেগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, যাঁহার বচন শুনিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে মহাভিনিষ্ক্রমণ পূর্বক প্রব্রজিত হইলেন, ইনি তৃতীয় আচার্য। আলার কালাম চতুর্থ আচার্য। উদ্দক রামপুত্র পঞ্চম আচার্য। লৌকিক ধর্মের এই পাঁচজন আচার্য বোধিসত্ত্বাবস্থায় ছিলেন। মহারাজ, এই লোকোত্তর ধর্মে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান যে তথাগত প্রাপ্ত হইয়াছেন এখন তাঁহার অনুশাসক কেহই নাই। এখন তিনি স্বয়ম্ভু, আচার্যহীন। সেই কারণে তিনি বলিয়াছেন—"আমার কেহই আচার্য নাই, এমনকি সদেবলোকে আমার ন্যায় অন্য আর কেহই নাই।" সাধু ভন্তে নাগসেন।

জগতে দুই বুদ্ধের অনুৎপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন—'ভিক্ষুগণ, এমন কখনই হইতে পারে না, এক লোকমণ্ডলে দুই অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ একত্রে উৎপন্ন হইবেন।" বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিলেও সপ্তত্রিংশ বোধিপাক্ষিক ধর্মদেশনা করেন, চারি আর্য সত্য বলেন। শিক্ষা দিলেও ত্রিবিধ শিক্ষা, অনুশাসন করিলেও অপ্রমাদবলে অনুশাসন করেন। যদি ভন্তে, বুদ্ধের এক দেশনা, এক কথা, এক শিক্ষা, এক অনুশাসন হয়, কি কারণে দুই বুদ্ধ এক সময়ে জগতে জন্মগ্রহণ করেন না? এক বুদ্ধের উৎপত্তিতে যতদূর আলোকিত হইয়াছে, যদি দুই জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইতেন, দুই বুদ্ধের প্রভায় ততোধিক আলোকিত হইত। উপদেশ দিলেও দুই জনের বিশেষ সুবিধা হইত। অনুশাসন করিলেও সুখেই অনুশাসন করিতে পারিতেন। যাহাতে আমি সংশয়হীন হইতে পারি, সেই কারণ আমাকে বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

মহারাজ, এই দশ-সহস্র লোকমণ্ডল একজন বুদ্ধের প্রভাব ধারণ করিতে সমর্থ। একজন তথাগতের গুণ ধারণ করিতে পারে। দুইজনের গুণ ধারণে সমর্থ নহে; বরঞ্চ ভার ধারণে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইবে, বিধ্বংস হইবে ও বিনষ্ট হইবে। মহারাজ, যেই নৌকায় একজন লোক পার হইতে পারে, যদি তাদৃশ আয়ু, বর্ণশালী, কৃশ বা স্থুল সম লোক সেই নৌকায় উঠে, ঐ নৌকা দুই জনের ভার ধারণ করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। নৌকা হয়তঃ কম্পিত হইবে, নচেৎ জলে ডুবিয়া যাইবে। এই প্রকার দশ সহস্র লোকমণ্ডলে একজন বুদ্ধের স্থান। কোন পুরুষ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিল, সেই ভোজনে তার পুনঃপুন তন্দ্রা আসিতেছে, দণ্ড বিনা স্থির থাকিতে পারিতেছে না। যদি লোকটি আবার সেই পরিমাণে ভোজন করে, তবে সে সুখী হইতে পারিবে কি? না ভন্তে। একবার ভোজন করিয়াও সে মরিবে। সেইরূপ একজন বুদ্ধের ভার অযুত লোকমণ্ডল ধারণ করিতে সমর্থ; দুইজনের পারিবে না। ভন্তে, অতি ধর্মের ভারে পৃথিবী কম্পিত হয় কি? মহারাজ, দুই গাড়ী রত্নদ্বারা পরিপূর্ণ করা হইল। তখন অপর গাড়ীর রত্ন, একটি গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন দুই গাড়ীর রত্ন এক গাড়ীতে ধারণ করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। হয়ত গাড়ীর নাভি ফাটিয়া যাইবে, অথবা ভাঙ্গিয়া যাইবে। নেমি পড়িয়া যাইবে, নচেৎ অক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মহারাজ, অতিরত্নভারে শকট ভাঙ্গিবে কি? হাঁ ভন্তে। এই অতিধর্মভারেও পৃথিবী কাঁপিয়া থাকে। এই কারণটুকু বুদ্ধবল প্রদর্শনার্থে বলা হইল। অন্য একটি উপযুক্ত কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে একসঙ্গে দুই বুদ্ধের উৎপত্তি হয় না। যদি একই ক্ষণে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তবে তাঁহাদের পরিষদের মধ্যে এইরূপ বিবাদ উৎপন্ন হইবে–তোমাদের বুদ্ধ আমাদের বুদ্ধ বলিয়া পক্ষ-বিপক্ষ হইবে। যেমন দুই বলবান অমাত্যের পরিষদে পক্ষ-বিপক্ষ হইয়া থাকে। মহারাজ, যদি একই ক্ষণে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন, ‘অগ্র বুদ্ধ’ বলিয়া যে বচন তাহা মিছা হইবে। তদ্রূপ জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উত্তম, প্রবর, অসম, অসমসম, অপ্রতিম, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুদগল বুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধের যেই সমস্ত প্রধান প্রধান বিশেষণ আছে, তাহাও প্রশ্নবিদ্ধ হইবে। মহারাজ, আপনি এই অর্থগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করুন। ইহা বুদ্ধগণের স্বাভাবিক ধর্ম যে, এক সঙ্গে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইতে পারেন না। একাকীই উৎপন্ন হন, কারণ

সর্বজ্ঞতা লাভ অতি মহৎ। এইরূপ জগতে যাহা মহৎ তাহা এক একটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী, সাগর, সুমেরু গিরিরাজ, আকাশ, শক্র, মহাব্রহ্মা, প্রভৃতি এক একটি। তদ্রূপ এক বুদ্ধের বর্তমানে অন্য বুদ্ধের স্থান হইতে পারে না। তাই বুদ্ধগণ একাকীই জন্মগ্রহণ করেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

মিলিন্দ-প্রশ্ন
(দ্বিতীয় খণ্ড)

গৌতমীর বস্ত্রদান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–"যখন তাঁহার মাসীমা মহাপ্রজাপতি গৌতমী 'বর্ষা চীবর' দান দিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন– গৌতমী! এই 'বর্ষা চীবর' সঙ্ঘকে দান দাও, সঙ্ঘকে দিলে আমিও সঙ্ঘ একই সঙ্গে পূজিত হইব।" কেমন ভন্তে, তথাগত কি সঙ্ঘ-রত্ন হইতে প্রধান ও দাক্ষিণেয় নহেন? তাঁহার মাসীমা স্বয়ং সূতা পিঁজিয়া, ধূনিয়া, কাটিয়া ও বস্ত্র বয়ন করিয়া তাঁহার জন্য চীবরখানি আনিয়াছেন, অথচ তিনি তাহা সঙ্ঘকে দিতে বলিতেছেন। যদি সঙ্ঘ-রত্ন হইতে তথাগত শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে বলিতেন–'আমাকে দিলে মহাফল হইবে।' সঙ্ঘকে দিতে বলিতেন না। যেহেতু নিজের প্রাধান্যতা তিনি এই সময়ে দেখাইলেন না, তাই সঙ্ঘকে দেওয়াইলেন।

মহারাজ, তাহা নিজের অপ্রাধান্য হেতুও নহে, অফলের জন্যও নহে, দক্ষিণা গ্রহণের অযোগ্যতা হেতুও নহে। অপিচ তাহা মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়া বলিয়াছেন, কারণ আমার অবর্তমানে সঙ্ঘ একই বচনে গৌরবান্বিত হইবে। তাই বিদ্যমান গুণ প্রকাশ করিয়া সঙ্ঘকে দিতে বলিয়াছেন। যেমন পিতা বর্তমান থাকিতে পুত্রের গুণ রাজ পরিষদের মধ্যে রাজার সম্মুখে কীর্তন করিয়া থাকে। কারণ এখন পুত্রকে রাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত করিলে ভবিষ্যতে জনসভায় পূজিত হইবে। এইরূপ তথাগত সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিয়া সঙ্ঘকে দান দিতে গৌতমীকে বলিয়াছিলেন। মহারাজ, কেবল এই 'বর্ষাচীবর' দানে সঙ্ঘ তথাগত হইতে বিশিষ্ট নহেন। যেমন মাতাপিতা পুত্রকে উৎসাদন পরিমর্দন্‌ ান ও হস্ত-পদ প্রক্ষালনাদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে পুত্র মাতা-পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না ভন্তে। মাতাপিতাকে অনিচ্ছায়ও পুত্রের যাবতীয় কার্য করিতে হয়। সেইরূপ কেবল এই চীবর দানে তথাগত হইতে সঙ্ঘ শ্রেষ্ঠ নহেন। কেবল কর্তব্যের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায়ই সঙ্ঘকে দেওয়াইয়াছিলেন। যেমন কোন পুরুষ রাজার জন্য উপঢৌকন আনয়ন করিল। রাজা সেই উপঢৌকন

তাঁহার ভৃত্যদের কাহাকে বা পুরোহিতকে দেওয়াইলেন। তাহা হইলে কি মহারাজ, রাজা হইতে চাকর বা পুরোহিত শ্রেষ্ঠ হইবে? না ভন্তে। সেই পুরুষ রাজাকে ভক্তি করে ও রাজার দ্বারা পালিত। তাই তাহাকে রাজা উপঢৌকন দিতেছেন। এই প্রকার কেবল 'বর্ষাচীবর' দানে সঙ্ঘ তথাগত হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। সঙ্ঘ তথাগতকে ভক্তি করেন; সঙ্ঘ তথাগতের পালিত। তাই তথাগত সঙ্ঘকে 'বর্ষাচীবর' দেওয়াইয়াছিলেন। মহারাজ, তথাগতের এইরূপ মনে হইয়াছিল, স্বভাবতঃ সঙ্ঘ প্রতিপূজার পাত্র, আমার সম্পত্তিদ্বারা সঙ্ঘকে প্রতিপূজা করিব। তাই সঙ্ঘকে 'বর্ষাচীবর' দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু মহারাজ, তথাগত নিজের জন্য প্রতিপূজার বর্ণনা করেন না। জগতে যাঁহারা প্রতিপূজার যোগ্য, তাঁহাদের জন্যই তথাগত প্রতিপূজার বর্ণনা করেন। দেবাতিদেব বুদ্ধ 'মধ্যম নিকায়ের' ধর্ম দায়াদ সূত্র বিবরণে অল্পেচ্ছার গুণ কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন—"আমার ঐ পূর্ব বর্ণিত ভিক্ষু পূজ্যতর ও প্রশংসতর।" এই জগতে তথাগত হইতে কোন সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ নহে। সংযুক্ত নিকায়ে এক দেবপুত্র বুদ্ধের সম্মুখে থাকিয়া দেব-মনুষ্যদের মধ্যে বলিয়াছেন—

রাজগৃহে গিরিশ্রেষ্ঠ বিপুল প্রধান
হিমবন্তে শ্বেতগিরি শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
আকাশ মাঝারে তথা আদিত্য প্রধান।
উদধি মাঝারে হয় সমুদ্র উত্তম।
চন্দ্রমা প্রধান হয় নক্ষত্র মাঝারে,
সদেব লোকেতে তথা বুদ্ধই প্রধান।

মহারাজ, মানবগামী নামক সেই দেবপুত্র যে গাথা বলিয়াছেন, তাহা সুগীতা, দুর্গীতা নহে, সুভাষিতা দুর্ভাষিতা নহে। ভগবানও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। মহারাজ, ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্র বলিয়াছেন নয় কি?

চিত্তের প্রসন্নভাব, কিংবা শরণ গমন;
অথবা অঞ্জলি মাত্র করে বুদ্ধে যেই জন;
মারবল বিনাশক বুদ্ধের প্রভাব বলে,
তরিতে পারিবে সেই বীর্যের সাধন বলে।

ভগবান বলিয়াছেন–এই জগতে একজন পুদ্গল বহুজনের হিত সুখার্থ দেব-মনুষ্যদের অর্থহিত সাধন মানসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি কে? অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

গৃহী প্রব্রজিত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী ও প্রব্রজিতকে যথাধর্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিতেছি। যদি তাহারা প্রকৃত আরাধক হয়, কুশল ধর্ম জানিতে সমর্থ হইবে।' ভন্তে, শ্বেতবস্ত্রধারী কামভোগী গৃহী পুত্র কন্যার জন্য ধর্মসাধনে অবসর পায় না, তাহারা কাশিক চন্দন লেপন করে, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ করে, সোনা-রূপা গ্রহণ করে, মণি কনকযোগে বিচিত্র বেণী বাঁধিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ বিলাস মগ্ন থাকিয়া কুশল ধর্মলাভে যদি সমর্থ হয়, আর প্রব্রজিত মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া, ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করিয়া, চারি শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ করিয়া, দেড়শত শিক্ষাপদ প্রতিপালন করিয়া ও ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করিয়া, কুশল ধর্ম লাভে যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে গৃহী প্রব্রজিতের আর বিশেষত্ব কি? এইরূপ হইলে তপাচরণ নিষ্ফল, প্রব্রজ্যা গ্রহণ নিরর্থক, শিক্ষাপদ পালনে ফল নাই, ধুতাঙ্গ ব্রত সম্পাদনে এত দুঃখ করিয়া কি ফল? সুখে থাকিয়া সুখ-ফল লাভ করা উচিত নহে কি?

মহারাজ, ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। সম্যকরূপে ধর্ম পালনই এখানে শ্রেষ্ঠতা। প্রব্রজিত হইয়াও যদি ধর্ম পালন না করে, সে শ্রামণ্য ধর্ম হইতে দূরে বাস করে। সে ব্রহ্মত্ব ভাব হইতে দূরে বাস করে। গৃহীর কথাও বা কি? গৃহী-প্রব্রজিত উভয়ে ধর্ম পালন করিলে কুশল ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রব্রজিত শ্রামণ্যফল লাভের অধিকারী, প্রব্রজ্যার গুণ অনন্ত, প্রব্রজ্যার গুণ কত তাহা কেহ পরিমাণ করিতে পারিবে না। যেমন মহারাজ কামদ মণির মূল্য নির্ধারণ করা কখনও সম্ভব হয় না, তদ্রূপ প্রব্রজ্যাও অমূল্য। সমুদ্র তরঙ্গের পরিমাণ করা যেমন অসম্ভব, প্রব্রজ্যা গুণের পরিমাণও অসম্ভব। প্রব্রজিতের যে কোন কর্তব্য কার্য শীঘ্র ফলপ্রসূ হয়। দেরী লাগে না। কারণ কি? প্রব্রজিত অল্পেচ্ছুক, সসন্তোষ, প্রবিবিক্ত, অসংক্লিষ্ট, দৃঢ়বীর্যপরায়ণ, তৃষ্ণাহীন, অমায়িক, পরিপূর্ণশীলী, সংযতাচারযুক্ত, ধুতাঙ্গরক্ষক। সেই কারণে তাঁহাদের যেই কোন কার্য শীঘ্র

সম্পন্ন হয়, দেরী লাগে না। যেমন মহারাজ, গ্রন্থিহীন সম সুধৌত ঋজু বিমল নারাচ শরদ্বারা সুসজ্জিত হইলে অব্যর্থ হয়, তেমন প্রব্রজিতের যে কোন কার্য শীঘ্র সুসম্পাদিত হয়, দেরী লাগে না। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

দুঃখচর্যা দোষ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, যখন বোধিসত্ত্ব দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছিলেন, তখন তাদৃশ আর কেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার নিষ্ক্রমণ, ক্লেশযুদ্ধ, মৃত্যুসৈন্য বিদমন, আহার গ্রহণ অতি দুষ্করভাবে সাধিত হইয়াছিল। এত চেষ্টা করিয়াও কিছু ফল না পাইয়া নৈরাশ্য চিত্তে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি এইরূপ কটুজনক দুষ্কর কার্যদ্বারা কোন মার্গফল লাভ করিতে পারিলাম না। বোধিলাভার্থ অন্য কোন রাস্তা আছে কি? সেই পথে উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্য রাস্তাদিয়া তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অথচ তিনি আবার শ্রাবকদিগকে সেই দুষ্কর কার্য সাধন করিতে উপদেশ দিলেন।

কর বীর্যের সাধনা বাহির হও সংসার হইতে,
বুদ্ধের শাসনে কর আত্ম সমর্পণ মুক্তি মার্গ পেতে;
ধূনে ফেল মৃত্যুসৈন্য, হস্তী মর্দে নলাগার যেই মতে।

ভন্তে, যেই দুষ্কর কার্যে তথাগত উৎকণ্ঠিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, পুনঃ যে তিনি শ্রাবকদিগকে তাঁহার উপদেশ দিতেছেন, ইহার কারণ কি?

মহারাজ, তখনও, বর্তমানেও সেই পন্থা (প্রতিপদা)। সেই পন্থাকে অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব অতিশয় বীর্যসহকারে নিরবশেষরূপে আহারের মাত্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই অনাহারের দরুন চিত্তের দুর্বলতা উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই দুর্বলতার দরুন সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পরে প্রমাণ মত স্থূল আহার (কবলীকারাহার) সেবন করিয়া সেই রাস্তা অবলম্বনে অচিরেই সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই পন্থাই সমস্ত তথাগতের সর্বজ্ঞতা লাভের উপায়। যেমন মহারাজ, সমস্ত সত্ত্বের আহারই প্রধান অবলম্বন, আহার হেতুতে সমস্ত সত্ত্ব সুখানুভব করিয়া থাকে, এইরূপ সকল তথাগতগণের সর্বজ্ঞতা লাভেরও সেই পন্থা। তাহা বীর্য সাধনের, নিষ্ক্রমণের, ক্লেশযুদ্ধের দোষ নহে। যেই কারণে তথাগত সেই সময়ে সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা একমাত্র আহার বন্ধ করার দোষে। সেই পন্থা সর্বদা প্রস্তুত আছে।

যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ যদি অতিবেগে পথ চলে, হয়ত সেই কারণে পক্ষাঘাতও হইতে পারে, কুব্জপৃষ্ঠও হইতে পারে, নচেৎ মাটিতে পড়িয়াও থাকিতে পারে। তাহা কি মাটির দোষ হইবে, যেহেতু তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল? না ভন্তে। মহাপৃথিবী সর্বদাই প্রস্তুত আছে, পৃথিবীর দোষই বা কি। সেইটা নিজের অতি চেষ্টার দোষে, তাহার যে এই পক্ষাঘাত। সেইরূপ তিনি যে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন নাই, । তাহা বীর্য সাধনাদির দোষে নহে, ইহা কেবল আহার ত্যাগের দোষে। নচেৎ জ্ঞান লাভের সেই পন্থা সর্বদা উন্মুক্ত আছে। যদি কোন পুরুষ ময়লা বস্ত্র পরিধান করে, তাহা সে ধৌত না করিলে, ইহা জলের দোষ নহে। যেহেতু জল পরিষ্কার করণার্থ সর্বদাই প্রস্তুত আছে। তাহা পুরুষেরই দোষ। তদ্রূপ তাহা বীর্য সাধনাদির দোষ নহে। কেবল আহারের দোষে তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। নচেৎ সর্বজ্ঞতা লাভের পন্থা সর্বদা প্রস্তুত আছে। এই কারণে তথাগত সেই পথেই শ্রাবকদিগকে চালিত করেন এবং বীর্যবান হইবার জন্য শিক্ষা দেন, কিন্তু মহারাজ, জ্ঞান প্রদানের সেই পন্থা পবিত্রভাবে সর্বদা প্রস্তুত আছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

হীনত্ব প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, তথাগতগণের শাসন, সার, বর, শ্রেষ্ঠ, প্রবর, অনুপম, পরিশুদ্ধ, বিমল, স্বচ্ছ ও নির্দোষ। এমন বিশুদ্ধ শাসনে হঠাৎ গৃহীদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়া উচিত নহে। গৃহীকে প্রথমে একটি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যখন সে পুনরায় গৃহীকুলে ফিরিয়া যাইতে না পারিবে, তখন তাহাকে প্রব্রজ্যা দিতে হইবে। দুর্জনেরা বিশুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া পুনরায় সে প্রব্রজ্যা ত্যাগ পূর্বক হীনত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাদের প্রত্যাবর্তনে জনসঙ্ঘের এইরূপ বিতর্কজাত হয় যে, শ্রমণ গৌতমের শাসনে কিছুমাত্র সার নাই। নচেৎ প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল কেন? এই কারণে নানা কথা উঠিয়া থাকে।

মহারাজ, শুচি বিমল শীতল জলপূর্ণ একটি পুকুর আছে। কোন ব্যক্তি কর্দমাক্ত শরীরে সেই পুকুরে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু সে্লান না করিয়া কর্দমাক্ত শরীরে ফিরিয়া গেল। এখন মহারাজ, অপর লোকেরা ক্লিষ্ট ব্যক্তিকেই নিন্দা করিবে, না পুকুরকে নিন্দা করিবে? ভন্তে, ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে

নিন্দা করিবে। কারণ সে পুকুরে যাইয়া স্নান না করিয়াই কর্দমাক্ত শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে স্নান করিতে চাহে না, পুকুর কি স্বয়ং তাহাকে স্নান করাইয়া দিবে? কাজেই পুকুরের কোন দোষ নাই। মহারাজ, এইরূপ তথাগত বিমুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ জলপূর্ণ সদ্ধর্মরূপ পুকুর নির্মাণ করিয়াছেন। যাহারা ক্লেশমল ক্লিষ্ট সচেতন জ্ঞানী, তাহারা এই পুকুরে স্নান করিয়া সমস্ত ক্লেশ দুঃখ প্রবাহিত করিবে। যদি কেহ সেই সদ্ধর্মরূপ পুকুরে গিয়া স্নান না করিয়া সক্লেশ প্রত্যাবৃত্ত হয় ও হীনত্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই লোকেরা নিন্দা করিবে। এই ব্যক্তি জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া তথায় প্রতিষ্ঠা পাইল না, তাই হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে এই ধর্মনীতি পালন করে না, জিনশাসন স্বয়ং কি তাহাকে সংশোধন করিবে? তাহা কখনও জিনশাসনের দোষ হইতে পারে না।

মহারাজ, যেমন কোন কঠিন পীড়াগ্রস্ত লোক সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক দেখিয়া চিকিৎসা না করাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, লোকে রোগীকে নিন্দা করিবে? না বৈদ্যকে নিন্দা করিবে? ভন্তে, রোগীকে নিন্দা করিবে। কারণ, সুদক্ষ চিকিৎসক পাইয়াও সে চিকিৎসা করাইল না। রোগী চিকিৎসা না করাইলে বৈদ্য কি স্বয়ং তাহার চিকিৎসা করিবে? ইহাতে বৈদ্যের কোন দোষ হইতে পারে না। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত শাসনরূপ বাক্সে সর্ব-ক্লেশ রোগহর অমৃত ঔষধ ঢালিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা ক্লেশ ব্যাধি পীড়িত সচেতন জ্ঞানী, তাহারা এই অমৃত ঔষধ পান করিয়া সর্ব-ক্লেশ-রোগ উপশম করিবে। যদি কেহ এই অমৃত ঔষধ পান না করিয়া সব্যাধি প্রত্যাবর্তন করে ও হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই লোকেরা নিন্দা করিবে। এই ব্যক্তি জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, তাই হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ধর্মনীতি মানে না, তাহাকে স্বয়ং জিনশাসন সংশোধন করিবে কি? ইহাতে জিনশাসনের কোন দোষ নাই। যেমন মহারাজ, কোন ক্ষুধার্ত পুরুষ মহৎ অন্নসত্রে যাইয়া না খাইয়াই সক্ষুধা ফিরিয়া আসিল, এমতাবস্থায় লোকেরা ক্ষুধার্তকে নিন্দা করিবে, না অন্নসত্রকে নিন্দা করিবে? ভন্তে, ক্ষুধাতুরকে নিন্দা করিবে। এই প্রকার তথাগত শাসন-বাক্সে পরম মধুর কায়গতাস্মৃতি ভোজন রাখিয়াছেন, যে কোন জ্ঞানী ক্লেশাতুর তাহা ভোজন করিয়া কাম-রূপ-অরূপ ভবে যত তৃষ্ণা আছে, সমস্ত অপনয়ন করিবে। যদি কেহ তাহা ভোজন না করিয়া ফিরিয়া

যায় ও হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে লোকেরা নিন্দা করিবে। সেইরূপ জিনশাসনে প্রব্রজিত ব্যক্তি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিলে, জিনশাসন তাহাকে সংশোধন করিবে না। ইহাতে জিনশাসনের কোন দোষ নাই।

মহারাজ, তথাগত মার্গফললাভী ব্যক্তিকেই কেবল প্রব্রজ্যা প্রদান করিবেন কেন? প্রব্রজ্যাইত ক্লেশ দূর করে ও বিশুদ্ধি দান করে। তাহাদের প্রব্রজ্যার কারণও বা কি? যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ শত শত টাকা দিয়া একটি পুকুর খনন করাইয়া আদেশ করিল যে–কোন সংক্লিষ্ট ব্যক্তি এই পুকুরে নামিতে পারিবে না, যাহাদের শরীরে ধূলা-কাদা নাই, পরিশুদ্ধ, বিমল তাহারাই নামিতে পারিবে। তেমন পরিশুদ্ধ ব্যক্তির পুকুরে আসার প্রয়োজন আছে কি? না ভন্তে। যে প্রয়োজনে পুকুরে আসার কর্তব্য ছিল, তাহা তাহার নাই। পুকুরে আসিয়া কি ফল? সেইরূপ মহারাজ, তথাগত যদি মার্গফললাভী গৃহীকেই কেবল প্রব্রজ্যা দেন, তাহা ত পূর্বেই সম্পাদিত হইয়াছে, প্রব্রজ্যা লাভের আর দরকারও বা কি!

যেমন মহারাজ, কোন স্বভাবতঃ ঋষিভক্ত, শ্রুত মন্ত্র পদধর সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক সর্বরোগহর ভৈষজ্য সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে বলে– কোন রোগী আমার নিকট আসিও না, যে নীরোগী সে আমার নিকট আসিবে। মহারাজ, নীরোগীর বৈদ্যের দরকার আছে কি? না ভন্তে। যেহেতু তাহার আসিবার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা তাহার নাই। এই প্রকার মার্গফললাভীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে কেন, তাহার কর্তব্য যখন পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রব্রজ্যার দরকারও বা কি!

যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ শত শত পাত্র পূর্ণ ভাত আনিয়া পরিষদকে বলিল–কোন ক্ষুধাতুর আমার নিকট আসিও না, যাহারা উদর পূর্ণ ভোজন করিয়াছ তাহারা আসিবে। তাহা শুনিয়া কোন ভুক্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে আসিবে কি? না ভন্তে। তাহার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। তেমন মার্গফললাভী ব্যক্তির প্রব্রজ্যার কোন দরকার নাই।

মহারাজ, যাহারা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া হীনত্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা জিনশাসনের পাঁচটি অতুলনীয় গুণ দেখিয়া থাকে। সেই পাঁচটি কি? শাসন ভূমির মহত্ত্বতা দর্শন, পরিশুদ্ধ বিমল ভাব দর্শন, পাপবিষয়ে অসংসর্গ ভাব দর্শন, জ্ঞানলাভের অসমর্থতা ভাব দর্শন ও বিবিধ সংযমাচরণ ভাব দর্শন। শাসন ভূমির মহত্ত্বতা ভাব দর্শন কিরূপ? মহারাজ, কোন দরিদ্র, হীনজাতি,

নির্বোধ ব্যক্তি হঠাৎ মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইলে অচিরেই তাহার পতন হইয়া থাকে। সেই সুখ্যাতি, ঐশ্বর্য সে ধারণ করিতে পারে না। কি কারণে? মহৎ ঐশ্বর্য লাভ হেতু। এই প্রকার পুণ্যহীন, নির্বোধ ব্যক্তিরা শাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রব্রজ্যার শ্রেষ্ঠগুণ ধারণ করিতে পারে না। তাহা অসহ্য হইয়া অচিরে জিনশাসন হইতে ধ্বংস হইয়া যায় ও প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে।

পরিশুদ্ধ বিমল ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, পদ্মদলে জল পড়িলে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়া যায়, এমন কি দলেও লাগে না। কি কারণে? পদ্ম পরিশুদ্ধ ও বিমল বলিয়া। এই প্রকার যে কেহ শঠ, কুটীল, বিপরীতদর্শী জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া থাকে, তাহারা পরিশুদ্ধ, বিমল, নিষ্কণ্টক, স্বচ্ছ ও উত্তম শাসন হইতে অচিরেই বিধ্বংস হইয়া যায়, স্থির থাকিতে পারে না, এমন কি শাসনে লাগিয়া থাকিতে না পারিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

পাপবিষয়ে অসংসর্গ ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, মহাসমুদ্র মৃতদেহ সহিত বাস করে না। যাহা মহাসমুদ্রে মৃতদেহ আছে, তাহা শীঘ্রই কূলে উঠাইয়া দেয়। কি কারণে? মহাভূতগণের বাসভবন সমুদ্র বলিয়া। এই প্রকার পাপী, কুক্রিয়াশীল, হীন-বীর্য, অনাচার দগ্ধ, ক্লিষ্ট, দুর্জন মনুষ্যগণ জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অরহৎ বিমল ক্ষীণাসব-ভবন হইতে বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে বাস করিতে না পারিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানলাভের অসমর্থতা ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, যে কেহ অপটু, অশিক্ষিত, বিদ্যাহীন, সুমতিহীন, ধনুর্ধারী লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া চলিয়া যায়। কি কারণে? বালাগ্রের সূক্ষ্মগতি বুঝিতে না পারিয়া। এই প্রকার অজ্ঞানী, জড়প্রকৃতি, মূর্খ, অলস ব্যক্তিগণ জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া পরম সূক্ষ্ম সত্যবোধ করিতে না পারিয়া জিনশাসন হইতে চলিয়া যায়, অচিরেই হীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিবিধ সংযমাচরণ ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ মহাযুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। যখন বিপক্ষীয় সৈন্যেরা তাহাকে চারিদিকে ঘিরিতে লাগিল ও শেল হস্তে জনসঙ্ঘ আসিতে দেখিল, তখন সে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কি কারণে? বহুবিধ যুদ্ধের দিক রক্ষণ ভয়ে। এই প্রকার যেই কোন অসংযত, লজ্জাহীন, দুঃশীল, চঞ্চল, বালজন জিনশাসনে

প্রব্রজিত হয়, তাহারা বহুবিধ শিক্ষাপদ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া জিনশাসন হইতে পলায়ন করে, হীনত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চীবর ত্যাগ করে।

মহারাজ, বেলফুলের ঝাড়ে কৃমি লাগিলে কোন কোন পুষ্পের কলি সঙ্কুচিত হইয়া না ফুটিয়াই ঝড়িয়া যায়; তাহাতে বেলঝাড়ের কোন কম্পন নাই। সেই ঝাড়ে অপর নীরোগ পুষ্পগুলির সুগন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার যাহারা জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা জিনশাসনে কৃমি-বিদ্ধ বর্ণ-গন্ধরহিত পুষ্পের ন্যায় শীল-সৌরভবিহীন হয়, আর প্রসার লাভ করিতে পারে না। তাহাদের হীনত্ব ভাব প্রাপ্তিতে জিনশাসন কম্পিত হয় না। যাঁহারা সুশীল ভিক্ষু তাঁহারা শীল-সৌরভে দেব-মনুষ্যলোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

মহারাজ, নিরাতঙ্ক লোহিত শালি ধান্যের মধ্যে 'কুরুম্ভক' নামক এক শালিতৃণ উৎপন্ন হইয়া শালিগাছের ভিতরেই মরিয়া যায়। ইহাতে শালির কোন ক্ষতি হয় না। যেই শালিগুলি থাকে, তাহা পরে রাজভোগের উপযোগী হয়। এই প্রকার জিনশাসনে যাহারা প্রব্রজিত হইয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা রক্তশালির মধ্যে 'কুরুম্ভক' তৃণ তুল্য জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে জিনশাসনের কোন ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ যাঁহারা শীলবান, তাঁহারা অরহত্ব ফল লাভের উপযুক্ত হন।

মহারাজ, কামদ মণির একপার্শ্ব যদি কর্কশ হইয়া থাকে, সেই কর্কশতাদ্বারা মণিরত্নের কোন ক্ষতি হয় না। তন্মধ্যে যেই মণিরত্ন পরিশুদ্ধ তাহা জনসঙ্ঘের আনন্দ দান করিয়া থাকে। এই প্রকার যেই প্রব্রজিত হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কর্কশ মণির ন্যায় পর্পটিকা বিশেষ। ইহাতে শাসনের কোন ক্ষতি নাই। বরঞ্চ শীলবান ভিক্ষুরা জনসঙ্ঘের আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন।

মহারাজ, খাঁটি লোহিত চন্দনের একপার্শ্ব পূতিযুক্ত, সুগন্ধহীন হইলে, ইহাতে লোহিত চন্দনের কোন ক্ষতি হয় না। যাহার সার সুগন্ধ, তাহার চারিদিকে সুগন্ধি ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই প্রকার যেই প্রব্রজিতেরা হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা পূতিময় সুগন্ধিহীন লোহিত চন্দন তুল্য, জিনশাসন হইতে তাহারা বর্জনীয়। তাহাদের হীনত্ব প্রাপ্তিতে শাসনের কোন ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ শীলবান ভিক্ষু সদেবলোককে শীলচন্দন সৌরভে অধিকতর পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অরহতের কায়িক চৈতসিক বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন,-"অরহৎ কায়িক বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, চৈতসিক বেদনা অনুভব করেন না।" ভন্তে, অরহতের চিত্ত যেই কায়াকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হয়, সেই বিষয়ে অরহৎ কি অনধিকারী, স্বামী নহেন কি ও বাধ্য নহেন কি? হাঁ মহারাজ। ভন্তে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে নিজের চিত্ত প্রবর্তমান, অথচ শরীরে অনধিকারী। ভন্তে, পক্ষীও ত নিজের কুলায় বাস করিয়া, সে অধিকারী হইয়া থাকে।

মহারাজ, দশটি দৈহিক ধর্ম জন্ম জন্মান্তরে জীবগণের অনুধাবন করিয়া থাকে। সেই দশটি কি? শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, পায়খানা, প্রস্রাব, আলস্য-তন্দ্রা, জরা, ব্যাধি ও মরণ। এই দশটি ধর্মে অরহৎ অনধিকারী। ভন্তে, কি কারণে অরহতের দেহে আদেশ প্রবর্তিত হয় না এবং অধিকারীও হয় না? সেই বিষয়ে আমাকে কারণ নির্দেশ করুন। মহারাজ, পৃথিবীর আশ্রিত যত সত্ত্ব আছে, সকলে পৃথিবীর আশ্রয়ে বিচরণ করে, বাস করে ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে। তাহা হইলে মহারাজ, পৃথিবীর কোন আদেশ তাহাদের উপর প্রবর্তিত হয় কি, আধিপত্য থাকে কি? না ভন্তে। এই প্রকার অরহতের চিত্ত কায়াকে অপ্রিয় করিয়া প্রবর্তিত হয়, অথচ অরহতের কায়ে কোন আদেশ আধিপত্য প্রবর্তিত হয় না।

ভন্তে, কি কারণে সাধারণ ব্যক্তি কায়িক, চৈতসিক দুইটি বেদনা অনুভব করে? মহারাজ, সাধারণের (পৃথগ্‌জনের) চিত্ত অভাবিত। তাই কায়িক, চৈতসিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত দুর্বলগরু সামান্য তৃণ-লতায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। যখন সেই গরু কূপিত হয়, তখন সেই তৃণ-লতাসহ প্রস্থান করিয়া থাকে। এই প্রকার অভাবিত চিত্ত ব্যক্তির বেদনা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত কূপিত হইয়া থাকে। চিত্ত কূপিত হইলে কায় নমিত ও পরিবর্তিত হয়। তৎপর অভাবিত চিত্ত ভয় পায়, শব্দ করে ও ভৈরবরবে হুঙ্কার করিয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কারণ।

কি কারণে অরহৎ কায়িক বেদনা অনুভব করেন, চৈতসিক বেদনা অনুভব করেন না? অরহৎ সুভাবিত চিত্ত, তাঁহারা দান্ত, সুদান্ত, সুবাধ্য। তাঁহারা দুঃখ বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে, অনিত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করেন। সমাধিস্তম্ভে চিত্তকে বাঁধিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই চিত্ত সমাধিস্তম্ভে বাঁধা

পড়িলে কম্পিত হয় না। স্থিতভাবে থাকে। এদিক ওদিক যায় না। তাঁহাদের বেদনা বিকার বিস্ফারণবলে কায় নমিত ও সংপরিবর্তিত হয় ইহাই একমাত্র কারণ।

ভন্তে, জগতে ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, কায় চালিত হইলেও চিত্ত চালিত হয় না। সেই কারণ আমাকে নির্দেশ করুন। যেমন মহারাজ, শাখাপত্রসম্পন্ন বৃহৎ বৃক্ষের শাখা বায়ুবেগে কম্পিত হয় বটে, তাই বলিয়া গাছের স্কন্ধটি কাঁপে কি? না ভন্তে। সেইরূপ অরহতের বৃক্ষ-স্কন্ধ তুল্য চিত্ত কম্পিত হয় না। শাখারূপী কায় চালিত হয় মাত্র। আশ্চর্য ভন্তে, নাগসেন। অদ্ভুত ভন্তে, নাগসেন। এইরূপ সর্বকালিক ধর্ম প্রদীপ আমার দেখা নাই।

পরাজিত গৃহীর ধর্মলাভ অন্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ইহলোকে যেই কোন গৃহী যদি "পারাজিক"+ পাপ করিয়া থাকে, সে অপর সময়ে যদি প্রব্রজিত হয়, নিজেও সে যদি না জানে 'আমি গৃহী "পারাজিক" পাপ করিয়াছি' অন্য কেহ যদি তাহার পাপ সম্বন্ধে না বলে, সে প্রব্রজিত হইয়া ভালরূপে যদি ধর্মাচরণ করে, সে মার্গ-ফলাদি লাভ করিতে পারিবে কি? না মহারাজ। কি কারণে? মার্গ-ফলাদি লাভ করিবার তাহার যে হেতু ছিল, তাহার উহা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই কারণে মার্গফলাদি প্রাপ্ত হইবে না।

ভন্তে, আপনারা বলেন–যে জানে তাহার সন্দেহ ও অনুতাপ হয়, সন্দেহ থাকিলে জ্ঞান লাভে আবরণ হয়। আবৃত চিত্তে মার্গ ফলাদি লাভ হয় না। এই ব্যক্তি তাহার পাপ সম্বন্ধে জানে না, উহাতে তাহার সন্দেহও নাই, অথচ সে শান্ত চিত্তে বাস করে, কি কারণে মার্গ ফলাদি লাভ করে না? এই প্রশ্ন বিষমভাবে চলিতেছে, চিন্তা করিয়া উত্তর প্রদান করুন। মহারাজ সুকর্ষিত সুকললমণ্ডযুক্ত ক্ষেত্রে যদি সারদ বীজ সুন্দরমতে বপন করা যায়, গজাইবে কি? হাঁ ভন্তে। আচ্ছা, যদি সেই বীজ নিরেট পাষাণে বপন করা যায়, গজাইবে কি? না ভন্তে। মহারাজ, কি কারণে সেই বীজ

+ মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহৎহত্যা, বুদ্ধচরণ হইতে রক্তপাত, মিথ্যাদৃষ্টি ও সঙ্ঘভেদ, এই ছয়টি মহাপাপ যে গৃহী করে, তাহার "পারাজিক" পাপ হয় অথাৎ সে গৃহীধর্ম হইতে পরাজিত হয়।

কললে গজায়? আর কি কারণে নিরেট পাষাণে গজায় না? ভন্তে, নিরেট পাষাণ বীজ গজাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে, অনুপযুক্ত (অহেতুক) ক্ষেত্র বলিয়া বীজ গজায় না। এই প্রকার মার্গফলাদি লাভ করিবার তাহার যাহা হেতু আছে; সেই হেতু তাহার সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। হেতু না থাকিলে মার্গফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, দণ্ড-ঢিল-লগুড় মুদ্গার পৃথিবীতে স্থান পাইয়া থাকে, গগনে তিষ্ঠিতে পারে কি? না ভন্তে। কি কারণে? আকাশ উহাদের অস্থান বা অহেতু। এই প্রকার তাহার সেই পাপানুষ্ঠানে মার্গ-ফলাদির হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে।

যেমন মহারাজ, আগুন স্থলেই জ্বলে, জলে জ্বলে কি? না ভন্তে, কি কারণে? জল অগ্নির স্থান নহে। হেতু হীন বলিয়া জলে জ্বলে না, এই প্রকার তাহার সেই পাপানুষ্ঠানে মার্গফলাদির হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ভন্তে, পুনরায় আপনি এই অর্থ চিন্তা করুন। এই উত্তরে আমি বুঝিতে পারিলাম না। যদি জানা না থাকে, সন্দেহও না থাকে অথচ আবরণ হয়, ইহার কারণ দেখাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন। মহারাজ, বিষ না জানিয়া খাইলে জীবন নষ্ট করে কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকার না জানিয়া পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভের অন্তরায় হয়। যেমন মহারাজ, না জানিয়া অগ্নি আক্রমণ করিলে পোড়া যাইবে কি? হাঁ ভন্তে, এই প্রকার অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, না জানিয়া সাপে কামড়াইলে জীবন নষ্ট হয় কি? হাঁ ভন্তে। এই প্রকার অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, শ্রমণ কুলজ্ঞ কলিঙ্গরাজ সপ্ত-হস্ত-পরিকীর্ণ হস্তীরত্নে আরোহণ করিয়া কুলদর্শনার্থ আকাশ পথে গমন করিলেন। তিনি জানেন না যে, নীচে বোধি-মণ্ডপ আছে। অথচ উপরদিয়া গমন করিতে পারিলেন না। ইহাই মহারাজ, প্রধান কারণ যে, অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। ভন্তে, এই সব কারণ জিন-ভাষিত, কিছুতেই নিবারণ বা উপেক্ষা করা চলে না। আমি ইহার এইরূপ অর্থ ধারণা করিলাম।

শ্রমণ ও গৃহী দুঃশীল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, গৃহী দুঃশীল ও শ্রমণ দুঃশীলের মধ্যে প্রভেদ কি? দেখিতে পাই-উভয়ের সমগতি, সমবিপাক; ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ আছে কি?

মহারাজ, গৃহী দুঃশীল অপেক্ষা শ্রমণ দুঃশীলের দশটি গুণ বেশী। দশবিধ কারণে অতিরিক্তভাবে দক্ষিণা বিশোধিত হইয়া থাকে। সেই দশটি কি? শ্রমণ দুঃশীলের বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতি ভক্তি হয়, সব্রহ্মচারীর প্রতি গৌরব-শীল হয়, পালি আবৃত্তিতে ও অর্থ জিজ্ঞাসায় চেষ্টা করে, শ্রবণবহুল হয়, শীল ভগ্ন করিলেও সভায় সমিতিতে ভদ্রতা প্রদর্শন করে, নিন্দার ভয়ে কায়-বাক্য সংযম করে, ধ্যানের দিকে চিত্ত রমিত হয়, ভিক্ষু বলিয়া স্বীকার করে, পাপ করিলেও গোপনে আচরণ করে, যেমন স্বামী না জানে মত স্ত্রীলোকেরা গোপনে পাপানুষ্ঠান করে, এই প্রকার গোপনে পাপাচরণ করে। কোন্ দশটি কারণে অতিরিক্ত দক্ষিণা বিশোধন করে? অবধ্য কবচ বা চীবর ধারণে, ঋষি শ্রমণ জনোচিত মস্তক মুণ্ডন ও বস্ত্র ধারণে, সঙ্ঘ-শাস্ত্রে প্রবেশ কারণে, বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘের শরণাগমনে, ধ্যানাশয় কুটিরে বাসের কারণে, জিনশাসন ধনান্বেষণের কারণে, শ্রেষ্ঠধর্ম দেশনার কারণে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠারূপে অবলম্বনে, অগ্রবুদ্ধবলিয়া একান্ত ঋজু দৃষ্টি কারণে ও উপোসথ সমাদান কারণে দক্ষিণা বিশোধন করে। মহারাজ, শ্রমণ দুঃশীল সুবিপন্ন হইলেও দায়কগণের দক্ষিণা বিশোধন করিয়া থাকে। যেমন প্রবহমান জল ধূলা কণা অপনীত করে, তেমন শ্রমণ দুঃশীল হইলেও দায়কের দক্ষিণা বিশোধন করে। যেমন ফুটন্ত গরম জলও মহাঅগ্নিস্কন্ধকে নিবাইয়া দেয়, যেমন ভোজ্যদ্রব্য বিরস হইলেও ক্ষুধা দুর্বলতা দূরীভূত করে। এই প্রকার দুঃশীল শ্রমণেরাও দায়কের দক্ষিণা বিশোধন করে। তাই দেবাতিদেব ভগবান 'মজ্ঝিম নিকায়ে' দক্ষিণ বিভঙ্গ সুত্তে প্রকাশ করিয়াছেন–

সুপ্রসন্ন মনে আর ধর্মলব্ধ বস্তু
কর্মফলে বিশ্বাসিয়া যেই শীলবান
দুঃশীলেরে করে দান উদার হৃদয়ে,
তাহার দক্ষিণা সেই দাতার শীলেতে
হইবে বিশুদ্ধ। ভাষে–বুদ্ধ ভগবান।"

ভন্তে, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত, যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহা আপনি উপমা কারণদ্বারা প্রকাশ করিয়া অমৃত দান করিলেন ও শ্রবণোপযোগী করিলেন। যেমন পাচক ও পাচকের শিষ্য তখনই মাংস পাইয়া নানাবিধ সম্ভারে সম্পাদনপূর্বক রাজার ভোজনযোগ্য করে, তেমন আপনিও সুকারণ নির্দেশ করিয়া ধর্মামৃত বর্ষণ করিলেন।

জলজ সত্ত্ব-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, এই জল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে চিট্ চিট্ করিয়া বহুবিধ শব্দ করিয়া থাকে। কেমন জলের জীবন আছে কি? ক্রীড়া করিয়া শব্দ করে, না অন্য কেহদ্বারা প্রতিপীড়িত হইয়া করে? মহারাজ, জলের জীবন নাই। জলে জীব, সত্ত্ব কিছুই নাই। কেবল অগ্নির তেজে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া জল চিট্ চিট্ করিয়া বহুবিধ শব্দ করিয়া থাকে। ভন্তে, দেখা যায়, কোন কোন তৈর্থিকগণ জল জীবিত বলিয়া শীতল জল ব্যবহার করে না, উষ্ণ জলই পরিভোগ করিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে যে–"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয় জীবকে নিষ্পীড়ন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই নিন্দাবাক্য বিমোচন করুন। মহারাজ, গর্ত, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, কন্দর, প্রদর ও কূপ স্থিত জল অতিশয় বায়ু, রৌদ্রবেগে পরিক্ষয় বা শুষ্ক হইয়া থাকে। তখন কি জল বহুবিধ শব্দ করে? না ভন্তে। মহারাজ, যদি জলের জীবন থাকিত, তখনও শব্দ করিত। এই কারণে জানিবেন যে, জলে সত্ত্ব, জীব কিছুই নাই। কেবল অগ্নির ভীষণ উত্তাপে শব্দ করিয়া থাকে।

মহারাজ, আরও একটি কারণ শ্রবণ করুন। জল-তণ্ডুল মিশাইয়া একটা ভাজনে লওয়া হইল, তাহা ঢাকনা দিয়া চুল্লীর উপর যদি স্থাপিত না হয়, তাহা শব্দ করে কি? না ভন্তে। যেইরূপ রাখা হইয়াছে সেইভাবেই অচল থাকে। আচ্ছা, যদি সেই সতণ্ডুল জল-ভাজনটি অগ্নি জ্বালিয়া চুল্লীর উপর দেওয়া হয়, তখন অচলভাবে থাকিতে পারিবে কি? না ভন্তে। তাহা চালিত, ক্ষুভিত, লুলিত ও আবিলতা প্রাপ্ত হইবে, সিদ্ধ হইতে থাকিবে, ঊর্ধ্ব, অধঃ ও দিক-বিদিকে গমন করিবে। বাহিরের দিকে উতরাইয়া যাইবে ও ফেনমালি হইবে। কেন মহারাজ, সেই প্রাকৃতিক জল ত অচল থাকে? কেন আগুনে দিলে জল গরমে উতরাইয়া যায়? ভন্তে, প্রাকৃতিক জল স্থির থাকে, আগুনে দিলে উত্তপ্ত বিধায় বিবিধ শব্দ করে। তাহা হইলে এই কারণে জানিবেন যে, জলে জীব, সত্ত্ব কিছুই নাই, কেবল অগ্নিতেজেই শব্দ করে।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। প্রত্যেক ঘরে পাত্রে করিয়া জল ঢাকিয়া রাখা হয় ত? হাঁ ভন্তে। সেই জল চালিত হয় কি, কিংবা উতরাইয়া

যায় কি? না ভন্তে। ঐ পাত্রস্থিত জল স্থিরভাবেই থাকে। মহারাজ, আপনি শুনিয়াছেন কি মহাসমুদ্রের জলে তরঙ্গ হয়, এদিক ওদিক চালিত হয়, ফেনা হইয়া যায়, জল বাড়িয়া বেলাভূমিকে প্রহার করে ও বিবিধ শব্দ করে? হাঁ ভন্তে। আমি শুনিয়াছি ও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন কি সমুদ্রের জল ১০০ / ২০০ হাত গগনের দিকে লাফাইয়া উঠে। কি কারণে মহারাজ, পাত্রস্থিত জল ঐরূপ করে না? মহাসমুদ্রের জল কেন শব্দ করে? ভন্তে, তাহা প্রবল বাতাসের জোরে ঐরূপ করিয়া থাকে, পাত্রস্থিত জলে তেমন কোন আঘাত লাগে না, তাই শব্দ করে না। সেইরূপ বায়ুবেগে জলে শব্দ হয়, তেমন অগ্নিতেজেও জলে শব্দ হয়।

মহারাজ, শুষ্ক ভেরী-পুস্কর শুষ্ক গোচর্মে আবৃত করে কি? হাঁ ভন্তে। ভেরীতে কোন জীব, সত্ত্ব আছে কি? না ভন্তে। তবে মহারাজ, ভেরী শব্দ করে কেন? ভন্তে, কোন স্ত্রী-পুরুষের চেষ্টা বলে। যেমন মহারাজ, স্ত্রী-পুরুষের চেষ্টায় ভেরী শব্দ করে, তেমন অগ্নিতেজে জলও শব্দ করে। এই কারণে জানিবেন–জলে, সত্ত্ব, জীব কিছুই নাই।

মহারাজ, এখন আমারও কিছু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন সুমীমাংসা করা হইবে। কেমন মহারাজ, সকল ভাজনে জল গরম করিলে শব্দ করে কি? না কোন কোন ভাজনে? ভন্তে, সকল ভাজনে শব্দ করে না। কোন কোন ভাজনে শব্দ করে। তাহা হইলে আপনার কথা ত্যাগ করিলেন, আমার বিষয়ে আসিয়া পড়িলেন। জলে সত্ত্ব, জীব নাই। যদি সমস্ত ভাজনে জল গরম করিলে শব্দ হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতেন, জলে জীবন আছে। মহারাজ, জল দুইটি হইতে পারে না, যাহা শব্দ করে, তাহা জীবিত, যাহা শব্দ করে না, তাহা মৃত। যদি জলে জীবন থাকিত, যখন হাতী শৌণ্ডযোগে মুখে জল সেচন করে, সেই জল উদরে প্রবিষ্টকালে দাঁতের চাপা পড়িলে নিশ্চয় শব্দ করিত। একশত হাত দীর্ঘ মহানৌকা বহুসহস্র ভার পূর্ণ করিয়া যখন মহাসমুদ্র দিয়া গমন করে, তখন নৌকার চাপে জলে শব্দ হইত। বহুশত যোজন তিমি, তিমিঙ্গল, তিমিরপিঙ্গল মহামৎস্য মহাসমুদ্রের ভিতর ডুবিয়া আছে, মহাজলধারা সে আটকাইয়া রাখে, তাহার দাঁতের মধ্যে ও উদরের মধ্যে যে জল চাপিয়া প্রবেশ করে, তাহাতেও শব্দ হইত। এইরূপ মহা মহা নিষ্পীড়নেও জল শব্দ করে না, তাই জলে সত্ত্ব, জীব নাই এইরূপ ধারণা

করুন। সাধু ভন্তে, নাগসেন। দেশাগত এই প্রশ্ন উপযুক্তভাবে বিভাগ করিয়া দেখাইলেন। যেমন মহামূল্য মণিরত্ন সুদক্ষ আচার্যকে পাইয়া কীর্তি-প্রশংসা লাভ করে, মৌক্তিকের হাতে মুক্তারত্ন, বস্ত্র ব্যবসায়ীর হাতে বস্ত্ররত্ন, সুগন্ধ ব্যবসায়ীর হাতে লোহিত চন্দন কীর্তি-প্রশংসা লাভ করে, তেমন এই প্রশ্ন আপনি সুন্দর মতে বিভাগ করিয়া দিলেন। আমি ইহা অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম।

নিষ্প্রপঞ্চ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন–'ভিক্ষুগণ, নিষ্প্রপঞ্চে রমিত হও ও উহাতে রতি উৎপন্ন করিয়া বাস কর।' সেই নিষ্প্রপঞ্চ কি? স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহৎফল। ভন্তে, যদি এই চারিটি ফল প্রপঞ্চ-বিহীন হয়, তাহা হইলে কি কারণে ভিক্ষুরা সুত্ত, গেয়্য, বৈয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্ল এই নবাঙ্গ শাস্তা শাসনের পালি শিক্ষা করিবেন ও অর্থ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং গৃহবন্ধনাদি নবকর্মে উপদ্রুত হইবেন। দান-পূজায় উপ্রদ্রব ভোগ করিবেন। তাঁহারা কি বুদ্ধ প্রতিক্ষিপ্ত কর্ম করিতেছেন না? মহারাজ, যাঁহারা এই নবাঙ্গ শাস্তা শাসনাদিদ্বারা উপদ্রুত হইতেছেন, তাঁহারা এই মার্গফল প্রাপ্তির জন্যই করিতেছেন। মহারাজ, যাঁহাদের স্বভাব পরিশুদ্ধ, পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে পারমীতা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একচিত্তক্ষণেই মার্গফল লাভ করিয়া থাকেন। যেই ভিক্ষুদের তৃষ্ণা অধিক, তাঁহারা সেই সদনুষ্ঠানদ্বারা অনুক্রমে মার্গফল লাভ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া নিজের বাহুবলে ঘেরা না দিয়াই ধান্য লাভ করে, অন্য পুরুষ ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া বন হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া ঘেরা প্রদানপূর্বক ধান্য লাভ করে। এখানে ঘেরা দেওয়ার যে কার্য, তাহা কেবল ধান্য লাভের জন্যই দেওয়া হয়, এই প্রকার পূরিত পারমী ব্যক্তিগণই মার্গফল লাভ করেন, যেমন ঘেরা না দিয়া ধান্য লাভের ন্যায়। আর অন্য ব্যক্তিরা বিবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া মার্গফল লাভ করে। যেমন ঘেরাদিয়া ধান্য লাভের ন্যায়।

যেমন মহারাজ, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের অগ্রভাগে ফলপিণ্ড আছে। কোন ঋদ্ধিমান আকাশপথে আসিয়া আম্র নিয়া গেলেন, আর যাহার ঋদ্ধি নাই,

সে কাষ্ঠ, লতা কাটিয়া আনে, সিঁড়ি বাঁধে, সেই সিঁড়িযোগে গাছে উঠিয়া আম্র আহরণ করে। এই যে সিঁড়ি অন্বেষণ, তাহা আম্রফলের জন্য, এই প্রকার ঋদ্ধিমানেরা পূরিত পারমী ব্যক্তি তুল্য, আর সিঁড়ি অন্বেষণকারীরা বিবিধ সদনুষ্ঠানকারী তুল্য জানিবেন।

যেমন মহারাজ, কোন অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি একাকী স্বামীর নিকট গমন করিয়া স্বীয় কার্যদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে, আর একজন ধনঢ্যালোক ধনবলে পরিষদ বাড়াইয়া পরিষদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে, এখানে একমাত্র অন্বেষণ অর্থের জন্য। এই প্রকার পূর্ব ব্যক্তি মার্গফল লাভীর ন্যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবিধ সদনুষ্ঠানকারীর ন্যায়।

মহারাজ, পালি আবৃত্তি করা যেমন বহু উপকার; অর্থ জিজ্ঞাসা করাও তেমন বহু উপকার। সেইরূপ প্রয়োজন অনুসারে, নবকর্ম, দান ও পূজানুষ্ঠান বহু উপকার। যেমন রাজ-সেবক, কার্যকারক, অমাত্য, ভৃত্য, সৈন্য, দৌবারিকাদি পরিষদবর্গ যখন যে কার্যের দরকার হয়, তখন সকলে উপকারে লাগিয়া থাকে। এই প্রকার শিক্ষা-পূজাদি পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর বড়ই উপকারী।

যদি মহারাজ, সকলেই পরিশুদ্ধ সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে অনুশাসকের প্রয়োজন হইত না। মহারাজ, ধর্ম শ্রবণ করা অতিশয় কর্তব্য কার্য। সারীপুত্ত স্থবির অপরিমিত অসংখ্য কল্প ধরিয়া কুশল সঞ্চয় করিয়াছেন এবং জ্ঞান লাভের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিও বিনা শ্রবণে আসক্তি ক্ষয় করিতে সমর্থ হন নাই। সেই কারণে ধর্ম শ্রবণে বহু উপকার। সেইরূপ পালি আবৃত্তি করণে ও অর্থ শিক্ষায় মার্গফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভন্তে, এই সুমীমাংসিত প্রশ্নোত্তর আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি।

গৃহী অরহৎ প্রশ্ন–মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–যিনি গৃহী অবস্থায় অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইবেন, সেই দিনেই তাঁহাকে প্রব্রজ্যা নিতে হইবে, নতুবা পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে। সেই দিন তিনি দুইটির অন্যথা করিতে পারিবেন না। ভন্তে, যদি তিনি সেইদিন আচার্য, উপাধ্যায় কিংবা পাত্র-চীবর লাভ না করেন, তাহা হইলে নিজেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? অথবা

সেইদিন অতিক্রম করিতে পারিবেন কি? নচেৎ অন্য কোন ঋদ্ধিমান অরহৎ আসিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিবেন বা পরিনির্বাণ লাভ করিবেন কি? মহারাজ, অরহৎ স্বয়ং প্রব্রজিত হইতে পারেন না। স্বয়ং প্রব্রজিত হইলে চুরি অপরাধে অপরাধী হইবেন। অথচ সেইদিনও অতিক্রম করিতে পারিবেন না, অন্য অরহৎ আসুন বা না আসুন সেই দিনেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ভন্তে, তাহা হইলে অরহত্বের বিদ্যমানতা দূরীভূত হয়। যাহা প্রাপ্তে জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হয়। মহারাজ, গৃহী-বসন (চিহ্ন) বিসম। বিসম বসন দুর্বল হেতু অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইলে গৃহীকে সেইদিন প্রব্রজ্যা নিতে হয় নতুবা পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয়। তাহা অরহতের পক্ষে দোষাবহ নহে। গৃহী-বসনেরই দোষ। কারণ গৃহী-বসন দুর্বল বলিয়া। যেমন মহারাজ, ভোজন সকল প্রাণীর আয়ুপালক ও জীবনরক্ষক, অথচ বিরুদ্ধ ভোজন হইলে জীর্ণাভাবে গ্রহণি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাহা কিন্তু ভোজনের দোষ নহে। পাকস্থলীরই দোষ। কারণ উদরাগ্নি দুর্বল বলিয়া। এই প্রকার বিসম চিহ্নে অর্থাৎ গৃহী-বসনে অরহত্ব—ভার ধরে না; হয় প্রব্রজ্যা, নয় পরিনির্বাণ লাভ অনিবার্য হয়। ইহা গৃহী-বসনেরই দোষ। যেমন মহারাজ, সামান্য তৃণ শলাকার উপর যদি একখানা ভারী পাষাণ রাখা যায়, তাহা পাষাণচাপে ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই প্রকার অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইলে গৃহী-বসন আর অরহত্ব-ভার ধারণ করিতে পারে না, তাই সেই দিবসে হয় প্রব্রজ্যা, নয় পরিনির্বাণ লাভ নিশ্চিত হয়। যেমন দুর্বল, হীনজাতি, অল্পপুণ্য ব্যক্তি মহারাজত্ব পাইয়া ক্ষণেকের মধ্যে তাহার পতন হইয়া যায়, সেই ঐশ্বর্যভার সে ধারণ করিতে পারে না, এই প্রকার গৃহী-বসনের উপর অরহত্ব-ভার তিষ্ঠে না। সেই দিবসে হয় প্রব্রজ্যা, নয় পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয়। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অরহতের স্মৃতি-বিহ্বল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, অরহতের স্মৃতি-বিহ্বলতা আছে কি? না মহারাজ। তাঁহারা পাপ (আপত্তি) প্রাপ্ত হন কি? হাঁ মহারাজ। কোন বিষয়ে? কুটিকার, সঞ্চরিত্র, বিকালে কালসংজ্ঞা, প্রবারিত হইয়া অপ্রবারিত সংজ্ঞা ও অনতিরিক্তে অতিরিক্ত সংজ্ঞা শিক্ষাপদে। ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন, যাহারা পাপ করে, দুইটি কারণেই করিয়া থাকেন—অনাদরে ও অজ্ঞানে। ভন্তে,

অরহতেরা অনাদর করিয়া পাপ করেন কি? না মহারাজ। ভন্তে, যদি তাঁহারা পাপ করেন, অথচ অনাদরও যদি না থাকে, তাহা হইলে স্মৃতি-বিহ্বলতাবশতঃ পাপ করিবেন কি? না মহারাজ, তাঁহাদের স্মৃতি-বিহ্বলতাও নাই, অথচ পাপও প্রাপ্ত হন। ভন্তে, তাহা হইলে কারণ নির্দেশ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন। মহারাজ, দুইটি তৃষ্ণা—'লোকবজ্জ' ও 'পণ্নত্তিবজ্জ।' যাহা দশ অকুশল* কর্মপথ তাহা 'লোকবজ্জ।' এই জগতে শ্রমণদিগের পক্ষে যাহা অনুপযুক্ত, অননুরূপ, অথচ গৃহীদের পক্ষে তাহা নির্দোষ। ভগবান সেই সেই বিষয়ে এমন শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন যে, তাহা যাবজ্জীবন অলঙ্ঘনীয়। যেমন বিকাল ভোজন এই জগতে গৃহীদের পক্ষে নির্দোষ, অথচ জিন-শাসনে ভিক্ষুদের পক্ষে দোষাবহ। উদ্ভিদ ছেদন গৃহীদের পক্ষে নির্দোষ, ভিক্ষুদের পক্ষে দোষজনক। জলক্রীড়া গৃহীদের পক্ষে নির্দোষ, ভিক্ষুদের পক্ষে দোষজনক এই সমস্ত পাপ 'পণ্নত্তিবজ্জ।' যাহা 'লোকবজ্জ' পাপ, তাহা অরহতেরা করেন না। যাহা 'পণ্নত্তিবজ্জ' পাপ, তাহা অজ্ঞানে হইয়া থাকে। কোন কোন অরহতের সমস্ত বিষয় জানা নাই। যেমন সমস্ত স্ত্রী পুরুষগণের নাম-গোত্র অরহতেরা জানেন না। পৃথিবীর সমস্ত রাস্তাও তাঁহাদের জানা নাই। কোন কোন অরহৎ বিমুক্তি সম্বন্ধে জানেন। যাহারা ষড়াভিজ্ঞ অরহৎ স্বীয় বিষয় তাঁহারা জানেন। কেবল সর্বজ্ঞ তথাগতই সমস্ত বিষয় জানেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

লোকে নাস্তিভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, এই জগতে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, তথাগত-শ্রাবক চক্রবর্তী রাজা, প্রদেশরাজা, দেব-মনুষ্য, ধনী, দরিদ্র, সুগতিপ্রাপ্ত, দুর্গতিপ্রাপ্ত সত্ত্ব, পুরুষের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি, স্ত্রীর পুরুষত্ব প্রাপ্তি, সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম, পাপ-পুণ্য কর্মসমূহের ফলভোগী জীব দেখা যাইতেছে। এই জগতে অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপত্তিক সত্ত্ব আছে। এই জগতে পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ সত্ত্ব আছে। এই জগতে যক্ষ, রাক্ষস, কুম্ভাণ্ড, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, প্রেত, পিশাচাদি সত্ত্ব আছে। কিন্নর, মহোরগ, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর আছে।

* প্রাণীহত্যা, চুরি, পরস্ত্রীলঙ্ঘন, মিথ্যা, পিশুন, পর ষ, বৃথালাপ, লোভ, হিংসা ও কর্ম-কর্মফলে অবিশ্বাস এই দশটি অকুশল কর্মপথ।

হস্তী, অশ্ব, গরু, মহিষ, উষ্ট্র, গদ্রভ, অজ, মেষ, মৃগ, শূকর, সিংহ, ব্যাঘ্র, দীপি, ভল্লুক, কোক (বন্য কুকুর), তরক্ষু, কুকুর, শৃগাল আছে। বহুবিধ পক্ষী আছে। সোনা, রূপা, মুক্তা, মণি, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, লোহিতঙ্ক, মসারগল্ল, বেণুরিয়, বজ্র, এড়িক, কৃষ্ণলৌহ, তাম্রলৌহ, বর্তলৌহ, কাংস্যলৌহ আছে। ক্ষৌম, কৌশেয়, কাপাস, শণ, মিশ্রসূত্র, কম্বল আছে। শালি, ব্রীহি, যব, কঙ্গু, কুদ্রুস, বরক, গোধূম, মুগ, মাস, তিল, কুলত্থ আছে। মূল, সার, বল্কল, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল সর্ব মিশ্রিত সুগন্ধ দ্রব্য আছে। তৃণ, লতা, ক্ষুদ্রগাছ, বৃক্ষ, ঔষধ বনস্পতি, নদী, পর্বত, সমুদ্র, মৎস্য, কচ্ছপ আছে। জগতে এই সমস্ত আছে। যাহা নাই তাহা আমাকে বলুন। মহারাজ, এই জগতে সচেতন অচেতন হউক অজর অমর কেহই নাই, সংস্কারের নিত্যতা নাই ও পরমার্থতঃ সত্ত্ব উপলব্ধি নাই। জগতে এই তিনটি নাই। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

নির্বাণের অস্তিভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, এই জগতে কর্মজাত, হেতুজজাত ও ঋতুজাত সত্ত্ব-বস্তু দেখা যাইতেছে। যাহা কর্ম-হেতু-ঋতুজাত নহে, তাহা আমাকে বলুন। মহারাজ, দুইটি কর্ম হেতুজাত ও ঋতুজাত নহে। তাহা কি? আকাশ ও নির্বাণ। ভন্তে জিনবচন ম্রক্ষণ করিবেন না। না জানিয়া প্রশ্নোত্তর দিবেন না। মহারাজ, আমি কি বলিতেছি, আপনি যে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। ভন্তে, আপনি যে বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত করিয়া বলিতেছেন না, আকাশ কর্মজ-হেতুজ-ঋতুজ নহে। কিন্তু ভন্তে, ভগবান অনেক শত কারণ দিয়া শ্রাবকদিগের নির্বাণ মার্গ বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ আপনি বলিতেছেন–নির্বাণ হেতুজ নহে। সত্যই মহারাজ, ভগবান অনেক শত কারণ দিয়া শ্রাবকদিগের নির্বাণলাভের তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তির হেতু বর্ণনা করেন নাই। ভন্তে, এইবিষয়ে আমরা আরও অন্ধকার হইতে অন্ধকারে, বন হইতে বনে এবং গহন হইতে গহনে প্রবেশ করিলাম। যেহেতু নির্বাণলাভের হেতু আছে, অথচ সেই ধর্মোৎপত্তির হেতু নাই। যদি ভন্তে, নির্বাণ লাভের হেতু থাকে, তাহা হইলে নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও থাকিবে। যেমন ভন্তে, পুত্রের পিতা আছে, সেই কারণে পিতারও পিতা থাকিবে। যেমন শিষ্যের আচার্য আছে, সেই কারণে আচার্যেরও

আচার্য থাকিবে। যেমন অঙ্কুরের বীজ আছে, সেই কারণে বীজেরও বীজ থাকিবে। এই কারণে নির্বাণ লাভের হেতু থাকিলে, নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও থাকিবে। যেমন বৃক্ষ-লতার অগ্রভাগ থাকিলে, তাহার মধ্যভাগ ও মূলভাগ থাকিবে। এইরূপ নির্বাণ লাভের হেতু থাকিলে, নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও থাকিবে। মহারাজ, নির্বাণ অনুৎপাদনীয়। সেই কারণে নির্বাণোৎপত্তির হেতু বলা হয় নাই। আচ্ছা ভন্তে, আমাকে কারণ নির্দেশ করিয়া দিন।

তাহা হইলে মহারাজ, আমার বাক্যের দিকে কর্ণপাত করুন। ভাল মতে শ্রবণ করুন। আমি তাহার কারণ বলিতেছি। মহারাজ, কোন পুরুষ স্বাভাবিক বল প্রয়োগে এখান হইতে হিমালয় পর্বতে গমন করিতে পারিবে কি? হাঁ ভন্তে, গমন করিতে পারিবে। মহারাজ, সেই পুরুষ স্বীয় শক্তিবলে ঐ হিমালয় পর্বতটি এখানে আনিতে পারিবে কি? না ভন্তে। এই প্রকার নির্বাণলাভের মার্গ বর্ণনা করা যাইতে পারে; নির্বাণোৎপত্তির হেতু দেখাইতে পারে না। মহারাজ, স্বাভাবিক শক্তিবলে কোন পুরুষ নৌকাযোগে মহাসমুদ্রের অপরতীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে সেই পুরুষ সমুদ্রের অপর তীরটি এখানে আনিতে পারিবে কি? না ভন্তে। এই প্রকার নির্বাণ সাক্ষাতের মার্গ বর্ণনা করা যাইতে পারে, নির্বাণোৎপত্তির হেতু দেখাইতে পারে না। কি কারণে? 'অসংখত' ধর্ম বলিয়া। ভন্তে, নির্বাণ 'অসংখত' কি? হাঁ মহারাজ, অসংখত'; নির্বাণ কেহই নির্মাণ করিতে পারে না। মহারাজ, এইরূপ বলিবেন না, নির্বাণ উৎপন্ন, অনুৎপন্ন, উৎপাদনীয়, অতীত, অনাগত, বর্তমান, চক্ষুবিজ্ঞেয়, শ্রোত্র বিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয়, জিহ্বা বিজ্ঞেয়, কায় বিজ্ঞেয়। ভন্তে, যদি নির্বাণ উৎপন্নাদি নহে তাহা হইলে আপনারা নাস্তিধর্ম নির্বাণকে দেখাইয়া দিতেছেন। এইরূপ হইলে নির্বাণ নাই কি? হাঁ মহারাজ, নির্বাণ আছে। নির্বাণ মনোবিজ্ঞেয়। বিশুদ্ধচিত্ত, প্রণীত, ঋজু, অনাবরণ ও নিরামিষ চিত্ত, সম্যক প্রতিপন্ন আর্য শ্রাবক নির্বাণকে দেখিয়া থাকেন। ভন্তে, নির্বাণ কিরূপ? যাহা উপমাদ্বারা প্রকাশ করা যায়, কারণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, যথাযথ যাহা আছে, তাহা অবশ্য উপমাদ্বারা প্রকাশযোগ্য। মহারাজ, বায়ু আছে কি? হাঁ ভন্তে, আছে। তাহা হইলে মহারাজ, বায়ুটা দেখাইয়া দিন, বায়ুর বর্ণ, আকার, অণু, স্থূল, দীর্ঘ, হ্রস্ব অবস্থা কিরূপ? না ভন্তে, বায়ু দেখাইতে পারিব না। বায়ু হাতে ধরিবার নহে, ইহাকে মর্দনও করিতে

পারে না অথচ বায়ু আছে। যদি মহারাজ, বায়ু দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে বায়ু নাই কি? ভন্তে, আমি জানিতেছি যে বায়ু আছে, আমার হৃদয় কোষেও তাহা প্রবেশ করিতেছে, অথচ দেখাইতে পারিতেছি না। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ আছে। অথচ নির্বাণের বর্ণ, আকৃতি দেখাইতে পারিতেছি না। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

কর্মজাকর্মজ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, কর্মজ কি? হেতুজ কি? ঋতুজ কি? কোন্‌টি কর্মজও নহে, হেতুজও নহে, ঋতুজও নহে? মহারাজ, যত সচেতন সত্ত্ব আছে, সকলেই কর্মজ। অগ্নি ও সমস্ত বীজ-জাত বস্তু হেতুজ। সমস্ত পৃথিবী, পর্বত, জল, বায়ু, ঋতুজ। আকাশ ও নির্বাণ কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ নহে। মহারাজ, নির্বাণ কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ, উৎপন্ন বলিয়া, অনুৎপন্ন বলিয়া, উৎপাদনীয় বলিয়া, অতীত, অনাগত, বর্তমান বলিয়া চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় বিজ্ঞেয় বলিয়া বলিবেন না। অপিচ মহারাজ, নির্বাণ মনোবিজ্ঞেয়, সম্যক প্রতিপন্ন আর্যশ্রাবক বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে নির্বাণ দেখিয়া থাকেন। ভন্তে, রমণীয় প্রশ্নের সুবিচার করিলেন, নিঃসংশয়ে সকলে গ্রহণ করিবে, বিমতি উপচ্ছিন্ন হইল। আপনি একজন গণনায়ক শ্রেষ্ঠ।

যক্ষগণের মৃত্যুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, জগতে যক্ষ আছে কি? হাঁ মহারাজ, আছে। তাহারা যক্ষযোনি হইতে চ্যুত হয় কি? হাঁ মহারাজ, তাহাদের চ্যুতিও আছে। যদি তাহাই হয়, কি কারণে যক্ষগণের মৃতদেহ দেখা যায় না, মৃতদেহের দুর্গন্ধও পাওয়া যায় না? মহারাজ, মৃতযক্ষগণের শরীর দেখা যায়। তাহাদের মৃতদেহের গন্ধও পাওয়া যায়। মৃতযক্ষগণের শরীর কীট, কৃমি, পিপীলিকা, পতঙ্গ, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, দ্বিজ ও মৃগ আকৃতিতে দেখা যায়। ভন্তে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত এই প্রশ্নের উত্তর অন্য কেহই দিতে পারিবে না।

শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, প্রাচীন চিকিৎসকগণের মধ্যে নারদ, ধন্বন্তরী, অঙ্গীরস, কপিল, কণ্ডরগ্নিশ্যাম, অতুল, পূর্বকাত্যায়ন সকলেই আচার্য স্থানীয় ছিলেন। তাঁহারা নিজেই রোগোৎপত্তির কারণ, নিদান, রোগীর স্বভাব, সমুত্থান, চিকিৎসা, ক্রিয়া, সিদ্ধাসিদ্ধ সমস্ত অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়া এই লক্ষণবিশিষ্ট শরীরে এই এই রোগ উৎপন্ন হইবে সিদ্ধান্ত করিতেন এবং একসঙ্গেই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া "সূত্র" রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহই সর্বজ্ঞ ছিলেন না। অথচ তথাগত সর্বজ্ঞ হইয়া কেন তিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়া এই এই বিষয়ে এতগুলি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করা উচিত, বিশেষরূপে পরিচ্ছেদ করিয়া সমস্ত শিক্ষাপদ কেন প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন না? যখন একটি বিষয়ে কারণ উৎপন্ন হইত, কুকীর্তি ছড়াইয়া পড়িত, দোষ বহুলভাবে বিস্তৃত হইত, মনুষ্যেরা দোষারোপণ করিত, তখন শ্রাবকদিগের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিতেন। মহারাজ, তথাগত ইহা জানেন যে–অমুক সময়ে মনুষ্যেরা যখন দোষারোপণ করিবে, তখন দেড়শতের অধিক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিতে হইবে। অপিচ তথাগত চিন্তা করিয়াছিলেন যে–"যদি আমি দেড়শতের অধিক শিক্ষাপদ একসঙ্গে প্রজ্ঞাপ্ত করি, জনসঙ্ঘের এমন একটা ভয় আসিবে, জিন-শাসনে অনেক নীতি রক্ষা করিতে হয়। শ্রমণ গৌতমের শাসনে প্রব্রজিত হওয়া বড়ই দুষ্কর। হয়ত যাহাদের প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা আছে, তাহারাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে না। অথচ আমার বাক্যের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও উৎপন্ন হইবে না। যেই মনুষ্যগণ আমার বাক্য শ্রদ্ধা করিবে না, তাহারা অপায়ে গমন করিবে। যখনই দোষ উৎপন্ন হইবে, তখন ধর্মদেশনাদ্বারা জানাইয়া প্রকাশিত দোষে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিব।" ভন্তে, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত যে, তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মহত্ত্বতা। তথাগত ইহার যথাযথ জানিয়াছেন। বাস্তবিক অনেক নীতি রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া লোকেরা ভয় পাইত। একজনও জিনশাসনে প্রব্রজিত হইত না। ইহা আমি অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম।

সূর্যের রোগভাব প্রশ্ন–মীমাংসা

ভন্তে, সূর্য সকল সময়ে প্রখর তাপ প্রদান করে কি, অথবা কোন সময় মন্দতাপ দেয় কি? মহারাজ, সূর্য সর্বদা প্রখর তাপ প্রদান করে, মন্দতাপও দেয়। ভন্তে, সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। মহারাজ, সূর্যের চারিটি রোগ, ইহার মধ্যে কোনটি হইলে মন্দতাপ দিয়া থাকে, সেই চারিটি এই–রজঃ, শিশির, মেঘ ও রাহু এই চারিটির মধ্যে কোনটি দ্বারা সূর্য আক্রান্ত হইলে মন্দতাপ দিয়া থাকে। ভন্তে, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত যে এমন তেজ-সম্পন্ন সূর্যেরও রোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য সত্ত্বের কথা আর কি বলিবার আছে। ভন্তে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্য কেহ এই বিভাগ প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

সূর্য-তাপ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, কি কারণে হেমন্তকালে সূর্য কঠিন উত্তাপ প্রদান করে? অথচ গ্রীষ্মকালে তদ্রূপ নহে। মহারাজ, গ্রীষ্মকালে ধূলি-কণা আকাশে ব্যাপকভাবে থাকে, বায়ু ক্ষুভিত রেণু আকাশের দিকে উঠিয়া থাকে। আকাশের ঘনমেঘঘটাও থাকে। যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই ধূলি-কণা নানাদিক হইতে একত্র হইয়া সূর্য-রশ্মিকে ঢাকিয়া থাকে। সেই কারণে গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপ মন্দ বোধ হয়। হেমন্তকালে পৃথিবীর নিম্নভাগ শীতল হইয়া যায়, উপরে মহামেঘ থাকে। কাজেই ধূলি-কণা উপশান্ত থাকে। রেণুগুলি গগনে থাকিয়া যায়, আকাশও মেঘশূন্য হয়। বায়ুও মৃদুমৃদু প্রবাহিত হয়, ইহাদের উপরতি হেতু সূর্য-রশ্মি বিশদ হয়। তাই উপঘাতমুক্ত সূর্যের তাপ অতিশয় প্রখর হয়। এই সব কারণে হৈমন্তিক সূর্যের উত্তাপ কঠিন হয়। গ্রীষ্মকালে সেইরূপ হয় না। সূর্য সমস্ত বিঘ্ন মুক্ত হয় বলিয়া কঠিন উত্তাপ দিয়া থাকে। মেঘ, শিশির ও রাহুদ্বারা পীড়িত হইলে কঠিন উত্তাপ প্রদান করে না।

বেস্‌সন্তর প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, সমস্ত বোধিসত্ত্ব পুত্রদার দান করেন, না কেবল বেস্‌সন্তরই পুত্র-দার দিয়াছিলেন? মহারাজ, সমস্ত বোধিসত্ত্ব দিয়া থাকেন। কেবল যে

বেস্‌সন্তর দিয়াছেন এমন নহে। ভন্তে, তাহাদের ইচ্ছায় দেওয়া হইয়াছিল কি? মহারাজ, ভার্যাকে ইচ্ছায় দেওয়া হইয়াছিল। বালকেরা অজ্ঞান বলিয়া বিলাপ করিয়াছিল। যদি বালক-বালিকা ইহার মর্মার্থ বুঝিত, তাহারাও অনুমোদন করিত। কখনও বিলাপ করিত না। ভন্তে, বেস্‌সন্তর বাস্তবিক বড়ই দুষ্কর কার্য করিয়াছেন, তিনি নিজের ঔরসজাত প্রিয়পুত্রদিগকে দাসত্ব হেতু ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

দ্বিতীয়বারে তিনি আরও একটি দুষ্কর হইতে দুষ্করতর দেখাইলেন যে–যখন ব্রাহ্মণ বালকদিগকে হাত দুইখানি লতা দিয়া বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া নিতেছিল, তখন তিনি এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়বারে আরও কঠিনতর ভাব দেখাইলেন যে– যখন বালকগণ বলপূর্বক বন্ধন মুক্ত হইয়া পিতার নিকটে চলিয়া আসিল, তিনি পুত্রদিগকে আবার স্বীয় হস্তে বাঁধিয়া দিলেন।

চতুর্থবারে যখন বালকগণ বলিল যে–পিতঃ, এই যক্ষরূপী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে খাইবার জন্য লইয়া যাইতেছে, এই বলিয়া যখন অশ্রু বিসর্জন ও বিলাপ করিতেছিল, তখনও তিনি "ভয় করিও না" এমন একটু আশ্বাস বাক্যও দিলেন না।

পঞ্চমবারে যখন কুমার জালি ভগ্নীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিতার পায়ে পড়িয়া বলিল–পিতঃ, ভগ্নী কৃষ্ণাজিনাকে এখানে রাখুন, আমি যক্ষের সহিত গমন করিব, যক্ষ আমাকে ভক্ষণ করুক, এইরূপ কাতর প্রার্থনা জানাইলেও তিনি ঐ বাক্যে সম্মতি দিলেন না।

ষষ্ঠবারে জালি কুমার দুঃখের সহিত বলিল–পিতঃ, আপনার হৃদয় পাষাণে গঠিত কি? আমরা এত দুঃখ পাইতেছি, তথাপি আপনি এই ভীষণ অরণ্যে অমানুষ যক্ষ আমাদিগকে নিয়া যাইবার সময়ে নিবারণ করিতেছেন না; এত বিলাপ করিলেও তিনি করুণা দেখাইলেন না।

সপ্তমবারে যখন জুজুক ব্রাহ্মণ ছেলে দুইটিকে তর্জন গর্জনপূর্বক মারিয়া পিটিয়া চক্ষুর অদর্শনে লইয়া গেল, তখন বেস্‌সন্তরের হৃদয় শতধা সহস্রধা ফাটিয়া গেল না। পুণ্যকামী ব্যক্তি কি কখনও অপরকে দুঃখ দিতে পারে? এমতাবস্থায় নিজকে দান দেওয়া উচিত নহে কি? এইভাবে দুষ্কর হইতে দুষ্করতর কার্য তিনি প্রদর্শন করিলেন।

মহারাজ, বোধিসত্ত্ব এমন দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সুকীর্তিরব অযুত লোকমণ্ডলের দেবমনুষ্যদের মধ্যে অভ্যুদিত হইয়াছিল। দেব দেবভবনে, অসুর অসুরভবনে, গরুড় গরুড়ভবনে, নাগ নাগভবনে ও যক্ষ যক্ষভবনে তাঁহার সুকীর্তি স্মরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুকীর্তিবাণী তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমরা শুনিতে পাইতেছি। আমরা তাঁহার সেই মহাদান সম্বন্ধে কতই না বিরুদ্ধ কথা বলিতে বসিয়াছি–তাহা কি উত্তমরূপে দেওয়া হইয়াছে, না দেওয়া হয় নাই? মহারাজ, তাঁহার সেই সুকীর্তিবাণী নিপুণ, বিজ্ঞ, বিভাবী, বোধিসত্ত্বগণের দশটি গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই দশটি কি? অগৃধ্নুভাব, নিরালয়তা, ত্যাগ, প্রহান, প্রত্যাবর্তনের অভাব, সূক্ষ্মবুদ্ধিতা, মহত্ত্বতা, দুরনুবোধতা, দুর্লভতা, বুদ্ধ-ধর্মের অসদৃশতা।

ভন্তে, যে অপরকে দুঃখদিয়া দান দেয়, তাঁহার সেই দান স্বর্গীয় সুখ-বিপাক দিতে পারে কি? হাঁ মহারাজ, ইহাতে আর কি কর্তব্য আছে। ভন্তে, ইহার কারণ প্রদর্শন করুন। মহারাজ, এই জগতে কোন শীলবান বা কল্যাণ-ধার্মিক শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পক্ষাঘাত, পীঠ-সর্পি বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহাকে কোন পুণ্যকামী ব্যক্তি গাড়ীতে করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। মহারাজ, সেই পুণ্যকামীর এই কারণে কিছু সুখ উৎপন্ন হইবে কি? অথবা সেই কর্ম স্বর্গীয় সুখ দিবে কি? হাঁ ভন্তে, তাহাতে আর কি বলিবার আছে, সে ব্যক্তি হস্তীযান, অশ্বযান, রথযান, স্থলে স্থলযান, জলে জলযান, দেবলোকে দেবযান ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যযান লাভ করিবে। এমন কি সে জন্মে জন্মে উপযুক্ত যানবাহন প্রাপ্ত হইবে, যথোপযুক্ত সুখ প্রাপ্ত হইবে, সুগতি হইতে সুগতিতে গমন করিবে। অবশেষে সেই কর্মফল প্রভাবে ঋদ্ধিযানে চড়িয়া প্রার্থিত নির্বাণ নগরে গমন করিবে। তাহা হইলে মহারাজ, অপরকে দুঃখদিয়া দান করিলে স্বর্গীয় সুখ-ফল পাইতে পারে, যেমন কোন পুরুষ বলীবর্দকে দুঃখদিয়াও এইরূপ সুখ লাভ করিয়া থাকে। মহারাজ, আরেকটি অতিরিক্ত কারণ শ্রবণ করুন, যেমন অপরকে দুঃখ দানে স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে। এক রাজার আদেশে জনপদ হইতে খাজানা উঠাইয়া দান দেওয়া হইল। রাজা সেই দানফলে কোন সুখ পাইবে কি এবং সেই দান স্বর্গফলপ্রদ কিনা? হাঁ ভন্তে। সেই রাজা শতসহস্রগুণ ফল লাভ করিবে এবং মহারাজাধিরাজ

মধ্যে পরিগণিত হইবে, দেবসমূহের মধ্যে অতিদেব, ব্রহ্মাদের মধ্যে অতিব্রহ্মা, শ্রমণদের মধ্যে অতিশ্রমণ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে অতিব্রাহ্মণ, অরহতদের মধ্যে অতিঅরহৎ হইবে। তাহা হইলে মহারাজ, অপরকে দুঃখদিয়া দান করিলে স্বর্গীয় সুখ উৎপন্ন হইবে। যেমন রাজা প্রজাকে নিষ্পীড়ন করিয়া যেই খাজানা তুলিয়াছে, উহা দান করিয়াও সুখের অধিকারী হইতে পারে।

মহারাজ, রাজা বেস্সন্তর স্বীয় ভার্যা মাদ্রীকে অপরের দাসীপদে নিয়োগপূর্বক দানদিয়া অতিদান দিয়াছিলেন। স্বীয় ঔরসজাত পুত্র-কন্যা জুজুক ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ভন্তে, এই জগতে অতিদানকে বিজ্ঞগণ নিন্দা করিয়া থাকেন। যেমন অতি ভারে শকটের অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, অতি ভারে নৌকা ডুবিয়া যায়, অতি ভোজনে অজীর্ণ উৎপাদন করায়, অতি বর্ষণে ধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়, অতি দানে সম্পত্তি ক্ষয় হইয়া যায়, অতি তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, অতি কামরাগে পাগল হয়, অতি দোষে বধ্য হয়, অতি মোহে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতি লোভে চোর ধরা পড়ে, অতি ভয়ে গতি নিরুদ্ধ হয়, অতি পূর্ণতার দ্বারা নদীর জল কূল বাহিয়া চলিয়া যায়, অতি বায়ুতে অশনিপাত হয়, অতি অগ্নিতে ভাত উতরাইয়া যায়, অতি সঞ্চরণে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় না, এই প্রকার অতি দান বিজ্ঞগণের পক্ষে নিন্দিত। বেস্সন্তর অতি দান দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাতে কিছু ফলের প্রত্যাশা করা যায় না।

মহারাজ, এই জগতে অতি দান বিজ্ঞের দ্বারা সুপ্রশংসিত। যদি কেহ বিশেষভাবে দান করিয়া থাকে, সে অতি দান হেতু সুকীর্তি লাভ করিয়া থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি অতিশ্রেষ্ঠ দিব্য বন মূল (শিকড়) ধারণ করিলে এক হাতের মধ্যে কেহ দাঁড়াইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। অগদ অতিজাত হেতু পীড়া ধ্বংস করে ও রোগসমূহের অবসান করে। অগ্নি অতি জ্যোতি হেতু দগ্ধ করে, জল অতি শীতল হেতু উষ্ণতা নিবারণ করে, পদ্ম অতি পরিশুদ্ধ হেতু জলে-কাদায় লিপ্ত হয় না, মণি অতি গুণ হেতু কামদ হয়,বজ্র অতি তীক্ষ্ণ হেতু মণি-মুক্তা-ফটিক বিদ্ধ করে, পৃথিবী অতি মহৎ হেতু নর-উরগ-মৃগ-পক্ষী-জল-শৈল-পর্বত-দ্রুম ধারণ করে, সমুদ্র অতি মহৎ হেতু অপরিপূর্ণ থাকে, সুমেরু অতি ভারি হেতু অচল, আকাশ অতি বিস্তৃত হেতু অনন্ত, সূর্য অতি প্রভা হেতু তিমির ধ্বংস করে, সিংহ

অতিজাত বলিয়া ভয়হীন, মল্ল অতি বলবান হেতু প্রতিমল্লকে ক্ষিপ্র উৎক্ষেপণ করে, রাজা অতি পুণ্যবান হেতু অধিপতি, ভিক্ষু অতি শীলবান বলিয়া নাগ-যক্ষ-নর-দেবের প্রণম্য, বুদ্ধ অতি অগ্রহেতু অনুপম, এই প্রকার মহারাজ, অতিদান মাত্রেই পণ্ডিত কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। সেই কারণে যে কোন অতিদাতা সুকীর্তি অর্জন করিয়া থাকে। মহারাজ, বেস্সন্তরও অতিদানে লোক-প্রসিদ্ধ হইয়াছেনও সদেবলোকে বর্তমান অগ্রবুদ্ধ হইয়াছেন।

মহারাজ, এই জগতে এমন অদাতব্য দান আছে কি? পূজনীয় ব্যক্তি পাইলেও কি দেওয়া অনুচিত? ভন্তে, এমন দশটি দান আছে, তাহা অদান-সম্মত, যে দান দিবে সে অপায়ে গমন করিবে, সেই দশটি কি? মদ্য, নৃত্য, স্ত্রী, বৃষভ, অশোভন চিত্র কর্ম, অস্ত্র, বিষ, শৃঙ্খল, কুক্কুট-শূকর ও ওজনে কম দান। মহারাজ, আমি আপনাকে অদান-সম্মত দান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। জগতে এমন কি স্থাপনীয় দান আছে, দাক্ষিণেয় পাইলেও দিবে না। না ভন্তে, তেমন স্থাপনীয় দান নাই। চিত্ত প্রসাদ উৎপন্ন হইলে কেহ দাক্ষিণেয় ব্যক্তিকে ভোজন দান করে, কেহ বস্ত্র, কেহ শয্যা কেহ গৃহ, কেহ বিছানার ও গায়ের চাদর, কেহ দাস-দাসী, কেহ ক্ষেত্রবস্তু, কেহ দ্বিপদ-চতুষ্পদ, কেহ শত-সহস্র-লক্ষ টাকা, কেহ মহারাজ্য, এমন কি কেহ জীবনও দিয়া থাকে। তবে কি কারণে আপনি দানপতি বেস্সন্তরের সুপ্রদত্ত পুত্র-দার দানে অতিদৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিলেন? মহারাজ, এমন কি লোকাচার আছে, ঋণ দায়ে পিতা পুত্রকে বিক্রী করে, বা আজীবক সম্প্রদায়ে দিয়া থাকে? হাঁ ভন্তে, আছে। তাহা হইলে মহারাজ, রাজা বেস্সন্তর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ না করিয়া উপদ্রুত ও দুঃখিত হইয়াছেন। সেই ধর্ম-ধন লাভার্থ পুত্র-দার দান দিয়াছেন, নয় বিক্রী করিলেন। এই কারণে রাজা বেস্সন্তর কর্তৃক যাহা অন্যকে দিবার, তাহা দেওয়া হইয়াছে, যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে। মহারাজ, আপনি কি কারণে সেই দানে দানপতি বেস্সন্তরকে অতিদৃঢ়ভাবে নিগ্রহ করিতেছেন।

ভন্তে, আমি দানপতি বেস্সন্তরের দানকে নিন্দা করিতেছি না। যখন পুত্র-দার তাঁহার নিকটে যাচঞা করিয়াছিল, তখন নিজকে দেওয়া উচিত ছিল। মহারাজ, ইহা সাধু কারণ নহে যে, পুত্র-দার প্রার্থনা করিলে নিজকে দিবে। যাচকেরা যাহা যাহা যাচঞা করে, সেই সেই বস্তু তাহাদিগকে দিতে

হয়। ইহাই সৎপুরুষের কর্ম। যেমন কোন পুরুষ পানীয় চাহিলেন, এমতাবস্থায় তাহাকে যদি ভোজন দেয়, সেই পুরুষ কি তাহার প্রকৃত হিতকারী হইল? না ভন্তে। সে যাহা চায় তাহাকে সেই বস্তু দেওয়াই হিত সাধন করা হয়। এই প্রকার রাজা বেস্‌সন্তরের নিকট জুজুক পুত্র-কন্যা যাচঞা করায় পুত্র-কন্যাই দিয়াছেন। যদি জুজুক বেস্‌সন্তরের শরীর যাচঞা করিত, তিনি কখনও শরীর রক্ষা করিতেন না, এমন কি কম্পিত-আসক্তও হইতেন না। তাহাকে শরীরও দান করিয়া ফেলিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে দাসত্ব পদে রাখিতে ইচ্ছা করিত, তিনি তাহাতেও সম্মত হইতেন। মহারাজ, বেস্‌সন্তরের শরীর সর্বসাধারণের উপভোগ্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। যেমন সুপক্ক মাংসপেশী সর্বসাধাণের উপভোগ্য, যেমন ফলবান বৃক্ষ নানা পক্ষিগণের সাধারণ পরিভোগ্য, তেমন বেস্‌সন্তরের শরীরও। কি কারণে? "আমি এইরূপ ধর্মাচরণ করিলে সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইব।" যেমন মহারাজ, দরিদ্র ধন প্রার্থী পুরুষ ধনান্বেষণে বিচরণ করতঃ অজপথ-শঙ্কুপথ-বেত্রপথে গমন করে, জলে-স্থলে বাণিজ্য করে, কায়-বাক্য-মনে ধনের আরাধনা করে, ধনলাভার্থ চেষ্টা করে, এই প্রকার দানপতি বেস্‌সন্তর বুদ্ধ জ্ঞান-ধন অলাভে দরিদ্র, তিনি সর্বজ্ঞতা রত্ন লাভার্থ যাচকদিগকে ধন-ধান্য, দাস-দাসী, যান-বাহন, সকল সম্পত্তি, স্বকীয় পুত্র-দার এমন কি নিজকেও ত্যাগ করিয়া সম্যক সম্বোধিকেই অন্বেষণ করিতেছেন। যেমন মুদ্রাকামী অমাত্য যেই কোন গৃহে ধন-ধান্য, হিরণ্য-সুবর্ণ সমস্তদিয়াও মুদ্রা লাভার্থ চেষ্টা করে, এই প্রকার দানপতি বেস্‌সন্তর সমস্ত বাহিরের ভিতরের ধনদিয়া ও নিজের জীবন অপরকে দিয়া সম্যক সম্বোধিকে অন্বেষণ করিতেছেন।

মহারাজ, বেস্‌সন্তর চিন্তা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাহা যাচঞা করে, সেই বস্তু তাহাকে দিয়া তাহার যথার্থ কৃতকারী হইব। এই ভাবিয়া তিনি পুত্র-কন্যা দিয়াছিলেন। তিনি দ্বেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র-কন্যা দেন নাই, পুত্র-কন্যাকে না দেখিবার ইচ্ছায় দেন নাই, "আমার নিকট পুত্রদার বেশী, তাহাদিগকে পালন করিতে পারিব না" এই ভাবিয়া পুত্র-দার দেন নাই। "ইহারা আমার অপ্রিয়, ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিব।" এইরূপ উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুত্র-দার দেন নাই। কেবল সর্বজ্ঞতা রত্নকে প্রিয় ভাবিয়া সেই সর্বজ্ঞতা লাভের জন্য এইরূপ অতুল, বিপুল,

অনুত্তর, প্রিয়, মনোহর, দয়িত প্রাণসম পুত্র-দার ব্রাহ্মণকে দান দিয়াছিলেন। তাই দেবাতিদেব "চরিয়পিটকে" ভাষণ করিয়াছেন–

পুত্রজালি কৃষ্ণাজিনা মাদ্রী পত্নী মম
দ্বেষ-পাত্র কভু নহে। নহে মম তারা
অপ্রিয় ভাজন। শুধু সর্বজ্ঞতা প্রিয়
মম ততোধিক। তাই সঁপিনু ব্রাহ্মণে।

মহারাজ, বেস্‌সন্তর পুত্র-কন্যা দান দিয়া পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক শয়ন করিলেন। তাঁহার অতিপ্রেমে চিত্ত দুঃখজাত হইল ও অতিশয় শোকে অধীর হইলেন। হৃদয়-কোষ উষ্ণ হইয়া উঠিল। নিঃশ্বাস এত দ্রুত বহিতে লাগিল যে নাসিকায় না পারিয়া মুখদিয়া উষ্ণ আশ্বাস–প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্রু পরিবর্তিত হইয়া লোহিত বিন্দুতে পরিণত হইল, উহা নেত্রদিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি এইরূপ দুঃখিত হইলেও ব্রাহ্মণকে পুত্র-কন্যা দান দিয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিতেন 'আমার দান-পথ পরিহীন না হউক।' মহারাজ, বেস্‌সন্তর দুইটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র-কন্যা দিয়াছিলেন। সেই দুইটি কি? আমার দান-পথ পরিহীন না হইবে ও পুত্রদ্বয় বন্য ফল-মূল ভোজনে অতিশয় দুঃখে আছে।' এই কারণে তাহাদের পিতামহ মুক্ত করিয়া লইবে। রাজা বেস্‌সন্তর জানিতেন যে–আমার এই পুত্র-কন্যাকে কেহই দাসবৎ ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে তাহাদের পিতামহ কিনিয়া লইবে। আমাদেরও স্বদেশ গমনের সুযোগ হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে পুত্র-কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ, রাজা বেস্‌সন্তর জানিতেন যে–এই ব্রাহ্মণ জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, দুর্বল, ভগ্নশরীর, দণ্ডপরায়ণ, আয়ুক্ষীণ, অল্পপুণ্য, সে কখনও দাস তুল্য করিয়া আমার পুত্র-কন্যাকে রাখিতে সমর্থ হইবে না। মহারাজ, কোন বলবান পুরুষ মর্হদ্ধি, মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে ধরিয়া পেটরায় প্রক্ষেপ করিয়া এবং তাহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া থালার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। এই প্রকার এই জগতে চন্দ্র, সূর্য তুল্য বেস্‌সন্তরের পুত্র-কন্যাদ্বয় কেহই দাসতুল্য তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে পারিবে না। আরও একটি কারণ শ্রবণ করুন, যেমন মহারাজ, চক্রবর্তী রাজার শুভ, জ্যোতিষ্মান, অষ্টধা, সুপরিকর্মকৃত, চারি হস্ত দীর্ঘ, শকট নাভি তুল্য বিস্তৃত

(পরিণাহ) মণিরত্ন কেহ ছিন্নবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া পেটরায় প্রক্ষেপ করত অস্ত্রতুল্য ব্যবহার করে না, সেইরূপ চক্রবর্তী রাজার মণিতুল্য বেস্‌সন্তরের পুত্র-কন্যাদ্বয়কে দাসতুল্য কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। যেমন মহারাজ, সর্বশ্বেত, আঠার হাত উচ্চ, নয় হাত বিস্তৃত দর্শনীয় উপোসথ নাগরাজকে কেহ সূর্প, সরা দিয়া ঢাকিতে পারে না, গোবৎসের ন্যায় বৎসশালায় প্রক্ষেপ করিয়া কেহ রক্ষা করে না, সেইরূপ জালি ও কৃষ্ণাজিনা উপোসথ হস্তী সদৃশ। যেমন মহারাজ, দীর্ঘ, প্রস্থ, বিস্তীর্ণ, গভীর, অপ্রমেয়, সুদুস্তর অনাবর্ত মহাসমুদ্রকে কেহ ঢাকিয়া রাখিয়া একতীর্থ যোগে পরিভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ জালি-কৃষ্ণা মহাসমুদ্র তুল্য। যেমন মহারাজ, পঞ্চশত যোজন উচ্চ, তিন সহস্র যোজন দীর্ঘ-প্রস্থ, চুরাশিহাজার কূট প্রতিমণ্ডিত, পঞ্চশত নদীর উৎপত্তি স্থান, মহাভূতগণের আলয়, নানাবিধ গন্ধধর, শতশত দিব্যৌষধি সমলঙ্কৃত, নভঃস্থিত মেঘের ন্যায় অত্যুচ্চ হিমবন্ত পর্বত দেখা যাইতেছে, এইরূপ জালি-কৃষ্ণা হিমবন্ত পর্বত তুল্য। যেমন মহারাজ, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পর্বতাগ্রে প্রজ্বলিত মহাঅগ্নি-স্কন্ধ অতি দূর হইতে দেখা যায়, এইরূপ জালি-কৃষ্ণা পর্বতাগ্রে প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ তুল্য। যেমন মহারাজ, হিমবন্ত পর্বতে যখন নাগপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন ঋজুবায়ু প্রবাহিত হইলে দশ বার যোজন পুষ্পগন্ধ প্রবাহিত হয়, এই প্রকার রাজা বেস্‌সন্তরের সহস্র যোজন দূরে, যাবৎ অকনিষ্ঠ ভবন, ইহার মধ্যে সুরাসুর, গরুড়, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ, কিন্নর, ইন্দ্র ভবনে সুকীর্তিবাণী অভ্যুদিত হইয়াছে। তাঁহার উত্তম শীলসৌরভ প্রবাহিত হইয়াছে। সেই কারণে তাঁহার পুত্র-কন্যাকে কেহ দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না। মহারাজ, পিতাকর্তৃক জালিকুমার আদিষ্ট হইয়াছে যে–হে পুত্র, তোমার পিতামহ ব্রাহ্মণকে ধনদিয়া তোমাদিগকে কিনিতে বলিলে তাহাকে একসহস্র নিষ্ক (সুবর্ণ পট্ট) দিয়া তোমাকে কিনিয়া লউন। কৃষ্ণাজিনাকে কিনিলে একশত দাস, একশত দাসী, একশত হস্তী একশত অশ্ব, একশত ধেনু, একশত বৃষভ ও একশত নিষ্কদিয়া কিনিয়া লউন। হে পুত্র, যদি তোমার পিতামহ বলপূর্বক ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মূল্য না দিয়া গ্রহণ করিতে চায়, তোমরা তোমাদের পিতামহের বাক্য রক্ষা করিও না। তোমরা ব্রাহ্মণেরই অনুগমন করিবে। এইরূপ

অনুশাসন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তৎপর জালিকুমারকে তাহার পিতামহ প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিল :-

হাজার নিষ্কই মূল্য করিয়া আমারে,
ব্রাহ্মণে দিয়াছে পিতা বলিনু তোমারে,
মূল্য ধরি শত শত হস্তী আদি যত,
কৃষ্ণাজিনা ব্রাহ্মণেরে হয়েছে অর্পিত।

ভন্তে, এই প্রশ্নোত্তর অতি নিপুণতার সহিত বিচারিত হইয়াছে।

দুষ্কর সাধন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, সমস্ত বোধিসত্ত্ব দুষ্কর সাধন করেন কি? না কেবল গৌতম বোধিসত্ত্ব করিয়াছেন। মহারাজ, সমস্ত বোধিসত্ত্বের দুষ্কর সাধন নাই, গৌতম বোধিসত্ত্ব সর্বাপেক্ষা দুষ্কর সাধন করিয়াছেন। ভন্তে, বোধিসত্ত্বদের মধ্যে যে এমন প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তাহা নিতান্ত অযুক্তি। মহারাজ, চারিটি কারণে বোধিসত্ত্বগণের প্রভেদ হয়, সেই চারিটি কি? কুল, সময়, আয়ু ও প্রমাণ। সমস্ত বুদ্ধগণের রূপ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞান দর্শন, চারি বৈশারদ্য, দশটি তথাগত বল, ছয় অসাধারণ জ্ঞান, চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান, আঠার প্রকার বুদ্ধ-ধর্ম আছে। কেবল বুদ্ধ-ধর্মে প্রভেদ নাই। সমস্ত বুদ্ধ, বুদ্ধ-ধর্মে সম সম। ভন্তে, যদি সমস্ত বুদ্ধের বুদ্ধ-ধর্মে সম সম জ্ঞান থাকে, কেন গৌতম বোধিসত্ত্ব অতিরিক্ত দুষ্কর সাধন করিলেন? মহারাজ, জ্ঞান ও বোধি অপরিপক্ব থাকায় গৌতম বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অপরিপক্ব জ্ঞানকে পরিপক্ব করিবার জন্যই তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। ভন্তে, কি কারণে গৌতম বোধিসত্ত্ব জ্ঞান-বোধি পরিপক্ব না হইতেই মহাভিনিষ্ক্রমণ করিলেন, জ্ঞান পরিপক্ব হইলে তাঁহার কি বাহির হওয়া উচিত ছিল না? মহারাজ, তিনি স্ত্রীমহলের বিপরীত অবস্থা দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অনুতাপে তাঁহার উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার উৎকণ্ঠিত চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া একজন মারকায়িক দেবপুত্র ভাবিয়াছিল, "এই আমার সময় আসিয়াছে, উৎকণ্ঠিত চিত্তকে বিনোদন করিবার জন্য।" এই ভাবিয়া সে আকাশে উঠিয়া বলিতে লাগিল—মারিষ, মারিষ, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আজ হইতে সাতদিন পরে আপনার সহস্র অরা, সনেমি,

নাভিযুক্ত সর্বলক্ষণসম্পন্ন দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হইবে। ভূগর্ভস্থ ও আকাশস্থ রত্নসমূহ স্বয়ংই আপনার নিকট উপস্থিত হইবে। আপনার এক মুখের আদেশ দুই সহস্র ক্ষুদ্রদ্বীপ ও চারি মহাদ্বীপের অধিবাসীরা রক্ষা করিবে। আপনার শূর, বীরাঙ্গরূপ, পরসৈন্য মর্দনকারী এক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সপ্তরত্ন সহিত চারিদ্বীপকে অনুশাসন করিতে পারিবেন। যেমন দিবস সন্তপ্ত লৌহশূল সর্বত্র দগ্ধ করিয়া কর্ণাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এই প্রকার বোধিসত্ত্বের কর্ণেও তাহা প্রবিষ্ট হইল। স্বভাবতঃ তাঁহার যাহা উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দেবপুত্রের বাক্য শ্রবণে ততোধিক উদ্বিগ্ন ও সংবিগ্ন হইলেন। যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে কেহ কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, উহা আরও ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে, এই প্রকার দেবপুত্রের বচনে তাঁহার সংবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। যেমন স্বভাবতঃ আর্দ্র ভূমিতে নানাপ্রকার গাছ গাছরা উৎপন্ন হয়, জল জমা থাকে ও কাদা বসিয়া থাকে, তদুপরি মহামেঘ বর্ষিত হইলে অধিকতর কাদা জমিয়া থাকে, তেমন বোধিসত্ত্বের অধিকতরভাবে সংসার সম্পদের প্রতি সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভন্তে সাতদিনের পরে যদি বোধিসত্ত্বের জন্য দিব্য চক্ররত্ন উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কি তিনি আর মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতেন না? না মহারাজ, সাতদিনের মধ্যে চক্ররত্ন উৎপন্ন হইবে না। দেবতা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়াছে। যদি সাতদিনের মধ্যে দিব্য চক্ররত্নের আগমন হইত, তথাপি তিনি ফিরিতেন না। কি কারণে? বোধিসত্ত্ব অনিত্য-ভাবটিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইরূপ দুঃখ ও অনাত্মাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাদানকে ক্ষয় করিয়াছিলেন। যেমন মহারাজ, অনবতপ্তহ্রদ হইতে জল গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করে, গঙ্গানদী হইতে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, মহাসমুদ্র হইতে পাতাল-মুখে প্রবেশ করে। পুনরায় কি সেই জল পাতাল হইতে মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্র হইতে গঙ্গায়, গঙ্গা হইতে অনবতপ্তহ্রদে প্রবেশ করে? না ভন্তে। এই ভব দুঃখের কারণে বোধিসত্ত্ব লক্ষ কল্পাধিক চারি অসংখ্যকল্প কুশল পারমী পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অন্তিম ভবও বোধিজ্ঞান পরিপক্ক; তিনি ছয় বৎসর পরে জগতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নামে উৎপন্ন হইবেন। সামান্য দিব্য চক্ররত্নের জন্য কি প্রত্যাবর্তন করিবেন? না ভন্তে। মহারাজ, সকানন পর্বত মহাপৃথিবী

পরিবর্তিত হইতে পারে, তথাপি সম্বোধি প্রাপ্ত না হইয়া বোধিসত্ত্ব প্রত্যাবর্তন করিবেন না। গঙ্গার স্রোত উজান চলিতে পারে, গোষ্পদে জলতুল্য মহাসমুদ্র বিশুষ্ক হইতে পারে, সুমেরু পর্বতরাজ শত সহস্রভাগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে, ঢিল তুল্য সনক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য মাটিতে পড়িতে পারে, আকাশ কিলঞ্জ তুল্য সংবর্তিত হইতে পারে, তথাপি বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন না। কারণ কি? যাবতীয় বন্ধনকে তিনি প্রদলন করিয়াছেন বলিয়া।

ভন্তে, জগতে বন্ধন কয় প্রকার? মহারাজ, এই জগতে দশ প্রকার বন্ধন আছে, যেই বন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ নিষ্ক্রমণ করিতে পারে না। নিষ্ক্রমণ করিলেও প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই দশটি কি? মাতা, পিতা, ভার্যা, পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র, ধন, লাভ-সৎকার, ঐশ্বর্য ও পঞ্চকামগুণ জগতে বন্ধন। এই দশবিধ বন্ধন বোধিসত্ত্বের ছিন্ন ও দলিত হইয়াছে। সেই কারণে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

ভন্তে, যদি বোধিসত্ত্ব দেবতার বাক্যে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হন, তাঁহার অপরিপক্ব জ্ঞান ও বোধি সহিত মহাভিনিষ্ক্রমণে এবং তাঁহার দুষ্কর সাধনে কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহার কি উচিত ছিল না; জ্ঞান পরিপক্বকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবিধ সম্পত্তি উপভোগ করা।

মহারাজ, দশটি কারণে যে কোন লোক নিন্দিত, গর্হিত হয়, সেই দশটি কি? বিধবা স্ত্রী, দুর্বল ব্যক্তি, অমিত্রজ্ঞাতি, বহুভোজী, অগৌরব কুলে বাসকারী, পাপমিত্র, ধনহীন, আচারহীন, কর্মহীন ও প্রয়োগহীন। এই দশবিধ কারণ অনুস্মরণ করিয়া বোধিসত্ত্বের এইরূপ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছিল– আমি কর্মহীন বা নিষ্কর্মা হইব না। প্রয়োগ বা চেষ্টাহীন ব্যক্তি দেব-মনুষ্যগণের নিন্দনীয়। আমি কর্মস্বামী হইব। কর্মকে গৌবর করিয়া চলিব, কর্মাধিপতিত্বলাভ করিব, কর্মশীলে, কর্মধুরে, কর্মনিকেতনে, অপ্রমত্তভাবে বাস করিব। এই প্রকারে বোধিসত্ত্ব জ্ঞানের পরিপক্বতা সাধন করিয়া দুষ্কর ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন।

ভন্তে, বোধিসত্ত্ব কঠোর সাধনা কালে বলিয়াছিলেন–"আমি কটুকর ও দুষ্কর সাধনাদ্বারা মনুষ্য ধর্মের উত্তরতর শ্রেষ্ঠ আর্যজ্ঞান দর্শনের বিশেষত্ব লাভ করিতে পারিব না, বোধ হয় বোধিজ্ঞান লাভের অন্য মার্গ থাকিবে। সেই সময়ে বোধিসত্ত্বের মার্গ সম্বন্ধে স্মৃতি বিহ্বলতা হইয়াছিল নহে কি?

মহারাজ, চিত্তের দুর্বলতা সাধনের পঁচিশটি ধর্ম বা স্বভাব আছে। যেহেতু চিত্ত দুর্বল হইলে আসবক্ষয় সাধনে সমাহিত হইতে পারে না। সেই পঁচিশটি কি? ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাশ, (নির্দয়ভাব) ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তম্ভ, সারম্ভ, মান, অতিমান, মদ, প্রমাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, তন্দ্রা-আলস্য, পাপমিত্রতা, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ক্ষুধা, পিপাসা ও উৎকণ্ঠা। বোধিসত্ত্বের ক্ষুধা, পিপাসাদ্বারা শরীর পরিগৃহীত হইয়াছিল। শরীর কাতর হইলে আসবক্ষয় সাধনে চিত্ত সমাহিত হয় না। লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প ব্যাপিয়া প্রত্যেক জন্মে জন্মে বোধিসত্ত্ব চারি আর্য সত্যের অভিসময় অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষ জন্ম। অভিসময় লাভ করিবার সময় তাঁহার মার্গ সম্বন্ধে স্মৃতি-বিহ্বলতা উৎপন্ন হইবে কি? তাঁহার এইমাত্র সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছিল, বোধিজ্ঞান লাভের অন্য মার্গ আছে কি? তাঁহার একমাসমাত্র বয়ঃক্রমকালে শাক্যপিতা শুদ্ধোধন হলকর্ষণোৎসব করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় শোওয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেই শ্রীশয্যায় পদ্মাসনে বসিয়া কামরাগ ও অকুশল হইতে চিত্তকে বিবিক্ত করিয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসুখজনিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুথ ধ্যান লাভ করিলেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন। আমি এই প্রশ্নোত্তর অবনত শিরে গ্রহণ করিতেছি। জ্ঞানের পরিপক্বতা সাধন মানসে বোধিসত্ত্ব নিশ্চয়ই কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন।

বলবৎ অবলবৎ কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, অতিশয় বলবতর কুশল, না অকুশল? মহারাজ, কুশলই বলবতর, অকুশল কুশলের ন্যায় নহে। ভন্তে, আমি আপনার এই বচন গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এই জগতে দেখা যায়–যাহারা প্রাণীহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যাকথা বলে, গ্রাম ধ্বংস করে, পথে ডাকাতি করে, যাহারা কুটিল, প্রবঞ্চক, তাহাদের এই পাপের প্রভাবে হস্ত, পদ, হস্ত-পদ, কর্ণ, নাসা, কর্ণ-নাসা কাটা যায়, (১৭১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য) অসিদ্বারা শিরঃচ্ছেদ হয়, কেহ রাত্রিতে পাপ করিয়া রাত্রিতে ফল ভোগে, কেহ রাত্রিতে পাপ করিয়া দিনেতে ফল ভোগে, কেহ দিনে পাপ করিয়া দিনেতে ফল ভোগে, কেহ দিনে পাপ করিয়া রাত্রিতে ফল ভোগে। কেহ

দুই তিন দিন পরে ফল ভোগে। সকলেই ইহকালে কিছু না কিছু ফল ভোগ করিয়া থাকে।

ভন্তে, এমন কি কেহ আছে, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, শত, সহস্র, লক্ষজনকে সপরিবারে দান দিয়া ইহকালেই ভোগ, যশঃ, সুখ, প্রাপ্ত হয়? অথবা শীলপালন ও উপোসথ কর্ম করিয়া ইহকালেই ফল প্রাপ্ত হয়? হাঁ মহারাজ, চারিজন পুরুষ, দানদিয়া, শীল গ্রহণ করিয়া ও উপোসথ কর্ম করিয়া ইহকালেই সশরীরে ত্রিদশ স্বর্গে যশঃসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কে কে? রাজা মান্ধাতা, নিমিরাজা, সাধীন রাজা ও গুত্তিল গন্ধর্ব।

ভন্তে, এই যে দুই কারণ, হাজার হাজার বৎসরের আগের কথা, তাহা আমাদের পরোক্ষে। বর্তমান সময়ে বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময়ের কথা বলুন। মহারাজ, বুদ্ধের সময়েও পূর্ণদাস সারীপুত্ত স্থবিরকে ভোজন দিয়া সেই দিবসেই শ্রেষ্ঠীস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে এখন পূর্ণ শ্রেষ্ঠী নামে সুকীতির্ত। গোপালমাতা নিজের মাথার চুল আট কার্ষাপণ দিয়া বিক্রী করিয়া মহাকচ্চায়ণ স্থবির প্রমুখ আটজন ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, সেই দিবসেই তিনি উদেন রাজার অগ্রমহিষী হইয়াছিলেন। উপাসিকা সুপ্রিয়া এক পীড়িত ভিক্ষুকে নিজের উরুমাংসদ্বারা যূষ পাক করিয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনেই তাঁহার সেই ক্ষত শরীর পূর্ণ হইয়া পূর্ববৎ হইয়াছিল। মল্লিকাদেবী ভগবানকে পর্যুসিত কুর্মাস পিণ্ডদিয়া সেই দিনেই রাজা প্রসেনদি কোশলের অগ্রমহিষী হইয়াছিলেন। সুমন মালাকার আটমুষ্টি সুমন পুষ্পদ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই মহাসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। এক শাটক ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই যাবতীয় দ্রব্য আটটি আটটি করিয়া পাইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ইহকালে সম্পত্তি, যশঃ পরিভোগ করিয়াছিলেন।

ভন্তে, আপনি বাছিয়া বাছিয়া মাত্র ছয়জনের বিষয়ই দেখিলেন কি? হাঁ মহারাজ, তাহা হইলে কুশলের চেয়ে অকুশলই বলবতর। ভন্তে, আমি এক দিনেই দশজন পুরুষকে দেখিতেছি—স্বীয় পাপকর্মের ফলে শূলের উপর আরোপিত হইয়াছে। এমন কি বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পুরুষ, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষকেও দেখিতে পাই; পাপফলে শূলে আরোপিত হইয়াছে।

ভন্তে, নন্দকুলে ভদ্রশাল নামে এক সেনাপতির পুত্র ছিল। তাহার সহিত রাজা চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে দুইপক্ষের সৈন্যের মধ্যে অশীতি কবন্ধরূপ ছিল। একটি মস্তক তাহাদের কাটা গেলে, আরেকটি মস্তক গজাইয়া উঠিত। সকলেই পাপকর্মের দরুন অনয়-ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে আমি বলিতে চাই–অকুশলই বলবতর, কুশল তত নহে। ভন্তে, আমি শুনিয়াছি–এই বুদ্ধশাসনে কোশলরাজ (চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে) 'অসদৃশ দান' দিয়াছিলেন। হাঁ মহারাজ, আমিও শুনিয়াছি। কোশলরাজ, 'অসদৃশ দান' দিয়া, সেই দানবলে ইহজন্মে কোন ভোগ, যশঃ, সুখ লাভ করিয়াছিলেন কি? না মহারাজ। যদি কোশলরাজ এত বড় মহৎদান দিয়াও ইহজন্মে ফল না পাইলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে–অকুশল বলবতর, কুশল তত নহে।

মহারাজ, অকুশলের ফল লঘু বা অল্প বলিয়া শীঘ্র ফল দিয়া থাকে। কুশলের ফল বিপুল বলিয়া গৌণে ফল দিয়া থাকে। তাহা উপমাদ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। যেমন অপরন্ত জনপদে 'কুমুদভণ্ডিক' নামে এক প্রকার ধান্য আছে। এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিয়া কাটা হয় এবং গৃহে আনা হয়। কিন্তু শালি ধান্য পাঁচ-ছয়মাসে পাওয়া যায়। মহারাজ, এই দুই ধান্যের মধ্যে আপনি কি বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন? ভন্তে, 'কুমুদভণ্ডিক' ধান্য লঘু, শালিধান্য বিপুল। ভন্তে, শালিধান্য রাজার ভোজনের উপযুক্ত। 'কুমুদভণ্ডিক' ধান্য দাস-কর্মচারীর ভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অকুশলের ফল অল্প বলিয়া শীঘ্র ফল দেয়, কুশলের ফল বিপুল বলিয়া গৌণে ফল দিয়া থাকে।

ভন্তে, এই জগতে যাহা শীঘ্র ফল দেয়, তাহা অধিক বলবতর, সেই কারণে অকুশল অধিক বলবতর। কুশল তত নহে। যেমন যেই যোদ্ধা মহাযুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রতিশত্রুকে বগলদাবা করিয়া টানিয়া স্বামীর নিকটে আনে, সেই যোদ্ধা এই জগতে সুদক্ষ, শূর নামে পরিচিত হয়। কোন চিকিৎসক শীঘ্র শল্য উদ্ধরণ করিয়া রোগ অপনয়ন করিলে সে সুদক্ষ ভিষক নামে পরিচিত হয়। যে গণক শীঘ্র শীঘ্র গণিয়া সহসা ফলাফল দেখায়, সে সুদক্ষ গণক নামে খ্যাত হয়। যে মল্ল শীঘ্র প্রতিমল্লকে উৎক্ষেপণ করিয়া উত্তান করিয়া ফেলিয়া দেয়, সে সমর্থ শূর মল্ল নামে কীর্তিত হয়। এই প্রকার এই জগতে কুশল হউক বা অকুশল হউক, যাহা

শীঘ্র ফল দেয়, তাহা বেশী বলবতর। সেই কুশলাকুশল উভয় কর্ম পরলোকেই ভোগিতে হয়। অপিচ, অকুশল সদোষ, হেতু ক্ষণকাল মধ্যেই ইহকালেও ফল দিয়া থাকে, এবং পরকালেও ফল দিয়া থাকে।

মহারাজ, প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের একটা চির প্রচলিত নিয়ম এই যে–যে প্রাণীহত্যা করে, যে চুরি করে, যে ব্যভিচার করে, যে মিথ্যা বলে, যে গ্রাম ধ্বংস করে, যে পথে ডাকাতি করে, যে প্রবঞ্চনা করে, সে দণ্ডযোগ্য, তাহাকে বধ, ছেদন, হত্যা করিতে হইবে। সেই দোষে তাহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া বধাদি দণ্ডদিয়া থাকে।

মহারাজ, এইরূপ কি কোন নিয়ম প্রবর্তিত আছে যে, যে দান করে, যে শীল রক্ষা করে, যে উপোসথ পালন করে, তাহাকে ধন-জন দিতে হইবে? চোরকে যেইরূপ দণ্ডদান করে, সেইরূপ বাছিয়া বাছিয়া পুণ্যকারীকে ধন দেওয়া হয় কি? না ভন্তে। যদি মহারাজ, দায়কদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ধন-জন দেওয়া হয়, কুশলের ফলও ইহজন্মে ভোগ করিতে পারে। তদ্রূপ কেহ দেয় না বলিয়া কুশলের ফল ইহজন্মে ভোগে না। এই কারণে অকুশল ফল ইহজন্মেও ভোগ করে এবং পরজন্মেও অতিশয় বেদনা দিয়া থাকে। সাধু ভন্তে, নাগসেন। লৌকিক বিষয় লোকোত্তর জ্ঞানে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

প্রেত উদ্দেশ্যে দান-ফল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, দায়কেরা দান দিয়া পূর্ব প্রেতকে এই দান-ফল দিয়া বলে–'ইহা তাহারা প্রাপ্ত হউক।' তাহারা সেই প্রদত্ত দানের ফল পায় কি? মহারাজ, কেহ পায়, কেহ পায় না। ভন্তে, কে পায়? কে পায় না। নারকী, স্বর্গগামী, তির্যক প্রাণী এবং চারি প্রকার প্রেতের মধ্যে বন্তাসিকা, ক্ষুৎ-পিপাসী ও নিধ্মামতৃষিক প্রেতেরা পায় না। কেবল পরদত্ত উপজীবী প্রেতই পাইয়া থাকে। তাহারাও স্মরণ করিলেই পাইয়া থাকে। তাহা হইলে ভন্তে, দায়কদিগের দান স্রোতের প্রতিকূলে যায়, অফল হয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে দান দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যদি উহা না পায়, সেই দান অফল হইতে পারে না। যে দায়ক দান দেয়, সে ঐ ফল পাইয়া থাকে। তাহা হইলে ভন্তে উপযুক্ত কারণদ্বারা আমাকে জ্ঞাপন করুন।

যেমন মহারাজ, কোন মনুষ্য মৎস্য-মাংস-সুরা-ভাত খাদ্য বস্তু সজ্জিত করিয়া জ্ঞাতিকুলে গমন করিল, যদি তাহার জ্ঞাতিরা সেই উপহার গ্রহণ না

করে, তাহা কি বিস্রোতে যাইবে, বিনষ্ট হইবে? না ভন্তে। তাহা যে নেয়, তাহারই হইবে। এই প্রকার দায়কগণই তাহার ফল ভোগ করিবে। কোন পুরুষ একটি কামড়ায় প্রবেশ করিল, যদি সম্মুখে কোন দরজা না থাকে, সে কোন্ দরজা দিয়া বাহির হইবে? ভন্তে, যেই দরজাদিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সেই দরজা দিয়া বাহির হইবে। সত্যই মহারাজ, দায়কেরা সেই ফল ভোগ করিবে। আমরা সেই কারণ বিলোপ করিব না।

ভন্তে, যদি এই দায়কগণের প্রদত্ত দান পূর্ব প্রেতেরা পাইয়া থাকে, এবং তাহারা সেই ফলও যদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে প্রাণীবধ করিয়া, যে লুব্ধ, রক্তপাণি, দূষিত চিত্তে নর হত্যা করিয়া ও যে নিদারুণ কর্ম করিয়া পূর্ব প্রেতদিগকে প্রদান করে যে– এই কর্মের ফল পূর্ব প্রেতেরা প্রাপ্ত হউক।' পূর্ব প্রেতেরা সেই ফল পায় কি? না মহারাজ। ভন্তে, এখানে কি হেতু কি কারণে, কুশল পাইয়া থাকে, অকুশল পায় না? মহারাজ, এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনি উত্তর দাতা পাইয়া অজিজ্ঞাস্য প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যেমন কি কারণে আকাশ অবলম্বনহীন? কেন গঙ্গার জল উজান চলে না? কি কারণে এই মনুষ্যগণ ও দ্বিজগণ দ্বিপদ? মৃগগণ কেন চতুষ্পদ? বোধ হয়, তাহাও আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ভন্তে, আমি আপনাকে দুঃখ দিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অপিচ সন্দেহ দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই জগতে বহুলোক পাপগ্রাহী, বিচক্ষুক। যে কোন প্রকারে তাহারা বিপরীতার্থ গ্রহণের অবসর লাভ না করুক, সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মহারাজ, অকৃত, অননুমত বিষয়ের সহিত পাপকর্ম বিভাগ করিতে পারা যায় না। যেমন মনুষ্যেরা জলের প্রয়োজন বুঝিয়া সুদূর স্থান হইতেও জল আনিয়া থাকে, তাই বলিয়া ঘন মহাশৈলকে যথেচ্ছাপূর্বক আনিতে পারে কি? না ভন্তে। এই প্রকার কুশলকে বিভাগ করা যায়, অকুশলকে বিভাগ করা যায় না। যেমন তৈলের দ্বারা প্রদীপ জ্বালিতে পারে, জলদ্বারা কেহ প্রদীপ জ্বালিতে পারে কি? না ভন্তে। এই প্রকার কুশল ভাগ করা যায়, অকুশল ভাগ করা যায় না। যেমন কৃষক তড়াগ হইতে জল বাহির করিয়া ধান্যের পরিপক্বতা সাধন করে, তাই বলিয়া সমুদ্রের জল বাহির করিয়া কেহ শস্য পাকাইতে পারে কি? না ভন্তে। তদ্রূপ কুশল ভাগ করা যায়, অকুশল ভাগ করা যায় না।

ভন্তে, কি কারণে কুশল ভাগ করিতে পারা যায়, অকুশল ভাগ করিতে পারে না? যুক্তি কারণ দ্বারা আমাকে ইহা জ্ঞাপন করুন। আমি অন্ধ নহি, অজ্ঞানীও নহি, শুনিয়াই জ্ঞাত হইব। মহারাজ, অকুশল অল্প, কুশল বহু। অকুশল অল্প বলিয়া কর্তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে, কুশল বেশী বলিয়া সদেবলোকে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। উপমা প্রদান করুন।– মহারাজ, সামান্য এক বিন্দু জল মাটিতে পড়িলে, তাহা কি দশ বার যোজন ব্যাপৃত হইতে পারে? না ভন্তে। বরঞ্চ সেই জলবিন্দু যেই জায়গায় পড়িয়াছে, সেই জায়গায়ই বিলাইয়া যাইবে। কি কারণে মহারাজ? জলবিন্দু সামান্য বলিয়া। এই প্রকার অকুশল অল্প, তাই কর্তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। তাহা ভাগ করিতে পারে না। যেমন মহামেঘ বর্ষিত হইলে ধরণীতলকে ডুবাইয়া দেয়, উহা কি মহারাজ, চারিদিকে ব্যাপৃত করে? হাঁ ভন্তে। সেই মহামেঘ গর্ত, নদী, শাখা, প্রদর, কন্দর, হ্রদ, তড়াগ, কূপ, পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া দশ বার যোজন বিস্তৃত হইয়া থাকে। কি কারণে মহারাজ? ভন্তে, মেঘ মহৎ বলিয়া। এই প্রকার কুশল বহু, তাই উহা দেব-মনুষ্যলোকেও বিভাগ করিতে পারা যায়।

ভন্তে, কি কারণে অকুশল অল্প, কুশল বহু? মহারাজ, যে দান করে, শীল গ্রহণ করে, উপোসথ পালন করে, সে এই কর্মগুণে হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট হয়, হর্ষ উৎপাদন করে, অতিশয় প্রমোদিত হয়, সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তাহার অন্য সময়েও প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীত চিত্তবশতঃ পুনঃপুন কুশল প্রবর্ধিত হয়। যেমন জলপূর্ণ কূপে একদিক দিয়া জল প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া থাকে। জল বাহির হইলেও অপর দিকদিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলের ক্ষয় হইতে পারে না। এই প্রকার কুশলমাত্রেই বার বার বাড়িয়া যায়। কোন পুরুষ শতবর্ষ পরে হইলেও তাহার কৃত কুশল স্মরণ করিয়া থাকে, যতই স্মরণ করে, ততই কুশল বাড়িয়া যায়। তাহার সেই কুশল সে কাহারও সহিত ভাগ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ, ইহাই একমাত্র কারণ যে কুশলই বহুতর। মহারাজ, অকুশল কর্ম করিলে পরে অনুতাপ হয়। অনুতাপীর চিত্ত সঙ্কোচিত হয়, প্রসারিত হয় না। সে শোক করে, অনুতপ্ত হয়, হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ক্ষয় হইয়া যায়, পরিবর্ধিত হয় না। সদ্যই পাপ-ফল তাহাকে জড়াইয়া ধরে। মহারাজ, যেই নদী শুষ্ক, বালুকা বহুল, উচ্চ, নীচ, আঁকা বাঁকা, সেই নদীতে উপর দিক হইতে সামান্য

পরিমাণ জল আসিলে স্থান প্রাপ্তেই ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাড়িতে পারে না। সেই সেই স্থানেই থামিয়া যায়। এই প্রকার অকুশল কর্ম করিলে চিত্ত সঙ্কোচিত হয়, প্রসারিত হয় না। শোক-তাপ আসে, চিত্তবল ক্ষয় হইয়া যায়। বৃদ্ধি লাভ করে না। এই কারণে অকুশল অল্প। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

স্বপ্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, এই জগতে নর-নারীরা কল্যাণকর, পাপমূলক দৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, কৃতপূর্ব, অকৃতপূর্ব, নিরাপদ, সভয়, দূরে, নিকটে অনেক প্রকার অনেক সহস্র স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। এই স্বপ্নটি কি? কে এই স্বপ্ন দেখে? মহারাজ, এই স্বপ্ন একটি নিমিত্ত, যাহা চিত্ত-পথে আগমন করে। ছয়টি কারণে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বায়ু-পিত্ত-শেষ্মাদ্বারা স্বপ্ন দেখে, দেব প্রভাবে, পরিচিত কর্ম প্রভাবে ও পূর্ব নিমিত্তবশতঃ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। এখানে যাহা পূর্ব নিমিত্ত স্বপ্ন, তাহাই সত্য। অপরগুলি মিথ্যা। ভন্তে, যে পূর্ব নিমিত্ত স্বপ্ন দেখে, তাহার চিত্ত কি স্বয়ং গমন করিয়া সেই নিমিত্তকে অনুসন্ধান করে, অথবা সেই নিমিত্ত চিত্ত-পথে আগমন করে কি? অথবা অন্য কেহ আসিয়া তাহাকে বলে কি? মহারাজ, তাহার চিত্ত স্বয়ং গমন করিয়া সেই নিমিত্তকে অনুসন্ধান করে না। অন্য কেহও আসিয়া তাহাকে বলে না। অথচ সেই নিমিত্তই চিত্ত-পথে আগমন করিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, আয়না স্বয়ং কোন স্থানে গমন করিয়া ছায়াকে অনুসন্ধান করে না, অন্য কেহ ছায়া আনয়ন করিয়া আয়নায় স্থাপন করে না। অথচ যে কোন স্থান হইতে ছায়া আসিয়া আয়নায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার চিত্ত নিমিত্ত অনুসন্ধান করে না। কেহ আসিয়াও বলে না। যেই কোন স্থান হইতে নিমিত্ত আসিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়।

ভন্তে, যেই চিত্ত স্বপ্ন দেখে, সেই চিত্ত জানে কি এই ফল নিরাপদ বা অনিরাপদ হইবে? মহারাজ, সেই চিত্ত এই ফলাফল জানিতে পারে না। নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে অন্যকে বলা হয়, তৎপর তাহারা অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভন্তে, ইহাতে যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করুন। মহারাজ, যেমন শরীরে তিলক, পীড়ক, দদ্রু যে উঠে, ইহাতে লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ অবস্থা সূচিত হয়। মহারাজ, সেই তিলকাদি কি জানিয়াই উঠে যে আমরা এই অর্থ-হিত সম্পাদন করিব? না ভন্তে।

যেই স্থানে সেই পীড়ক উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের সেই পীড়ক দেখিয়া নৈমিত্তিকেরা বলিয়া থাকে যে–এই প্রকার ফল হইবে। এইরূপই যেই চিত্ত স্বপ্ন দেখে, সেই চিত্ত উহা জানিতে পারে না যে এই প্রকার ফল হইবে–নিরাপদ বা অনিরাপদ। নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে অন্যকে বলিয়া থাকে এবং ইহার অর্থও বলিয়া থাকে।

ভন্তে, যে স্বপ্ন দেখে, সে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে, না জাগ্রতাবস্থায় দেখে? মহারাজ, নিদ্রিতাবস্থায় বা জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে না। অপিচ, যখন মিদ্ধ (মনের অবসাদ) আক্রান্ত হয় ও ভবঙ্গ প্রাপ্ত না হয়, ইহার মাঝামাঝি স্বপ্ন দেখে। মহারাজ, মিদ্ধ সমারূঢ় ব্যক্তির চিত্ত ভবঙ্গ গত হয়, ভবঙ্গ গত চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত না হইলে সুখ-দুঃখ জানিতে পারে না। না জানিলে স্বপ্ন হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত হইলে স্বপ্ন দেখা যায়। যেমন মহারাজ, ঘোরান্ধকারে সুপরিষ্কৃত আয়নায়ও ছায়া দেখা যায় না, এই প্রকার মিদ্ধ সমারূঢ় চিত্ত ভবঙ্গগত হইলে শরীর বর্তমান থাকিলেও চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। অপ্রবর্তিত চিত্তে স্বপ্ন দেখা যায় না। যেমন মহারাজ, আয়না, তেমন শরীর, যেমন অন্ধকার তেমন মিদ্ধ, যেমন আলোক, তেমন চিত্ত দ্রষ্টব্য। যেমন শিশিরাবৃত সূর্যের প্রভা দেখা যায় না, অথচ সূর্যরশ্মি বিদ্যমান আছে; তথাপি প্রবর্তিত হয় না। সূর্যরশ্মি অপ্রবর্তিত হইলে আলোক হয় না। এই প্রকার মিদ্ধ সমারূঢ় চিত্ত ভবঙ্গগত হয়। ভবঙ্গগত চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত না হইলে স্বপ্ন দেখা যায় না। যেমন মহারাজ, সূর্য তেমন শরীর, যেমন শিশিরাবরণ তেমন মিদ্ধ, যেমন সূর্যরশ্মি, তেমন চিত্ত দ্রষ্টব্য।

মহারাজ, দুইটি থাকিলেও শরীরে চিত্ত প্রবর্তিত হয় না, মিদ্ধ সমারূঢ় ও ভবঙ্গগত চিত্ত শরীরে প্রবর্তিত হয় না। নিরোধ ধ্যান প্রাপ্ত ব্যক্তির চিত্ত শরীরে প্রবর্তিত হয় না। মহারাজ, জাগ্রত ব্যক্তির চিত্ত লোলুপ, বিবৃত প্রকট, অনিবদ্ধ হয়। এই প্রকার চিত্তে নিমিত্ত ঠিক পথে উপনীত হয় না। যেমন বিবৃত, প্রকট, অক্রিয়, রহস্যের অযোগ্য পুরুষকে রহস্যকামীরা পরিবর্জন করে, এই প্রকার জাগ্রত ব্যক্তির দিব্য অর্থ ঠিকপথে উপনীত হয় না। সেই কারণে জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে না।

যেমন মহারাজ, সজ্জীবিকা বিনষ্টকারী, অনাচারী, পাপমিত্র, দুঃশীল, আলস্যপরায়ণ, হীনবীর্যপরায়ণ, ভিক্ষুর বোধিপক্ষীয় কুশল ধর্ম ঠিকপথে

উপনীত হয় না। এই প্রকার জাগ্রত ব্যক্তির দিব্য অর্থ ঠিকপথে উপনীত হয় না। সেই কারণে জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে না।

ভন্তে মিদ্ধের আদি, মধ্য, শেষ আছে কি? হাঁ মহারাজ, আছে। তাহা কিরূপ? মহারাজ, শরীরের যেই অবনাহ (দোলায়মানাবস্থা), দুর্বলতা, মন্দতা, অকর্মণ্যতা ইহা মিদ্ধের আদি লক্ষণ। যে কপি-নিদ্রা অর্থাৎ নিদ্রিতও নহে জাগ্রতও নহে, সামান্য কারণে জাগ্রত হয়, ইহা মিদ্ধের মধ্য লক্ষণ। ভবঙ্গগতি প্রাপ্ত হইলে চরমাবস্থা, মধ্যমাবস্থায় কপি-নিদ্রা হইলেই স্বপ্ন দেখয়িা থাকে।

যেমন মহারাজ, কোন সংযতাচারী সমাহিত চিত্ত, স্থির প্রকৃতি, অচলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কৌতূহল শব্দবিহীন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম অর্থ চিন্তা করিয়া থাকে, সেই অবস্থায় তাহাকে মিদ্ধ আক্রমণ করিতে পারে না। সে তথায় সমাহিত, একাগ্রচিত্ত হইয়া সূক্ষ্ম অর্থ উপলব্ধি করিয়া থাকে। মহারাজ, এই প্রকার জাগ্রত ব্যক্তি মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত, কপি-নিদ্রারত সে স্বপ্ন দেখে। মহারাজ, যেমন কৌতূহল শব্দ এইরূপ জাগরণ, যেমন বিবিক্তবন এইরূপ কপি-নিদ্রা, যেমন সে কৌতুহল শব্দ ত্যাগ করিয়া, মিদ্ধকে বর্জন করিয়া মধ্যস্থাবস্থায় সূক্ষ্মার্থ উপলব্ধি করে, এইরূপ যে জাগ্রত সে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত, কপি-নিদ্রারত, সে স্বপ্ন দেখে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

কালাকাল মরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, যেই সমস্ত সত্ত্ব মরে, সকলেই কি কাল প্রাপ্তে মরে, না অকালেও মরে? মহারাজ, কাল মরণও আছে, অকাল মরণও আছে। কাহারা কালে মরে, কাহারা অকালে মরে? মহারাজ, আপনি কি এমন ফলন্ত আম-জাম বৃক্ষ দেখিয়াছেন–কোন ফল কাঁচা, কোন ফল পাকা? হাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি। মহারাজ, বৃক্ষ হইতে যেই ফলগুলি পড়িয়া যায়, ঐ সমস্ত কালে পড়ে, না অকালে পড়ে? ভন্তে, যে ফলগুলি পাকিয়া পড়িয়া যায়, সেইগুলির কালে পতন হয়। আর যেই ফলগুলি কৃমিবিদ্ধ হইয়া, লগুড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া, বায়ুবেগ তাড়িত হইয়া, অভ্যন্তরে পঁচা লাগিয়া পড়িয়া যায়, সেইগুলি অকালে পড়ে। এই প্রকার মহারাজ, যেই সব সত্ত্ব জরাজীর্ণ হইয়া মরে, তাহারা কালে মরে, কোন কোন সত্ত্বগণ কর্মফল পীড়িত হইয়া মরে। কেহ

গতি পীড়িত, কেহ ক্রিয়া পীড়িত হইয়া মরে। ভন্তে, যেই সত্ত্বগণ কর্ম, গতি, ক্রিয়া, জরা পীড়িত হইয়া মরে, সেই সত্ত্বগণ কি কালেই মরে? মহারাজ, যে মাতৃগর্ভে মরে সেও কালে মরে, কারণ তাহারও গর্ভে মৃত্যুই কাল। যে প্রসূতিগৃহে মরে, একমাসে, দুইমাসে বা যথাক্রমে শতবর্ষে মরে, তাহাও তাহাদের কাল, তাহারাও কালে মরে। তাহা হইলে ভন্তে, অকাল মৃত্যু ত দেখিতেছি না; যাহারা মরে, তাহারা কালপ্রাপ্তেই মরিয়া থাকে বলিতে হইবে।

মহারাজ, সাতটি কারণে আয়ু থাকিলেও অকালে মরে। সেই সাতটি কি? ক্ষুধাতুর ভোজন অলাভে ক্ষুধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আয়ু থাকিলেও মরে, তৃষ্ণাতুর পানীয় অভাবে পরিশুষ্ক হৃদয়ে অকালে মরে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিষে জর্জরিত হইয়া চিকিৎসক অভাবে অকালে মরে, বিষভক্ষক দাহ্য মান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অগদাভাবে অকালে মরে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নি নির্বাপক না পাইয়া অকালে মরে, জল-মগ্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা অভাবে অকালে মরে ও শেল-বিদ্ধ ব্যক্তি চিকিৎসক অভাবে অকালে মরে। এই সাতজন আয়ু থাকিতেও অকালে মরিয়া থাকে।

মহারাজ, এই বিষয়ে আমি একান্তই বলিতেছি, আট প্রকারে সত্ত্বগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা কূপিত হইয়া, সন্নিপাত রোগে, ঋতুজ রোগে, বৈষম্য ব্যবহারে (বদ্ধ ঘরে, বদ্ধ বায়ুতে ও দুর্গন্ধস্থানে বেশীক্ষণ থাকায়) ঔপক্রমিক অর্থাৎ বধ-বন্ধনাদি অপরের উপক্রম বলে ও কর্ম বিপাকে সত্ত্বগণ মরিয়া থাকে। এই আটটির মধ্যে কর্ম বিপাক মৃত্যুটি সাময়িক মৃত্যু; অপর সাতটি অসাময়িক মৃত্যু।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সর্পাঘাতে বিষ-অগ্নি জলে,
অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু এই সাতটি অকালে।
বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা-ঋতু সন্নিপাত রোগে,
বৈষম্য ও উপক্রম কর্মে মৃত্যু ভোগে।

মহারাজ, কোন কোন সত্ত্বগণ পূর্বকৃত সেই সেই অকুশল কর্ম বিপাকে মরিয়া থাকে। এই জগতে যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে অন্যকে উপবাস রাখিয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর ক্ষুধা যন্ত্রণা ভোগ করে, ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়, শুষ্ক ম্লান হৃদয় হয়, তাহার দেহাভ্যন্তর শুষ্ক-বিশুষ্ক-দগ্ধ হয়, সে বাল্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে ক্ষুধারোগেই মরে। ইহা তাহার সাময়িক মরণ।

যে পূর্বজন্মে অপরকে পিপাসা যন্ত্রণায় মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর নিধ্মামতৃষ্ণিক প্রেত হইয়া হীন, কৃশ, পরিশুষ্ক হৃদয়ে পিপাসা রোগে মরে। সে বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় মরে, ইহা তাহার সাময়িক মরণ। যে পূর্বজন্মে অপরকে সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর অজগর মুখ হইতে অজগর মুখে কৃষ্ণ সর্পের মুখ হইতে কৃষ্ণ সর্পের মুখে পরিবর্তিত হইয়া সর্পাঘাতেই বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়া থাকে, ইহাও তাহার সাময়িক মরণ। যে পূর্বজন্মে অপরকে বিষ দিয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর শারীরিক যন্ত্রনা ভোগ করে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর দিয়া পঁচা দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত হয়, বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় বিষে প্রাণত্যাগ করে, ইহাও তাহার সাময়িক মরণ। যে পূর্বজন্মে অপরকে অগ্নিদ্বারা জ্বালাইয়া মারে, সে বহুলক্ষ বৎসর অঙ্গার পর্বত হইতে অঙ্গার পর্বতে, যমালয় হইতে যমালয়ে পরিবর্তিত হইয়া দগ্ধ বিদগ্ধ কায়ে বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় অগ্নিদ্বারা মরে। ইহা তাহার সাময়িক মরণ। যে পূর্বজন্মে অপরকে জলদ্বারা মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর হত-বিলুপ্ত-ভগ্ন-দুর্বল-কায়ে ক্ষুভিত চিত্তে জলদ্বারাই বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় মরে, ইহাও তাহার সাময়িক মরণ। যে পূর্বজন্মে শেল বা অস্ত্রদ্বারা অপরকে মারে, সে বহুলক্ষ বৎসর ছিন্ন-ভগ্ন-কূটিত বিকূটিত গাত্র হয়, অস্ত্রদ্বারা বাল-যুব-বৃদ্ধাবস্থায় মরে, ইহাও তাহার সাময়িক মরণ।

ভন্তে, আপনি যে অকাল মৃত্যু আছে বলিতেছেন, তাহা কিরূপ আমাকে বিশেষভাবে বলুন। যেমন মহারাজ, মহা অগ্নিস্কন্ধ তৃণ-কাষ্ঠ-শাখা পত্র সমস্ত জ্বালাইয়া যদি ইন্ধন অভাবে নিবিয়া যায়, তাহাকে বিনা বাধায় সময়ে নির্বাপিত বলিয়া বলা হয়, এই প্রকার যে কেহ বহু সহস্র দিবস বাঁচিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া আয়ুক্ষয়ে বিনা বাধায় নিরুপদ্রবে যদি মরে, তাহার মৃত্যু যথাসময়ে হইয়াছে বলা হয়। মহারাজ, মহা অগ্নিস্কন্ধ তৃণ-কাষ্ঠ-শাখা পত্র জ্বালাইতেছে, এমন সময়ে মহাবৃষ্টি বর্ষিত হইয়া তৃণাদি না জ্বলিতে আগুন যদি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে যথাসময়ে অগ্নি নির্বাপিত বলা হইবে কি? না ভন্তে! কেন মহারাজ, পশ্চিম অগ্নিস্কন্ধ, পূর্ব অগ্নিস্কন্ধের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভন্তে, আকস্মিক মেঘের দরুন সেই অগ্নিস্কন্ধ অসময়ে নিবিয়া গিয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, যে অকালে মরে, সে আকস্মিক বায়ু-পিত্তাদিদ্বারা প্রতিপীড়িত হইয়া অকালে মরিয়া থাকে। এই কারণে অকাল-মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

যেমন মহারাজ, গগনে মহামেঘ উঠিয়া নি-উচ্চ স্থান পূর্ণ করিয়া বর্ষণ করিল। তাহাকে বলা হয়, নিরুপদ্রবে বর্ষিত হইয়াছে। এই প্রকার যে কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া আয়ুক্ষয়ে বিনা বাধায় যদি মরে, সে যথাসময়ে মরিয়াছে বলা হয়। যেমন গগনে মহামেঘ উঠিতে লাগিল, এমন সময় মহাবায়ুবেগে মেঘ অপসৃত হইল, তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি বলিবেন—মেঘ সময়ে বিগত হইয়াছে? না ভন্তে। কেন মহারাজ পশ্চিম মেঘ পূর্ব মেঘের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভন্তে, আকস্মিক বায়ু প্রতিপীড়িত সেই মেঘ ঠিক সময়ে প্রাপ্ত না হইতেই বিগত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, যে কেহ অকালে মরিলে সে আকস্মিক বায়ু-পিত্তাদি রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া অকালে মরে, এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন বলবান সর্প কূপিত হইয়া কোন পুরুষকে যদি দংশন করে, সেই বিষ নিরুপদ্রবে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহাকে বিনা অন্তরায়ে মৃত্যুসীমা প্রাপ্ত বলে। এই প্রকার মহারাজ, কেহ দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া জরা জীর্ণ হয়, আয়ুক্ষয়ে অনুপদ্রবাবস্থায় মরে, ইহাকে সাময়িক মরণ বলে। যদি কোন সাপুড়ে সর্প দংশিত ব্যক্তির বিষ অগদ বলে নির্বিষ করে, সেই বিষকে কি সময়ে বিগত বলিবেন? না ভন্তে। কেমন মহারাজ, সেই পশ্চিম বিষ পূর্ব বিষের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভন্তে, আকস্মিক অগদদ্বারা প্রতিপীড়িত বিষ চরম সীমা প্রাপ্ত না হইতেই বিগত হইয়াছে। এই প্রকার যে কেহ অকালে মরে, সে বাত পিত্তাদি আকস্মিক রোগে মরে। এই কারণে অকাল-মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন কোন ধনুর্ধারী শর নিক্ষেপ করিল, যদি সেই শর যতদূর যাইতে সমর্থ ততদূর চলিয়া যায়, বিনা অন্তরায়ে সেই শর গিয়াছে বলা হয়। এই প্রকার দীর্ঘায়ু লাভের পর স্বভাবতঃ মরিলে যথাকাল প্রাপ্তে মরিয়াছে বলা হয়। মহারাজ, যদি শর নিক্ষেপ কালে কেহ সেই শর ধরিয়া রাখে, সেই শর চরম সীমা প্রাপ্ত বলিবেন কি? না ভন্তে। কেন মহারাজ, পশ্চিম শর পূর্ব শরের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভন্তে, আকস্মিক গ্রহণে শরের গতিরোধ করা হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, কেহ কেহ অকালে বায়ুপিত্তাদি আকস্মিক রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া মরিয়া থাকে। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, কেহ লৌহময় ভাজনে আঘাত করিলে স্বভাবতঃ সেই শব্দ বিনা অন্তরায়ে যদি বাহির হয়, তাহা হইলে যথাগতি গিয়াছে বলা হয়, সেইরূপ দীর্ঘায়ু লাভের পর মরিলে বিনা অন্তরায়ে মরিয়াছে বলা হয়। যেমন ঐ ভাজনে আঘাতজনিত শব্দকালে যদি কেহ সেই ভাজন স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তেমন আকস্মিক বায়ুপিত্তাদি রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া মরিলে উহাকে অকাল মৃত্যু বলে। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন সুক্ষেত্রে ধান্যবীজ রোপিত হইলে যদি নিয়মিত বারি বর্ষিত হয়, সেই ধান্য যথাসময়ে সুপরিপক্ব হয়। তেমন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলে যথাসময়ে মৃত্যু হইয়াছে বলা হয়। যদি জলাভাবে গ্রীষ্মের দরুন ধান্য বৃক্ষ মরিয়া যায়, উহাকে অকালে মরিয়াছে বলা হয়, তেমন বায়ুপিত্তাদি আকস্মিক রোগে মরিলে অকাল মৃত্যু হইয়াছে বলা হয়। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন যে, তরুণ শস্যে কৃমি উঠিয়া সমূলে বিনাশ করিয়াছে? ভন্তে, তাহা আমি শুনিয়াছি, এমন কি স্বচক্ষেও দেখিয়াছি। সে শস্য কি মহারাজ কালে নষ্ট হইয়াছে, না অকালে? অকালে ভন্তে। যদি সেই শস্য কৃমিভক্ষ্য না হইত, নিশ্চয় শস্য কর্তন কাল প্রাপ্ত হইত। সেইরূপ বাতপিত্তাদি আকস্মিক রোগে অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন, ফলভারাবনত, কর্তনের উপযুক্ত শস্যে শিলাবৃষ্টি (করকবর্ষ) হইয়া সমস্ত শস্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে ও ফলশূন্য করে? ভন্তে, তাহা আমি শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি। মহারাজ, সেই শস্য কালে নষ্ট হইয়াছে, না অকালে? অকালে ভন্তে। যদি শিলাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট না হইত, তাহা হইলে শস্য কর্তন কাল প্রাপ্ত হইত। আকস্মিক উপঘাতে শস্য নষ্ট না হইলে পাওয়া যাইত। এই প্রকার যে অকালে মরে, সে আকস্মিক বায়ুপিত্তাদি রোগে অকালে মরিয়া থাকে। যদি আকস্মিক রোগাদিদ্বারা প্রতিপীড়িত না হয়, যথাসময়ে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

ভন্তে, নাগসেন বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুতভাবে অকাল মৃত্যুর বিবরণ উপমাদ্বারা সুদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক অকাল মৃত্যু আছে। আপনার

একটি উপমাদ্বারাও অকাল মৃত্যু আছে বুঝিতে পারিবে। আমি প্রথমে একটি উপমাদ্বারাও বুঝিয়াছি, কেবল বিস্তৃতভাবে শুনিবার ইচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই।

পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, সমস্ত পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়, না কোন কোনটিতে হয়? মহারাজ, কোন কোনটিতে হয়, কোন কোনটিতে হয় না। ভন্তে, কোন্ কোন্টিতে হয়, কোন্ কোন্টিতে হয় না? মহারাজ, তিন প্রকার অধিষ্ঠানের মধ্যে যে কোনটিদ্বারা পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়। সেই তিনটি কি? এই জগতে কোন কোন অরহতেরা দেব-মনুষ্যদিগের প্রতি দয়া করিয়া জীবিত থাকিতে অধিষ্ঠান করেন যে–"চৈত্যে এইরূপ প্রাতিহার্য হউক।" তাঁহার সেই অধিষ্ঠানবলে চৈত্যে প্রাতিহার্য হইয়া থাকে। পুনরায় দেবতারা মনুষ্যদের প্রতি দয়া করিয়া পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য দেখাইয়া থাকেন যে–"এই প্রাতিহার্য প্রভাবে সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে ও মনুষ্যেরা প্রসন্ন হইয়া কুশল প্রভাবে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" এই প্রকার দেবগণের অনুভাবে প্রাতিহার্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পুনরায় কোন শ্রদ্ধা-প্রসন্ন, পণ্ডিত, বিচক্ষণ, মেধাবী, বুদ্ধিমান স্ত্রী পুরুষ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া গন্ধ-মালা-বস্ত্র বা অন্য কিছু দ্রব্য অধিষ্ঠান করিয়া চৈত্যে উৎক্ষেপণ করিয়া বলে–"এইরূপ হউক।" তাহাদের অধিষ্ঠান বলেও পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়। অরহতের, ষড়াভিজ্ঞের, চিত্ত বশীভূত মহাপুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলে চৈত্যে প্রাতিহার্য হয় না। মহারাজ, প্রাতিহার্য না দেখিলেও মহাপুরুষগণের সুচরিত কর্ম দেখিয়া "সুপরিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া" শ্রদ্ধা উৎপাদন করা উচিত যে–"এই বুদ্ধ-পুত্র পরিনির্বাণ প্রাপ্ত।" সাধু ভন্তে, নাগসেন।

ধর্মাভিসময় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, যাঁহারা সম্যকরূপে শীলাদি পালন করেন, তাঁহাদের সকলেরই ধর্মাভিসময় হয়, না কাঁহারও হয় না? মহারাজ, কাঁহারও হয়, কাঁহারও হয় না। ভন্তে, কাঁহার হয়, কাঁহার হয় না। মহারাজ, তির্যকের, প্রেতের, মিথ্যাদৃষ্টির, কুহকের, মাতৃঘাতীর, পিতৃঘাতীর, অরহৎঘাতীর,

সঙ্ঘভেদকের, লোহিত উৎপাদকের, স্তেয়াসংবাসকের (যাহারা নিজে নিজে প্রব্রজিত হয়), তির্থীয়দলে প্রস্থানকারীর (বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া তির্থীয়দলে চলিয়া গেলে), ভিক্ষুণী দূষকের (ভিক্ষুণীর সহিত কেহ ব্যভিচার করিলে), তেরটি 'সংঘাদিশেষ আপত্তি'র মধ্যে যে কোনটি প্রাপ্ত হইয়া বিনয়-বিধান মতে 'পরিবাস' মানত্ত, 'আহ্বান' কর্ম না করিলে তেমন ভিক্ষুর, পণ্ডকের ও স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গবিশিষ্ট উভয় ব্যঞ্জকের সম্যক্‌রূপে শীলাদি পালনেও ধর্মাভিসময় (মার্গ-ফলাদি লাভ) হয় না। যাহার বয়স সাত বৎসরের কম, সে সম্যক্‌রূপে শীলাদি পালন করিলেও তাহার ধর্মাভিসময় হয় না। এই ১৬ প্রকার পুদ্গল শীল পালন করিলেও মার্গ-ফল লাভ করিতে পারে না।

ভন্তে, এই ১৫জন শাসনের বিরুদ্ধে, তাহাদের ধর্মাভিসময় হউক না হউক, কি কারণে সাত বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তির ধর্মাভিসময় হয় না? বালকের কামরাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, অরতি, কামবিতর্ক নাই। কোন ক্লেশের সহিত সে মিশ্রিত নহে। চারি আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ করিতে বালক অতিশয় উপযুক্ত। মহারাজ, এই কারণেই আমি বলিতেছি, সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালক শীল পালন করিলেও মার্গ-ফল লাভ করিতে পারে না। যদি সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালক রমণীয় বিষয়ে রমিত হয়, দূষণীয় বিষয়ে দূষিত হয়, মোহনীয় বিষয়ে মোহিত হয়, মদনীয় বিষয়ে মত্ত হয়, দৃষ্টিকে জানিতে পারে, রতি-অরতিকে জানিতে পারে, কুশলাকুশল বিষয়ে বিতর্ক উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ধর্মাভিসময় হইবে। মহারাজ, সাত বৎসর অপূর্ণ বালকের চিত্ত অবল, দুর্বল, পরিত্র, অল্প, মন্দ, অবিভূত। অসংখত নির্বাণধাতু গুরু, ভারী, বিপুল, মহৎ। অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক দুর্বলচিত্তে বিপুল নির্বাণ ধাতু অনুভব করিতে পারিবে না। কেমন মহারাজ, মহৎ, বিপুল, সুমেরু পর্বতকে কোন পুরুষ প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা উদ্ধরণ করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? পুরুষ দুর্বলবলিয়া, সুমেরু পর্বত মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক দুর্বল বিধায় মহৎ নির্বাণ ধাতুকে অনুভব করিতে পারে না। মহারাজ, সুবিস্তৃতা মৃত্তিকা বিন্দুমাত্র জলদিয়া কর্দমাক্ত করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? জলবিন্দু

অল্প, মৃত্তিকা মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক মহৎ নির্বাণ ধাতু অনুভব করিতে পারিবে না।

মহারাজ, সামান্য অগ্নির আলোকে সদেবলোকের অন্ধকার বিধ্বংস করিয়া আলোক প্রদর্শন করিতে পারিবে কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? অগ্নি অল্প, জগৎ মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক দুর্বল, মহৎ অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছাদিত, সেই কারণে জ্ঞানালোক দর্শন করা তাহার পক্ষে সুকঠিন।

মহারাজ, ক্ষুদ্রকায় শালককৃমি বৃহৎকায় হস্তীকে গিলিবার জন্য টানিতে লাগিল, সেই কৃমি হস্তীকে টানিতে সমর্থ হইবে কি? না ভন্তে। কি কারণে মহারাজ? শালককৃমি ক্ষুদ্রকায়, হস্তী মহৎকায় বলিয়া। এই প্রকার যাহার বয়স সাত বৎসর হয় নাই, সে শীলবান হইলেও মহৎ নির্বাণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

নির্বাণে অদুঃখ মিশ্রভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, নির্বাণে কেবল সুখ কি, না দুঃখও মিশ্রিত আছে? মহারাজ, নির্বাণে কেবল সুখ, দুঃখ তথায় নাই। ভন্তে, আপনার এই কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। অমাদের মনে হয়, নির্বাণ দুঃখ-মিশ্রিত। নির্বাণে যে দুঃখ-মিশ্রিত আছে, তাহা আমরা কারণতঃ দেখিতে পাই। মহারাজ, কারণ কি? ভন্তে, যাহারা নির্বাণ অনুসন্ধান করে, তাহাদের কায়-চিত্তের আতাপ পরিতাপ দেখা যায়, উপবেশনে, চংক্রমণে, দাঁড়ানে ও শয়নে অতিশয় উদ্যোগ দেখা যায়, মিদ্ধের উপরোধ করিতে হয়, চক্ষু প্রভৃতি আয়তনসমূহকে পীড়া প্রদান করিতে হয়, ধন-ধান্য, প্রিয় জ্ঞাতি-মিত্রকে ত্যাগ করিতে হয়, যাহারা জগতে সুখী, তাহারা পঞ্চকামগুণদ্বারা চক্ষু প্রভৃতি আয়তনে রমিত হয়। মনোরম মনোরম বহুবিধ শুভ নিমিত্তদ্বারা ও রূপদ্বারা চক্ষুকে রমিত করে, মনোরম শব্দদ্বারা কর্ণকে রমিত করে, মনোরম ফল-পত্র, ত্বক, মূল, সারগন্ধদ্বারা নাসিকাকে রমিত করে, মনোরম খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় স্বাদনীয় রসদ্বারা জিহ্বাকে রমিত করে ও মনোরম স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, মৃদু স্পর্শদ্বারা কায়াকে রমিত করে, মনোরম কল্যাণ, পাপ, শুভ, অশুভ বহুবিধ বিতর্কদ্বারা মনকে রমিত করে। আপনারা সেই চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনোজ্ঞ নিমিত্তগুলিকে ধ্বংস করিতেছেন। সেই কারণে

কায়-চিত্ত পরিতপ্ত হইতেছে। কায় পরিতপ্তের দরুন কায়িক দুঃখ বেদনা অনুভূত হইতেছে। তাই মাগন্ধিয় পরিব্রাজক ভগবানকে নিন্দা করিয়া এইরূপ কি বলেন নাই—"ভূতহত্যাকারী শ্রমণ গৌতম।" এই কারণে আমি নির্বাণ দুঃখমিশ্র বলিয়া বলিতেছি।

মহারাজ, নির্বাণ দুঃখ-মিশ্র নহে। নির্বাণে কেবল সুখ, আপনি যে নির্বাণ দুঃখময় বলিতেছেন, বাস্তবিক নির্বাণে দুঃখ নাই। এই সমস্ত কার্য-কারণ নির্বাণ লাভের প্রথমেই করণীয়। ইহাই নিবার্ণ অন্বেষণের পন্থা। নির্বাণ সুখময়, কখনই দুঃখ-মিশ্রিত নহে। আমি তাহার কারণ বলিতেছি।

মহারাজ, রাজাগণের রাজ্য সুখ নামে কিছু আছে কি? হাঁ ভন্তে, রাজাদের রাজ্য সুখ আছে। মহারাজ, সেই রাজ্য সুখ দুঃখ-মিশ্রিত কি? না ভন্তে। কেন মহারাজ, প্রত্যন্ত রাজ্য কূপিত হইলে রাজাগণ তাহাদের দমনের জন্য সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রবাসে গমন করেন; তাঁহারা দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্রের কত উপদ্রব সহ্য করেন। সম-বিসম স্থানে দৌড়াদৌড়ি করেন, মহাযুদ্ধ করেন, এমন কি জীবন বাঁচান পর্যন্তও দায় হইয়া পড়ে। ভন্তে, ইহা রাজ্য সুখ নহে। রাজ্য সুখ লাভার্থ ইহা প্রথমেই করণীয়। ভন্তে, রাজা অতি দুঃখে রাজ্যলাভ করিয়া রাজত্ব সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই রাজত্ব সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত নহে। রাজত্ব সুখ অন্য, দুঃখ অন্য। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ কেবল সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নহে। যাঁহারা নির্বাণ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা কায়-চিত্তের উদ্যোগে দাঁড়ানে-গমনে-শয়নে-উপবেশনে ভোজনাদি প্রত্যেক অবস্থাতে মিদ্ধকে উপরোধ করেন, আয়তনসমূহকে নিষ্পীড়ন করেন, শরীর ও জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া অতি দুঃখের সহিত নির্বাণ অন্বেষণপূর্বক উহা লাভ করিয়া থাকেন—যেমন শত্রু ধ্বংস করিয়া রাজাগণ রাজত্ব সুখ ভোগ করেন। তাই নির্বাণ সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নহে।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, নির্বাণ সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নহে। দুঃখ অন্য, নির্বাণ অন্য। মহারাজ, শিল্পাচার্যগণের শিল্প-সুখ নামে কিছু আছে কি? হাঁ ভন্তে, আছে। সেই শিল্প-সুখ দুঃখ-মিশ্রিত কি? না ভন্তে। কেন মহারাজ, শিক্ষার্থীগণের আচার্য দর্শনে অভিবাদন ও প্রত্যুত্থান করিতে হয়, তাঁহাদের জন্য জল আনয়ন, গৃহ সম্মার্জন, দন্তকাষ্ঠ প্রদান, মুখ প্রক্ষালনের জল প্রদান, উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, উৎসাদন, স্নানোপকরণ প্রদান,

পদ সেবা প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় চিত্ত অনুযায়ী না করিয়া পরচিত্ত মত সম্পাদন করিতে হয়। তাহাদের দুঃখ শয্যায় শয়ন করিতে হয়, বিরুদ্ধ ভোজন করিতে হয় ও কায়াকে নানাপ্রকারে দুঃখ দিতে হয়। ভন্তে, ইহা শিল্প সুখ নহে, শিল্প শিক্ষার প্রথম করণীয়। এই প্রকারে তাহারা অতি দুঃখে শিল্প শিক্ষা করিয়া পরে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব শিল্প-সুখ দুঃখ-মিশ্রিত নহে। শিল্প-সুখ অন্য, দুঃখ অন্য। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ একান্তই সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নহে। যাঁহারা সেই নির্বাণকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা কায়-জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। হাঁটিতে, বসিতে, শুইতে, দাঁড়াইতে, এবং আহারাদি করণ কালে মিদ্ধকে উপরোধ করেন, চক্ষু, শ্রোত্রাদি আয়তনগুলিকে নিষ্পীড়ন করেন, কায়-জীবনের মমতা ত্যাগপূর্বক দুঃখেই নির্বাণকে অনুসন্ধান করিয়া একান্ত সুখ নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। যেমন শিল্পাচার্যগণ দুঃখ-লব্ধ শিল্প-সুখ ভোগ করেন। তাই নির্বাণ সুখময় দুঃখ-মিশ্রিত নহে। দুঃখ অন্য, নির্বাণ অন্য। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে নাগসেন, আপনি নির্বাণ নির্বাণ যে বলিতেছেন—আপনি কি সেই নির্বাণের রূপ, আকৃতি, বয়স, প্রমাণ, উপমা-কারণ-হেতু-ন্যায়দ্বারা দেখাইতে পারিবেন? মহারাজ, নির্বাণ তুলনাতীত; তাই নির্বাণের রূপ, আকৃতি, বয়স, প্রমাণ উপমাদিদ্বারা দেখাইতে পারিব না। ভন্তে, আমি আপনার এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না, যেহেতু নির্বাণ বর্তমান থাকিলে আপনি তাহার রূপাদি উপমাদ্বারা দেখাইতে পারিতেছেন না কেন? তাহা আমাকে কারণদ্বারা সংজ্ঞাপন করুন। তাহাই হউক। মহারাজ, মহাসমুদ্র আছে কি? হাঁ ভন্তে, আছে। যদি আপনাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—মহারাজ, মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ আছে? কতগুলি সত্ত্ব এই মহাসমুদ্রে বাস করে? যদি আপনি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হন, তাহাকে কি উত্তর দিবেন? ভন্তে, আমি তাহাকে এইরূপ বলিব—ওহে পুরুষ, তুমি আমাকে অজিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এইরূপ প্রশ্ন কাহারও জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। ইহা স্থাপনীয় প্রশ্ন। লৌকিক আচার্যগণদ্বারা মহাসমুদ্র অবিভক্ত। মহাসমুদ্রের জল প্রমাণ করা ও মহাসমুদ্রে কত সত্ত্ব

আছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। ভন্তে, তাহাকে আমি এইরূপ উত্তর প্রদান করিব। মহারাজ, আপনি মহাসমুদ্রের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন কেন? তাহা কি গণনা করিয়া বলা উচিত নহে যে মহাসমুদ্রে এতজল, এত সত্ত্ব আছে? ভন্তে, তাহা পারা যাইবে না। কারণ এই প্রশ্ন অবিষয়। মহারাজ, মহাসমুদ্র তুল্য নির্বাণের অবস্থাও বলা যায় না। যাঁহারা ঋদ্ধিমান, চিত্ত যাঁহাদের বশীভূত, তাঁহারা মহাসমুদ্রে কত জল, কত সত্ত্ব আছে, গণনা করিয়া বলিতে পারেন। কিন্তু সেই ঋদ্ধিমান মহাপুরুষেরাও নির্বাণের রূপাদি প্রদর্শন করিতে পারেন না।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। নির্বাণ থাকিলেও নির্বাণের রূপাদি দেখাইতে পারে না। দেবগণের মধ্যে অরূপ কায়িক দেবতা আছে কি? হাঁ ভন্তে, আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেই অরূপ কায়িক দেবগণের রূপ, আকৃতি, বয়স, প্রমাণ উপমা-কারণ-হেতু-ন্যায়দ্বারা দেখাইতে পারিবেন কি? না ভন্তে। তাহা হইলে মহারাজ, অরূপ কায়িক দেবতা নাই কি? ভন্তে, আছে। কিন্তু তাহাদের রূপাদি উপমাদ্বারা দেখাইতে পারিব না। এইরূপ অরূপ-কায়িক দেবতা থাকিলেও তাহার রূপাদি যেমন দেখাইতে পারে না, তেমন নির্বাণ থাকিলেও দেখাইতে পারে না।

ভন্তে, একান্ত সুখময় নির্বাণ থাকুক, নির্বাণের রূপাদি ও উপমাদ্বারা প্রদর্শন না করুন, তবে নির্বাণের কি এমন গুণ আছে, অন্য কেহ সেই গুণে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, উপমাদ্বারা এই নিদর্শন দেখান যাইতে পারে কি? মহারাজ, স্বরূপ ভেদে নাই। তবে গুণ ভেদে উপমা নিদর্শন দেখান যাইতে পারে। সাধু ভন্তে নাগসেন, যেইরূপে আমি নির্বাণের গুণ লাভ করিতে পারি ও তাহা একান্তই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ শীঘ্র আমাকে বলুন, আমার হৃদয়-পরিদাহ উপশম করুন। এমন বিনয়-শীতল-মধুর বচন-মারুতদ্বারা ভাষণ করুন।

মহারাজ, পদ্মের একটি গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ জলের দুইগুণ, অগদের তিনগুণ, মহাসমুদ্রের চারিগুণ, ভোজনের পাঁচগুণ, আকাশের দশগুণ, মণিরত্নের তিনগুণ, লোহিত চন্দনের তিনগুণ, সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ, গিরিশিখরের পাঁচগুণ, নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

পদ্মের একগুণ

ভন্তে, পদ্মের একগুণ কি? মহারাজ, পদ্ম জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ নির্বাণ সর্বক্লেশদ্বারা লিপ্ত হয় না, এই একটি পদ্মের গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

জলের দুইগুণ

ভন্তে, জলের দুইগুণ কি? মহারাজ, জল শীতল, সর্বক্লেশ পরিদাহ নিবাইয়া দেয়। সেইরূপ নির্বাণ শীতল, সর্বতৃষ্ণা-পরিদাহ নিবাইয়া দেয়। জলের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় মহারাজ, জল ক্লান্ত-তৃষ্ণিত-পিপাসিত-ঘর্মাভি তপ্ত জনগণের পিপাসা নিবারণ করে, সেইরূপ মহারাজ, নির্বাণ কামতৃষ্ণা-ভবতৃষ্ণা-বিভবতৃষ্ণা নিবারণ করে, এই জলের দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অগদের তিনগুণ

অগদের তিনগুণ কি? মহারাজ, অগদ বিষপীড়িত সত্ত্বগণের প্রতি শরণ, এই প্রকার নির্বাণ ক্লেশপীড়িত সত্ত্বগণের প্রতিশরণ। অগদের এই প্রথমগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অগদ সর্বরোগ বিনাশক, এই প্রকার নির্বাণ সর্বদুঃখ বিনাশকর, ইহা অগদের দ্বিতীয় গুণ। অগদ অমৃত তুল্য, এই প্রকার নির্বাণও অমৃত তুল্য, ইহা অগদের তৃতীয় গুণ। এই গুণত্রয় নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মহাসমুদ্রের চারিগুণ

ভন্তে, মহাসমুদ্রের চারিগুণ কি? মহারাজ, মহাসমুদ্র সমস্ত মৃতদেহশূন্য, এই প্রকার নির্বাণ সমস্ত ক্লেশ-কুণপ শূন্য, মহাসমুদ্রের এই প্রথম গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র মহৎ, তটহীন, সমস্ত নদীর জল মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলেও পূর্ণ হয় না, এই প্রকার নির্বাণ মহৎ, তটহীন, সমস্ত প্রাণী নির্বাণে প্রবেশ করিলেও পূর্ণ হয় না। মহাসমুদ্রের এই দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র মহাভূতগণের আবাস ভূমি, এই প্রকার নির্বাণ মহৎ অরহৎ বিমল ক্ষীণাসব ফলপ্রাপ্ত চিত্ত বশীভূত মহাভূতগণের আবাস স্বরূপ, মহাসমুদ্রের এই তৃতীয় গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র অপরিমিত বিবিধ বিপুল বীচিপুষ্পদ্বারা

পুষ্পিত, এইরূপ নির্বাণ অপরিমিত বিবিধ বিপুল পরিশুদ্ধ বিদ্যা বিমুক্তি পুষ্পদ্বারা পুষ্পিত, মহাসমুদ্রের এই চতুর্থ গুণ। মহাসমুদ্রের এই চারিগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ভোজনের পাঁচগুণ

ভন্তে, ভোজনের পাঁচগুণ কি? মহারাজ, ভোজন সমস্ত সত্ত্বগণের আয়ু রক্ষা করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে জরা, মরণ বিনাশ করিয়া আয়ু ধারণ করে, ইহা ভোজনের প্রথম গুণ। পুনরায় ভোজন সর্ব সত্ত্বগণের বল বর্ধন করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সর্ব সত্ত্বগণের ঋদ্ধিবল বর্ধন করে। ইহা ভোজনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সকল সত্ত্বগণের বর্ণ উৎপাদন করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সকল সত্ত্বগণের গুণবর্ণ উৎপাদন করে, ইহা ভোজনের তৃতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সকল সত্ত্বগণের দরথ (বেদনা) উপশম করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সমস্ত ক্লেশ-দুঃখ উপশম করে, ইহা ভোজনের চতুর্থ গুণ। পুনরায় ভোজন সকল সত্ত্বগণের ক্ষুধা দুর্বলতা নিবারণ করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সকল সত্ত্বগণের সমস্ত দুঃখ-ক্ষুধা-দুর্বলতা সারিয়া যায়, ইহা ভোজনের পঞ্চম গুণ। ভোজনের এই পঞ্চগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আকাশের দশগুণ

ভন্তে, আকাশের দশগুণ কি? মহারাজ, আকাশ জাত হয় না, জীবিত থাকে না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুষ্প্রসহ, অচোরগ্রাহী, আশ্রয় শূন্য, বিহঙ্গগণের গমন পথ তুল্য, আবরণহীন ও অনন্ত, এই প্রকার নির্বাণও জাত হয় না, জীবিত থাকে না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুষ্প্রসহ, অচোরগ্রাহী, আশ্রয়হীন, আর্যগণের গমন পথস্বরূপ, আবরণহীন ও অনন্ত। আকাশের এই দশটিগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মণিরত্নের তিনগুণ

ভন্তে, মণিরত্নের তিনগুণ কি? মহারাজ, মণিরত্ন কামদ, এই প্রকার নির্বাণও কামদ, ইহা মণিরত্নের প্রথম গুণ। পুনরায় মণিরত্ন দীপ্তিকর, এই প্রকার নির্বাণও দীপ্তিকর, ইহা মণিরত্নের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মণিরত্ন

উজ্জ্বলকর, এই প্রকার নির্বাণ ও উজ্জ্বলকর, ইহা মণিরত্নের তৃতীয় গুণ। মণিরত্নের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

লোহিত চন্দনের তিনগুণ

ভন্তে, লোহিত চন্দনের তিনগুণ কি? মহারাজ, লোহিত চন্দন দুর্লভ, এই প্রকার নির্বাণও দুর্লভ, ইহা লোহিত চন্দনের প্রথম গুণ। পুনরায় লোহিত চন্দন অসম সুগন্ধ, এই প্রকার নির্বাণও অসম সুগন্ধ, ইহা লোহিত চন্দনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় লোহিত চন্দন সজ্জন প্রশংসিত, এই প্রকার নির্বাণও আর্যজন প্রশংসিত, ইহা লোহিত চন্দনের তৃতীয় গুণ। এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ

ভন্তে, সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ কি? মহারাজ, সর্পিঃমণ্ড বর্ণসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণ গুণ-বর্ণসম্পন্ন, ইহা সর্পিঃমণ্ডের প্রথম গুণ। পুনরায় সর্পিঃমণ্ড গন্ধসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণ শীল-গন্ধসম্পন্ন, ইহা সর্পিঃমণ্ডের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সর্পিঃমণ্ড রসসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণও বিমুক্তিরসসম্পন্ন, ইহা সর্পিঃমণ্ডের তৃতীয় গুণ। সর্পিঃমণ্ডের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গিরিশিখরের পাঁচগুণ

ভন্তে, গিরিশিখরের পাঁচগুণ কি? মহারাজ, গিরিশিখর অত্যুন্নত, এই প্রকার নির্বাণও অত্যুন্নত, ইহা গিরিশিখরের প্রথম গুণ। পুনরায় গিরিশিখর অচল, এই প্রকার নির্বাণও অচল, ইহা গিরিশিখরের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় গিরিশিখর দুরারোহ, এই প্রকার নির্বাণও দুরারোহ, কারণ সর্ব ক্লেশকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়, ইহা গিরিশিখরের তৃতীয় গুণ। পুনরায় গিরিশিখরে সমস্ত বীজ গজায় না, এই প্রকার নির্বাণেও সর্ব ক্লেশ গজায় না, ইহা গিরিশিখরের চতুর্থ গুণ। পুনরায় গিরিশিখর অনুনয়-ক্রোধ বিমুক্ত, এই প্রকার নির্বাণও অনুনয়-ক্রোধ বিমুক্ত, ইহা গিরিশিখরের পঞ্চম গুণ। গিরিশিখরের এই পাঁচটিগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

নির্বাণ সাক্ষাৎ করণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন–নির্বাণ অতীতও নহে, অনাগতও নহে, বর্তমানও নহে। নির্বাণ উৎপন্ন নহে, অনুৎপন্ন নহে, উৎপাদনীয় নহে। ভন্তে, এই জগতে যে কেহ বিশুদ্ধ শীল পালন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে কি উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে, না উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎ করে? মহারাজ, যে কেহ বিশুদ্ধশীল পালন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে না, উৎপাদন করিয়াও সাক্ষাৎ করে না। অপিচ সেই নির্বাণ-ধাতু আছে, সাধুশীল পুরুষেরা উহা সাক্ষাৎ করিয়াও থাকেন। ভন্তে, আপনি এই প্রশ্ন গোপন রাখিয়া প্রকাশ করিবেন না, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি সদিচ্ছা ও উৎসাহপূর্বক যাহা শিখিয়াছেন, সেই সমস্ত এখানে ছড়াইয়া দিন। এই নির্বাণ সাক্ষাৎ প্রশ্নে জনসঙ্ঘের মোহ, বিমতি, সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই অন্তঃ-দোষ-শল্য ভাঙ্গিয়া দিন।

মহারাজ, সেই শান্ত-সুখ-প্রণীত, নির্বাণ-ধাতু আছে। সাধুশীল ব্যক্তি জিনানুশাসনদ্বারা সংস্কারসমূহ মর্দন (সংমর্ষণ) করিয়া প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন আচার্যের অনুশাসনে শিক্ষার্থী বিদ্যাকে প্রজ্ঞাবলে সাক্ষাৎ করে, এই প্রকার বুদ্ধের অনুশাসনে মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে নির্বাণকে সাক্ষাৎ করেন। এখানে নির্বাণ কিরূপে দ্রষ্টব্য? নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, অভয়, ক্ষেম, শান্ত, সুখ, স্বাদ, প্রণীত, শুচী ও শীতল অবস্থা হইতে নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

যেমন মহারাজ, একস্থানে বহু কাষ্ঠপুঞ্জে অগ্নি লাগিয়া ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, কোন পুরুষ সেই ভীষণ অগ্নি হইতে স্বীয় উদ্যোগে মুক্ত হইয়া অগ্নিহীন স্থানে যাইয়া পরম সুখ লাভ করিল। এই প্রকার যিনি সাধুশীল পুরুষ, তিনি চিত্তের একাগ্রতাবলে ত্রিবিধ অগ্নি-সন্তাপ বিদূরীত করিয়া পরমসুখ নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। এখানে অগ্নি তুল্য লোভ-দ্বেষ-মোহ অগ্নি দ্রষ্টব্য, অগ্নিগত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রষ্টব্য, অগ্নিহীন স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

যেমন মহারাজ, সর্প, কুক্কুর, মনুষ্যের মৃতদেহ ও ময়লাপূর্ণ একটি দুর্গন্ধ স্থান আছে। কোন পুরুষ স্বীয় উদ্যোগে সেই দুর্গন্ধ স্থান হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গন্ধহীন স্থানে যাইয়া পরম সুখ লাভ করিল। এই প্রকার যিনি

সাধুশীল ব্যক্তি, তিনি চিত্তের একাগ্রতাবলে ক্লেশ দুর্গন্ধ বিদূরীত করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, এখানে দুর্গন্ধ তুল্য পঞ্চ কামগুণ দ্রষ্টব্য, দুর্গন্ধগত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রষ্টব্য, দুর্গন্ধহীন স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

যেমন মহারাজ, কোন ভীত, ত্রাসিত, কম্পিত, বিপরীত, বিভ্রান্ত চিত্ত পুরুষ স্বীয় উদ্যোগবলে তথা হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়, স্থির, অচল, অভয় স্থানে যাইয়া পরমসুখ লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকার সাধুশীল ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলে ভয়, সন্ত্রাস বিদূরীত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এখানে ভয় তুল্য জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ হেতুতে অপরাপর প্রবর্তিত ভয় দ্রষ্টব্য, ভীত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রষ্টব্য, অভয় স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

যেমন মহারাজ, কোন ক্লিষ্ট, মলিন কলল কর্দমাক্ত স্থানে পতিত পুরুষ স্বীয় উদ্যোগবলে কলল কর্দম অতিক্রম করিয়া পরিশুদ্ধ বিমল স্থানে গমনপূর্বক পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার সাধুশীল ব্যক্তি স্বীয় একাগ্রতাবলে ক্লেশমল-কর্দম বিদূরীত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এখানে কর্দম তুল্য লাভ-সৎকার-কীর্তি দ্রষ্টব্য, কর্দমগত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রষ্টব্য, পরিশুদ্ধ বিমল স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

সেই নির্বাণ সাধুশীল ব্যক্তি কি উপায়ে সাক্ষাৎ করেন? মহারাজ, যিনি সাধুশীল পুরুষ, তিনি সংস্কারসমূহের উৎপত্তির কারণ (প্রবর্ত) মর্দন করেন, ঐ প্রবর্ত মর্দন করিয়া তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণকে দেখিয়া থাকেন। তিনি তথায় কিছু সুখ-স্বাদ দেখেন না, আদি, মধ্যে, অন্তে কিছুই গ্রহণের উপযোগী দেখিতে পান না, যেমন সমস্তদিন সন্তপ্ত লৌহ গোলকের আদি, মধ্য, অন্তে, ধরিবার স্থান পাওয়া যায় না, এই প্রকার যিনি সংস্কারসমূহের প্রবর্ত মর্দন করেন, তিনি তথায় কেবল জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণকেই দেখিতে পান, উহাতে কোন সুখ-স্বাদ কিছুই দেখিতে পান না; আদি, মধ্য, অন্তে, তেমন গ্রহণ উপযোগী কিছুই দেখিতে পান না। তথায় গ্রহণ উপযোগী না দেখিয়া তাঁহার চিত্তে অরতি (উৎকণ্ঠা, অনিচ্ছা) সংস্থিত হয়। শরীরে দাহ উপস্থিত হয়। তিনি নিজের অশরণ, অশরণভূত ভবে উৎকণ্ঠিত হন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সে তথায় নিজের অশরণ, অশরণভূত অগ্নিতে উৎকণ্ঠিত হয়,

তেমন তাঁহার গ্রহণযোগ্য না দেখিয়া চিত্তে অরতি আসিয়া সংস্থিত হয়, কায়ে দাহ উপস্থিত হয়, তখন সে নিজের অশরণ, অশরণভূত ভবে উৎকণ্ঠিত হয়, সেই প্রবর্তের প্রতি ভয়দর্শী ব্যক্তির এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয় যে–এই প্রবর্ত সন্তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, বহুদঃখ, বহু উপায়াস পরিপূর্ণ, যদি কেহ অপ্রবর্ত লাভ করে, ইহাই শান্ত, ইহাই প্রণীত, যেহেতু সমস্ত সংস্কারের উপশমে, সমস্ত উপধির ত্যাগে, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ নিরোধ নির্বাণ লাভ হয়। এই উপায়ে তাঁহার অপ্রবর্তে চিত্ত প্রধাবিত হয়, তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন তিনি আশ্বস্ত হন যে–আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে। যেমন মহারাজ, পথভ্রান্ত বিদেশগামী ব্যক্তি গমন-মার্গ দেখিয়া সেইদিকে প্রধাবিত হয় ও এই বলিয়া প্রসন্নতা লাভ করে যে, "আমি গমন-মার্গ পাইয়াছি।" এই প্রকার প্রবর্তে ভীত ব্যক্তির অপ্রবর্তে চিত্তে প্রধাবিত হয় ও প্রসন্নতা লাভ হয়, কারণ তিনি ভাবেন–আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে।" সেই হইতে তিনি অপ্রবর্ত মার্গ গবেষণা করেন ও পুনঃপুন ভাবনা, সমাধির শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার সেই সমাধি হেতু স্মৃতি সংস্থিত হয় ও বীর্য প্রীতি সংস্থিত হয়। তাঁহার চিত্ত অপরাপর বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া প্রবর্তকে সমতিক্রম করে, অপ্রবর্তে অবক্রমিত হয়। মহারাজ, অপ্রবর্ত প্রাপ্ত সাধুশীল ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কথিত হন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

নির্বাণ প্রস্থান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যদিকে এমন কি প্রদেশ আছে, যে স্থানে নির্বাণ আছে? না মহারাজ, তেমন প্রদেশ নাই। যদি ভন্তে, তেমন নির্বাণের সন্নিহিত স্থান না থাকে, তাহা হইলে নির্বাণ নাই বলিতে হইবে। আর যাঁহারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সাক্ষাৎ করাটা মিছা। আমি ইহার একটি কারণ বলিতেছি–ভন্তে, এই জগতে ধান্য উৎপত্তির ক্ষেত্র আছে, গন্ধ উৎপত্তির পুষ্প আছে, পুষ্প উৎপত্তির গুল্ম আছে, ফল উৎপত্তির বৃক্ষ আছে, রত্ন উৎপত্তির আকর আছে, তন্মধ্যে যে যাহা ইচ্ছা করে, সে সেই বস্তুসমূহ তথায় গিয়া আহরণ করে। এই প্রকার ভন্তে, যদি নির্বাণ থাকে, সেই নির্বাণের উৎপত্তি স্থানও থাকা উচিত, যেহেতু নির্বাণের উৎপত্তি স্থান নাই, সেই কারণে নির্বাণ নাই

বলিতেছি, যাঁহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের সাক্ষাৎ করাটাও মিছা। মহারাজ, নির্বাণের সন্নিহিত স্থান নাই। অথচ নির্বাণ আছে। সাধুশীল ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, অগ্নি আছে, অথচ তাহার সন্নিহিত স্থান নাই। যেমন দুই কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি পাওয়া যায়, তেমন অগ্নি তুল্য নির্বাণও আছে, অথচ তাহার সন্নিহিত স্থান নাই। সাধুশীল ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, চক্রবর্তী রাজার চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়ক (জ্যেষ্ঠ পুত্র) রত্ন এই সপ্তরত্ন আছে। সেই সপ্তরত্নের সন্নিহিত স্থান নাই, ক্ষত্রিয় ধর্মশীল ব্যক্তির প্রতিপত্তিবলে সেই রত্নসমূহ লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার নির্বাণ আছে বটে, কিন্তু তাহার সন্নিহিত স্থান নাই। সাধুশীল ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

ভন্তে, নির্বাণের সন্নিহিত স্থান নাই বা থাকুক, এমন কি স্থান আছে, যেইখানে থাকিয়া সাধুশীল ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন? হাঁ মহারাজ, সেই স্থান আছে। সেই স্থান কি? মহারাজ, শীলই নির্বাণের স্থান, শীলে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ চিত্তের একাগ্রতাবলে সকয়বন, চীন, বিলাত, অলসন্দ, নিকুম্ব, কাশী, কোশল, কাশ্মীর, গান্ধার, পর্বতাগ্র, ব্রহ্মলোক অথবা যে কোন স্থানে থাকিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। মহারাজ, যে কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ সকয়বনাদিতে থাকিয়া আকাশ দেখিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার শীলে প্রতিষ্ঠিত সাধুশীল ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলে যেই কোন স্থানে থাকিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যেমন সকয়বনাদিতে যেই কোন স্থানে স্থিত ব্যক্তির পূর্বদিক আছে, এই প্রকার শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা জ্ঞানযোগে যেই কোন স্থানে থাকিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

অনুমান-প্রশ্ন

অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা

অতঃপর মিলিন্দরাজ আয়ুষ্মান নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া জানিবার ইচ্ছায়, শ্রবণের ইচ্ছায়, ধারণের ইচ্ছায়, জ্ঞানালোক দর্শনের ইচ্ছায়, অজ্ঞানতা বিনাশের ইচ্ছায়, জ্ঞানালোক উৎপাদনের ইচ্ছায়, ধৃতি, উৎসাহ, স্মৃতি, অমোহ বাহুল্যভাবে উপস্থাপন করিয়া আয়ুষ্মান নাগসেনকে এইরূপ বলিলেন–

ভন্তে, আপনি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি? না মহারাজ। তাহা হইলে আপনার আচার্যেরা বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি? না মহারাজ, ভন্তে, আপনিও বুদ্ধকে দেখেন নাই, আপনার আচার্যেরাও বুদ্ধকে দেখেন নাই, তাহা হইলে ভন্তে, বুদ্ধ নাই। এখানেও বুদ্ধ দেখা যাইতেছে না। মহারাজ, প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ আছে কি, যাঁহারা আপনার ক্ষত্রিয় বংশের আদি পুরুষ? হাঁ ভন্তে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে, নিশ্চয় আমার পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয়গণ আছেন। মহারাজ, আপনি কি তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন? না ভন্তে। যেই পুরোহিত, সেনাপতি, অক্ষদর্শ, মহামাত্র আপনাকে অনুশাসন করিতেছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন কি? না ভন্তে। মহারাজ, যদি আপনিও পূর্ব ক্ষত্রিয়গণকে না দেখিয়া থাকেন, আপনার অনুশাসকেরাও না দেখিয়া থাকেন, কোথায় আপনার সেই পূর্ব ক্ষত্রিয়? এখানে তাহাদিগকে ত দেখা যাইতেছে না। ভন্তে, পূর্ব ক্ষত্রিয়গণের অনুভূত পরিভোগ্য ভাণ্ডসমূহ দেখা যাইতেছে। যথা–শ্বেতচ্ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজনী, খড়গরত্ন ও মহার্হ শয্যাসমূহ। যাহা দর্শনে আমরা জানিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি যে–পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ আছেন। এই প্রকার মহারাজ, আমরাও ভগবানকে যে জানিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি, অবশ্য ইহার কারণ আছে, ভগবানও আছেন। সেই কারণ কি? মহারাজ, সেই জ্ঞাত, দৃষ্ট ভগবান অরহৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ কর্তৃক অনুভূত পরিভোগ্য ভাণ্ড এই–চারিস্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক্ চেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেই কারণে সদেবলোকবাসী জানে ও বিশ্বাস করে, সেই ভগবান

আছেন। মহারাজ, এই কারণ, এই হেতু, এই ন্যায়, এই অনুমানদ্বারা জানিবেন–সেই ভগবান আছেন।

বহুজনে করি ত্রাণ উপধি করিয়া ক্ষয় নির্বৃত সেই ভগবান,
অনুমানে করি জ্ঞান আছে বুদ্ধ জান সবে দ্বিপদোত্তম মহাজ্ঞান।

ভন্তে, উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, নগরবর্ধকী নগর নির্মাণেচ্ছায় প্রথম উচ্চ-নীচ ভূমিকে সমান করে, শর্করা পাষাণ তুলিয়া ফেলে, উপদ্রববিহীন করে, তৎপর নির্দোষ রমণীয় ভূমিভাগ অবলোকন করিয়া থাকে। উচ্চ-নীচ সমান করিয়া, স্থাণু-কণ্টক বিশোধন করাইয়া তথায় সুশোভন সুবিভক্ত নগর নির্মাণ করাইয়া থাকেন। সেই সম চতুষ্কোণ নগরের চারিদিকে পরিখা খননও প্রাচীরদ্বারা বেষ্টন করেন। সেই নগরের দৃঢ় গোপুর অট্টালক প্রকোষ্ঠ, পৃথু চত্বর চতুষ্ক সন্ধি শৃঙ্ঘাটক, শুচী সমতল রাজমার্গ, সুবিভক্ত অন্তরাপণ; আরাম-উদ্যান-তড়াগ-পুষ্করিণী-কূপ-সম্পন্ন সেই নগর, বহুবিধ দেবস্থান প্রতিমণ্ডিত ও সর্বদোষ বিরহিত; সেই বর্ধকী নগরের বিপুলভাব প্রাপ্ত হইলে অন্য দেশে উপগমন করিয়া থাকেন। কিছুদিন পরে সেই নগর উন্নত, স্ফীত, সুভিক্ষ, ক্ষেম, সমৃদ্ধ, শিব, নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব নানাজন সমাকীর্ণ হইল। বহু ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ, রথিক, পদাতিক, ধনুগ্রাহী, অসিগ্রাহী, যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দেশক বালিকা, পিণ্ডদায়িকা, শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র, প্রধাবী, মহানাগ, শূর, বল্মী, যোদ্ধা, দাসপুত্র, ভট্টপুত্র, মল্লগণ, পাচক, সূদ, নাপিত, ্লাপক, চুন্দ, মালাকার, সুবর্ণকার, রৌপ্যকার, সীসকার, তিপুকার, লৌহকার, বর্ত্মকার, অয়ঃকার, মণিকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, লবণকার, চর্মকার, রথকার, দন্তকার, রজ্জুকার, চিরুণীকার, সূত্রকার, বেণূকার, ধনুকার, জীয়কার, ইষুকার, চিত্রকার, রঙ্গকার, রজক, তন্তুবায়, তুন্নবায়, হিরণ্যক, বস্ত্রব্যবসায়ী, গন্ধব্যবসায়ী, তৃণহারক, কাষ্ঠহারক, ভৃতক, পর্ণিক, ফলিক, মূলিক, ভাত বিক্রেতা, পিষ্টক বিক্রেতা, মৎস্য বিক্রেতা, মাংস বিক্রেতা, মদ্য বিক্রেতা, নট-নর্তকী, লঙ্ঘক ঐন্দ্রজালিক, বৈতালিক, মল্ল, শবদাহক, পুষ্প পরিত্যাগী, বৈন, নেষাদ, গণিকা, লাসিকা, কুম্ভদাস, সেই নগরে বাস করিত। সকয়বন, চীন, বিলাত, উজ্জয়িনী, ভারুকচ্ছক, কাশী, কোশল, পরন্তক, মাগধক, সাকেতক, সৌরাষ্ট্রিক, পাঠেয়্যক, কোটুম্বর, মাধুরক, অলসন্দ, কাশ্মীর ও গান্ধার বাসী লোকেরা সেই নগরে বাসার্থ উপস্থিত

হইতেন। নানা প্রদেশেরে লোকেরা নুতন সুবিভক্ত নির্দোষ অনবদ্য রমণীয় সেই নগর দেখিয়া অনুমানে জানিতে পারে যে এই নগর নির্মাতা বর্ধকী সুদক্ষ। এই প্রকার মহারাজ, সেই ভগবান অসম, অসম-সম, অপ্রতিম, অসদৃশ, অতুল, অসংখ্য, অপ্রমেয়, অপরিমেয়, অমিতগুণ, গুণ পারমী প্রাপ্ত, অনন্তধৃতি, অনন্ততেজঃ, অনন্তবীর্য, অনন্তবল, বুদ্ধ-বল পারমীগত, সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া দৃষ্টিজালকে প্রদালন করিয়া অবিদ্যাকে ক্ষেপণ করিয়া বিদ্যাকে উৎপাদন করিয়া ধর্মোল্কা ধারণ করিয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নির্জিত বিজিত সংগ্রাম করিয়া ধর্ম নগর নির্মাণ করিয়াছেন।

মহারাজ, ভগবানের ধর্ম নগরের প্রাচীর শীল, পরিখা লজ্জা, দ্বার প্রকোষ্ঠজ্ঞান, অট্টালক বীর্য, চৌকাট শ্রদ্ধা, দৌবারিক স্মৃতি, প্রাসাদ প্রজ্ঞা, চত্বর সুত্তন্ত, শৃঙ্ঘাটক অভিধর্ম, বিনিশ্চয় বিনয়, বীথী স্মৃতিপ্রস্থান। মহারাজ, সেই স্মৃতি প্রস্থান রাস্তায় এইরূপ কতকগুলি দোকান প্রসারিত হইয়াছে–পুষ্পাপণ গন্ধাপণ ফলাপণ অগদাপণ ঔষধাপণ অমৃতাপণ রত্নাপণ ও সর্বাপণ।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের পুষ্পাপণ কি? মহারাজ, সেই সর্বজ্ঞ ভগবানের আখ্যাত কতকগুলি আরম্মণ, বিভক্তি আছে। যথা :- অনিত্য, অনাত্মা, অশুভ, আদীনব, প্রহাণ, বিরাগ, নিরোধ, সর্বলোকে অনভিরতি, সর্ব-সংস্কারের প্রতি অনিত্য সংজ্ঞা, আনাপান স্মৃতি; স্ফীত মৃতদেহ, বিনীলক, বিপূষ, বিচ্ছিদ্র, বিখায়িত, বিক্ষিপ্ত, হতবিক্ষিপ্ত, লোহিত, কৃমি, অস্থি; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, সংজ্ঞা, মরণ-স্মৃতি ও কায়গতা-স্মৃতি, তন্মধ্যে যে কেহ জরা-মরণ হইতে মুক্তিকামী, সে যেই কোন একটি আরম্মণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই আরম্মণদ্বারা কামরাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ-মোহ-মান, দৃষ্টি হইতে বিমুক্ত হয়, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, তৃষ্ণাস্রোতের গতিরোধ করে, ত্রিবিধ ময়লা বিশোধন করে, সমস্ত ক্লেশ বিধ্বংস করিয়া অমল বিরজ শুদ্ধ পাণ্ডুর অজাতি অজর-অমর সুখ শীতল অভয়, নগরোত্তম নির্বাণ নগরে প্রবেশ করিয়া অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত বিমোচন করে। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের পুষ্পাপণ।

ধর্মের আপণে যাও কর্ম-মূল্য লয়ে,
আরম্মণ ক্রয় করি’ যাও মুক্ত হয়ে।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের গন্ধাপণ কি? মহারাজ, সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধের আখ্যাত কতকগুলি শীল বিভক্তি আছে, যেই শীল-গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ভগবানের পুত্রগণ সদেবলোককে শীলগন্ধে ধূপিত করে, সুবাসিত করে, দিকে, অনুদিকে অনুবাতে প্রতিবাতে প্রবাহিত করে এবং চারিদিকে সেই গন্ধ পরিব্যাপ্ত হয়। সেই শীল বিভক্তি কি? শরণ-শীল, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গশীল, দশশীল, পঞ্চ উদ্দেশ্য পূর্ণ প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল। মহারাজ, ইহাকেই ভগবানের গন্ধাপণ বলে। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন যে–

সুগন্ধ বিকীর্ণ করে মল্লিকা ও তগর চন্দন
বাতাসের প্রতিকূলে কিন্তু তাহা যায় না কখন;
অমল শীলের গন্ধ বহে যায় দিশা বিদিশায়,
সজ্জনের যশোগন্ধ সর্বদিকে সদা বয়ে যায়।
চন্দন তগর আর উৎপল বার্ষিকী আদি যত,
সুগন্ধে উত্তম, কিন্তু–শীল-গন্ধ উত্তম সতত।
অল্পমাত্র গন্ধ হয় তগর চন্দন পুষ্প যত,
সুশীলের গন্ধ বহে দেবলোকে উত্তম সতত।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের ফলাপণ কি? মহারাজ, ফলসমূহ ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। যথা–স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল, অরহত্ব ফল, শূন্যত-ফল-সমাপত্তি, অনিমিত্ত ফল-সমাপত্তি, অপ্রণিহিত ফল-সমাপত্তি। তন্মধ্যে যেই কেহ যেইরূপ ফল ইচ্ছা করে, সেই কর্ম দিয়া প্রার্থিত ফল ক্রয় করে। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষের নিত্য ফলিত আম্র বৃক্ষ আছে, সে যাবৎ কিনিবার লোক না আসে, তাবৎ ফল বৃক্ষ হইতে পাতিত করে না। যখন কিনিবার লোক আসে, তখন সে মূল্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলে–হে পুরুষ, এই বৃক্ষ নিত্য ফল প্রদান করে, ইহা হইতে আপনি যত ইচ্ছা করেন, তত ফল গ্রহণ করুন। শলাটু বা কাঁচা ফল অর্ধপক্ব (দোবিল), কেশযুক্ত (কেশিক), কাঁচা বা পক্ব আম্রের মধ্যে যে রকমের কোনটি ফল সে নিজের প্রদত্ত মূল্য অনুযায়ী যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করে। এই প্রকার মহারাজ, যে যেই ফল ইচ্ছা করে, সে কর্মমূল্য দিয়া প্রার্থিত ফল গ্রহণ করে, ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের ফলাপণ।

জনগণ কর্মমূল্য করিয়া প্রদান,
সে অমৃত ফল থাকে করিয়া গ্রহণ,
যারা কিনে তথা হ’তে সে অমৃত ফল
মানব প্রধান সুখী হয় সে কারণ।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের অগদাপণ কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক অগদসমূহ আখ্যাত হইয়াছে, সেই অগদদ্বারা ভগবান সদেব লোককে ক্লেশ-বিষ হইতে পরিমোচন করেন। সেই অগদসমূহ কি? মহারাজ, ভগবান যেই চারি আর্য সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা–দুঃখ আর্য-সত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্য-সত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্য-সত্য ও দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্য-সত্য। তন্মধ্যে যাঁহারা অরহত্ব ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চারি সত্য ধর্ম শ্রবণ করেন, তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের অগদাপণ।

যে সব অগদ ভবে সর্ব বিষ করয়ে হরণ,
নাহি ধর্মাগদ সম তাহা পান কর ভিক্ষুগণ।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের ঔষধাপণ কি? মহারাজ, ঔষধসমূহ ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। যেই ঔষধদ্বারা সেই ভগবান দেব-মনুষ্যদিগকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যথা–চারি স্মৃতি-পস্থান, চারি সম্যক্ প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই ঔষধগুলির দ্বারা ভগবান মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্কল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিকে বিরেচন করাইয়া থাকেন। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য, স্ত্যানমিদ্ধ, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও সর্বক্লেশকে বমন করাইয়া থাকেন। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের ঔষধাপণ।

যে সব ঔষধ লোকে বহুবিধ বিদ্যমান,
ধর্মৌষধ সম নাই, তাই ভিক্ষু কর পান।
পান করি ধর্মৌষধ অজর অমর হবে,
সাধনে দর্শনে মুক্ত উপধি ত্যজিয়া সবে।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের অমৃতাপণ কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক অমৃত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেই অমৃতদ্বারা সেই ভগবান সদেবলোককে অভিষিক্ত

করিয়াছেন। যেই অমৃতাভিষিক্ত দেব-মনুষ্য জাতি-জরা-ব্যাধি-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই অমৃত কি? কায়গতাস্মৃতি। দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন– "ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতাস্মৃতি পরিভোগ করে, তাহারা অমৃত পরিভোগ করে।" ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের অমৃতাপণ।

ব্যাধিত জনতা নিরখি, খুলেছি অমিয় আপণ,
কর্ম মূল্য দিয়া, অমিয় কিনিয়া, ভোজন করহে শ্রমণ।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের রত্নাপণ কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক রত্নসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেই রত্ন-ভূষিত ভগবানের পুত্রগণ সদেবলোকে প্রভাসিত হইয়া থাকেন। ঊর্দ্ধে, অধেঃ, মধ্যে আলোক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই রত্নসমূহ কি? শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন, প্রতিসম্ভিদা ও বোধ্যঙ্গরত্ন। ভগবানের শীলরত্ন কি? প্রাতিমোক্ষ-সংবরশীল, ইন্দ্রিয়-সংবরশীল, আজীব-পরিশুদ্ধিশীল, প্রত্যয়-আশ্রিতশীল (প্রত্যবেক্ষণ), ক্ষুদ্র-মধ্যম-মহাশীল, মার্গশীল ও ফলশীল। মহারাজ, শীলরত্ন বিভূষিত ব্যক্তিকে সদেবলোক, সমার সব্রহ্ম, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজাগণ ভালবাসেন ও প্রার্থনা করেন। শীলরত্ন পরিহিত ভিক্ষু দিকে, অনুদিকে, ঊর্দ্ধে, অধেঃ, মধ্যে বিরোচিত হইয়া থাকেন। নিতে অবীচি উপরে ভবাগ্র, ইহার মধ্যে যাবতীয় রত্ন অতিক্রম করিয়া ও শীলগুণ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শীলরত্নই মহারাজ, ভগবানের রত্নাপণে প্রসারিত আছে। ইহাকেই বলে শীলরত্ন।

বুদ্ধের আপণে আছে এইরূপ শীলরত্ন যত,
কর্মগুণে লও কিনি, পরিধান কর অবিরত।

মহারাজ, ভগবানের সমাধিরত্ন কি? সবিতর্ক, সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি, অবিতর্ক, অবিচার সমাধি, শূন্যতঃ সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি ও অপ্রণিহিত সমাধি। মহারাজ, সমাধিরত্ন পরিহিত ভিক্ষুর যেই সমস্ত কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, মান, ঔদ্ধত্য, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, ক্লেশ-বস্তু, বিবিধ কুবিতর্ক, সেই সকলই সমাধিগুণ প্রভাবে বিধ্বংস হইয়া যায়, সংস্থিত থাকে না, উপলিপ্ত হইতে পারে না। যেমন মহারাজ, পদ্মদলে জল পড়িলে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তাহার কারণ পদ্মের পরিশুদ্ধতা। এই প্রকার সমাধিরত্ন পরিহিত ভিক্ষুর কাম বিতর্কাদি সমস্ত

অকুশল সমাধি ভাবনাগুণে বিকীর্ণ হইয়া যায়। তাহার কারণ সমাধির পরিশুদ্ধতা। ইহাকেই মহারাজ, ভগবানের সমাধি-রত্ন বলে। এই প্রকার সমাধি-রত্ন ভগবানের রত্নাপণে প্রসারিত।

ধ্যান-রত্ন-মালা পরিহিত যিনি
কুবিতর্ক তাঁর জাত নাহি হয়,
বিক্ষিপ্ত হয় না কভু চিত্ত তাঁর
ইহাই তোমরা কর পরিধান।

মহারাজ, ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন কি? মহারাজ, আর্য-শ্রাবক যেই প্রজ্ঞা প্রভাবে ইহা কুশল বলিয়া যথাভূত জানিতে পারেন, ইহা অকুশল বলিয়া যথাভূত জানিতে পারেন, ইহা সদোষ, ইহা নির্দোষ, ইহা সেবনীয়, ইহা হীন, ইহা প্রণীত ইহা কৃষ্ণ (পাপ), ইহা শুক্ল (পুণ্য), ইহা কৃষ্ণ-শুক্ল প্রতিভাগ বলিয়া যথাভূত জানিয়া থাকেন; ইহা দুঃখ বলিয়া, ইহা দুঃখ সমুদয় বলিয়া, ইহা দুঃখ নিরোধ বলিয়া ও ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বলিয়া যথাভূত জানিয়া থাকেন; মহারাজ, ইহাকেই বলে ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন।

প্রজ্ঞারত্ন মালা যিনি করে পরিধান,
ভবে বাস শীঘ্র তাঁর হয় অবসান,
ত্বরিতে অমৃত প্রাপ্তি হইবে তাঁহার
ভবে আগমনে রুচি না হইবে আর।

মহারাজ, ভগবানের বিমুক্তি-রত্ন কি? মহারাজ, বিমুক্তি-রত্নকেই অরহত্ব বলে। যেই ভিক্ষু অরহত্ব প্রাপ্ত, তিনি বিমুক্তি-রত্ন পরিহিত। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ মুক্তা-কলাপ-মণি-কনক-প্রবাল-আভরণ-প্রতিমণ্ডিত, অগুরু, তগর, তালীসক, লোহিত চন্দন অনুলিপ্ত গাত্র, নাগ, পুন্নাগ, শাল, শলল, চম্পক, যূথীকা, অতিমুক্তক পাটল উৎপল, বার্ষিকী মল্লিকা পুষ্প সজ্জিত, সে অপরাপর ব্যক্তির চেয়ে মালা গন্ধ রত্নাভরণে অতিশয় প্রভাসিত হইয়া থাকে, এই প্রকার অরহত্ব প্রাপ্ত ক্ষীণাসব বিমুক্তি-রত্ন পরিহিত। অপরাপর ভিক্ষুর চেয়ে তিনি প্রভাসিত হইয়া থাকেন। তাহা কিসের কারণ? মহারাজ, এই বিমুক্তি অলঙ্কার পরিধানই, সমস্ত পরিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহাকেই বলে ভগবানের বিমুক্তি-রত্ন।

মণিমালা পরিহিত জনে গৃহবাসী করে নিরীক্ষণ,
যে পরের বিমুক্তি রত্ন-মালা, কর তাঁরে সদেবে দর্শন।

মহারাজ, ভগবানের বিমুক্তি জ্ঞান দর্শনরত্ন কি? মহারাজ, প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান ভগবানের বিমুক্তি-জ্ঞান দর্শন-রত্ন নামে কথিত হয়। যেই জ্ঞান প্রভাবে আর্য-শ্রাবক মার্গ-ফল নির্বাণ লাভ ও প্রহীন ক্লেশ হইয়া অবশিষ্ট ক্লেশকে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

আর্যগণ অরহত্ব ফল যেই জ্ঞানে পারেন বুঝিতে,
চেষ্টা কর জিনপুত্রগণ সেই জ্ঞান রতন লভিতে।

মহারাজ, ভগবানের প্রতিসম্ভিদা-রত্ন কি? মহারাজ, প্রতিসম্ভিদা চারি প্রকার–অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। এই চতুর্বিধ প্রতিসম্ভিদা-রত্ন সমলঙ্কৃত ভিক্ষু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ পরিষদের যেই কোন পরিষদে উপস্থিত হইলে অধঃমুখে থাকে না, তাঁহারা নির্ভীক, স্তব্ধতাহীন, ত্রাসহীন ও লোমহর্ষণবিহীন অবস্থায় পরিষদে উপস্থিত হইয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, সংগ্রামশূর, পঞ্চায়ুধ সজ্জিত, ভয়বিহীন যোদ্ধা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া, যদি অমিত্রেরা দূরে থাকে, ইষুযোগে নিপাত করিব, পার্শ্বদেশে থাকিলে শক্তিদ্বারা প্রহার করিব, অন্য পার্শ্বে থাকিলে কৃপাণ (কণয়ন) দ্বারা প্রহার করিব, মণ্ডলাকারে সমীপে আসিলে দ্বিধা ছেদন করিব অথবা কায়বদ্ধ ছুরিকাদ্বারা বিদ্ধ করিব। এই প্রকার মহারাজ, চারি প্রতিসম্ভিদা-রত্নমণ্ডিত ভিক্ষু নির্ভীকভাবে পরিষদে উপস্থিত হন। যেই কেহ আমাকে অর্থ প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে অর্থদ্বারা অর্থ বলিব। কারণদ্বারা কারণ বলিব। হেতুদ্বারা হেতু বলিব। ন্যায়দ্বারা ন্যায় বলিব। তাহার সন্দেহ নিবারণ করিব। বিমতি বিসর্জন করাইব। প্রশ্নোত্তরে সন্তোষ উৎপাদন করিব। যে আমাকে ধর্ম প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে ধর্মদ্বারা ধর্ম বলিব। অমৃতদ্বারা অমৃত ব্যাখ্যা করিব। অসঙ্খতদ্বারা অসঙ্খত ব্যাখ্যা করিব। নির্বাণদ্বারা নির্বাণ বলিব। শূন্যতাদ্বারা শূন্যতা বলিব। অনিমিত্তদ্বারা অনিমিত্ত বলিব। অপ্রণিহিতদ্বারা অপ্রণিহিত বলিব। অতৃষ্ণদ্বারা অতৃষ্ণ বলিব। সংশয়হীন করিব, বিমতি বিসর্জন করাইব, প্রশ্নোত্তরে সন্তোষ করিব। যে আমাকে নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে নিরুক্তি সম্বন্ধে বলিব। পদদ্বারা পদ বলিব। অনুপদদ্বারা অনুপদ বলিব। অক্ষরদ্বারা অক্ষর বলিব।

সন্ধিদ্বারা সন্ধি বলিব। ব্যঞ্জনদ্বারা ব্যঞ্জন বলিব। অনুব্যঞ্জনদ্বারা অনুব্যঞ্জন বলিব। বর্ণদ্বারা বর্ণ বলিব। স্বরদ্বারা স্বর বলিব। প্রজ্ঞাপ্তিদ্বারা প্রজ্ঞাপ্তি বলিব। ব্যবহারদ্বারা ব্যবহার বলিব। সন্দেহ ভঞ্জন করিব। বিমতি বিসর্জন করাইব। প্রশ্নোত্তরে সন্তোষ করিব। যে আমাকে প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে প্রতিভাণদ্বারা প্রতিভাণ বলিব। উপমাদ্বারা উপমা বলিব। লক্ষণদ্বারা লক্ষণ বলিব। রসেরদ্বারা রস বলিব। সন্দেহ দূর করিব। বিমতি বিসর্জন করাইব। প্রশ্নোত্তরে সন্তোষ করিব। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের প্রতিসম্ভিদা-রত্ন।

কিনিয়া যে জন প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞানযোগে তাহা উপলব্ধি করে,
সেই ভয়শূন্য অনুদ্বিগ্ন জন সদেব মানবে শোভে চিরতরে।

মহারাজ, ভগবানের বোধ্যঙ্গরত্ন কি? মহারাজ, সাতটি বোধ্যঙ্গ আছে। স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ। এই সপ্তবোধ্যঙ্গ প্রতিমণ্ডিত ভিক্ষু সমস্ত অবিদ্যা তমঃ মর্দন করিয়া সদেবলোকে প্রভাসিত হন, জ্ঞানালোক উৎপাদন করেন, ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের বোধ্যঙ্গ-রত্ন।

বোধ্যঙ্গ-রতন মালা পরে যেই জন,
সদেব মানব তাঁরে করে নিরীক্ষণ।
কর্মমূল্যে কিনিয়াই এই শ্রেষ্ঠ রতন,
কর পরিধান সবে বিমুক্তি কারণ।

ভন্তে, ভগবান বুদ্ধের সর্বাপণ কি? মহারাজ, সর্বাপণ ভগবানের নবাঙ্গ বুদ্ধ বচন, শারিরীক, পারিভোগিক চৈত্য ও সঙ্ঘরত্ন। মহারাজ, ভগবান সর্বাপণে জন্ম, ভোগ, আয়ু, আরোগ্য, বর্ণ, প্রজ্ঞা, মনুষ্যসম্পত্তি দিব্য ও নির্বাণ সম্পত্তি প্রসারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহারা সেই সম্পত্তি ইচ্ছা করে, তাহারা কর্মমূল্য দিয়া প্রার্থিত প্রার্থিত সম্পত্তি কিনিয়া থাকে। কেহ শীলাচরণ কর্মের দ্বারা কিনে, কেহ উপোসথ কর্মের দ্বারা কিনে। অল্পমাত্র কর্মমূল্য দিয়াও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। যেমন দোকানদারের দোকানে অল্প তিল-মুগ-মাসা বা তণ্ডুল-মুগ-মাস তদনুরূপ মূল্য দিয়া লোকেরা গ্রহণ করে, এই প্রকার ভগবানের সর্বাপণে অল্পমাত্র কর্মমূল্যদিয়াও তদনুরূপ সম্পত্তিসমূহ লাভ হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের সর্বাপণ।

আয়ু, স্বাস্থ্য, বর্ণ, স্বর্গ, অসঙ্খত অমৃত নির্বাণ,
জিনের আপণে এই সকলই আছে বিদ্যমান।
অল্প কিংবা বহু কর্ম মূল্যদিয়া করিয়া গ্রহণ,
শ্রদ্ধামূল্যে ক্রয় করি সুসমৃদ্ধ হও ভিক্ষুগণ।

মহারাজ, ভগবানের ধর্মনগরে এই প্রকার ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়া থাকেন–সুত্তন্তিক, বৈনয়িক, আভিধর্মিক, ধর্মকথিক, জাতক-দীর্ঘ-মধ্যম-সংযুক্ত-অঙ্গুত্তর-খুদ্দকাভাষণকারী, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বোধ্যঙ্গ ভাবনারত, বিদর্শন ভাবনাকারী, সদর্থানুযুত, আরণ্যক, বৃক্ষমূলিক, অভ্যবকাশিক, পলালপুঞ্জে বাসকারী, শ্মশানিক, নৈষদ্যিক, ব্রত প্রতিপন্ন, ফলস্থ শেখ সমঙ্গীভূত স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহৎ, ত্রৈবিদ্য, ষড়াভিজ্ঞ, ঋদ্ধিমান, প্রজ্ঞাপারমীগত, স্মৃতি-প্রস্থান, সম্যক-প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বলাদি কুশল ভাবনাযুত সেই অরহতদ্বারা আকুল, সমাকুল, আকীর্ণ, সমাকীর্ণ নলবন শরবন তুল্য ধর্মনগর আছে। তথায় আছে :-

বীত-কাম-দ্বেষ-মোহ যাঁরা অনাসব
বীততৃষ্ণ, তৃষ্ণাবশে গ্রহ হীন যাঁরা,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
আরণ্যক ধুতধর ধ্যানরত যাঁরা
জীর্ণ চীর পরিহিত যাঁরা অবিরত,
বিবেকে নিরত সদা যেই ধীরগণ,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
নৈষদ্যিক সন্থতিক দাঁড়ানে গমনে,
পাংশুকূল বস্ত্রধারী যে সব ধীমান,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
শান্ত, ত্রিচীবর আর চর্ম খণ্ডধারী
একাসনে উপবিষ্ট থাকেন যাঁহারা,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
অল্পেচ্ছুক প্রজ্ঞাবান যেই ধীরগণ,
অল্পাহারে রত আর, লোভহীন যাঁরা,
লাভে ও অলাভে যাঁরা থাকেন সন্তোষ,

ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
ধ্যানী, ধ্যানরত, শান্ত চিত্ত, সমাহিত,
আকিঞ্চন্য যাঁহাদের প্রার্থনা কেবল,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
মার্গ-ফল লাভে যিনি শেখ অভিহিত
উত্তমার্থ যাঁহাদের সদা প্রার্থনীয়,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
বিমল যে স্রোতাপন্ন সকৃৎ আগামী
অনাগামী অরহৎ শেখাশেখগণ,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
স্মৃতি উপস্থানে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ ভাবনা
বিদর্শনে রত যেই ধর্মধারীগণ,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
সমাধি ভাবনা রত সুদক্ষ ঋদ্ধিতে
কুশল প্রচেষ্টা রত যেই মহাজন,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
অভিজ্ঞা পারমী প্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ পিতার
আদেশ পালেন যাঁরা, অন্তরীক্ষ চর,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
অধঃচক্ষু মিতভাষী সংযত ইন্দ্রিয়,
সুদান্ত উত্তম ধর্মে ইন্দ্রিয় রক্ষক,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
ত্রিবিদ্য ও ষড়াভিজ্ঞ ঋদ্ধিবলে আর
প্রজ্ঞাবলে পারমীর যাঁরা পারগত,
ধরম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।

মহারাজ, যেই সব ভিক্ষুগণ অপরিমিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান, তৃষ্ণাহীন, অতুল গুণ, অতুল যশ, অতুল বল, অতুল তেজসম্পন্ন, ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তনকারী, প্রজ্ঞাপারমীগত, তাঁহারাই ভগবানের ধর্মনগরে ধর্ম সেনাপতি নামে অভিহিত। যেই ভিক্ষুরা ঋদ্ধিশালী, প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান লাভী, বৈশারদ্য-জ্ঞান প্রাপ্ত, গগনচর, দুরাসদ বা অপরাজেয়, দুঃখ সহ্যশীলী, নিরালম্বচারী,

সসাগরমহী কম্পনকারী, চন্দ্র, সূর্য পরিমর্দনকারী, (বিকুব্বণাদি) ঋদ্ধিতে সুদক্ষ, ঋদ্ধি পারমীগত, তাঁহারাই ভগবানের ধর্মনগরের পুরোহিত। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ, ধুতাঙ্গধর, অল্পেচ্ছুক, সর্বদা সন্তুষ্ট, বিজ্ঞপ্তি অন্বেষণ নিন্দাকারী, সপদান পিণ্ডচারী, ভ্রমর যেমন পুষ্পগন্ধে অরণ্যে প্রবেশ করে, তাঁহারাও তেমন কায়-জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া বিবিক্ত কাননে প্রবেশ করেন, অরহত্ব ফল লাভ করেন, ধুতাঙ্গগুণে অগ্রত্ব প্রাপ্ত হন; মহারাজ, এই প্রকার ভিক্ষুগণ ভগবানের ধর্মনগরে অক্ষদর্শ নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ, বিমল, ক্লেশহীন, জন্ম-মৃত্যু জ্ঞানে সুদক্ষ, দিব্যচক্ষু লাভে পারমিগত, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা নগর উজ্জ্বলকারী নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ, বহুশ্রুত আগতাগম (শাস্ত্রজ্ঞ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু, অক্ষর পরিচ্ছেদ কুশল, নবাঙ্গ শাসনধর ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা ধর্মরক্ষঃ নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ, বিনয়জ্ঞ, বিনয়দক্ষ, নিদানপঠনকুশল, আপত্তি (পাপ), অনাপত্তি, গুরু, লঘু, সচিকিৎস, অচিকিৎস, উত্থান (১৩টি সজ্ঘাদিশেষ), দেশনা (পঞ্চাপত্তি স্কন্ধ), নিগ্রহ, প্রতিকর্ম, প্রবেশকরণ, বহিষ্করণ, প্রতিসারণ কুশল, বিনয়ে পারমিগত ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা রূপদক্ষ নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ বিমুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ কুসুমমালা পরিহিত, বর প্রবর মহার্ঘ শ্রেষ্ঠভাব অনুপ্রাপ্ত, বহুজন-প্রিয় অভিপ্রার্থিত, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা পুষ্পবিক্রেতা নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ চারি সত্যাভিসময় জ্ঞাত, দৃষ্টসত্য বিজ্ঞাত-শাসন চারি শ্রামণ্যফলে সন্দেহাতীত, ফল-সুখলাভী, অপর সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেই ফল বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহারা বুদ্ধের ধর্মনগরে ফল বিক্রেতা নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ শীলবর সুগন্ধ অনুলিপ্ত, বহুবিধ গুণধর, ক্লেশ-মল-দুর্গন্ধ ধ্বংসকারী ইঁহারা ভগবানের ধর্মনগরে গন্ধ বিক্রেতা নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ ধর্মকামী মৈত্রীভাবসম্পন্ন, অভিধর্মে, অভিবিনয়ে, উত্তম প্রীতিসম্পন্ন, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে গেলেও শ্রেষ্ঠ ধর্মরস পান করেন, কায়-বাক্য-মন শ্রেষ্ঠ ধর্মরসে নিমর্জিত রাখেন, অধিকমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন, ধর্মান্বেষণে প্রতিপন্ন, যে কোন স্থানে অল্পেচ্ছু কথা, সন্তুষ্টি কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা,

প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন কথারস পান করেন, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা শৌণ্ড বা পিপাসু নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ রাত্রির প্রথম যামে ও শেষ যামে জাগ্রত-যোগ-যুক্ত, উপবেশনে, অবস্থানে, চংক্রমণে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, ভাবনা-যোগ-যুক্ত, ক্লেশাতিক্রম করিয়া সদর্থ (নির্বাণ) উৎপন্ন করিয়াছেন, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা নগররক্ষক নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ নবাঙ্গ বুদ্ধ বচন অর্থ-ব্যঞ্জন ভেদে, ন্যায়-কারণ ভেদে, হেতু উদাহরণ ভেদে শিক্ষা দেন, পুনঃপুন শিক্ষা দেন ও ভাষণ অনুভাষণ করেন, ইঁহারা ভগবানের ধর্মনগরে ধর্মাপণিক বা ধর্মের দোকানদার নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ ধর্মরত্ন-ভোগী, ত্রিপিটক শাস্ত্রবিদ্, শ্রুতভোগী, ধর্মধনে ধনী, নির্দিষ্ট স্বর-ব্যঞ্জন-লক্ষণ জ্ঞানে বিজ্ঞ নামে প্রকাশিত, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা ধর্মশ্রেষ্ঠী নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুগণ উত্তম ধর্ম-কথিক মার্গ-ফলাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, আরম্মণ-বিভক্তি নির্দেশে পরিচিত ও শিক্ষাগুণে পারমী প্রাপ্ত, ভগবানের ধর্মনগরে ইঁহারা বিশ্রুত ধার্মিক নামে কথিত হন। মহারাজ, ভগবানের ধর্মনগরে এই প্রকারে সুবিভক্ত, সুনির্মিত, সুবিহিত, সুপরিপূর্ণ, সুব্যবস্থাপিত, সুরক্ষিত, সুগোপিত, প্রত্যর্থী ও শত্রুর নিষ্পীড়ন সহ্য করিতে সমর্থ। মহারাজ, এই কারণে, এই হেতুতে, এই ন্যায়ে, এই অনুমানে জানা উচিত যে, সেই ভগবান আছেন।

সুবিভক্ত মনোরম নগর হেরিয়া,
অনুমানে জানে যথা–বর্ধকী মহত্ত্ব;
বুদ্ধের ধরমপুর হেরিয়া সেরূপ
অনুমানে জানে সবে আছেন সুগত,
সাগরের ঊর্মি হেরি জানে অনুমানে,
সাগর মহৎ হবে ঊর্মি অনুকূলে,
সর্বত্র অপরাজিত শোকনূদ যিনি,
তৃষ্ণাক্ষয় অনুপ্রাপ্ত ভব প্রমোচক,
তিনি বুদ্ধ ধরাতলে। দেব-নরলোকে
ধর্ম-উর্মি সুবিস্তৃত হেরিয়া জানিবে,
সর্বাপেক্ষা সেই বুদ্ধ অতীত মহান।

অত্যুচ্চ হেরিয়া গিরি জানে অনুমানে
হিমবান এই পর্বত হইবে নিশ্চয়,
শৈত্যভূত নিরুপধি ধর্মগিরি হেরি
অত্যুচ্চ অচল সেই ধরম পর্বত,
হেরিয়া জানিতে পারে বুদ্ধই প্রধান।
গজরাজ পদচিহ্ন হেরিয়া ভাবুক
অনুমানে জানে সবে গজেন্দ্র নিশ্চয়,
বুদ্ধের চরণ হেরি বিভাবী মানব,
জানে তথা বুদ্ধ নাগ–অতীব মহান।
সন্ত্রস্ত হেরিয়া জানে, অন্য পশুগণে
মৃগরাজ শব্দ শুনি হইয়াছে ভীত,
সন্ত্রস্ত তৈর্থিক হেরি জানে অনুমানে
বুদ্ধের গর্জন এরা শুনেছে নিশ্চয়।
ঙ্ঘি ধরা হেরি আর তৃণ পূর্ণ স্থান
মহাজল রাশি হেরি সকলেই জানে
নিশ্চয় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে মহীতে।
আমোদিত প্রমোদিত হেরিয়া মানব,
ধর্ম-মেঘ বর্ষিয়াছে জানে অনুমানে।
পঙ্কলগ্ন কললার্দ্র মহীকে হেরিয়া
জলস্রোত ভেসে গেছে জানে অনুমানে।
পাপরজঃ পাপপঙ্ক ত্যাগী জনে হেরি'
ধর্ম নদী প্রবাহিত ধরম সাগরে
ধর্মামৃত লব্ধ দেখি দেব নরগণ
ধর্মরাশি সমুৎপন্ন জানে' অনুমানে,
সুগন্ধ আঘ্রাণ পেয়ে জানে অনুমানে
নিশ্চয় পুষ্পিত বৃক্ষ আছে এই স্থানে।
সেইরূপ দেবনরে শীলের সৌরভ
হইয়াছে প্রবাহিত জানে অনুমানে
নিশ্চয় আছেন বুদ্ধ এই ধরাতলে।

এই প্রকার মহারাজ, শত কারণে, সহস্র কারণে, শত হেতুতে, সহস্র হেতুতে, শত ন্যায়ে, সহস্র ন্যায়ে, শত উপমায়, সহস্র উপমায় বুদ্ধবল দেখান যাইতে পারে। যেমন মহারাজ, সুদক্ষ মালাকার নানা পুষ্পযোগে আচার্যের অনুশাসন মতে পুরুষ শক্তি প্রয়োগে বিচিত্র মালারাশি রচনা করে, তেমন ভগবান বিচিত্র পুষ্পরাশির ন্যায় অনন্ত অপ্রমেয় গুণসম্পন্ন। আমি বর্তমান জিন-শাসনে মালাকারের ন্যায় পুষ্প গ্রন্থনকারী, পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত পথে থাকিয়াও আমার বুদ্ধিবলে অসংখ্য কারণ অনুমানদ্বারা বুদ্ধবল প্রকাশ করিব। আপনি সদিচ্ছা জাগ্রত করুন ও শ্রবণ করুন। ভন্তে, অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ কারণ অনুমানদ্বারা বুদ্ধবল প্রদর্শন করা অতিশয় দুষ্কর। ভন্তে, আপনার পরম বিচিত্র প্রশ্নোত্তর প্রকাশে আমি শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।

ধুতগুণ পরিপূর্ণ আরণ্যক ভিক্ষু,
গৃহীকুলে অনাগামী রাজা দেখা যায়;
উভয়ে হেরিয়া, মোর উপজে সংশয়
নিষ্ফল ধুতাঙ্গগুণ; গৃহী কুল মাঝে
থাকি' যদি এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়।
পরবাদ বিমন্থক পিটকে নিপুণ
কথী শ্রেষ্ঠ নাগসেনে জিজ্ঞাসিনু আমি।
সংশয় খণ্ডন মোর করিবে স্থবির।

অতঃপর মিলিন্দ রাজ যেখানে আয়ুষ্মান নাগসেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন– ভন্তে, গৃহীদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন, যাঁহারা আগারিক কামভোগী, পুত্র-দারাকীর্ণ হইয়া শয়নকারী; কাশিক চন্দন ভোগী, মালা-গন্ধ-বিলেপনকারী, টাকা-পয়সা (সোনারূপা) গ্রহণকারী, মণি-মুক্তা-কাঞ্চন-জড়িত বিচিত্র বেণীবদ্ধ, অথচ শান্ত পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন? মহারাজ, তাঁহাদের সংখ্যা এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচশত নহে, সহস্র লক্ষ, কোটিশত, কোটিসহস্র, কোটিলক্ষ নহে। মহারাজ, দশ, বিশ, শতসহস্রের কথা আর কি বলিব, কত অভিসময় হইয়াছে। কী প্রকারে তাহার পরিচয় দিব, তাহা আপনি বলুন। তাহা হইলে মহারাজ, আমি এইরূপ বলিতে পারি–শতসহস্র, লক্ষকোটি, কোটিশত, কোটিসহস্র,

কোটিলক্ষও হইবে। এই নবাঙ্গ বুদ্ধ বচনে সমস্ত সদাচার, প্রতিপত্তি ও শ্রেষ্ঠধুতগুণাশ্রিত কথা, সেই সমস্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে আচরিত হয়। তাহাদের গুণে সম্মিলিত হয়, যেমন নিু-উচ্চ-সম-বিসম-স্থলাস্থল দেশে বর্ষিত জল সমস্ত প্লাবিত করিয়া মহাসাগরে একত্রিত হয়। মহারাজ, এই প্রকার সম্পাদক থাকিলে যে কোন নবাঙ্গ বুদ্ধ বচনে সদাচারাদি কথা সমস্ত একস্থানে একত্রিত হয়। আমারও মহারাজ, বিচক্ষণ বুদ্ধিবলে প্রকাশ্য কারণ একত্রিত হইবে। সেই কারণে এই অর্থ সুবিভক্ত, বিচিত্র, পরিপূর্ণভাবে সমানীত হইবে। যেমন অভিজ্ঞ চিত্রকর নিজের সুশিক্ষা প্রভাবে চিত্রাঙ্কন করত স্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়া চিত্র পূর্ণ করিয়া থাকে ও সেই চিত্রাবয়বও পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন ন্যূনতা দোষ থাকে না। এই প্রকার আমারও বিচক্ষণ বুদ্ধিবলে প্রকাশ্য কারণ একত্রিত হইবে। তাই এই অর্থ সুবিভক্ত, বিচিত্র, পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধভাবে মানীত হইরে।

মহারাজ, শ্রাবস্তীতে ভগবানের পাঁচ কোটি আর্যশ্রাবকের মধ্যে তিনলক্ষ সাতান্ন হাজার উপাসক-উপাসিকা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই গৃহী, কেহই প্রব্রজিত নহে। পুনঃ শ্রাবস্তীর গণ্ডব্য বৃক্ষমূলে ভগবানের যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন সময়ে বিশকোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় (মার্গফল লাভ) হইয়াছিল। পুনঃ রাহুল উপদেশ, মহামঙ্গল সুত্ত, সমচিত্ত পরিয়ায়, পরাভব সুত্ত, পুরাভেদ সুত্ত, কলহবিবাদ সুত্ত, চূলব্যূহ সুত্ত, মহাব্যূহ সুত্ত, তুবটক সুত্ত, সারীপুত্ত সুত্ত দেশনাকালে অগণিত দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। রাজগৃহ নগরে তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর্যশ্রাবক ভগবানের উপাসক, উপাসিকা ছিলেন। পুনঃ সেই রাজগৃহে ধনপাল হস্তীকে যখন ভগবান দমন করিয়াছিলেন, তখন নব্বই কোটি প্রাণী, পারায়ণ সমাগমে পাষাণ চৈত্যে চৌদ্দকোটি প্রাণী, পুনঃ ইন্দ্রশাল গুহায় অশীতি কোটি দেবতা, পুনঃ বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে প্রথম ধর্মদেশনায় আঠার কোটি মহাব্রহ্মা ও অগণিত দেবগণ, পুনঃ তাবতিংস ভবনে পাণ্ডুকম্বল শিলায় অভিধর্ম দেশনাকালে আশি কোটি দেবতা, দেবোরোহণকালে সাঙ্কাশ্য নগরদ্বারে লোক বিবরণ প্রাতিহার্যে প্রসন্ন ত্রিশ কোটি দেব নরের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। পুনঃ কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে, শাক্যরাজ্যে বুদ্ধবংশ দেশনাকালে ও মহাসময়ে সুত্ত দেশনা সময়ে গণনাতীত দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। পুনঃ সুমনমালাকার

সমাগমে, গরহদিন্ন, আনন্দ শ্রেষ্ঠী, জম্বুক আজীবক, মণ্ডুক দেবপুত্র, মট্টকুণ্ডলি, সুলসা নগরশোভিনী, সিরিমা নগরশোভিনী, পেশকার ধীতা, চুল সুভদ্রা, শাকেত ব্রাহ্মণের শ্মশান দর্শন, সুণাপরন্তক, সক্কপ্রশ্ন, তিরোকুড্ড, রতন সুত্ত সমাগমে এক একটিতে চুরাশী হাজার করিয়া প্রাণিগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। মহারাজ, ভগবান যতদিন জগতে ছিলেন, ততদিন ত্রিবিধ মণ্ডলে, ষোড়শ মহাজনপদে যেই যেই স্থানে ভগবান বাস করিতেন, সেই সেই স্থানে বাহুল্যভাবে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, শত, সহস্র, লক্ষ দেব-মনুষ্যগণ পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহারাজ, তাহারাও গৃহী, প্রব্রজিত নহে। এই প্রকার মহারাজ, অনেক কোটি শত সহস্র দেবতা গৃহী নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভন্তে, গৃহীরা যদি নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারে, এই ধুতাঙ্গ ব্রত সকল পালন করিবার প্রয়োজন কি? আমি মনে করি এই ধুতগুণ কোন কাজে আসে না। যদি ভন্তে, মন্ত্রৌষধ বিনা ব্যাধির উপশম হয়, কেন বমন বিরোচনদ্বারা শরীর দুর্বল করিবে! যদি মুষ্টিযুদ্ধে শত্রু নিগ্রহ করা যায়, অসি-শক্তি-শর-ধনু-কোদণ্ড-লগুড় মুদ্গারের কি প্রয়োজন! যদি গ্রন্থি কুটিল-সুষির-কণ্টকলতা-শাখা যোগে বৃক্ষে আরোহণ করা যায়, দীর্ঘ ও সুদৃঢ় সোপানের কি প্রয়োজন! যদি স্থণ্ডিল শয্যায় ধাতুর সমতা হয়, সুখ-সংস্পর্শ মহতী শ্রীশয্যার প্রয়োজন কি? যদি একাকী সাসঙ্ক-সভয়-বিষম কান্তার উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, যুদ্ধ সজ্জা ও অস্ত্রোপকরণের প্রয়োজন কি? যদি নদী সরোবর বাহুযোগে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে সেতু নৌকার প্রয়োজন কি? যদি নিজ সম্পত্তিদ্বারা আহার্য ও বস্ত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে পর সেবায় প্রিয়ালাপে পূর্ব পশ্চাৎ অনুধাবনে প্রয়োজন কি? যদি অখনিত তড়াগে জল পাওয়া যায়, কূপ-তড়াগ-পুষ্করিণী খননের প্রয়োজন কি? এই প্রকার গৃহীরা যদি নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারে, ধুতাঙ্গ গুণ গ্রহণে প্রয়োজন কি?

মহারাজ, ২৮টি কারণে ধুতাঙ্গগুণ অন্যান্য গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ববুদ্ধগণের প্রিয় ও প্রার্থনীয়। সেই ২৮টি কি? ধুতাঙ্গ পরিশুদ্ধ জীবিকা, সুখফলদায়ক, নির্দোষ, অপরকে দুঃখ দেয় না, অভয়, পীড়া প্রদান করে না, শ্রীবৃদ্ধিশালী, অপরিহানিকর, মায়াহীন, রক্ষাশীল, প্রার্থিত বিষয় প্রদান করে, সর্বসত্ত্ব দমনশীল, সংযমকর, প্রতিরূপ, অনাশ্রিত, বিপ্রমুক্ত, কামরাগ

ক্ষয়কর, দ্বেষক্ষয়কর, মোহক্ষয়কর, মান ত্যাগকর, কুবিতর্ক ছেদনকারী, সংশয় উদ্‌ঘাটনকারী, আলস্য বিনাশকর, উৎকণ্ঠা দূরকারী, ক্ষমাশীল, অতুল, অপ্রমাণ ও সর্ব দুঃখক্ষয়কর। মহারাজ, যাঁহারা ধুতগুণ সম্যকরূপে পালন করেন, তাঁহারা এই ২৮টি গুণে অলঙ্কৃত হন। সেই ২৮টি কি কি? তাঁহাদের আচার বিশুদ্ধ হয়, প্রতিপদা পরিপূর্ণ হয়, কায়-বাক্য সুরক্ষিত হয়, মানসিক আচার সুবিশুদ্ধ হয়, বীর্য সুগৃহীত হয়, ভয় উপশম হয়, আত্মদৃষ্টি দূরীভূত হয়, আঘাত উপরত হয়, মৈত্রী উপস্থিত হয়, আহার পরিজ্ঞাত হয়, সর্বসত্ত্বের গৌরবনীয় হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, জাগ্রতশীল হয়, অনিকেতনশীল হয়, যেখানে নিরাপদ সেখানে বাস করে, পাপনিন্দুক হয়, বিবেকারামে সুরত হয়, সতত অপ্রমত্ত হয়।

মহারাজ, দশ প্রকারের পুদ্গল ধুতাঙ্গ পালনের উপযোগী হয়। সেই ১০ প্রকার কি? শ্রদ্ধাশীল, লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, অমায়াবী, অর্থী, নির্লোভী, শিক্ষাকামী, দৃঢ় বীর্যপরায়ণ, অনিন্দুক ও মৈত্রী বিহারী।

মহারাজ, যেই সমস্ত গৃহী নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ পালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আচার প্রতিপত্তি শোধন করিয়া বর্তমানে গৃহী অবস্থায় নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যেমন মহারাজ, সুদক্ষ ধনুর্ধারী শিষ্যদিগকে প্রথমে উপাসন (বাণনিক্ষেপ) শালায় চাপভেদ, চাপারোহণ গ্রহণ, মুষ্টি প্রতিপীড়ন, অঙ্গুলি বিনামন, পাদস্থাপন, শর গ্রহণ, সন্দহন (সংস্থাপন) আকর্ষণ, সন্ধারণ, লক্ষিত স্থানে ক্ষেপন, তৃণ, পুরুষ, গোময় তৃণপল্বল মৃত্তিকাপুঞ্জ ফলকের প্রতি লক্ষ্য ভেদ করিয়া শিক্ষা করাইয়া রাজার নিকটে শিল্প দেখাইতে আনে, সে রাজাকে ধনুর্বিদ্যায় সন্তুষ্ট করিয়া আজানেয়, রথ, গজ, অশ্ব, ধন, ধান্য, হিরণ্য, সুবর্ণ, দাস, দাসী, ভার্যা শ্রেষ্ঠ গ্রাম লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ যেই সমস্ত গৃহীরা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তাঁহারা সকলে পূর্ব জন্মে ধুতাঙ্গধর ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। তাই আজ গৃহী অবস্থায় নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মহারাজ পূর্ব জন্মে ধুতাঙ্গ সেবন ব্যতীত কেহ একই জন্মে অরহত্ব লাভ করিতে পারে না। উত্তম বীর্য, উত্তম প্রতিপত্তি, তদ্রূপ আচার্য, কল্যাণমিত্র লাভে অরহত্ব ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ শল্য চিকিৎসার্থী আচার্যকে ধন ও সেবা শুশ্রূষাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সস্ত্র গ্রহণ, ছেদন, লেখন (আচরণ), বিদ্ধকরণ, শল্য উদ্ধরণ, ব্রণ ধৌতকরণ, শোষণ,

ভৈষজ্য লেপন, বমন, বিরেচন, পটিবাঁধন কার্যাদি শিক্ষা করিয়া যখন সিদ্ধ হস্ত হয়, তখন রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়, মহারাজ, এই প্রকার গৃহীরা যে নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, তাহা তাঁহাদের পূর্বকৃত ধুতাঙ্গগুণ-প্রভাবে। যাহাদের ধুতগুণ অপরিশুদ্ধ তাহাদের ধর্মাভিসময় হয় না। যেমন জল বিনা বীজ গজায় না, তেমন ধুতগুণ বিশুদ্ধ না হইলে ধর্মাভিসময় হয় না। যাহার কুশল কর্ম নাই ও কল্যানুষ্ঠান নাই, তাহার সুগতি গমন হয় না। তদ্রূপ ধুতগুণ বিশুদ্ধ না হইলে ধর্মাভিসময় হয় না।

মহারাজ, ধুতগুণ বিশুদ্ধিকামী ব্যক্তিদিগকে পৃথিবী তুল্য প্রতিষ্ঠা দান করে, জল তুল্য সমস্ত ক্লেশ-মল ধৌত করে, তেজতুল্য সমস্ত ক্লেশবন দগ্ধ করে, বায়ুতুল্য সমস্ত ক্লেশ-মল-রজঃ প্রবাহিত করে, অগদ তুল্য সর্ব ক্লেশ ব্যাধি উপশম করে, অমৃততুল্য সমস্ত ক্লেশ বিষ বিনাশ করে, ক্ষেত্রতুল্য সমস্ত শ্রামণ্য গুণ শস্য অঙ্কুরিত করে, মনোহর প্রার্থিত ইচ্ছিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি দান করে, মহা নৌকাতুল্য সংসার মহাসমুদ্রের অন্য পারে নিয়া যায়, ভীরু ত্রাণকারী সম জরা-মরণ-ভীত ব্যক্তিদিগকে আশ্বাসিত করে, মাতৃতুল্য ক্লেশ দুঃখ প্রতিপীড়িতদিগকে অনুগৃহীত করে, পিতৃতুল্য কুশল বৃদ্ধিকামীদের সমস্ত শ্রামণ্য গুণ উৎপাদন করে, মিত্রতুল্য সমস্ত শ্রামণ্য গুণ অন্বেষণে অবিসংবাদিত করে, পদ্মতুল্য সমস্ত ক্লেশ মলদ্বারা অনুপলিপ্ত করে, চারি জাতীয় শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ তুল্য ক্লেশ দুর্গন্ধ বিনোদন করে, গিরিরাজ তুল্য অষ্ট লোক ধর্ম বায়ুদ্বারা কম্পিত হয় না, আকাশ তুল্য সর্ব বিষয়ে গ্রহণ বিরহিত, সুবিস্তৃত সুমহৎ প্রতিষ্ঠা প্রদান করে, নদী তুল্য ক্লেশ-মল প্রবাহিত করে, মার্গ প্রদর্শক তুল্য জন্ম-কান্তার ও ক্লেশবন গহন হইতে নিস্তার করিয়া দেয়, মহাসার্থবাহ তুল্য সর্বভয় শূন্য ক্ষেম অভয় বর প্রবর নির্বাণ নগর প্রাপ্ত করায়, সুমার্জিত বিমল আয়না তুল্য সংস্কারসমূহের যথাস্বভাব দর্শন করায়, ফলক তুল্য সমস্ত ক্লেশ, লগুর, শর, শক্তি প্রতিবাহন করে, ছত্র তুল্য ক্লেশ বর্ষণ ত্রিবিধ অগ্নি সন্তাপ প্রতিবাহন করে, চন্দ্র তুল্য স্পৃহনীয় ও প্রার্থনীয়, সূর্য তুল্য মোহ তমঃ তিমির বিনাশ করে, সাগর তুল্য অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ শ্রামণ্য গুণ রত্ন উৎপাদন করে। এই প্রকারে অপরিমিত, অসংখ্য অপ্রমাণভাবে ধুতগুণ ফল দান করিয়া থাকে।

মহারাজ, এই প্রকার ধুতগুণ বিশুদ্ধকামীদের বহু উপকারী। এই ধুতগুণ সর্ব দরথ পরিদাহ অপনোদন, উৎকণ্ঠা দূরীকরণ, ভব ভয় দূর, চিত্তখিল

অপসারণ, পাপমল বিসর্জন, শোক অপনোদন, দুঃখ-কাম-রাগ-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি সমস্ত অকুশল ধর্ম দূরীভূত করে। ধুতাঙ্গ যশাবহ, হিতাবহ, সুখাবহ, নিরাপদকর, প্রীতিকর, যোগক্ষেমকর, নির্দোষজনক, ইষ্ট-সুখ বিপাকমূলক, গুণরাশি, গুণপুঞ্জ, অপরিমিত অপ্রমেয় গুণ প্রদান করে, তাই ধুতাঙ্গ বর, প্রবর ও অগ্র।

যেমন মহারাজ, মনুষ্যেরা দেহের একটি আশ্রয় হেতু খাদ্য ভোজন করে, হিত কারণে ভৈষজ্য সেবন করে, উপকার লাভের ইচ্ছায় মিত্র সেবা করে, উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় নৌকায় উঠে, সুগন্ধ লাভ কারণে মালাগন্ধ ব্যবহার করে, অভয় কারণে ভয় ত্রাণকারীর আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রতিষ্ঠা কারণে পৃথিবীর উপর আত্মনির্ভর করে, শিল্প শিক্ষার জন্য আচার্যের সেবা করে, যশঃ লাভ কারণে রাজ সেবা করে, কামনা পূর্ণ কারণে মণিরত্নের ব্যবহার করে, এই প্রকার শ্রামণ্যগুণপ্রদ বলিয়া আর্যগণ ধুতাঙ্গ সেবা করেন।

যেমন মহারাজ, জল বীজাঙ্কুর গজানের, অগ্নি দাহনের, আহার বল সংগ্রহের, লতা বন্ধনের, অস্ত্র ছেদনের, পানীয় পিপাসা নিবারণের, নিধি আশ্বাস প্রদানের, নৌকা তীর প্রাপ্তির, ভৈষজ্য ব্যাধি উপশমের, যান সুখে যাত্রার, ভয় ত্রাণকারী ভয় বিনোদনের, রাজা রক্ষণাবেক্ষণের, ফলক-দণ্ড-ঢিল-লগুড়-শর-শক্তি প্রতিবাহনের, আচার্য অনুশাসনের, মাতা পোষণের, আয়না দর্শনের, অলঙ্কার শোভনের, বস্ত্র আচ্ছাদনের, সোপান আরোহণের, তূলা নিক্ষেপনের, মন্ত্র পরিজপনের, আয়ুধ শত্রু প্রতিবাহণের, প্রদীপ অন্ধকার বিধ্বংসনের, বায়ু পরিদাহ নির্বাপনের, শিল্প জীবিকা অর্জনের, অগদ জীবন রক্ষণের, আকর রত্ন উৎপাদনের, রত্ন অলঙ্কারের, আদেশ অনতিক্রমণের ও ঐশ্বর্য বাধ্যতা প্রবর্তনের জন্য গৃহীত হয়, এই প্রকার মহারাজ, ধুতগুণ শ্রামণ্য-গুণ-বীজ অঙ্কুরণের কারণে, ক্লেশ-মল দাহন কারণে, ঋদ্ধিবল আহরণ কারণে, স্মৃতি-সংযম নিবন্ধন কারণে, বিমতি বিচিকিৎসা সমুচ্ছেদ কারণে, তৃষ্ণা পিপাসা বিনয়ন কারণে, অভিসময় (মার্গফল) আশ্বাস প্রদান কারণে, চারি ওঘ হইতে নিস্তার কারণে, ক্লেশ-ব্যাধি উপশম কারণে, নির্বাণ সুখ লাভ কারণে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস-ভয় বিনোদন কারণে, শ্রামণ্যগুণ পরিরক্ষণ কারণে, অরতি কুবিতর্ক প্রতিবাহন কারণে,

সকল শ্রামণ্যার্থ অনুশাসন কারণে, সর্ব শ্রামণ্যগুণ পোষণ কারণে, শমথ-বিদর্শন-মার্গ-ফল নির্বাণ দর্শন কারণে, সকল লোক স্তুত স্তোমিত মহতী শোভা বিকাশ কারণে, সমস্ত অপায় আচ্ছাদন কারণে, শ্রামণ্যার্থরূপ শৈল শিখরে অরোহণ কারণে, বক্র-কুটিল বিষম চিত্ত নিক্ষেপ কারণে, সেবনীয় অসেবনীয় ধর্ম সুন্দর মতে সাধ্যায় কারণে, সমস্ত ক্লেশ প্রতিশত্রু তর্জন কারণে, অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংসন কারণে, ত্রিবিধ অগ্নি সন্তাপ পরিদাহ নির্বাপন কারণে, ঋদ্ধি, সূক্ষ্ম, শান্ত, সমাপত্তি নিষ্পাদন কারণে, সকল শ্রামণ্যগুণ পরিরক্ষণ কারণে, বোধ্যঙ্গ শ্রেষ্ঠরত্ন উৎপাদন কারণে, যোগীজনালঙ্কার কারণে, অনবদ্য, নিপুণ, সূক্ষ্ম, শান্তি-সুখ অনতিক্রমণ কারণে, সকল শ্রামণ্য আর্য ধর্মানুবর্তন কারণে, এক একটি ধুতগুণ পালন করিতে হয়। তাই এই ধুতগুণ অতুলনীয়, অপ্রমেয়, অসম, অপ্রতিসম, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিশ্রেষ্ঠ, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, অধিক, আয়ত, পৃথুল, বিসারিত, বিস্তৃত, গুরু, ভারী, ও মহৎ।

মহারাজ, যেই ব্যক্তি পাপীচ্ছু, স্বৈরাচারী, কুহক, লোভী, পেটুক, লাভকামী, যশকামী, কীর্তিকামী, অযুক্ত, অপ্রাপ্ত, অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অপ্রতিরূপ হইয়া ধুতাঙ্গ গ্রহণ করে, সে দ্বিগুণ দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় গুণ ধ্বংস হয়, ইহকালে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, নিন্দা, উপহাস, সংস্রব ত্যাগ, বহিষ্করণ নির্বাসনাদি লাভ করে, পরকালে শতযোজন পরিমাণ অবীচি মহানিরয়ে পতিত হয়, অবীচি নিরয়ে ভীষণ তপ্ত প্রতপ্ত অগ্নিশিখায় অনেক কোটিশত সহস্র বৎসর একবার ঊর্ধ্বে একবার অধেঃ একবার মধ্যে ফেণ তুল্য পরিবর্তিত হইয়া অগ্নি জ্বালায় পরিপক্ক হয়। তৎপর অবীচি হইতে মুক্ত হইলে দেখা যায়, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৃশ-কর্কশ হইয়াছে। পরে আবার শরীর ফুলিয়া উঠে, সুচ প্রমাণ মুখ ছিদ্র হয়, মস্তক গর্ততুল্য হয়, অতিশয় ক্ষুধার্ত, পিপাসিত হয়, চেহারা অতিশয় বিরূপ হয়, কর্ণ-নাসিকা ভগ্ন হয়, উন্মীলিত-নিমীলিত নেত্র হয়, সমস্ত শরীরে ব্রণ হয়, শরীরখানি পক্ক হয়, সমস্ত শরীরখানিতে কৃমি ব্যাপ্ত হয়, বায়ুমুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ তুল্য দেহের ভিতরে বাহিরে জ্বলিতে থাকে। তখন সকরুণ রবে আর্তনাদ করে, নিধ্মাম তৃষ্ণিক মহাশ্রমণ প্রেতরূপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে।

যেমন মহারাজ, কোন অযুক্ত, অপ্রাপ্ত, অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অপ্রতিরূপ, হীন কুজাতি ব্যক্তি যদি ক্ষত্রিয়াভিষেকে অভিষিক্ত হয়, সে হস্ত, পদ, কর্ণ, শিরঃ ছেদনাদি বিবিধ দুঃখ লাভ করিয়া থাকে (অবশিষ্ট দণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কি কারণে? সে সর্ব প্রকারে অনুপযুক্ত হইয়া নিজকে মহৎ ঐশ্বর্যে স্থাপন করিয়াছে। সে ক্ষত্রিয় মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে। এই প্রকার কেহ পাপ ইচ্ছা পোষণ মানসে ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিলে অবীচি নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে নিধ্মাম তৃষ্ণিক মহাশ্রমণ প্রেত হইয়া ভৈরব রবে চীৎকার করিয়া থাকে।

মহারাজ, যে পুরুষ যুক্ত, প্রাপ্ত, উপযুক্ত, যোগ্য, অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, প্রবিবিক্ত, অসংসর্গ, আরদ্ধবীর্য, নির্বাণ গত চিত্ত, অশঠ, অমায়াবী, ঔদরিক নহে, লাভ-যশ-কীর্তিকামী নহে, শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধা প্রব্রজিত, জরা-মরণ হইতে মুক্তিকামী, বুদ্ধ শাসন অবলম্বন করিবার ইচ্ছায় ধুতাঙ্গ গ্রহণ করে, তিনি দ্বিগুণভাবে দেব-মনুষ্যগণের পূজা লাভ করেন। সকলের প্রিয় মনোজ্ঞ হন, তাঁহার আগমন সকলে প্রার্থনা করে। তিনি সুমন-মল্লিকা পুষ্পের ন্যায়ন্নাত ও অনুলিপ্ত, তিনি ক্ষুধার্তের প্রণীত ভোজন, পিপাসিতের শীতল-বিমল-সুরভি পানীয়, বিষপায়ীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ, শীঘ্র গমনকামীর আজানেয়, শ্রেষ্ঠরথ, অর্থকামীর মনোহর মণিরত্ন, অভিষিক্তকামীর পাণ্ডুর বিমল শ্বেতছত্র, ধর্মকামীর অরহত্ব ফলাধিগম অনুত্তর পদতুল্য তাঁহার চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। তিনি শমথ বিদর্শন ভাবনা লাভ করেন। তাঁহার অধিগম প্রতিপত্তি পরিপূর্ণ হয়, চারি শ্রামণ্য ফল, চারি প্রতিসম্ভিদা, ত্রিবিধ বিদ্যা, ষড়াভিজ্ঞ সমস্ত শ্রমণ ধর্ম তাঁহার আয়ত্ত হয়। তিনি বিমুক্তিরূপ পাণ্ডুর-বিমল-শ্বেতছত্রে অভিষিক্ত হন।

যেমন মহারাজ, অভিজাত কুলীন ক্ষত্রিয় রাজার অভিষেক কালে সমস্ত জনপদবাসী সৈন্য সামন্তাদি ৩৮টি রাজ পরিষদ, নট-নর্তকী, মঙ্গলাশীর্বাদকামী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা আগমন করিয়া থাকেন, সেই সর্বজনাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজ সমস্ত রাজ্য অনুশাসন করিয়া সকলের স্বামীপদে বরিত হন, এই প্রকার ধুতাঙ্গধারীও বিমুক্তিরূপ শ্বেতছত্রে অভিষিক্ত হন।

মহারাজ, তের প্রকার ধুতাঙ্গ। এই ধুতগুণ প্রভাবে বিশুদ্ধ ব্যক্তিগণ নির্বাণরূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ ধর্মক্রীড়ায় রত হইয়া থাকেন।

তিনি রূপারূপ অষ্ট সমাপত্তি পরিভোগ করেন, ঋদ্ধিবিধ, দিব্য শ্রোত্র ধাতু, পরচিত্ত বিজানন, পূর্বনিবাস স্মৃতি, দিব্যচক্ষু ও সর্বাসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সেই ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ কি? পাংশুকূলিক, ত্রৈচীবরিক, পিণ্ডপাতিক, সপদানচারিক, একাসনিক, পাত্রপিণ্ডিক, খলুপচ্ছাভক্তিক, আরণ্যিক, বৃক্ষমূলিক, অভ্যবকাশিক, শ্মশানিক, যথাসন্থতিক ও নৈষদ্যিক অঙ্গ। এই ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ পূর্ব জন্মে, আসেবিত, নিসেবিত, আচরিত, পরিচিত, চরিত, উপচরিত, পরিপূরিত হইলে সমস্ত শ্রামণ্যগুণ লাভ করিতে পারে, এমন কি তাঁহার সমস্ত শান্ত-সুখ সমাপত্তি আয়ত্ত হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, সধন নাবিক পট্টনে (নৌঘাটে) শুল্ক প্রদান করিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক বঙ্গ, তক্কোল, চীন, সোবীর, সুরাট, অলসন্দ, কোল-পট্টন ও সুবর্ণ ভূমিতে গমন করে, এমন কি অন্যান্য নৌকারোহণ সদৃশ। এই ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গপূর্ব জন্মে আচরিত হইলে শ্রামণ্যফল লাভ হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, কৃষক প্রথম ক্ষেত্র দোষকার তৃণ-কাষ্ঠ-পাষণ অপনয়ন করিয়া কর্ষণ-বপন করে, তারপর ক্ষেত্রে জল প্রবেশ করাইয়া সুরক্ষিত করে, ধান্য পক্ব হইলে কর্তন-মর্দন করিয়া বহুধান্য প্রাপ্ত হয়, তখন যে কোন অধন-কৃপণ-দরিদ্র-দুর্গতজন তাহার অধীন হয়, এইরূপ পূর্বজন্মে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ পালনে সমস্ত শ্রামণ্য ফল লাভ হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, অভিজাত কুলীন ক্ষত্রিয় ছেদন-ভেদন অনুশাসনদ্বারা জন-সঙ্ঘের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে ও ইচ্ছামত শাসন করে, সমস্ত মহাপৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হয়, এই প্রকার পূর্বজন্মে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ পালনে যাবতীয় ফলের অধিকারী হয়। মহারাজ, আপনি কি জানেন না, বঙ্গন্ত পুত্র উপসেন স্থবির শীলব্রত ধুতগুণ পূর্ণ করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে সঙ্ঘের কথিকা (সংজ্ঞাপনা) গ্রহণ না করিয়া সপরিষদ বিবেক স্থানে বাসকারী নরদমন সারথী ভগবানের নিকট উপস্থিত হওত তাঁহার পাদ বন্দনাপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান সেই সুবিনীত পরিষদ দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে পরিষদের সহিত ব্রহ্মস্বরে আলাপ করত বলিলেন—উপসেন তোমার পরিষদ বড়ই আনন্দ দান করিতেছে, তুমি তোমার পরিষদকে কি প্রকারে বিনীত কর? তিনি সর্বজ্ঞ দশবল দেবাতিদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাভূত নিয়মে ভগবানকে এইরূপ

বলিলেন—ভন্তে, যে কেহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা বা আশ্রয় যাচঞা করে, তাহাকে আমি এইরূপ বলিয়া থাকি—আবুসো, আমি আরণ্যক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রৈচীবরিক। যদি তুমি আমার ন্যায় ধুতাঙ্গাদি রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব ও আশ্রয় দিব। ভন্তে, যদি সে আমার কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, রমিত হয়, তাহাকে প্রব্রজ্যা ও আশ্রয় দিয়া থাকি, যদি সে আমার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারে, তাহাকে প্রব্রজ্যা-আশ্রয় প্রদান করি না। এইরূপেই ভন্তে, আমি পরিষদ পরিচালন করি। এই প্রকার মহারাজ, জিনশাসনে ধুতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ সমাদান, সমস্ত শান্ত-সুখ সমাপত্তি ধুতাঙ্গধারী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যেমন মহারাজ, পদ্ম অভিবৃদ্ধ পরিশুদ্ধ, উদীচ্য জাতি প্রভব, স্নিগ্ধ মৃদু লোভনীয় সুগন্ধ, প্রিয়, প্রার্থিত প্রশংসিত, জল-কর্দম-অননুলিপ্ত, অনুপত্র কেশর কর্ণিকাভিমণ্ডিত, ভ্রমরগণ সেবিত ও শীতল সলিল সংবর্ধিত,এই প্রকার ধুতাঙ্গ পূর্বজন্মে আচরিত হইলে আর্যশ্রাবক ত্রিশটি শ্রেষ্ঠ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন, সেই ত্রিশটি গুণ কি? তাঁহারা স্নিগ্ধ-মৃদু-মর্দব গুণযুক্ত মৈত্রী চিত্তসম্পন্ন হন, হত-নিহত বিহত ক্লেশ হন, হত-নিহত-মান দর্প হন, অচল দৃঢ় নিবিষ্ট নিঃসন্দেহ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, পরিপূর্ণ কোমল প্রহৃষ্ট, বাঞ্ছনীয়, শান্ত-সুখ সমাপত্তি লাভী হন, শীলবর, প্রবর অসম শুচীগন্ধ পরিভাবিত হন, দেব-মনুষ্যদের প্রিয় মনোজ্ঞ হন, ক্ষীণাসব আর্য-বর-পুদ্গল প্রার্থিত ও দেব-মনুষ্যদের বন্দিত পূজিত হন, বুধ-বিবুধ পণ্ডিতজনের স্তুত স্তবিত, স্তোমিত প্রশংসিত হন, ইহপরলোকে অনুপলিপ্ত হন, সামান্য দোষে ভয়দর্শী হন, বিপুলবর সম্পত্তিকামীদের মার্গ-ফলের শ্রেষ্ঠত্ব সাধন করেন, অযাচিত-বিপুল-প্রণীত দ্রব্যাদির ভাগী হন, যথায় তথায় শয়ন স্থান লাভ করেন, শ্রেষ্ঠ ধ্যানতপঃ বিহারী হন, ক্লেশজাল বিজটিত করেন, তাঁহার নীবরণ সঙ্কোচিত ভগ্ন ছিন্ন হয়, ধর্ম অকূপিত হয়। তিনি উত্তম আর্যবাসে রত হন, নির্দোষ ভোগী হন, গতি বিমুক্ত হন, সমস্ত বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বিমুক্তি ধ্যান লাভ হয়, চতুরার্য সত্য ধর্ম দৃষ্ট হয়, তিনি অচল দৃঢ় ভয় ত্যাগী হন, অনুশয় বা ক্ষুদ্র তৃষ্ণাসমূহ সমুচ্ছিন্ন করেন—সর্বাসব ক্ষয় প্রাপ্ত হন, শান্ত-সুখ সমাপত্তি বিহারবহুল হন ও সমস্ত শ্রামণ্যগুণে অলঙ্কৃত হন। ধুতাঙ্গধারী এই ত্রিশটি গুণে পরিশোভিত হইয়া থাকেন।

মহারাজ, আপনি কি জানেন না যে, সারীপুত্ত স্থবির দশ সহস্র লোকমণ্ডলে অগ্রপুরুষ? লোকাচার্য দশবল ব্যতীত কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তিনিও অপরিমিত অসংখ্যকল্পে কুশল মূল সঞ্চয় করিয়াছেন, কুলীন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মনোহর কামরতি এবং অনেক শত সংখ্যক শ্রেষ্ঠধন ত্যাগ করিয়া জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়াছেন, ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গগুণে কায়-বাক্য-চিত্ত দমন করিয়া বর্তমানে অনন্ত গুণসম্পন্ন গৌতম ভগবানের শ্রেষ্ঠ শাসনে ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাই দেবাতিদেব ভগবান একাঙ্গুত্তরে বলিয়াছেন—ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একজনকেও দেখিতেছি না, যে তথাগতের প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকরূপে অনুপ্রবর্তন করিতে পারে, যেমন এই সারীপুত্ত পারিবে। ভিক্ষুগণ, সারীপুত্তই তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তন করিতে সমর্থ।

সাধু ভন্তে নাগসেন, যাহা কিছু নবাঙ্গ বুদ্ধ বচন, যাহা লোকোত্তর ক্রিয়া, যাহা জগতে অধিগম বিপুল শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, সেই সমস্ত ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ গুণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

উপমা কথা প্রশ্ন

ভন্তে, কয়টি গুণে অলঙ্কৃত ভিক্ষু অরহত্ব ফল সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন? মহারাজ, অরহত্ব ফল লাভ করিতে হইলে—গর্দভের ১ গুণ, কুক্কুটের ৫, কাঠ বিড়ালের ১, দীপিনির ১, দীপির ২, কূর্মের ৫, বাঁশের ১, ধনুর ১, কাকের ২, বানরের ২, অলাবুলতার ১, পদ্মের ৩, বীজের ২, শাল কল্যাণীর ১, নৌকার ৩, নঙ্গরের ২, পালদণ্ডের ১, কর্ণধারের ৩, দাঁড়ীর ১, সমুদ্রের ৫, পৃথিবীর ৫, জলের ৫, তেজের ৫, বায়ুর ৫, পর্বতের ৫, আকাশের ৫, চন্দ্রের ৫, সূর্যের ৭, শক্রের ৩, চক্রবর্তীর ৪, উপচীকার ১, বিড়ালের ২, ইঁদুরের ১, বৃশ্চিকের ১, নকুলের ১, জড় শৃগালের ২, মৃগের ৩, গরুর ৪, বরাহের ২, হস্তীর ৫, সিংহের ৭, চক্রবাকের ৩, অস্থিভক্ষকের (দীর্ঘ চঞ্চু পক্ষীর) ২, গৃহ কপোতের ১, পেচকের ২, শতপত্রের ১, বাদুরের ২, জলৌকার ১, সর্পের ৩, অজগরেরর ১, পাস্থ মাকড়শার ১, স্তন্যপায়ী বালকের ১, চিত্রধর কূর্মের ১, পবনের ৫, বৃক্ষের ৩, মেঘের ৫, মণিরত্নের ৩, মৃগয়াকারীর ৪, ধীবরের ২, সূত্রধরের ২, কুম্ভের ১, কলহংসের ২, ছত্রের ৩, ক্ষেত্রের ৩, অগদের ২, ভোজনের ৩,

ধানুকীর ৪, রাজার ৪, দৌবারিকের ২, শিলাফলকের (পাটার) ১, প্রদীপের ২, ময়ূরের ২, তুরঙ্গের ২, শৌণ্ডিকের ২, নগরদ্বারস্থ স্তম্ভের ২, তুলাদণ্ডের ১, খড়ুগের ২, মৎস্যের ২, ঋণগ্রাহীর ১, ব্যাধিতের ২, মৃতের ২, নদীর ২, বৃষভের ১, মার্গের ২, শুল্কগ্রাহীর ১, চোরের ৩, বাজপক্ষীর ১, কুকুরের ১, চিকিৎসকের ৩, গর্ভিণীর ২, চমরীর ১, কীকীর ১, কপোতির ৩, একচক্ষুকের ২, কৃষকের ৩, জম্বু শৃগালীর ১, চঙ্গবারের (মল্লের) ২, দর্বীর ১, ঋণ সম্পাদকের (মহাজনের) ৩, পরীক্ষকের ১, সারথীর ২, ভোজকের ২, তুন্নবায়ের ১, নাবিকের ১, ভ্রমরের ২ অঙ্গ বা গুণ গ্রহণ করা উচিত।

মাতৃকা সমাপ্ত।

****

গর্দভের এক গুণ

ভন্তে, গর্দভের এক গুণ (অঙ্গ) যে গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, সেই এক গুণ কি? মহারাজ, গর্দভ ময়লাস্থানে, চতুষ্কস্থানে, শৃঙ্গাটকে, গ্রামদ্বারে ও তুষরাশিতে বা যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। গর্দভ অধিকক্ষণ শয়ন করে না, এই প্রকার যোগী তৃণ-পত্র বিস্তৃত স্থানে কাষ্ঠমঞ্চে ভূমিতে বা যে কোন স্থানে চর্মখণ্ড পাতিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি বেশীক্ষণ শয়ন করেন না, গর্দভের এই এক গুণ গৃহীতব্য। ভগবান বলিয়াছেন– "ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণ কাষ্ঠখণ্ডকে বালিশরূপে ব্যাবহার করে এবং অপ্রমত্তভাবে দৃঢ় বীর্যের সহিত ধ্যানানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

পদ্মাসনে বসি যোগী যবে করে ধ্যান
জানু তদা কনকন যদিও বা করে,
তথাপি নির্বিঘ্নে ধ্যানে হয় অগ্রসর
নির্বাণ প্রবণ চিত্ত হয় সেই ভিক্ষুর।

কুক্কুটের পাঁচগুণ

ভন্তে কুক্কুটের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ কুক্কুট যথাসময়ে নিদ্রা যায়, এইরূপ যোগী যথাসময়ে চৈত্যাঙ্গণ, সম্মার্জন, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন, শরীর কৃত্য সম্পাদন,স্নান, চৈত্য বন্দনা, বৃদ্ধ ভিক্ষুদের দর্শনার্থ গমন ও যথাসময়ে শূন্যাগারে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহা কুক্কুটের প্রথম গুণ। পুনরায় কুক্কুট যথাসময়ে জাগ্রত হয়। এই প্রকার যোগী যথাসময়ে জাগ্রত হইয়া চৈত্যাঙ্গণ সম্মার্জনাদি কার্য সম্পাদন করত শূন্যাগারে প্রবেশ করেন। ইহা কুক্কুটের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় কুক্কুট পৃথিবী খনন করিয়া আহার গ্রহণ করে, এই প্রকার যোগী প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া আহার গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই আহার দাবা-মত্ততা-মণ্ডন-বিভূষণের জন্য নহে। এই কায় স্থিতির জন্য, কায়-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ও ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহের জন্য। তিনি ভাবেন, আমি পুরাতন বেদনা বিনাশ করিব ও নূতন বেদনা উৎপাদন করিব না, ইহাতে আমার জীবনযাত্রা পবিত্র ও নিরাপদ হইবে, ইহা কুক্কুটের তৃতীয় গুণ। ভগবান বলিয়াছেন—

কান্তারে পুত্রের মাংস, অক্ষ অভ্যঞ্জন যথা
আহার গ্রহণে যোগী মনেতে ভাবেন তথা।

পুনরায় কুক্কুট চক্ষুষ্মান হইলেও রাত্রিতে অন্ধ হয়, এই প্রকার যোগী অন্ধ না হইয়াও অন্ধ তুল্য হইবেন, অরণ্যে, বিচরণ গ্রামে ও পিণ্ডাচরণে রঞ্জনীয়, রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-ধর্মে অন্ধ-বধির-মূক তুল্য হইবেন। নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন না। হাসি হস্ত-পদচিহ্ন প্রভৃতি অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করিবেন না। ইহা কুক্কুটের চতুথ গুণ। তাই মহাকচ্চায়ণ স্থবির বলিয়াছেন :-

চক্ষুষ্মান অন্ধ তুল্য বিহার করিবে
কর্ণ বর্তমানে যেন বধির হইবে;
রসনা থাকিতে হবে মূক তুল্য তথা
দেহে বল আছে বটে দুর্বল সর্বথা।
অন্তিম গমন কাল আসিবে যখন,
নিষ্পাপ সংযত চিত্তে করিবে শয়ন।

পুনরায় কুক্কুট ঢিল-দণ্ড-লগুড়-মুদ্গার দ্বারা তাড়িত হইলেও স্বীয় গৃহ ত্যাগ করে না, এই প্রকার যোগী চীবরকর্ম, নবকর্ম, ব্রত-প্রতিব্রত শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষা দান করিলেও চিত্তের একাগ্রতা ত্যাগ করেন না। যোগীগণের স্বীয় গৃহ অপ্রমত্ত মনোনিবেশ (যোনিসো মনসিকার) ইহা কুক্কুটের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন–"ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুদের স্বকীয় পিতৃগোচর বিষয় কি? একমাত্র চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

পুনরায় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

মাতঙ্গ সুধীর যথা স্বীয় শৌণ্ড না করে মর্দন,
স্বীয় বৃত্তি অনুরূপ ভক্ষ্যাভক্ষ্য জানে অনুক্ষণ।
সেইরূপ বুদ্ধ-পুত্র অল্প মাত্র বুদ্ধের ধরম,
না মর্দিবে যথাজ্ঞানে মানসের নিবেশ উত্তম।

কাঠ বিড়ালের এক গুণ

ভন্তে, কাঠ বিড়ালের এক গুণ কি? মহারাজ, কাঠ বিড়ালের প্রতিশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিলে, সে নঙ্গুষ্টকে নাড়া দিয়া ফুলাইয়া তোলে, সেই নঙ্গুষ্টদ্বারা প্রতিশত্রুকে পরাজিত করে। এই প্রকার যোগীকে ক্লেশ-আক্রমণ করিলে, তিনি স্মৃতি-প্রস্থান নঙ্গুষ্টকে নাড়িয়া ফুলাইয়া তোলেন, সেই স্মৃতি-প্রস্থান, নঙ্গুষ্টদ্বারা সমস্ত ক্লেশকে পরাজিত করেন। কাঠ বিড়ালের এই এক গুণ। তাই চুল পন্থক স্থবির বলিয়াছেন–

শ্রমণের গুণ ধ্বংসী ক্লেশ যবে হয় সমাগত,
স্মৃতির স্থাপন বলে বারে বারে করিবে বিহত।

দীপিনীর এক গুণ

ভন্তে, দীপিনীর এক গুণ কি? মহারাজ, দীপিনী একবার মৈথুনেই গর্ভ গ্রহণ করে, বার বার পুরুষের নিকট গমন করে না। এই প্রকার যোগী ভাবী জন্ম, উৎপত্তি, গর্ভশয্যা, চ্যুতি, ভেদ, ক্ষয়, বিনাশ, সংসার ভয়, দুর্গতি, বিষম, নিষ্পীড়িত স্বভাব দেখিয়া মনে করেন–'পুনর্ভবে আর জন্মগ্রহণ করিব না, চিত্তের একাগ্রতা সাধন একান্ত করণীয়।' ইহাই দীপিনীর এক গুণ। তাই ভগবান সুত্ত নিপাতে ধনিয় গোপাল সুত্তে বলিয়াছেন–

বন্ধন ছেদন করি বৃষভের সম
নাগতুল্য পূতিলতা করিয়া দলন,
না আসিব পুনঃ আমি গর্ভ শয়নেতে,
যদি ইচ্ছা কর মেঘ করহ বর্ষণ।

দীপির দুই গুণ

ভন্তে, দীপির দুই গুণ কি? মহারাজ, দীপি অরণ্যে তৃণ-বন-পর্বত গহন আশ্রয়ে লুকিয়া মৃগদিগকে ধরিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী বিবেক সেবন করিবেন। অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরি গুহা, শ্মশান, বন-পথ, আকাশতল পলাল পুঞ্জ শব্দ-নির্ঘোষহীন, জলবায়ু শূন্য মনুষ্যের শয়ন উপযুক্ত বিবেকানুকূল স্থানে ধ্যান রত হন। সেই বিবেক সেবন ফলে যোগী অচিরেই ষড়াভিজ্ঞায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা দীপির প্রথম গুণ। তাই ধর্ম সংগ্রহকারী স্থবিরগণ বলিয়াছেন–

দীপি যথা লুকি' বনে মৃগ পশু ধরে,
যোগরত বুদ্ধ-পুত্র সেইরূপ বিহরে।
অরণ্যে প্রবেশ করি সেই যোগীবর
দীপি তুল্য ফল লভে উত্তম প্রবর।

পুনরায় মহারাজ, দীপি যে কোন পশু বধ করিয়া বাম পার্শ্বে পতিত হইলে ভক্ষণ করে না। এই প্রকার যোগী বেণু, পত্র, পুষ্প, ফল,ানবস্ত্র, মৃত্তিকা, (সাবান), চুর্ণ, দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জলদানে, চাটুকর কর্ম, সত্য-মিথ্যা-ভাষণ ভৃত্যোচিত কর্ম, সংবাদ আদান প্রদানে, প্রহীন গমনের দ্বারা, প্রতিপিণ্ড দানে, বৈদ্যকর্মে, দূতকর্মে দান অনুপ্রাদানে, বাস্তু বিদ্যায়, নক্ষত্র বিদ্যায়, অন্য যে কোন অঙ্গ বিদ্যায় ও বুদ্ধ গর্হিত মিথ্যা জীবিকা দ্বারা নিষ্পাদিত ভোজন পরিভোগ করেন না। ইহা দীপির দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন–

মম যাচঞা হেতু জাত এ মধু পায়স
যদি ভুঞ্জি হবে মোর জীবিকা গর্হিত।
যদি অন্ত্র ছিঁড়ি মোর বহির্গত হয়,
প্রাণবায়ু যদি মম দেহ ছাড়ি যায়,
তথাপি জীবিকা নাশ না করিব আমি।

কূর্মের পাঁচ গুণ

ভন্তে, কূর্মের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ কূর্ম জলচর, জলেই বাস করে। এই প্রকার যোগী সমস্ত প্রাণী ভূত পুদ্গালের প্রতি করুণাপূর্বক মৈত্রী সহগত বিপুল, মহগত, অপ্রমেয়, অবৈর, অব্যাপাদ চিত্তে সমস্ত জগতকে ব্যাপৃত করিয়া বাস করিবেন। ইহা কূর্মের প্রথম গুণ। পুনরায় কূর্ম জলে ভাসিবার সময় মস্তকটুকু তুলিয়া থাকে। যদি কেহ তাহাকে দেখে, তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায় এবং এইরূপ চিন্তা করিয়া গভীর জলে সে প্রবেশ করে যে–'তাহারা আমাকে পুনঃ দর্শন না করুক।' এই প্রকার যোগী ক্লেশ আক্রমণের আশঙ্কা দেখিলে 'আরম্মণ সরোবরে ডুবিয়া যাইবেন, এমন ভাবিয়া গভীর আরম্মণে ডুবিবেন যে–'আমাকে ক্লেশসমূহ পুনঃ দর্শন না করুক।' ইহা কূর্মের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় কূর্ম জল হইতে উঠিয়া শরীর গরম করে, এই প্রকার যোগী উপবেশন-শয়ন-চংক্রমণ স্থান হইতে চিত্ত বাহির করিয়া বীর্যরূপ তাপে উহাকে উত্তপ্ত করিবেন। ইহা কূর্মের তৃতীয় গুণ। পুনরায় কূর্ম মাটি খণন করিয়া বিবিক্ত স্থানে বাস করিয়া থাকে, এই প্রকার যোগী লাভ-সৎকার-কীর্তি ত্যাগ করিয়া শূন্যে, বিবিক্ত স্থানে, কাননে, বন-পথে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি-গুহায়, শব্দ নির্ঘোষহীন স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ইহা কূর্মের চতুর্থ গুণ। তাই বঙ্গন্ত পুত্র উপসেন স্থবির বলিয়াছেন–

বিবিক্ত নির্ঘোষহীন হিংস্র জন্তু সমাকুল স্থানে,
সেবে যোগী শয্যাসন অহরহ বিবেক কারণে।

পুনরায় কূর্ম বিচরণ কালে যদি কাহাকে দেখে ও শব্দশুনে চারিপদ ও মস্তক স্বীয় কপালে লুকাইয়া শরীর রক্ষা করত নীরবে অবস্থান করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী সর্বত্র রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ দ্বারা আক্রমিত হইলে ছয়দ্বারে সংযমরূপ দরজা উদ্ঘাটন করেন না। সুদৃঢ় চিত্তে সংযমাবলম্বন করিয়া স্মৃতি-সহকারে বাস করিয়া থাকেন এবং সতত শ্রমণধর্ম অনুরক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহা কূর্মের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে কূর্মোপম সূত্রে বলিয়াছেন–

কচ্ছপ কপালে স্বীয় অঙ্গ ঢাকে যথা,
মনের বিতর্কে ভিক্ষু স্থাপি চিত্ত তথা।
অন্যকে না দিয়া পীড়া বিতৃষ্ণ হইবে

পরিনির্বাপিত, কিছু নিন্দা না করিবে।

বাঁশের এক গুণ

ভন্তে, বাঁশের এক গুণ কি? মহারাজ, বাঁশ বায়ুর অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়ে, অন্যদিকে যাইতে পারে না, এই প্রকার যোগী বুদ্ধ-ভাষিত নবাঙ্গ শাস্তা শাসনের দিকে ঝুঁকিয়া সুযোগ্য নির্দোষে বিষয়ে অবস্থিত হন ও শ্রমণ ধর্মকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহা বাঁশের এক গুণ। তাই রাহুল স্থবির বলিয়াছেন–

শাস্তার নবাঙ্গ বচনে সদা হইয়াছি নত আমি,
অনুরূপে আর নির্দোষ থাকিয়া অপায়ের পারগামী।

ধনুর এক গুণ

ভন্তে, ধনুর এক গুণ কি? মহারাজ, যেই ধনু সুন্দররূপে তক্ষণ করা হইয়াছে, সমপরিমিত, সেই ধনু মূল হইতে অগ্র পর্যন্ত সমানভাবে অনুনমিত হয়, শক্ত হইয়া থাকে না, এই প্রকার যোগী-স্থবির-নবীন-মধ্যমপুদ্গলের প্রতি অনুনমিত হইবেন, তাঁহাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিবেন না। ধনুর এই এক গুণ। তাই ভগবান বিধুর পুন্নক জাতকে বলিয়াছেন–

চাপ তুল্য নম্র হবে ধীর, বংশ তুল্য অনুকূলে যাবে,
প্রতিকূলে যাবে না কখন নৃপ কাছে সেইভাবে রবে।

বায়সের দুই গুণ

ভন্তে, বায়সের দুইগুণ কি? মহারাজ, বায়স সশঙ্কিতযুক্ত-প্রযুক্তভাবে বিচরণ করে, এই প্রকার যোগী সশঙ্কিত ব্যস্ত-সমেস্তভাবে স্মৃতিসহকারে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিচরণ করিবেন। ইহা বায়সের প্রথম গুণ। পুনরায় বায়স যে কোন ভোজন দেখিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত বিভাগ করিয়া ভোজন করে, এই প্রকার যোগী ধর্মলব্ধ দ্রব্য, এমন কি পাত্রস্থিত যে কোন দ্রব্য শীলবান সব্রহ্মচারীদের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেন। বায়সের এই দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন–

যথালব্ধ বস্তু দিলে তপস্বী সুজন

বিভাগ করিয়া সবে করিনু ভোজন।

বানরের দুই গুণ

ভন্তে, বানরের দুই গুণ কি? মহারাজ, বানর এমন স্থানে বাস করে যে–যে গাছটি মহৎ, যে স্থান প্রবিবিক্ত, শাখা-পল্লব-পরিপূর্ণ, অথচ ভয় শূন্য, এই প্রকার যোগী লজ্জী, প্রিয়শীল, শীলবান, কল্যাণধার্মিক, বহুশ্রুত, ধর্মধর, প্রিয় গুরুভাবনীয়, বক্তা, বাক্যপটু, উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, ধর্মদ্রষ্টা, ধর্মার্থগ্রাহী, উৎসাহ দাতা, ধর্মরত্ন বর্ষণকারী এইরূপ কল্যাণমিত্র আচার্যকে আশ্রয় করিয়া বাস করিবেন। ইহা বানরের প্রথম গুণ। পুনরায় বানর বৃক্ষেই বিচরণ করে, অবস্থান করে, উপবেশন করে, যদি মিদ্ধ আক্রমণ করে, তথায়ই রাত্রি বাস করে। এই প্রকার যোগীর বনাভিমুখে থাকা উচিত, বনেই অবস্থান চংক্রমণ-উপবেশন করা ও নিদ্রা যাওয়া উচিত। বনেই স্মৃতি-প্রস্থান ভাবনা করা বিধেয়। ইহা বানরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন–

চংক্রমণে শয়নেতে উপবিষ্ট হয়ে কিংবা স্থিত,
বনে শোভা পায় ভিক্ষু তাই বন হয় প্রশংসিত।

প্রথম বর্গ।

অলাবুলতার এক গুণ

ভন্তে, অলাবুলতার একগুণ কি? মহারাজ, অলাবুলতা তৃণে, কাষ্ঠে বা লতায় শৌণ্ডদ্বারা অবলম্বন করিয়া তদুপরি বর্ধিত হয়। এই প্রকার যোগী অরহত্বে বর্ধিত হইবার ইচ্ছায় মনের দ্বারা 'আরম্মণকে' আশ্রয় করিয়া অরহত্ব ফল লাভে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন। ইহাই অলাবুলতার এক গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন–

তৃণ-কাষ্ঠ লতা মাঝে অলাবু বল্লরী
শৌণ্ডযোগে অবলম্বি' তাদের উপর,
যেমন বর্ধিত হয়; তথা বুদ্ধ-পুত্র
অরহত্ব ফলকামী, করিয়া আশ্রয়
'আরম্মণ', অরহত্ব ফল লাভ তরে,
শ্রী-বর্ধিত হয়ে থাকে 'অশেখ ফলেতে'।

পদ্মের তিন গুণ

ভন্তে, পদ্মের তিন গুণ কি? মহারাজ, পদ্ম জলে জাত, জলে বর্ধিত অথচ জলদ্বারা অনুপলিপ্ত। এই প্রকার যোগী কুল-গণ-লাভ-যশঃ-সৎকার-সম্মান-পরিভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত হইবেন না। ইহা পদ্মের প্রথম গুণ। পুনরায় পদ্ম জলকে অতিক্রম করিয়া উপরে অবস্থিত হয়, এই প্রকার যোগী সর্ব লোককে অভিভব করিয়া উপরে উঠিবেন ও লোকোত্তর ধর্মে অবস্থিত হইবেন। ইহা পদ্মের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় পদ্ম অল্পমাত্র বাতাসে চালিত হইয়া থাকে, এই প্রকার যোগীর অল্পমাত্র ক্লেশেও সংযম করণীয় ও ভয়দর্শী হইয়া বাস করা উচিত। ইহা পদ্মের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"অল্পমাত্র দোষে ভয়দর্শী হইবে ও শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনে যত্নপর হইবে।"

বীজের দুই গুণ

ভন্তে, বীজের দুই গুণ কি? মহারাজ, অল্পমাত্র বীজ উত্তম ক্ষেত্রে বপিত হইলে সুবৃষ্টিও যদি হয়, বহুফল দিয়া থাকে। এই প্রকার যোগীর যথা সম্পাদিত শীল যাহাতে সমস্ত শ্রামণ্য ফল প্রদান করে, এইভাবে সম্যকরূপে ব্রতাদি শীল পালন করা উচিত। ইহা বীজের প্রথম গুণ। পুনরায় বীজ সুপরিশোধিত ক্ষেত্রে রোপিত হইলে শীঘ্র গজাইয়া উঠে, এই প্রকার যোগীর মানস সুপরিগৃহীত হইলে ও শূন্যাগারে পরিশোভিত হইলে শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রস্থান ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া গজাইয়া উঠে, ইহা বীজের দ্বিতীয় গুণ। তাই অনুরুদ্ধ স্থবির বলিয়াছেন—

> পরিশুদ্ধ ক্ষেত্রে বীজ হ'লে প্রতিষ্ঠিত,
> সুবিপুল ফল হয় কৃষক নন্দিত,
> তথা যোগী চিত্ত হ'লে শুদ্ধ শূন্যাগারে,
> স্মৃতি ক্ষেত্রে গজাইয়া শীঘ্র উঠে বেড়ে।

শাল কল্যাণীর এক গুণ

ভন্তে, শাল কল্যাণীর এক গুণ কি? মহারাজ, শালকল্যাণী শতহস্ত বা ততোধিক হইলেও পৃথিবীর মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, এই প্রকার যোগী চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা, ছয় অভিজ্ঞা ও সমস্ত শ্রামণ্য ধর্ম

শূন্যাগারেই পরিপূর্ণ করিবেন। শালকল্যাণীর এই এক গুণ। তাই রাহুল স্থবির বলিয়াছেন–

শালকল্যাণী পাদপ ধরণীতে জাত
শত হস্ত বৃদ্ধি পায় পৃথিবী মাঝারে,
যথাকালে সেই বৃক্ষ পরিপক্ব হয়ে,
শত হস্ত বেড়ে উঠে–দিবসের মাঝে।
সেইরূপ মহাবীর শাল বৃক্ষ সম,
করিনু শ্রীবৃদ্ধি লাভ আমি ধর্ম মতে
শূন্যাগার অভ্যন্তরে করি মহাধ্যান।

নৌকার তিন গুণ

ভন্তে, নৌকার তিন গুণ কি? মহারাজ, বহুদারু সমবায়ে নির্মিত নৌকা বহুজনকে পার করিয়া দেয়, এই প্রকার যোগী আচার-শীল গুণ, ব্রত-প্রতিব্রত বহু ধর্ম সমবায়ে সদেব লোককে পার করিয়া দিবেন। ইহা নৌকার প্রথম গুণ। পুনরায় নৌকা বহু তরঙ্গবেগ সহ্য করিয়া থাকে, এই প্রকার যোগী বহু ক্লেশ তরঙ্গস্বরূপ–লাভ, সৎকার, যশ, কীর্তি, পূজা, বন্দনা, পরকুলের নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ, সম্মান, অপমান বহুবিধ দোষ ঊর্মিবেগ সহ্য করিবেন। ইহা নৌকার দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় নৌকা অপরিমিত গম্ভীর, মহানির্ঘোষজনক, তিমি তিমিঙ্গল মকর মৎস্য সঞ্চরিত মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী ত্রিপরিবর্ত (চারি আর্য সত্যে সত্য-কৃত্য-কৃত-জ্ঞান) দ্বাদশাকার, চারি সত্যাভিসময় 'প্রতিবেধ' রূপ মানস সমুদ্রে সঞ্চরণ করিবেন। ইহা নৌকার তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে সচ্চ সংযুত্তে বলিয়াছেন :- "ভিক্ষুগণ, তোমরা বিতর্কবলে ইহা দুঃখ বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে, ইহা দুঃখ সমুদয় বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে, ইহা দুঃখ নিরোধ বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে, ইহা দুঃখ নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে।"

নঙ্গরের দুই গুণ

ভন্তে, নঙ্গরের দুই গুণ কি? মহারাজ, নঙ্গর বহু তরঙ্গমালাকুল বিক্ষোভিত সলিল তলে মহাসমুদ্রের মধ্যে তরণীকে ধারণ করে, দিক বিদিকে গমন করিতে দেয় না, সেইরূপ যোগী কামরাগ-দ্বেষ-মোহ-তরঙ্গজালে মহা বিতর্ক প্রহারে চিত্তকে স্থাপন করিবেন, দিক বিদিক গমন করিতে দিবেন না। ইহা নঙ্গরের প্রথম গুণ। পুনরায় নঙ্গর প্লবমান থাকে না। শত হস্ত পরিমিত জলেও নিমগ্ন থাকিয়া নৌকাকে স্থান চ্যুত হইতে দেয় না, এই প্রকার যোগী লাভ-সৎকার, বন্দনা, পূজা, সম্মান, লাভ, যশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইলেও স্ফীত হইয়া উঠিবেন না, মাত্র শরীর রক্ষণোপযোগী বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিবেন, ইহা নঙ্গরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন—

সমুদ্রে নঙ্গর যথা নাহি ভাসে, রহে নিমজ্জিয়ে,
লাভ ও সৎকারে তথা না ভাসিয়া রহিবে ডুবিয়ে।

পালদণ্ডের এক গুণ

ভন্তে, পালদণ্ডের এক গুণ কি? যেমন মহারাজ, নৌকার পালদণ্ড রজ্জু* বধ্র ও বস্ত্র বা পাল ধারণ করে, তেমন যোগী স্মৃতিসহকারে গমনাগমনে, সম্মুখ দর্শনে, পশ্চাদ্দর্শনে, সঙ্কোচনে-প্রসারণে, সজ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণে, আহার্য-পানীয় খাদ-স্বাদনীয় বস্তু গ্রহণে, পায়খানা-প্রস্রাব কর্মে, গমনে-দাঁড়ানে-উপবেশনে, নিদ্রাকালে, জাগ্রতকালে, বাক্যব্যয়ে, তুষ্ণীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। ইহা পালদণ্ডের এক গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :- "ভিক্ষুগণ, তোমরা স্মৃতি ও জ্ঞানসহকারে বাস করিবে, ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

কর্ণধারের তিন গুণ

ভন্তে, কর্ণধারের তিন গুণ কি? মহারাজ, কর্ণধার দিবারাত্রি অপ্রমত্ত ও সংযত থাকিয়া সাবধানে নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী

* চামড়ার দড়ি।

চিত্তকে দিবারাত্রি অপ্রমত্তভাবে ও স্মৃতিসহকারে পরিচালন করিবেন। ইহা কর্ণধারের প্রথম গুণ। তাই ভগবান ধর্মপদ গ্রন্থে উপদেশ দিয়াছেন :-

হও অপ্রমাদ-পরায়ণ, চিত্ত রক্ষা কর অনুক্ষণ,
পাপ হতে রক্ষ আপনারে পঙ্কলগ্ন হস্তীর মতন।

মহারাজ, পুনরায় কর্ণধার যেমন সমুদ্রের ভাল-মন্দ-অবস্থা জানিয়া থাকে, তেমন যোগী কুশলাকুশল, সদোষ-নির্দোষ, হীন-শ্রেষ্ঠ, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জানিয়া রাখিবেন। ইহা কর্ণধারের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় কর্ণধার এমন একটি নিষেধ পত্র দেয় 'কেহ এই যন্ত্র স্পর্শ করিও না।' এইরূপ যোগী চিত্তে এমন সংযমরূপ নিষেধ পত্র দিবেন 'কোন অকুশল বিতর্কে চিত্তকে বিতর্কিত করিও না।' ইহা কর্ণধারের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে উপদেশ দিয়াছেন :- "ভিক্ষুগণ, পাপ ও অকুশল বিতর্কে চিত্তকে বিতর্কিত করিও না। যথা–কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্ক।"

দাঁড়ীর এক গুণ

ভন্তে, নাবিক ভৃত্যের বা দাঁড়ীর এক গুণ কি? মহারাজ, দাঁড়ী এইরূপ চিন্তা করে যে–'আমি এই নৌকায় চাকরী করিতেছি এবং বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া বেতন পাইতেছি, ইহাতে আমার প্রমাদিত হওয়া উচিত নহে, খুব সাবধানে আমাকে নৌকার দাঁড় টানিতে হইবে।' এইরূপ যোগী চিন্তা করিবেন যে, "আমি এই চারি মহাভূতবিশিষ্ট কায়াকে সংমর্শনপূর্বক সতত সংযমসহকারে অপ্রমত্ত, জাগ্রতাস্মৃতি, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত হইয়া জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হইতে পরিমুক্ত হইব। অপ্রমত্ত থাকাই আমার কর্তব্য।" ইহা দাঁড়ীর এক গুণ। তাই সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন–

কায় কর সংমর্শন পুনঃপুন কর পরিজ্ঞান,
কায়ার স্বভাব হেরি সর্ব দুঃখ কর অবসান।

সমুদ্রের পাঁচ গুণ

ভন্তে, সমুদ্রের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, মহাসমুদ্র মৃত বস্তুর সঙ্গে বাস করে না, সেইরূপ যোগী কামরাগ দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি-ম্রক্ষ-পলাশ-ঈর্ষা-

মাৎসর্য-মায়া-শঠতা-কুটিলতা, বিষম দুশ্চরিত ও ক্লেশ-মলের সহিত বাস করিবেন না। ইহা সমুদ্রের প্রথম গুণ। পুনরায় সমুদ্র মুক্তা-মণি-বৈদুর্য-শঙ্খ-শিলা-প্রবাল-স্ফটিক মণি বিবিধ রত্ননিচয় ধারণপূর্বক ঢাকিয়া রাখে, বাহিরে বিকীর্ণ করে না, এই প্রকার যোগী মার্গ-ফল-ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি-বিদর্শন-অভিজ্ঞাদি বিবিধ গুণরত্ন লাভ করিয়া আবৃত করিয়া রাখেন, বাহির করেন না। ইহা সমুদ্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সমদ্র মহাভূতের সহিত বাস করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী অল্পেচ্ছু-সন্তুষ্ট-ধুতবাদী-সংলঘুবৃত্তি-আচারশীলী, লজ্জী-প্রিয়শীল, গুরু ভাবিতপুদ্গল, বক্তা-বাক্যপটু-সত্যভাষী-পাপনিন্দুক, উপদেষ্টা-অনুশাসক, বিজ্ঞাপক, ধর্মদ্রষ্টা, ধর্মগ্রাহী, উৎসাহদাতা, ধর্মরত্ন বর্ষণকারী, কল্যাণমিত্র সব্রহ্মচারীকে আশ্রয় করিয়া বাস করিবেন। ইহা সমুদ্রের তৃতীয় গুণ। পুনরায় সমুদ্র নব সলিল সম্পূর্ণ গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতি শত সহস্র নদীর জল ও অন্তরীক্ষের সলিল ধারায় পূর্ণতা লাভ করিলেও স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রম করে না। এই প্রকার যোগী লাভ-সৎকার-কীর্তি-বন্দন-মানন-পূজাদি লাভের জন্য জীবন ধ্বংস হইলেও শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করিবেন না। ইহা সমুদ্রের চতুর্থ গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

"যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্র স্থিরপ্রকৃতি বেলাভূমি অতিক্রম করে না, এই প্রকার পহারাদ, আমি শ্রাবকদের যেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছি, তাহা আমার শ্রাবকগণ জীবন ধ্বংস হইলেও অতিক্রম করে না।"

পুনরায় সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতির জল ও অন্তরীক্ষের জলদ্বারা পূর্ণ হয় না, এই প্রকার যোগী পালি আবৃত্তি, অর্থ জিজ্ঞাসা, শ্রবণ-ধারণ-বিনিশ্চয়, অভিধর্ম-বিনয়-সুত্তন্ত বিগ্রহ পদনিক্ষেপ, পদসন্ধি, পদবিভক্তি, নবাঙ্গ জিনশাসন শ্রবণ করিলেও পূর্ণতা লাভ করেন না। ইহা সমুদ্রের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সুতসোম জাতকে বলিয়াছেন—

অগ্নি যথা তৃণ কাষ্ঠ করিয়া দাহন
তৃপ্তি কভু নাহি পায়। তথা, নদীজলে
সাগর হয় না পূর্ণ ওহে রাজবর,
সেরূপ ধরম শুনি পণ্ডিত সকল
তৃপ্ত হতে নাহি পারে, সুবাক্য শুনিয়া।

<u>দ্বিতীয় বর্গ।</u>

পৃথিবীর পাঁচ গুণ

ভন্তে, পৃথিবীর (মৃত্তিকার) পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, পৃথিবীতে ইষ্টানিষ্ট কর্পূর-অগুরু-তগর-চন্দন-কুম্‌কুম প্রভৃতি বিকীর্ণ করিলেও পিত্ত-শ্লেষ্মা-পূষ-রক্ত-স্বেদ-মেদ-থুথু-শিখনি-লসিক-মূত্র-বিষ্টা ত্যাগ করিলেও এক অবস্থাই থাকে, এই প্রকার যোগী ইষ্টানিষ্ট লাভালাভে-যশাযশে-নিন্দা, প্রশংসায়, সুখ-দুঃখে সর্বত্র এক অবস্থাতেই থাকিবেন। ইহা পৃথিবীর প্রথম গুণ। পুনরায় পৃথিবীকে মণ্ডন বিভূষণ করিলেও তাহা চলিয়া যায়, স্বীয় গন্ধেই পরিভাবিত হয়, এই প্রকার যোগী বিভূষণ ত্যাগ করিয়া স্বীয় শীলগন্ধে পরিভাবিত হইয়া থাকেন। ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় পৃথিবী নিরন্তর ছিদ্রহীন, গর্তহীন, গভীর, ঘন ও বিস্তীর্ণ, এই প্রকার যোগী নিরন্তর অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নিরেট, গভীর, ঘন, বিস্তীর্ণ শীলে থাকিবেন। ইহা পৃথিবীর তৃতীয় গুণ। পুনরায় পৃথিবী গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ-বৃক্ষ-পর্বত-নদী-তড়াগ-পুষ্করিণী-মৃগপক্ষী-নর-নারীগণ ধারণ করিলেও ক্লান্ত হয় না। এই প্রকার যোগী উপদেশ কালে, অনুশাসন কালে, বিজ্ঞাপন কালে, ধর্ম দর্শন কালে, ধর্ম গ্রহণ কালে, সমুৎসাহিত কালে, ধর্মরত্ন বর্ষণ কালে, ধর্ম দেশনা কালে ক্লান্ত হইবেন না, ইহা পৃথিবীর চতুর্থ গুণ। পুনরায় পৃথিবী অনুনয় প্রতিঘ বিমুক্ত, এই প্রকার যোগী অনুনয় প্রতিঘ বিমুক্ত হইয়া পৃথিবী সম চিত্তে বাস করিবেন। ইহা পৃথিবীর পঞ্চম গুণ। তাই উপাসিকা চুল সুভদ্রা শ্রামণ্য গুণ পরিকীর্তন সময়ে নিজে বলিয়াছিলেন :-

ক্রোধভরে একহস্তে বাসি লয়ে করিলে তক্ষণ,
হৃষ্টচিত্তে অন্য হস্তে সুগন্ধ করিলে বিলেপন,
অমুকের প্রতি ক্রোধ, রাগ নাহি অমুকের প্রতি,
পৃথিবীর সম চিত্ত হেন মম ভিক্ষুগণ মতি।

জলের পঞ্চ গুণ

ভন্তে, জলের পঞ্চগুণ কি? মহারাজ, জল সুসংস্থিত, অকম্পিত, অলুলিত স্বভাব ও পরিশুদ্ধ, এই প্রকার যোগী কুহন, লপন, নিমিত্ত, নিষ্পেষিকতা অপনীত করিয়া সুসংস্থিত, অকম্পিত, অলুলিত স্বভাব ও পরিশুদ্ধ আচারসম্পন্ন হইবেন। ইহা জলের প্রথম গুণ। পুনরায় জল শীতল

স্বভাব ও সংস্থিত, এই প্রকার যোগী সমস্ত সত্ত্বের প্রতি মৈত্রী-দয়া-সম্পন্ন হিতৈষী ও অনুকম্পাশীল হইবেন। ইহা জলের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় জল অশুচীকে শুচী করে, এই প্রকার যোগী গ্রামে, অরণ্যে, আচার্য উপাধ্যায়ের প্রতি, আচার্য স্থানীয় ব্যক্তির প্রতি সর্বত্র অধিকরণ করিবেন না ও বিবাদের সুযোগ চাহিবেন না। ইহা জলের তৃতীয় গুণ। পুনরায় জল বহুজনের প্রার্থিত, এই প্রকার যোগী অল্পেচ্ছাসম্পন্ন, সন্তুষ্ট, বিবিক্ত, বিবেক বাস গুণে সতত সর্বলোক প্রার্থিত থাকিবেন। ইহা জলের চতুর্থ গুণ। পুনরায় জল কাহারও অহিত সম্পাদন করে না, এই প্রকার যোগী অপরের সহিত কলহ বিগ্রহ বিবাদ করিবেন না। ধ্যান শূন্য অবস্থায় থাকিবেন না, অরতি উৎপাদন করিবেন না, কায়-বাক্য-চিত্তে পাপানুষ্ঠান অকরণীয় মনে করিবেন। ইহা জলের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান কণ্‌হজাতকে বলিয়াছেন–

বর যদি দিবে শক্র ওহে সর্ব ভূতের ঈশ্বর,
মন বা শরীর যেন মম হেতু কাহারো কখন,
উপহত নাহি হয়, শক্র মোরে দেও এই বর।

তেজের পঞ্চ গুণ

ভন্তে, তেজের (অগ্নির) পঞ্চগুণ কি? মহারাজ, তেজ তৃণ-কাষ্ঠ-শাখা পত্র দহন করে, এইরূপ যোগী বাহ্যাভ্যন্তরে ক্লেশ, ইষ্টানিষ্ট আরম্মণ অনুভূতি প্রভৃতি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবেন। ইহা তেজের প্রথম গুণ। পুনরায় তেজ নির্দয় অকারুণিক, এইরূপ যোগী সমস্ত ক্লেশের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবেন না। ইহা তেজের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় তেজ শীত বিধ্বংস করে, এইরূপ যোগী বীর্য-সন্তাপ-তেজ উৎপাদন করিয়া ক্লেশসমূহ বিধ্বংস করিবেন। ইহা তেজের তৃতীয় গুণ। পুনরায় তেজ অনুনয় প্রতিঘ বিমুক্ত ও উষ্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী অনুনয় প্রতিঘ বিমুক্ত ও তেজ তুল্য চিত্তে বাস করিবেন। ইহা তেজের চতুর্থ গুণ। পুনরায় তেজ অন্ধকার বিধ্বংস করে ও আলোক প্রদর্শন করে; এইরূপ যোগী অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংস করিয়া জ্ঞানালোক প্রদর্শন করিবেন। ইহা তেজের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান স্বীয় পুত্র রাহুলকে উপদেশ দিয়াছিলেন–"রাহুল, তেজ সম ভাবনা উৎপাদন কর, রাহুল তেজ সম ভাবিত হইলে অনুৎপন্ন

অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন অকুশল ধর্ম চিত্তকে অবলম্বন করিয়া থাকে না।

বায়ুর পঞ্চ গুণ

ভন্তে, বায়ুর পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, বায়ু, যেমন সুপুষ্পিত বন গহনে প্রবাহিত হইয়া থাকে, এইরূপ যোগী বিমুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ কুসুম-পুষ্পিত 'আরম্মণ' বন মধ্যে রমিত হইবেন। ইহা বায়ুর প্রথম গুণ। পুনরায় বায়ু ধরণী স্থিত পাদপগণকে মথিত করে, এইরূপ যোগী বনান্তরে গমন করিয়া সংস্কারসমূহ পরীক্ষা করিয়া লইবেন ও ক্লেশ সকল মন্থন করিবেন। ইহা বায়ুর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বায়ু আকাশে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী লোকোত্তর ধর্মে স্বীয় মানস সঞ্চালন করিবেন। ইহা বায়ুর তৃতীয় গুণ। পনুরায় বায়ু গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী স্বীয় শীল সৌরভ অনুভব করিবেন। ইহা বায়ুর চতুর্থ গুণ। পুনরায় বায়ুর কোন আশ্রয় নাই, ঘর নাই, এইরূপ যোগী আশ্রয় শূন্য, গৃহহীন, মিত্রবিহীন সর্বত্র বিমুক্ত অবস্থায় থাকিবেন। ইহা বায়ুর পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সুত্ত নিপাতে বলিয়াছেন–

মিত্রতা হইতে ভয় গৃহাশ্রয়ে রজঃ জাত হয়,
মিত্র, গৃহ শূন্য যিনি মুনি নামে তাঁরি পরিচয়।

পর্বতের পঞ্চ গুণ

ভন্তে, পর্বতের পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, যেমন পর্বত অচল অকম্পিত, এদিক ওদিক আন্দোলিত হয় না, তেমন যোগী সম্মানে-অপমানে, সৎকারে-অসৎকারে, গৌরবকর-অগৌবরকর বিষয়ে, যশে-অযশে, নিন্দায়-প্রশংসায়, সুখে-দুঃখে, ইষ্টে-অনিষ্টে সর্বত্র রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-ধর্মে কম্পিত হইবেন না। রমণীয় বিষয়ে রমিত হইবেন না। দূষণীয় বিষয়ে দূষিত হইবেন না। মোহনীয় বিষয়ে মোহিত হইবেন না। কম্পনীয় বিষয়ে কম্পিত হইবেন না। পর্বতের ন্যায় অচলভাবে থাকিবেন। ইহা পর্বতের প্রথম গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন–

একবদ্ধ শৈল যথা বায়ুবেগে হয় না কম্পিত,
তথা নিন্দা প্রশংসাতে সুপণ্ডিত নহে বিচলিত।

পুনরায় পর্বত শক্ত কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না; এইরূপ যোগী পাপ বিষয়ে শক্ত ও অসংশ্লিষ্টভাবে থাকিবেন। কাহারও সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে। ইহা পর্বতের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন–

গৃহস্থ সহিত যেবা সংসর্গ না করে,
অনাগারে সদা বাস যেই জন করে।
গৃহ শূন্য ইচ্ছাহীন ধার্মিক সুজন,
তাহাকেই বলি আমি নিশ্চয় ব্রাহ্মণ।

পুনরায় পর্বতে যেমন বীজ গজায় না, এইরূপ যোগী স্বীয় মানসে ক্লেশকে অঙ্কুরিত করিবেন না। ইহা পর্বতের তৃতীয় গুণ। তাই সুভূতি স্থবির বলিয়াছেন :-

যদা কামরাগ চিত্তে উপজে আমার,
একাকী সজ্ঞানে দমি আমি অনিবার।
রমণীয় বস্তু হেরি হইলে রমিত,
দূষণীয় বিষয়েতে হইলে দূষিত;
মোহনীয় নিমিত্তেতে হ'লে মুহ্যমান,
এখনি এবন হ'তে করহ প্রস্থান।
বিশুদ্ধ মহর্ষিগণ আছেন এই বনে,
বিশুদ্ধি করোনা নাশ যাও এইক্ষণে।

পনুরায় পর্বত অত্যুচ্চ, এইরূপ যোগী জ্ঞানবলে উচ্চতা লাভ করিবেন। ইহা পর্বতের চতুর্থ গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-

অপ্রমাদ বলে যেই পণ্ডিত সুজন,
প্রমত্ততা করে দূর যত্নে সর্বক্ষণ;
প্রজ্ঞার প্রাসাদে উঠি অশোক সুধীর
শোকার্ত প্রজাকে হেরে সেই ধর্মবীর।
পর্বত হইতে যথা ভূমিবাসী হেরে,
সেইরূপ অজ্ঞজনে নিরীক্ষণ করে।

পুনরায় পর্বত যেমন অনুন্নত ও অনবনত, তেমন যোগী চিত্তকে উচ্চ-নীচ করিবেন না। ইহা পর্বতের পঞ্চম গুণ। তাই উপাসিকা চুলসুভদ্রা স্বকীয় শ্রমণের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন :-

লাভেতে উন্নত লোক, অলাভেতে হয় অবনত,
লাভালাভে একরূপ থাকে মম শ্রমণ সতত।

আকাশের পঞ্চ গুণ

ভন্তে, আকাশের পঞ্চগুণ কি? মহারাজ, আকাশ সর্বদা কিছুই গ্রহণ করে না, এইরূপ যোগী সর্বদা ক্লেশদায়ক কিছুই গ্রহণ করিবেন না। ইহা আকাশের প্রথম গুণ। পুনরায় আকাশ ঋষি-তাপস-ভূত-দ্বিজগণের সঞ্চরণ স্থান, এইরূপ যোগী সংস্কারসমূহে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ভাবনায় চিত্ত নিয়োগ করিবেন। ইহা আকাশের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় আকাশ সন্ত্রাসনীয়, এইরূপ যোগী সমস্ত ভবপ্রতিসন্ধিসমূহে মানস উদ্বিগ্ন করিবেন, ভবরসে আস্বাদ গ্রহণ করিবেন না, ইহা আকাশের তৃতীয় গুণ। পুনরায় আকাশ অনন্ত, অপ্রমাণ, এইরূপ যোগী অনন্ত শীলে, অপরিমিত জ্ঞানে উন্নত হইবেন। ইহা আকাশের চতুর্থ গুণ। পুনরায় আকাশ কিছুর সঙ্গে অলগ্ন, অপ্রতিষ্ঠিত ও অজড়িত, এইরূপ যোগী কুল-গণ-লাভ-আবাস-উপদ্রব উপকরণে ও সমস্ত ক্লেশসমূহে সর্বত্র অলগ্ন থাকিবেন। কিছুরই সঙ্গে জড়িত থাকিবেন না। ইহা আকাশের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান স্বীয় পুত্র রাহুলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"রাহুল, যেমন আকাশ কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহে, এইরূপ তুমি আকাশ সম ভাবনানুষ্ঠান কর; রাহুল, তুমি আকাশ সম ভাবনানুষ্ঠান করিলে, তোমার উৎপন্ন উৎপন্ন মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ স্পর্শ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে না।"

চন্দ্রের পঞ্চ গুণ

ভন্তে, চন্দ্রের পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, চন্দ্র শুক্লপক্ষে উদিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যোগী আচার, শীলগুণ, ব্রত-প্রতিব্রত দ্বারা শাস্ত্র জ্ঞানে বিবেকে, স্মৃতিপ্রস্থানে, ইন্দ্রিয় সংযমে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতায় ও জাগ্রতানুযোগে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন। ইহা চন্দ্রের প্রথম গুণ। পুনরায় চন্দ্র রাজাধিরাজের ন্যায়, এইরূপ যোগী শ্রেষ্ঠ ছন্দসমাধিকে অধিপতিরূপে বরণ করিবেন। ইহা চন্দ্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় চন্দ্র নিশিতে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী প্রবিবেকপরায়ণ হইবেন। ইহা চন্দ্রের তৃতীয় গুণ। পুনরায় চন্দ্র স্বীয় বিমানকে কেতুরূপে

ধারণ করে, এইরূপ যোগী শীলকে কেতুরূপে ধারণ করিবেন। ইহা চন্দ্রের চতুর্থ গুণ। পুনরায় চন্দ্র অযাচিত অপ্রার্থিত হইয়া উদিত হয়, এইরূপ যোগী অযাচিতভাবে পিণ্ড হেতু কুলসমূহে উপস্থিত হইবেন। ইহা চন্দ্রের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

ভিক্ষুগণ, চন্দ্র তুল্য নিত্য নবকুলে কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পিণ্ডপাত হেতু উপস্থিত হও।

সূর্যের সাত গুণ

ভন্তে, সূর্যের সাত গুণ কি? মহারাজ, সূর্য সমস্ত জল শোষণ করে, এইরূপ যোগী সমস্ত ক্লেশ নিঃশেষভাবে শোষণ করিবেন। ইহা সূর্যের প্রথম গুণ। পুনরায় সূর্য গাঢ় অন্ধকার বিধ্বংস করে, এইরূপ যোগী সমস্ত কামরাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্লেশতমঃ ও সমস্ত দুশ্চরিত তমঃ বিধ্বংস করিবেন। ইহা সূর্যের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সূর্য সর্বদা বিচরণ করে, এইরূপ যোগী সর্বদা চিত্তের দ্বারা এক জ্ঞানযোগে বিচরণ করিবেন, ইহা সূর্যের তৃতীয় গুণ। পুনরায় সূর্য রশ্মিমালী, এইরূপ যোগী 'আরম্মণ' রশ্মিতে থাকিবেন। ইহা সূর্যের চতুর্থ গুণ। পুনরায় সূর্য মহাজনসঙ্ঘকে উত্তাপ দিতে দিতে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী আচার শীলগুণ ব্রত-প্রতিব্রতদ্বারা ও ধ্যান বিমোক্ষ, সমাধি সমাপত্তি ইন্দ্রিয় বল বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি প্রস্থান সম্যক্ প্রধান ঋদ্ধিপাদ দ্বারা সদেবলোক উত্তপ্ত করিবেন। ইহা সূর্যের পঞ্চম গুণ। পুনরায় সূর্য রাহুভয়ে ভীত হইয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দুশ্চরিত দুর্গতি বিষম কান্তার, বিপাক বিনিপাত ক্লেশ জাল জটিত, দৃষ্টি সঙ্ঘাত সংলগ্ন, কুপথ প্রধাবিত ও কুমার্গ প্রতিপন্ন সত্ত্বদিগকে দেখিয়া মহৎ সংবেগ ভয়ে চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিবেন। ইহা সূর্যের ষষ্ঠ গুণ। পুনরায় সূর্য কল্যাণকারীকে ও পাপকারীকে দেখাইয়া দেয়, এইরূপ যোগী ইন্দ্রিয় বল, বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি-প্রস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ ও লৌকিক লোকোত্তর ধর্মসমূহ প্রদর্শন করিবেন। ইহা সূর্যের সপ্ত গুণ। তাই বঙ্গীশ স্থবির বলিয়াছেন–

তপন উদিয়া রূপে করে প্রদর্শন
যথা প্রাণিগণে। তথা–ধর্মধর ভিক্ষু
শুচী ও অশুচী কল্যাণ ও পাপ,

অবিদ্যা আবৃত জনে নানাবিধ পথ
করে প্রদর্শন যথা তপন উদয়ে।

শক্রের তিন গুণ

ভন্তে, শক্রের তিন গুণ কি? মহারাজ, শক্র অতিশয় সুখভোগে রত থাকেন, এইরূপ যোগী অতিশয় বিবেক সুখে রত থাকিবেন। ইহা শক্রের প্রথম গুণ। পুনরায় শক্র দেবতাদিগকে দেখিয়া উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপ যোগী কুশলধর্মসমূহে অসঙ্কোচিত অতিন্দ্রিতভাবে শান্তচিত্তে ধারণ করিবেন ও তৎপ্রতি হর্ষোৎপাদন করিবেন। কুশল লাভ হেতু যথাসাধ্য উদ্যোগ উৎসাহ করিতে থাকিবেন। ইহা শক্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় শক্রের অনভিরতি উৎপন্ন হয় না। এইরূপ যোগী শূন্যাগারে অনভিরতি উৎপাদন করেন না। ইহা শক্রের তৃতীয় গুণ। তাই সুভূতি স্থবির বলিয়াছেন–

যবে আমি মহাবীর শাসন মাঝারে, হইয়াছি প্রব্রজিত,
নাহি জানি আমি মানস মাঝারে কামরাগ কভু কি উদিত।

চক্রবর্তীর চারি গুণ

ভন্তে, চক্রবর্তীর চারি গুণ কি? মহারাজ, চক্রবর্তীরাজা চারিটি উপকারী বিষয়ে জনসঙ্ঘের হিতসাধন করিয়া থাকেন, এইরূপ যোগী চারি পরিষদের চিত্ত রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিবেন, ইহা চক্রবর্তী রাজার প্রথম গুণ। পুনরায় চক্রবর্তী রাজার রাজ্যে চোর উৎপন্ন হয় না, এইরূপ যোগী চিত্তে কামরাগ, ব্যাপাদ, বিহিংসা, বিতর্ক উৎপাদন করিবেন না। ইহা চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন–

বিতর্কোপশমে রত যেই জন, যেবা করে সদা অশুভ ভাবনা,
তৃষ্ণার বিনাশ করে সেই জন, তাহারি মায়ার বন্ধন থাকে না।

পুনরায় চক্রবর্তী রাজা কল্যাণ ও পাপকর্ম পরীক্ষা করিতে করিতে দৈনন্দিন আসমুদ্র পৃথিবী গমন করিয়া থাকেন, এইরূপ যোগী কায়-বাক্য-মনোকর্ম দৈনন্দিন পরিদর্শন করিবেন যে–‘আমার কায়-মনো-বাক্যে নির্দোষভাবে দিনাতিবাহিত হইতেছে কিনা?” ইহা চক্রবর্তীর তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলিয়াছেন–আমার রাত্রি-দিন কীভাবে

অতিবাহিত হইতেছে, প্রব্রজিত মাত্রেই ইহা নিত্য পরিদর্শন করিবে। পুনরায় চক্রবর্তী রাজা রাজ্যের ভিতরে বাহিরে উত্তমরূপে রক্ষিত থাকে, এইরূপ যোগী ভিতর বাহির ক্লেশসমূহ হইতে চিত্তকে রক্ষা করিবার জন্য স্মৃতিরূপী দৌবারিক স্থাপন করিবেন। ইহা চক্রবর্তীর চতুর্থ গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ, স্মৃতি দৌবারিক-সম্পন্ন আর্যশ্রাবক অকুশল ত্যাগ করেন, কুশল ভাবনা করেন, সাবদ্য ত্যাগ করেন, অনবদ্য ভাবনা করেন ও নিজকে শুদ্ধভাবে রক্ষা করেন।"

তৃতীয় বর্গ

উপচীকার এক গুণ

ভন্তে, উপচীকার (উইয়ের) এক গুণ কি? মহারাজ, উপচীকা উপরে আচ্ছাদন করত নিজকে ঢাকিয়া আহারান্বেষণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী শীল সংযম আচ্ছাদনে মনকে আচ্ছাদিত করিয়া পিণ্ডাচরণ করিবেন। মহারাজ, শীল সংযমাচ্ছাদিত যোগী সর্বভয়কে অতিক্রম করেন। ইহা উপচীকার এক গুণ। তাই স্থবির বঙ্গন্তপুত্র উপসেন বলিয়াছেন :-

মানস ঢাকিয়া শীল আচ্ছাদনে
লোক সনে লিপ্ত না হইয়া যোগী,
যত কিছু দোষ ত্যাজি প্রাণপণে
হয়ে থাকে তিনি সর্বভয় ত্যাগী।

বিড়ালের দুই গুণ

ভন্তে, বিড়ালের দুই গুণ কি? মহারাজ, বিড়াল গুহা-গহ্বর-হর্ম্য ভিতরে গিয়াও ইঁদুরকে অন্বেষণ করে। এইরূপ যোগী গ্রাম-অরণ্য-বৃক্ষমূল-শূন্যাগারে গিয়াও সতত অপ্রমত্ততার সহিত কায়গতাস্মৃতি ভোজনই অনুসন্ধান করিবেন। বিড়ালের এই প্রথম গুণ। পুনরায় বিড়াল আসন্নেই আহারান্বেষণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উদয়-ব্যয় (জন্ম-মৃত্যু) দর্শী হইয়া বাস করিবেন। এইটি রূপ, এইটি রূপের সমুদয়, এইটি রূপের অস্তগামিতা বা বিলয়। সেইরূপ বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানের সমুদয় (উৎপত্তি) অস্তগামিতা দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা বিড়ালের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-

দেহ হ’তে দূরে চেয়ে, আছে কিবা ফল,
ভবাগ্র দেখিয়া কিবা হইবে সুফল।
বর্তমান দেহ-মাঝে করহ বিচার,
জন্ম-মৃত্যু বিনা কিবা আছে দেহে আর।

মূষিকের এক গুণ

ভন্তে, মূষিকের এক গুণ কি? মহারাজ, মূষিক এদিক ওদিক বিচরণ কালে আহার্যের ঘ্রাণ লইয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগীর ইতঃস্তত বিচরণ কালে জ্ঞানাভিনিবেশের ঘ্রাণ লওয়া উচিত। মূষিকের এই একগুণ। তাই বঙ্গন্তপুত্র উপসেন স্থবির বলিয়াছেন :-

শির সম ধর্মগুণে বিদর্শক হেরি’
বিহার করেন সদা হয়ে স্মৃতিমান,
দৃঢ়বীর্য সহকারে উপশান্ত চিতে।

বৃশ্চিকের এক গুণ

ভন্তে, বৃশ্চিকের এক গুণ কি? মহারাজ, বৃশ্চিক লাঙ্গুলায়ুধ, সে লাঙ্গুল তুলিয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী জ্ঞানায়ুধসম্পন্ন হইবেন। জ্ঞান ঊর্ধ্বদিকে করিয়া বাস করিবেন। বৃশ্চিকের এই একগুণ। তাই উপসেন স্থবির বলিয়াছেন—

জ্ঞান খড়্গ লয়ে করি, বিদর্শক বিচরণ,
সর্বভয় হতে মুক্ত অজেয় সেই জন হন।

নকুলের এক গুণ

ভন্তে, নকুলের এক গুণ কি? মহারাজ, নকুল সর্পের নিকট উপগমন করিতে হইলে ভৈষজ্যদ্বারা শরীর পরিভাবিত করিয়া উহাকে ধরিবার জন্য নিকটে গমন করে, এইরূপ যোগী ক্রোধ আঘাতবহুল, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, বিরোধ অভিভূত লোকের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে মৈত্রী-ভৈষজ্য চিত্তে লেপন করিবেন। নকুলের এই এক গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

স্বীয় পর প্রতি কর এই মৈত্রী ভাবনা,
মৈত্রী চিত্তে কর বাস—বুদ্ধের দেশনা।

জড়শৃগালের দুই গুণ

ভন্তে, জড়শৃগালের দুই গুণ কি? মহারাজ, জড়শৃগাল ভোজন লাভ করিয়া ঘৃণা না করিয়াই যত প্রয়োজন আহরণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী ভোজন লাভ করিয়া অঘৃণিত চিত্তে শরীর রক্ষণ প্রমাণ পরিভোগ করিয়া থাকেন। ইহা জড়শৃগালের প্রথম গুণ। তাই মহাকশ্যপ স্থবির বলিয়াছেন :-

শয্যা হ'তে নামি যাই গ্রামে পিণ্ডতরে,
পৌঁছি এক গৃহদ্বারে, কুষ্ঠ এক তথা
ভোজনেতে ছিল রত। হস্তে কিন্তু তার
পক্ব ব্রণ তুল্য কুষ্ঠ। দিল সেই হাতে
এক গ্রাস পিণ্ড মোরে, সেই পিণ্ড সনে
ছিন্নাঙ্গুলি খণ্ড তার পড়িল পাত্রেতে।
বসি এক শালা মাঝে করিনু ভোজন,
ছিন্নাঙ্গুলে ঘৃণা মোর নাহি উপজিল।

পুনরায় জড়শৃগাল ভোজন লাভ করিয়া ভাল-মন্দ বলিয়া বাছাবাছি করে না, এইরূপ যোগী ভোজন পাইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহা জড়শৃগালের দ্বিতীয় গুণ। তাই উপসেন স্থবির বলিয়াছেন :-

হীনাহারে তৃপ্তি লাভ কর সাধুজন,
না যাচিও রস বহু, রস লোল যেবা
ধ্যান-রত মন তাঁর কভু নাহি হবে।
যাহা কিছু লাভ হয়, তাতেই সন্তোষ,
তা হ'লে শ্রামণ্য তাঁর হইবে পূরণ।

মৃগের তিনগুণ

ভন্তে, মৃগের তিন গুণ কি? মহারাজ, মৃগ দিনে অরণ্যে রাত্রিতে মুক্ত স্থানে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দিনে অরণ্যে এবং রাত্রে মুক্ত স্থানে বাস

করিবেন। মৃগের এই প্রথম গুণ। তাই ভগবান লোমহংস পর্যায়ে (জাতকে) বলিয়াছেন :-

"সারীপুত্ত, আমি হেমন্তকালে যেই রাত্রিতে শীত বেশী, তুষার পাত হয়, সেই রাত্রিতে মুক্ত স্থানে বাস করি, দিনে বন গহনে বাস করি। গ্রীষ্মকালের পশ্চিম মাসে দিনে মুক্ত স্থানে, রাত্রে বন গহনে বাস করি।"

পুনরায় মৃগ শক্তি বা শরে প্রহারিত হইলে ব্যাধকে বঞ্চনা করে, পলাইয়া যায় ও শরীরকে সুরক্ষিত করে, এইরূপ যোগী ক্লেশদ্বারা প্রহারিত হইলে উহাকে বঞ্চনা করিবেন, পলায়ন করিবেন ও চিত্তকে সুরক্ষিত করিবেন। ইহা মৃগের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মৃগ মনুষ্য দেখিয়া যেদিকে পারে সেদিকে পলায়ন করে, 'তাহারা আমাকে দর্শন না করুক।' এইরূপ যোগী কলহ-বিগ্রহ-বিবাদশীল, দুঃশীল, আলস্য-পরায়ণ, জন-সঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া যেদিকে পারেন, সেদিকে পলায়ন করিবেন। 'তাহারা আমাকে দর্শন না করুক এবং আমিও তাহাদিগকে দর্শন না করি।' ইহা মৃগের তৃতীয় গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

পাপালস্য হীন-বীর্য যারা পরায়ণ,
তাহাদের সনে দেখা না ইচ্ছি কখন।
অল্পশ্রুত অনাচারী যাহারা সম্মত,
তাদের হইতে দূরে থাকিব সতত।

গরুর চারি গুণ

ভন্তে, গরুর চারি গুণ কি? মহারাজ, গরু স্বীয় গৃহ ত্যাগ করে না, এইরূপ যোগী অনিত্য, উৎসাদন, পরিমর্দন, ভেদন, বিকীরণ, বিধ্বংসন স্বভাব এই কায়াকে ত্যাগ করেন না। ইহা গরুর প্রথম গুণ। পুনরায় গরু ধূরগ্রাহী, সুখে-দুঃখে ধূর বহন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী ব্রহ্মচর্যগ্রাহী, সুখে-দুঃখে আজীবন আমরণ ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবেন। ইহা গরুর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় গরু প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক ঘ্রাণ লইয়া পানীয় পান করে, এইরূপ যোগী আচার্য উপাধ্যায়গণের শাসনানুশাসন স্বেচ্ছায় প্রেম প্রসাদের সহিত বরণ করিয়া লইবেন। ইহা গরুর তৃতীয় গুণ। পুনরায় গরু যে কিছু বহন করাইলে বহন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী স্থবির, নবীন, মধ্যম ভিক্ষুদের

এবং গৃহী উপাসকেরও উপদেশ অনুশাসন অবনতশিরে গ্রহণ করিবেন। ইহা গরুর চতুর্থ গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

সপ্তম বর্ষীয় শান্ত প্রব্রজিত যিনি,
তিনিও আমারে অনুশাসন করিলে
অবনত শিরে তাহা করিব গ্রহণ।
হেন জনে দেখি তীব্র রুচি প্রেম আর
গৌবর স্থাপন কর, আচার্যের স্থানে,
রাখি তাঁরে পুনঃপুনঃ করিবে সৎকার।

বরাহের দুই গুণ

ভন্তে, বরাহের দুই গুণ কি? মহারাজ, বরাহ সন্তপ্ত, নিদারুণ গ্রীষ্মকালে জলের নিকটে গমন করে, এইরূপ যোগী দোষদ্বারা চিত্ত আলোড়িত স্খলিত বিভ্রান্ত সতপ্ত হইলে শীতল অমৃত প্রণীত মৈত্রী ভাবনার নিকটে গমন করিবেন। ইহা বরাহের প্রথম গুণ। পুনরায় বরাহ কর্দমাক্ত জলে গমন করিয়া নাসিকাদ্বারা পৃথিবী খণন করত দ্রোণী নির্মাণপূর্বক তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী চিত্তে কায় নিক্ষেপ করিয়া 'আরম্মণ' মধ্যে শয়ন করিবেন। ইহা বরাহের দ্বিতীয় গুণ। তাই পিণ্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির বলিয়াছেন :-

কায়ার স্বভাব হেরি বিদর্শক জন,
'আরম্মণ' মধ্যে একা করেন শয়ন।

হস্তীর পঞ্চ গুণ

ভন্তে, হস্তীর পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, হস্তী বিচরণ কালে পৃথিবী দলন করে, এইরূপ যোগী কায় সংমর্শন কালে সমস্ত ক্লেশকে দলন করিবেন। ইহা হস্তীর প্রথম গুণ। পুনরায় হস্তী সমস্ত শরীর দ্বারা গমন পথ দেখিয়া থাকে, সোজা দর্শন করে, দিগ্‌বিদিকে অবলোকন করে না, এইরূপ যোগী সর্বকায়দ্বারা দর্শন করিবেন, দিগ্‌েবিদিকে দর্শন করিবেন না, ঊর্ধ্ব অধঃ দিকে দেখিবেন না, চারি হাতের মধ্যে চক্ষুদৃষ্টি রাখিবেন, ইহা হস্তীর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় হস্তী সর্বদা এক স্থানে শয়ন করে না, আহারার্থ গমন করিয়া পুনঃ পূর্বস্থানে বাস করিতে আসে না, নিত্য প্রতিষ্ঠান তাহাদের নাই।

এইরূপ যোগী সর্বদা একস্থানে থাকিবেন না, নিরালয়ভাবে পিণ্ডাচরণে যাইবেন, যদি বিদর্শন উপযুক্ত মনোজ্ঞ, প্রতিরূপ, মণ্ডপ, বৃক্ষমূল, গুহা, নিঃ স্থান দর্শন করেন, তথায় বাসার্থ গমন করিবেন, নিত্য একস্থানে অবস্থান করিবেন না। ইহা হস্তীর তৃতীয় গুণ। পুনরায় হস্তী জলে অবগাহন করিলেও শুচি-বিমল-শীতল সলিল পরিপূর্ণ, কুমুদ, উৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক সমাচ্ছন্ন মহৎ পদ্ম-সরোবরে জলক্রীড়া করে, এইরূপ যোগী শুচি-বিমল-বিপ্রসন্ন-অনাবিল ধর্মরূপ শ্রেষ্ঠবারি পরিপূর্ণ বিমুক্তি কুসুম আচ্ছন্ন মহা স্মৃতি-প্রস্থান পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া জ্ঞানদ্বারা সংস্কারসমূহ বিধুনিত করিবেন ও যোগক্রীড়া করিবেন। ইহা হস্তীর চতুর্থ গুণ। পুনরায় হস্তী স্মৃতিশীল হইয়া পদোত্তলন ও পদক্ষেপ করে, এইরূপ যোগী স্মৃতিশীল হইয়া গমানগমনে পা তুলিবেন ও ফেলিবেন। তদ্রূপ যাতায়াত করিবার কালে সঙ্কোচনে প্রসারণে সর্বত্র স্মৃতিশীল হইবেন। ইহা হস্তীর পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

কায়ের সংযম সাধু, সাধু বাক্যের সংযম,
মনের সংযম সাধু, সাধু সর্বত্র সংযম,
সর্বত্র সংযত যিনি লজ্জী সুরক্ষিত।
(সকলের হন তিনি নিত্য প্রশংসিত।)

চতুর্থ বর্গ

সিংহের সাতগুণ

ভন্তে, সিংহের সাতগুণ কি? মহারাজ, সিংহ যেমন শ্বেত-বিমল-পরিশুদ্ধ-পাণ্ডুর, তেমন যোগী শ্বেত-বিমল-পরিশুদ্ধ-পাণ্ডুর চিত্তে অনুতাপ-সন্দেহ দূরীভূত করিবেন। ইহা সিংহের প্রথম গুণ। পুনরায় সিংহ চারি চরণবিশিষ্ট ও বিক্রান্তচারী, এইরূপ যোগী চারি ঋদ্ধিপাদ আচরণে রত থাকিবেন। ইহা সিংহের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সিংহ অভিরূপ রুচির কেশরী, এইরূপ যোগী অভিরূপ রুচির শীল-কেশরী হইবেন। ইহা সিংহের তৃতীয় গুণ। পুনরায় সিংহ জীবন নাশ করিলেও কাহারও নিকট অবনমিত হয় না, এইরূপ যোগী চীবর পিণ্ডপাত শয়নাসন রোগীর পথ্য ভৈষজ্যাদির জন্য কাহারও নিকট যাচঞাশীল হইবেন না বা নীচতা স্বীকার করিবেন না। ইহা সিংহের চতুর্থ গুণ। পুনরায় সিংহ পাটি পাটি ক্রমে ভক্ষণ করে, যেই

স্থানে পতিত হয়, তথায়ই যত প্রয়োজন ভক্ষণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ মাংস বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করে না, এইরূপ যোগী পাটি পাটি অনুযায়ী চলিবেন, কুল বাছিতে যাইবেন না, পূর্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে উপস্থিত হইবেন না। ভোজনেও ভাল মন্দ বাছিবেন না, যেই স্থানে গ্রাস গ্রহণ করে, সেই স্থানে শরীর রক্ষণ উপযোগী ভোজন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ভোজন বাছিয়া ভোজন করিবেন না। ইহা সিংহের পঞ্চম গুণ। পুনঃ সিংহ জমা রাখিয়া ভোজন করে না, একবার কোন বস্তু খাইয়া, পুনঃ তথায় গমন করে না। এইরূপ যোগী জমা রাখিয়া ভোজন করিবেন না অর্থাৎ সঞ্চয়ী হইবেন না। ইহা সিংহের ষষ্ঠ গুণ। পুনরায় সিংহ ভোজন না পাইয়া দুঃখিত হয় না, ভোজন পাইলেও তাহাতে লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে ভোজন করে। এইরূপ যোগী ভোজন না পাইয়া দুঃখিত বা ব্যথিত হইবেন না, ভোজন পাইলেও তাহাতে লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে ভোজনের দোষ ও সেই আহারে বিমুক্তি-জ্ঞান লাভ হইবে ভাবিয়া পরিভোগ করিবেন। ইহা সিংহের সপ্তম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে স্থবির মহাকাশ্যপের গুণ কীর্তনে বলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ, এই কাশ্যপ এত সন্তুষ্ট যে, সে যথালব্ধ পিণ্ডের, ধর্মতঃ লব্ধ পিণ্ডের প্রশংসাবাদী, না পাইলেও ব্যথিত হয় না। পিণ্ড পাইয়াও লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে দোষদর্শী ও বিমুক্তি-জ্ঞান লাভ কারণে পরিভোগ করিয়া থাকে।"

চক্রবাকের তিন গুণ

ভন্তে, চক্রবাকের তিন গুণ কি? মহারাজ, চক্রবাক, যে পর্যন্ত জীবন দেহে থাকে, তাবৎ স্ত্রী ত্যাগ করে না, এইরূপ যোগী আজীবন চিত্তের একগ্রতা ত্যাগ করিবেন না। ইহা চক্রবাকের প্রথম গুণ। পুনরায় চক্রবাক শৈবাল-পানা ভক্ষণ করে, তাই সে যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকে, সেই সন্তুষ্টিবলে তাহার বর্ণ ক্ষয় হয় না। এইরূপ যোগীর যথালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ থাকা দরকার, মহারাজ, যথালাভে সন্তুষ্ট যোগী শীল ভ্রষ্ট হয় না, সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনে পরিহীন হয় না। এমন কি সমস্ত কুশল ধর্মে পরিহীন হয় না। ইহা চক্রবাকের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় চক্রবাক কোন প্রাণীকে পীড়া প্রদান করে না, এইরূপ যোগী দণ্ড-অস্ত্র ত্যাগ করিবেন,

সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন। ইহা চক্রবাকের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান চক্রবাক জাতকে বলিয়াছেন :-

হত্যা ঘাত পরাজয় অনিষ্ট কামনা,
যেই জন নাহি করে সদা হিত মনা;
সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসক জন,
সংসারে তাহার শত্রু না থাকে কখন।

দীর্ঘ চঞ্চুর দুই গুণ

ভন্তে, দীর্ঘ চঞ্চু পক্ষীর দুই গুণ কি? মহারাজ, দীর্ঘ চঞ্চু স্বীয় পতির প্রতি ঈর্ষা করিয়া শাবক পোষণ করে না, এইরূপ যোগী স্বীয় চিত্তে ক্লেশ জাত হইলে ঈর্ষা করিবেন না, স্মৃতি-প্রস্থানদ্বারা সংযত চিত্তে ক্লেশকে নিক্ষেপ করিয়া মনোদ্বারে কায়গতা-স্মৃতিকে ভাবনা করিবেন। পুনরায় দীর্ঘ-চঞ্চু বনে সারাদিন আহারার্থ বিচরণ করিয়া সায়ংকালে পক্ষিগণের সহিত আত্মরক্ষার জন্য চলিয়া আসে। এইরূপ যোগী একাসনে বিবেক সেবন করিবেন, যাহাতে সংযোজন হইতে মুক্তি লাভ করেন। যদি তথায় রতিলাভ অসম্ভব হয়, উপবাদ ভয় হইতে মুক্তির জন্য সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের রক্ষায় বাস করা উচিত। ইহা দীর্ঘ চঞ্চুর দ্বিতীয় গুণ। তাই সহম্পতি মহাব্রহ্মা ভগবানের নিকট বলিয়াছেন :-

নির্জন শয়নাসন করিবে সেবন,
সংযোজন মুক্তি তরে কর বিচরণ।
যদি রতি সেই স্থানে লাভ নাহি হয়,
সঙ্ঘের রক্ষায় বাস করিবে নিশ্চয়।

গৃহ-কপোতের এক গুণ

ভন্তে, গৃহ-কপোতের এক গুণ কি? মহারাজ, গৃহ-কপোত পরগৃহে বাস করিয়া, সেই গৃহের কোন ভাণ্ড গ্রহণ করে না, সংজ্ঞাবহুল হইয়া মধ্যস্থভাবে বাস করে। এইরূপ যোগী পরকুলে উপস্থিত হইয়া, তথায় স্ত্রী, পুরুষ, মঞ্চ, পীঠ, বস্ত্র, অলঙ্কার, উপভোগ, পরিভোগ্য ও ভোজ্যদ্রব্যে কোন নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন না। মধ্যস্থভাবে থাকিবেন। শ্রমণ সংজ্ঞা হৃদয়ে জাগ্রত

রাখিবেন। ইহা গৃহ-কপোতের একগুণ। তাই ভগবান চুলনারদ জাতকে বলিয়াছেন :-

পরকুলে পশি' যোগী পান ভোজনেতে,
মিতাহারী হবে, মন না দিবে রূপেতে।

পেচকের দুই গুণ

ভন্তে, পেচকের দুই গুণ কি? মহারাজ, পেচক কাকের শত্রু, সে রাত্রিতে কাক-সঙ্ঘের মধ্যে গমন করিয়া কাকদিগকে হত্যা করে, এইরূপ যোগী অজ্ঞানতার প্রতি-বিরুদ্ধতা আচরণ করিবেন, একাকী নির্জনে বসিয়া অজ্ঞানতাকে মর্দন করিবেন ও মূলে উচ্ছেদ করিবেন। ইহা পেচকের প্রথম গুণ। পুনরায় পেচক সর্বদা নির্জনে থাকিতে ভালবাসে। এইরূপ যোগী বিবেকারামে নিত্য বাস করিবেন। ইহা পেচকের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

"ভিক্ষুগণ, বিবেকারামরত ভিক্ষু ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ ও ইহা দুঃখ নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বলিয়া যথাভূত জানিয়া থাকে।"

শতপত্রের এক গুণ

ভন্তে, শতপত্রের এক গুণ কি? মহারাজ, শতপত্র প্রথমে শব্দদ্বারা অপরকে নিরাপদ বা ভয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী অপরকে ধর্ম ব্যাখ্যা সময়ে বিনিপাতকে ভয়রূপে ও নির্বাণকে নিরাপদরূপে দেখাইবেন। ইহা শতপত্রের এক গুণ। তাই পিণ্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির বলিয়াছেন :-

নিরয়ে দেখাবে ভয়, নির্বাণে বিপুল সুখ,
উভয় দেখাবে যোগী কিবা সুখ কিবা দুঃখ।

বাদুরের দুই গুণ

ভন্তে, বাদুরের দুই গুণ কি? মহারাজ, বাদুর গৃহে প্রবেশপূর্বক বিচরণ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তথায় আসক্ত থাকে না, এইরূপ যোগী গ্রামে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিয়া পাটি পাটি বিচরণপূর্বক যাহা পায় তাহা লইয়া শীঘ্র

বাহির হইয়া যান। তথায় জড়িত হইয়া থাকেন না, ইহা বাদুরের প্রথম গুণ। পুনরায় বাদুর পরগৃহে বাস করিলেও তাহাদের পরিহানি করে না, এইরূপ যোগী গৃহীকুলে উপস্থিত হইয়া অতিশয় যাচঞা করিবেন না, বিজ্ঞপ্তিবহুল কায়-দোষ বহুল হইবেন না, অতিরিক্ত কথা বলিবেন না। সুখ-দুঃখের সমতা দেখাইবেন না। গৃহীদের অনুতাপ উৎপাদন করিবেন না। তাহাদের মূল কর্মের ক্ষতি করিবেন না। সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই ইচ্ছা করিবেন। ইহা বাদুরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান দীর্ঘ নিকায়ে লক্ষণ সূত্রে বলিয়াছেন :-

শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, জ্ঞান শ্রীবৃদ্ধির তরে,
ত্যাগে ধর্মে বহুবিধ সাধু অনুষ্ঠানে,
ধন-ধান্য ক্ষেত্র বস্তু পুত্রদার সহ
চতুষ্পদ জন্তু আর জ্ঞাতি মিত্র বন্ধু,
বলে বর্ণে সুখে সবি ইহ পরকালে
অনিষ্ট যাহাতে নয় তাহাই ইচ্ছিবে,
সমৃদ্ধি অর্থের তরে করিবে প্রচেষ্টা।

জলৌকার এক গুণ

ভন্তে, জলৌকার এক গুণ কি? মহারাজ, জলৌকা যেখানে লাগিয়া যায়, সেখানে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া রক্ত পান করে, এইরূপ যোগী যেই 'আরম্মণে' মনোনিবেশ করিবেন, সেই আরম্মণকে বর্ণ-আকৃতি-দিক-স্থান-পরিচ্ছেদ-চিহ্ন ও নিমিত্ত যোগে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অমিশ্র, বিমুক্তি রস পান করিবেন। ইহা জলৌকার এক গুণ। তাই অনুরুদ্ধ স্থবির বলিয়াছেন :-

পরিশুদ্ধ চিত্ত যোগে আরম্মণে হয়ে প্রতিষ্ঠিত,
সে চিত্ত করিবে পান, বিমুক্তির রস অমিশ্রিত।

সর্পের তিন গুণ

ভন্তে, সর্পের তিনগুণ কি? মহারাজ, সর্প বুকের উপর ভার করিয়া চলে, এইরূপ যোগী প্রজ্ঞার উপর ভার করিয়া চলিবেন। মহারাজ, প্রজ্ঞার উপর ভার করিয়া চলিলে, যোগীর চিত্ত ন্যায়ে বিচরণ করে, বিরূপ লক্ষণ বর্জন করে, স্বরূপ লক্ষণ ভাবনা করে। ইহা সর্পের প্রথম গুণ। পুনরায় সর্প

বিচরণকালে ঔষধ হইতে দূরে থাকিয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দুশ্চরিত পরিবর্জন করিয়া বিচরণ করিবেন। ইহা সর্পের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সর্প মনুষ্যদিগকে দেখিয়া অনুতপ্ত হয়, শোক করে ও চিন্তাযুক্ত হয়। এইরূপ যোগীর কুবিতর্কে বিতর্কিত হইয়া অরতি উৎপাদনপূর্বক অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তাঁহার শোক করা ও চিন্তা করা উচিত যে–"সারাদিন প্রমত্তভাবে আমার দিন অতিবাহিত হইয়াছে, পুনঃ এই দিন পাইতে পারিব না।" ইহা সর্পের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান ভল্লাটিয় জাতকে দুইজন কিন্নরকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :-

হে ব্যাধ যে রাত্রি আমি ভিন্নবাস করি,
অনিচ্ছায় পরস্পরে যখনই স্মরি;
সেই রাত্রি অনুতাপে করিনু ক্ষেপণ,
না পাইব সেই রাত্রি আবার কখন।

অজগরের এক গুণ

ভন্তে, অজগরের একগুণ কি? মহারাজ, অজগরের শরীর অতি মহৎ। সে বহুদিবস ঊনোদরে থাকে, উদরপূর্ণ আহার পায় না, সর্বদা অপরিপূর্ণ থাকে, কোন প্রকারে শরীর রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপ ভিক্ষাচর্যারত, পরপিণ্ড উপগত, পরপ্রদত্ত বস্তু প্রত্যাশী, স্বেচ্ছা গ্রহণে বিরত যোগীর উদর পূর্ণ আহার দুর্লভ। হিতকামী কুলপুত্র চারি পাঁচ গ্রাস ভাত কম ভোজন করিয়া অবশিষ্টাংশ জলদ্বারা উদর পূর্ণ করেন, ইহা অজগরের একগুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

মহাভোগে অভ্যস্ত হবে না, আর্দ্র শুষ্ক পরিভোগ করি,
ঊনোদর ভিক্ষু মিতাহারী বিচরণ কর ধর্ম স্মরি'।
চারি কিংবা পঞ্চ গ্রাস না ভুঞ্জিয়া পূরাবে জলেতে,
নির্বাণ-গত-প্রাণ ভিক্ষু তাহে বিহরে সুখেতে।

পঞ্চম বর্গ

পান্থ মাকড়সার এক গুণ

ভন্তে, পান্থ মাকড়সার একগুণ কি? মহারাজ, পান্থ মাকড়সা পথের উপরে বিতানবৎ জাল পাতিয়া রাখে, যদি তাহাতে কৃমি, মক্ষিকা, পতঙ্গ

লাগে, তাহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করে। এইরূপ যোগী চক্ষু প্রভৃতি ছয়দ্বারে স্মৃতি-প্রস্থানরূপ জাল বিতান পাতিয়া যদি তথায় ক্লেশ মক্ষিকা বদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিবেন। ইহা পান্থ মাকড়সার একগুণ। তাই অনুরুদ্ধ স্থবির বলিয়াছেন :-

ষড়বিধ দ্বারে রাখ স্মৃতি-বা গুরা-বিতান,
যদি লাগে ক্লেশ হত্যা কর সাধক ধীমান।

স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ

ভন্তে, স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ কি? মহারাজ, স্তন্যপায়ী শিশু নিজের হিতার্থ লাগিয়াই থাকে এবং ক্ষীরের জন্য রোদন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী সদর্থে লাগিয়া থাকিবেন; পালি আবৃত্তি, অর্থবোধ, প্রশ্ন, সম্প্রযোগ, প্রবিবেক, গুরু সংবাস, কল্যাণিমিত্র সেবনে সমস্ত ধর্ম-জ্ঞানার্জনে লাগিয়া থাকিবেন। স্তন্যপায়ী বালকের এই এক গুণ। তাই ভগবান দীর্ঘ নিকায়ে পরিনির্বাণ সূত্রে বলিয়াছেন :- "আনন্দ, তোমরা সদর্থ (নির্বার্ণ) লাভের চেষ্টা কর, অনুযুক্ত হও, অপ্রমত্ত, বীর্য-সম্পন্ন ও নির্বাণ প্রবণ চিত্তে বাস কর।"

চিত্রধর কূর্মের এক গুণ

ভন্তে, চিত্রধর কূর্মের একগুণ কি? মহারাজ, চিত্রধর কূর্ম জল ভয়ে জল ত্যাগ করিয়া বিচরণ করে, সেই জল ত্যাগের দরুন তাহার আয়ুর পরিহানি হয় না। এই প্রকার যোগী প্রমাদে ভয়দর্শী হইবেন, অপ্রমাদের গুণ দর্শন করিবেন। সেই ভয় দর্শনে শ্রামণ্যের পরিহানি হয় না, রবঞ্চ নির্বাণের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকেন। চিত্রধর কূর্মের এই একগুণ। তাই ভগবান ধর্মপদে বলিয়াছেন :-

অপ্রমাদেরত ভিক্ষু প্রমাদে করিলে ভয়,
নাহি হয় পরিহানি নির্বাণ সমীপে রয়।

বনের পাঁচ গুণ

ভন্তে, বনের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, বন অশুচি-জনকে আচ্ছাদন করে, এইরূপ যোগী অপরের স্খলিত অপরাধকে আচ্ছাদন করিবেন, দোষকে

খুলিয়া বলিবেন না। ইহা বনের প্রথম গুণ। পুনরায় বন একেবারে জল শূন্য, এইরূপ যোগী কামরাগ, দ্বেষ-মোহ মান-দৃষ্টি-জাল ও সমস্ত ক্লেশ শূন্য হইবেন। ইহা বনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বন বিবিক্ত ও জনতাবিরহিত এইরূপ যোগী পাপ অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত থাকিবেন। ইহা বনের তৃতীয় গুণ। পুনরায় বন শান্ত পরিশুদ্ধ, এইরূপ যোগী শান্ত পরিশুদ্ধ হইবেন। মান-ম্রক্ষবিহীন হইবেন। ইহা বনের চতুর্থ গুণ। পুনরায় বন আর্যজন সেবিত, এইরূপ যোগী আর্যজন-সেবিত হইবেন। ইহা বনের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

প্রবিবিক্ত, আর্য, ধ্যানী, যাঁহাদের প্রাণ মোক্ষগত,
হেন বুধ সনে বাস কর যাঁরা উদ্যোগী নিয়ত।

বৃক্ষের তিন গুণ

ভন্তে, বৃক্ষের তিন গুণ কি? মহারাজ, বৃক্ষ মাত্রেই পুষ্প-ফলধর, এইরূপ যোগী বিমুক্তি পুষ্প ও শ্রামণ্য ফল ধারণ করিবেন। ইহা বৃক্ষের প্রথম গুণ। পুনরায় বৃক্ষ সমাগত জনগণকে ছায়াদান করে, এইরূপ যোগী সমাগত জন-সজ্ঘকে আমিষ-সম্বন্ধে ও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। ইহা বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বৃক্ষ ছায়া দান করিতে ভেদ-জ্ঞান আনে না, এইরূপ যোগী চোর বধক ও শত্রুর প্রতি আত্ম-সম মৈত্রী ভাবনা করিয়া থাকেন। কি প্রকারে সত্ত্বগণ, শত্রু শূন্য হইবে, ব্যাপাদ শূন্য ও নিরুপদ্রব হইবে এবং নিজকে সুখে রক্ষা করিবে, ইহা বৃক্ষের তৃতীয় গুণ। তাই ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

হত্যাকারী দেবদত্ত, ঘাতক অঙ্গুলিমালা, ধনপাল রাহুলের প্রতি,
ইতর বিশেষ নাই, সর্বত্র সমান দয়া, মুনিন্দ্রের এইরূপ মতি।

মেঘের পাঁচ গুণ

ভন্তে, মেঘের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, মেঘ উৎপন্ন রজ-রেণু উপশম করে, এইরূপ যোগী ক্লেশ-রজ-রেণুকে উপশম করিবেন, ইহা মেঘের প্রথম গুণ। পুনরায় মেঘ পৃথিবীর উষ্ণতা নির্বাপিত করে, এইরূপ যোগী মৈত্রী ভাবনাদ্বারা সদেব লোককে নির্বাপিত করেন। ইহা মেঘের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মেঘ সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত করে, এই প্রকার যোগী সর্ব সত্ত্বগণের

শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া, সেই শ্রদ্ধাবীজ দেব, মনুষ্য ও পরমার্থ নির্বাণ সুখ সম্পত্তিতে রোপণ করিবেন। ইহা মেঘের তৃতীয় গুণ। পুনরায় মেঘ ঋতু সমুত্থিত ধরণীতলে জাত তৃণ-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ঔষধ বনস্পতি বৃক্ষসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী জ্ঞান-যোগে চিত্তের অভিনিবেশ বলে শ্রমণধর্ম রক্ষা করিবেন। সমস্ত কুশল ধর্মের মূলই জ্ঞান-যোগে চিত্তের অভিনিবেশ। ইহা মেঘের চতুর্থ গুণ। পুনরায় মেঘ বর্ষণ করিয়া নদী-তড়াগ পুষ্করিণী-কন্দর-প্রদর-সর-গর্ত-কূপসমূহ পরিপূর্ণ করে। এইরূপ যোগী শাস্ত্রজ্ঞানে ধর্ম-মেঘ বর্ষণ করিয়া মার্গফল-কামীগণের মানস পরিপূর্ণ করিবেন। ইহা মেঘের পঞ্চম গুণ। তাই ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

বুঝিতে সমর্থ জন দরশন করি লক্ষ যোজনে দূরেতে,
জ্ঞানদান করে তাহে মুহূর্তে গমন করি ঋদ্ধি প্রভাবেতে।

মণিরত্নের তিন গুণ

ভন্তে, মণিরত্নের তিন গুণ কি? মহারাজ, মণিরত্ন অতিশয় পরিশুদ্ধ। এইরূপ যোগী অতিশয় পরিশুদ্ধ জীবিকাযাপন করিবেন। ইহা মণিরত্নের প্রথম গুণ। পুনরায় মণিরত্ন কিছুরই সহিত মিশ্রিত হয় না, এইরূপ যোগী পাপী ও পাপীসহায়ের সহিত মিশিবেন না। ইহা মণিরত্নের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মণিরত্ন সমজাতীয় রত্নের সহিত যোজিত হইয়া থাকে। এইরূপ যোগী উত্তম জাতির সহিত বাস করিবেন। মার্গফল লাভ করিতে যত্নশীল এবং স্রোতাপন্ন সকৃদাগামী অনাগামী অরহৎ-ত্রিবিদ্য-ষড়াভিজ্ঞ-শ্রমণ মণিরত্নের সহিত বাস করিবেন। ইহা মণিরত্নের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান সুত্ত নিপাতে বলিয়াছেন :-

বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ সনে কর বাস হয়ে স্মৃতিমান,
হইয়া একতাবদ্ধ কর বুধ দুঃখ অবসান।

মাগবিকের চারি গুণ

ভন্তে, মৃগয়াকারীর চারি গুণ কি? মহারাজ, মৃগয়াকারী (মাগবিক) মিদ্ধ স্বভাব ত্যাগ করে, সেইরূপ যোগী মিদ্ধ স্বভাব (তন্দ্রা) ত্যাগ করিবেন। ইহা মাগবিকের প্রথম গুণ। পুনরায় মাগবিক মৃগের প্রতিই চিত্ত উপনিবন্ধন

করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী আরম্মণে চিত্ত উপনিবন্ধন করিবেন। ইহা মাগবিকের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মাগবিক কার্যের একটি সময় জানে, এইরূপ যোগী বিবেকের একটি কাল জানিবেন। এই বিবেক অবলম্বনের কাল, এই বাহির হইবার সময়। ইহা মাগবিকের তৃতীয় গুণ। পুনরায় মাগবিক মৃগ দেখিয়া আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, এইটি পাইব। এইরূপ যোগী আরম্মণে রমিত হইবেন ও হর্ষোৎপাদন করিবেন, নিশ্চয় মার্গফলাদির বিশেষত্ব লাভ করিব। ইহা মাগবিকের চতুর্থ গুণ। তাই মোঘরাজ স্থবির বলিয়াছেন :-

নির্বাণ প্রবণ ভিক্ষু লভিয়াই 'আরম্মণ'
মার্গফল লাভ তরে হর্ষ করে উৎপাদন।

বড়শীকের দুই গুণ

ভন্তে, বড়শীকের দুই গুণ কি? মহারাজ, বড়শীক, বড়শীদ্বারা মৎস্য তুলিয়া থাকে। এইরূপ যোগী, জ্ঞানরূপ বড়শীদ্বারা উত্তরোত্তর শ্রামণ্য ফল তুলিয়া থাকেন। ইহা বড়শীকের প্রথম গুণ। পুনরায় বড়শীক অল্পমাত্র বধ করিয়া বিপুল লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী অল্পমাত্র লোকামিষ ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তিনি বিপুল শ্রামণ্য ফল লাভ করিতে পারিবেন। ইহা বড়শীকের দ্বিতীয় গুণ। তাই রাহুল স্থবির বলিয়াছেন,

নিরত হইয়া শূন্যতায়, অনিমিত্ত অপ্রণিহিত মোক্ষ ভাবনায়
লোকামিষ করিয়া বর্জন–লাভ কর চারিফল ষড় অভিজ্ঞায়।

সূত্রধরের দুইগুণ

ভন্তে, সূত্রধরের দুইগুণ কি? মহারাজ, সূত্রধর কাল সূতার চিহ্ন অনুযায়ী বৃক্ষ তক্ষণ করে। এইরূপ যোগী জিন-শাসনরূপ চিহ্ন অনুযায়ী শীল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওত শ্রদ্ধাহস্তে প্রজ্ঞাবাসী লইয়া ক্লেশসমূহ তক্ষণ করিবেন। ইহা সূত্রধরের প্রথম গুণ। পুনরায় সূত্রধর বল্কল ত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী শাশ্বত উচ্ছেদ, সেই জীব সেই শরীর, অন্য জীব অন্য শরীর, তাহাও উত্তম, অন্যও উত্তম, অকৃত, অভব্য, অপুরুষকার, অব্রহ্মচর্য বাস, সত্ত্ব বিনাশ, নবসত্ত্ব প্রাদুর্ভাব, সংস্কার শাশ্বতভাব, যে করে সে অনুভব করে, অন্যে করে অন্য অনুভব করে,

কর্মফলদর্শী ও ক্রিয়া-ফলদর্শী, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার বিবাদ পথ অপনীত করিয়া সংস্কারসমূহের স্বভাব, পরম শূন্যতা, নিরীহ নির্জীবতা, অত্যন্ত শূন্যতা গ্রহণ করিবেন। ইহা সূত্রধরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান সুত্তনিপাতে বলিয়াছেন :-

কারণ্ডবে করহ বাহির, দুষ্টমলা কর পরিহার,
দুষ্ট তুষ উড়াইয়া দাও, অশ্রমণ শ্রমণ মানীকে,
পাপ ইচ্ছা ধ্বংস করি' পাপাচার রাখিয়া দূরেতে
শুদ্ধ শুদ্ধসহ বাস কর স্মৃতি রাখি শুদ্ধ চিতে।

ষষ্ঠ বর্গ

কুম্ভের এক গুণ

ভন্তে, কুম্ভের এক গুণ কি? মহারাজ, কুম্ভ পরিপূর্ণ হইলে শব্দ করে না। এইরূপ যোগী শাস্ত্রজ্ঞানে, মার্গজ্ঞানে ও শ্রামণ্যফলে পারমিতা প্রাপ্ত হইলে শব্দ করিবেন না। কিছুতেই মান করিবেন না, দর্প দেখাইবেন না, মান-দর্পহীন হইবেন, ঋজু, অমুখর ও উচ্চবাচ্যহীন হইবেন। এইটি কুম্ভের একগুণ। তাই ভগবান সুত্তনিপাতে বলিয়াছেন :-

ঊন যাহা তাই শব্দ করে, পূর্ণ থাকে সদাই প্রশান্ত
মূর্খ ঊন কুম্ভের সমান, পূর্ণ হ্রদ সমান পণ্ডিত।

কলহংসের দুইগুণ

ভন্তে, কলহংসের দুইগুণ কি? মহারাজ, কলহংস নিদ্রিতাবস্থায়ও বহন করে, এইরূপ যোগী মানসকে সজ্ঞানে অভিনিবেশ-সহকারে সংযোগ করিয়া বহন করেন। ইহা কলহংসের প্রথম গুণ। পুনরায় কলহংস জল একবার পান করিলে আর বমন করে না, এইরূপ যোগীর একবার মাত্র প্রসাদ উৎপন্ন হইলে, তিনি পুনঃ বমন করিবেন না, উদার সেই ভগবান সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, ধর্ম সুচারুরূপে আখ্যাত, সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন। রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান অনিত্য। যেই জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুনঃ বমন করিবেন না। ইহা কলহংসের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-

দর্শনে বিশুদ্ধ যেই জ্ঞানবান নর,
আর্য-ধর্মে বিশেষজ্ঞ যেই সাধুবর;
বহুভাবে কম্প তার হবে না কখন,
সর্বদা বিমোক্ষ মুখ করিয়া চিন্তন।

ছত্রের তিন গুণ

ভন্তে, ছত্রের তিন গুণ কি? মহারাজ, ছত্র মস্তকের উপরে থাকে, এইরূপ যোগী ক্লেশের মাথার উপর বিচরণ করিবেন। ইহা ছত্রের প্রথম গুণ। পুনরায় ছত্র মস্তকের উপরে স্থিত থাকে, এইরূপ যোগী জ্ঞানরূপ স্তম্ভে স্থিত থাকিবেন। ইহা ছত্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ছত্র বায়ু-রৌদ্র-মেঘ-বৃষ্টি নিবারণ করে, এইরূপ যোগী নানাবিধ দৃষ্টি, বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মত রূপ বায়ু, অগ্নি-সন্তাপ, ক্লেশ দৃষ্টি নিবারণ করিবেন। ইহা ছত্রের তৃতীয় গুণ। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

যেমন বিপুল ছত্র স্থির, ছিদ্রহীন যাহা
বায়ু-রৌদ্র মেঘ-বৃষ্টি নিবারণ করে তাহা,
শুচি শীল-ছত্রধারী তথা বুদ্ধের নন্দন
ক্লেশ-বৃষ্টি ত্রিবিধাগ্নি করে থাকে নিবারণ।

ক্ষেত্রের তিন গুণ

ভন্তে, ক্ষেত্রের তিন গুণ কি? মহারাজ, ক্ষেত্র যেমন মাতৃকাযুক্ত হয়, এইরূপ যোগী সুচরিত ব্রত-প্রতিব্রত মাতৃকাযুক্ত হইবেন। ইহা ক্ষেত্রের প্রথম গুণ। পুনরায় ক্ষেত্রের চারিদিকে বাঁধ থাকে, সেই বাঁধের দরুন জল রক্ষা করিয়া ধান্যের পক্বতা সাধন করা হয়। এইরূপ যোগী শ্রামণ্য ক্ষেত্রে শীল ও লজ্জার বাঁধ দিবেন, সেই শীল-লজ্জার বাঁধে শ্রামণ্য ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া চারি শ্রামণ্যফল গ্রহণ করিবেন। ইহা ক্ষেত্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ক্ষেত্র যদি উর্বর হয়, তাহা হইলে অল্পমাত্র বীজ বপিত হইলে বহু ফল প্রদান করত কৃষকের হর্ষোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ যোগী উর্বর ক্ষেত্র তুল্য হইবেন এবং বিপুল ফল দান করিয়া দায়কগণের হর্ষোৎপাদন করিবেন। অল্পমাত্র দানে বহু ফল হয়, বহু দান করিলে বহুতর ফল হয়। ইহা ক্ষেত্রের তৃতীয় গুণ। তাই বিনয়ধর উপালি স্থবির বলিয়াছেন :-

ক্ষেত্র তুল্য হবে যোগীবর, বিপুলদ উর্বর নিয়ত,
যিনি দেন সুবিপুল ফল, ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তিনি অভিহিত।

অগদের দুই গুণ

ভন্তে, অগদের দুই গুণ কি? মহারাজ, অগদে কৃমিসমূহ থাকিতে পারে না। এই প্রকার যোগী চিত্তে ক্লেশ বা তৃষ্ণা থাকিতে দিবেন না। ইহা অগদের প্রথম গুণ। পুনরায় অগদ দষ্ট, স্পৃষ্ট, দৃষ্ট, ভক্ষিত, পীত, খাদিত, স্বাদিত সমস্ত বিষ বিনাশ করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী কামরাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টিরূপ বিষ সমস্ত বিনাশ করিবেন। ইহা অগদের দ্বিতীয় গুণ।

সংস্কার স্বভাব ধর্ম দরশন তরে যোগীজন,
হইবে অগদ তুল্য ক্লেশ-বিষ করি বিনাশন।

ভোজনের তিন গুণ

ভন্তে, ভোজনের তিন গুণ কি? মহারাজ, ভোজন সত্ত্বগণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, এই প্রকার যোগী সত্ত্বগণের মার্গফল লাভার্থ আশ্রয়স্বরূপ হইবেন। ইহা ভোজনের প্রথম গুণ। পুনরায় ভোজন সত্ত্বগণের বল বৃদ্ধি করে, এই প্রকার যোগী সত্ত্বগণের পুণ্য বৃদ্ধি করিবেন। ইহা ভোজনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সত্ত্বগণের একমাত্র প্রার্থীত বস্তু। এই প্রকার যোগী সমস্ত লোকবাসীর প্রার্থনীয় হইবেন। ইহা ভোজনের তৃতীয় গুণ। তাই মহামোগ্গল্লায়ন স্থবির বলিয়াছেন :-

সংযম নিয়মে আর শীল প্রতিপত্তি আদি গুণে,
প্রার্থনীয় হবে যোগী কাম রূপ অরূপ ভুবনে।

ধানুকীর চারি গুণ

ভন্তে, ধানুকীর চারি গুণ কি? মহারাজ, ধানুকী শরপাত সময়ে উভয়পদ পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত করে, জানু বিকল করে না, শরকলাপ কটির সন্ধিস্থানে স্থাপন করে, শরীর সুদৃঢ় করে, দুই হস্ত সন্ধিস্থানে আরোপিত করে, মুষ্টি নিষ্পীড়ন করে, অঙ্গুলি ঠিকভাবে রাখে, গ্রীবা স্থির করে, চক্ষু, মুখ বদ্ধ করে, নিমিত্ত ঋজু করে, বিদ্ধ করিবার কামনায় উৎফুল্ল হয়, এই প্রকার যোগী শীল পৃথিবীতে বীর্য-চরণ প্রতিষ্ঠাপন করিবেন,

ক্ষান্তিশীলতার বিকলতা করিবেন না, সংযমে চিত্ত স্থাপন করিবেন, সংযম নিয়মে দেহ রক্ষা করিবেন, ইচ্ছা মূর্ছাকে নিষ্পীড়ন করিবেন, চিত্তে নিত্য জ্ঞানাভিনিবেশ আনয়ন করিবেন, বীর্য ধারণ করিবেন, ছয়দ্বার বদ্ধ করিবেন, স্মৃতি উপস্থাপন করিবেন, জ্ঞানতীর দ্বারা সমস্ত ক্লেশকে বিদ্ধ করিব বলিয়া হর্ষ উৎপাদন করিবেন। ইহা ধানুকীর প্রথম গুণ। পুনরায় ধানুকী আঢ়ক (দুইটি চিবাইবার শলাকা যন্ত্র) রাখিবেন, বক্র-কুটিল তীরকে সোজা করিবার জন্য। এই প্রকার যোগী এই দেহে বক্র-কুটিল, চিত্তকে সোজা করিবার জন্য স্মৃতি-প্রস্থানরূপ 'আঢ়ক' ধারণ করিবেন। ইহা ধানুকীর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ধানুকী লক্ষ্য স্থির করে, এই প্রকার যোগী এই দেহে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম রোগ-গণ্ড-শল্য-আবাধ, বিঘ্ন, উপদ্রব, ভয়, উপসর্গ, সচল, প্রভগ্ন, অধ্রুব, অত্রাণ, অলেণ, অশরণ, অশরণীভূত, রিক্ত, শূন্য, দোষ, অসার, পাপমূল, বধক, সাসব, সঙ্খত, জন্মধর্ম, জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম, মরণধর্ম, শোকধর্ম, পরিদেবন-ধর্ম, উপায়াস-ধর্ম, সংক্লেশ-ধর্ম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিবেন। এই প্রকারে মহারাজ, যোগী কায়ার মধ্যে এইগুলির প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহা ধানুকীর তৃতীয় গুণ। পুনরায় ধানুকী সায়ং-প্রাতে লক্ষ্য করে, এই প্রকার যোগী সায়ং-প্রাতঃ 'আরম্মণের' প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহা ধানুকীর চতুর্থ গুণ। তাই মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির বলিয়াছেন :-

সায়ং প্রাতঃ ধানুকীরা লক্ষ্য স্থির রাখে সদা,
লক্ষ্য বাদ নাহি দিয়া বেতন লভয়ে তদা।
কায়াস্মৃতি ভাবি তথা, যথা আছে বুদ্ধ-সুত,
না দিয়া ভাবনা বাদ ফল লভে অরহত্ব।

রাজার চারিগুণ*

উপমা কথা-প্রশ্ন সমাপ্ত।

****

* রাজার গুণ হইতে ভ্রমরের গুণ পর্যন্ড় ৩৮টি উপমার কথা মূল গ্রন্থে নাই। কি কারণে ৩৮টি উপমা বাদ পড়িয়াছে, তাহা জানা যায় না।

উপসংহার

এই ষড়বিধ কাণ্ডে দ্বাবিংশতি বর্গ প্রতিমণ্ডিত ও ২৬২টি প্রশ্ন এই পুস্তকে আগত। অনাগত ৪২টি প্রশ্ন এই পুস্তকে গৃহীত। আগত-অনাগত সমস্ত প্রশ্ন সমষ্টি ৩০৪টি। এই সমস্ত মিলিন্দ-প্রশ্ন নামে কথিত হয়।

মিলিন্দরাজ ও নাগসেন স্থবিরের প্রশ্নোত্তর অবসানে ৮৪ লক্ষ যোজন গভীর মহাপৃথিবী জলের চরম সীমা পর্যন্ত ছয়ভাগে কম্পিত হইয়াছিল। বিদ্যুল্লতা নিসৃতঃ হইয়াছিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাব্রহ্মা সাধুবাদ দিয়াছিলেন। মহাসমুদ্র কুক্ষিতে মেঘ নির্ঘোষ তুল্য মহাশব্দ হইয়াছিল, সপরিষদ রাজা মিলিন্দ শিরে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিয়াছিলেন।

প্রমোদিত ও সুমথিত-মান-হৃদয় মিলিন্দরাজ বুদ্ধ-শাসনে সারমতি হইলেন, রত্নত্রয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া স্থবিরের গুণ, প্রব্রজ্যা, প্রতিপদা ও ইর্যাপথে অতিশয় প্রসন্ন, বিশ্বস্ত, নিরালয়, নিহত-মান-দর্প ও উদ্ধৃত-দন্ত ভূজঙ্গেন্দ্র তুল্য হইয়া বলিলেন—সাধু সাধু ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধজ্ঞানগোচর প্রশ্নের আপনি উত্তর প্রদান করিলেন। এই বুদ্ধ-শাসনে ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত স্থবির ব্যতীত অন্য কেহ আপনার ন্যায় প্রশ্নোত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না। ভন্তে, নাগসেন, আমার দোষ, আমার অন্যায় বা অপরাধ ক্ষমা করুন। ভন্তে, নাগসেন, আজ হইতে জীবনের চরমসীমা পর্যন্ত ত্রিরত্নের শরণাগত হইতেছি, আমাকে উপাসক বলিয়া ধারণা করুন।

তখন রাজা বলকায় সহিত নাগসেন স্থবিরের সেবা করিতে লাগিলেন এবং মিলিন্দ-বিহার নির্মাণ করিয়া স্থবিরকে চারি প্রত্যয় চীবর, পিণ্ড, বাসভবন, ঔষধ সহিত অর্পণ করিলেন। তৎপর কোটিশত ক্ষীণাসব ভিক্ষু সহিত নাগসেন স্থবিরের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। পুনরায় স্থবিরের প্রজ্ঞায় প্রসন্ন হইয়া পুত্র হস্তে রাজত্ব সমর্পণ করতঃ আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বিদর্শন ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অরহত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। সেই কারণে কথিত হইয়াছে :-

প্রজ্ঞা প্রশংসিত লোকে এই ধর্ম-কথা
সদ্ধর্ম স্থিতির তরে হয়েছে বর্ণিত।
প্রজ্ঞাবলে বিমতির করিয়া উচ্ছেদ

শান্তি লাভ করে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যেই স্কন্ধে স্থিতা প্রজ্ঞা, স্মৃতির পূর্ণতা
যেথা সদা বিদ্যমান, তিনিই জগতে
পূজনীয় শ্রেষ্ঠ অতি, তিনি অনুত্তর;
সে কারণে সুপণ্ডিত আত্মার্থ হেরিয়া
প্রজ্ঞাবানে কর পূজা; যথা–চৈত্য পূজে।

ইতি–মিলিন্দ ও নাগসেনের
প্রশ্নোত্তর প্রকরণ,
সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

অলকমন্দা– বৈশ্রবন দেবরাজের রাজধানী।

উত্তর কুরু– সাধারণের এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভূভাগকে জম্বুদ্বীপ বলে। ইহা ব্যতীত আরও ৩টি মহাদ্বীপ আছে, উত্তরকুরু, পূর্ব-বিদেহ ও অপর-গোয়ান।

বুদ্ধান্তর কল্প– একবুদ্ধের পরিনির্বাণ হইতে অপর বুদ্ধের উৎপত্তি কাল পর্যন্ত সময়কে বুদ্ধান্তর কল্প বলে।

যুগন্ধর– সিনেরু পর্বত হইতে ক্রম নিু হইয়া ৭টি পর্বত শ্রেণী উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ট পর্বতটির নাম যুগন্ধর পর্বত।

তাবতিংস– সিনেরু পর্বতের উপরিস্থিত, ১০ হাজার যোজন বিস্তৃত, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীকে তাবতিংস পুরী বলে। তদ্ব্যতীত তাবতিংস স্বর্গ নামে শত শত আকাশ বিমানও বিদ্যমান আছে।

ধর্মচক্ষু– স্রোতাপত্তি মার্গকে ধর্ম চক্ষু বলে, কেননা উহার দ্বারাই সর্বপ্রথম নির্বাণ দৃষ্ট হয়।

পটিসম্ভিদা– পটিসম্ভিদা চারি প্রকার;–(১) অত্থ পটিসম্ভিদা, (২) ধম্ম পটিসম্ভিদা, (৩) নিরুত্তি পটিসম্ভিদা ও (৪) পটিভান পটিসম্ভিদা। নানা অর্থে জ্ঞান–অর্থ প্রতিসম্ভিদা, নানা ধর্মে জ্ঞান–ধর্ম প্রতিসম্ভিদা, নানা ভাষা ব্যাকরণে জ্ঞান–নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, উক্ত জ্ঞানত্রয়ে আরও অভিজ্ঞতা প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা।

ধর্মাববোধ– একই ক্ষণে চতুরার্যসত্যে জ্ঞান লাভকে ধর্মাভিসময় বা ধর্মাববোধ বলে, উহাই স্রোতাপত্তি মার্গ নামে অভিহিত।

পঞ্চ আনন্তরীয় কর্ম– মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অরহৎ হত্যা, বুদ্ধের চরণ হইতে রক্তপাত ও সঙ্ঘ-ভেদ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়– শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল যখন অন্যান্য ধর্মের উপর আধিপত্য করে, অর্থাৎ প্রধানভাবে গৌরব সহকারে ভাবিত হয়, তখন ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে।

পঞ্চবল– ঐ পাঁচটি যখন স্থির, অকম্পিত ভাব ধারণ করে, তখন উহাদিগকে পঞ্চবল বলে।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ– স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটির নাম সপ্ত বোধ্যঙ্গ।

চারি মার্গ– স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহৎ মার্গ।

চারিস্মৃত্যুপস্থান– (১) দেহের স্বভাবের উপর স্মৃতি স্থাপন। (২) সুখ দুঃখাদি অনুভূতির উপর স্মৃতি স্থাপন। (৩) পাপাক্রান্ত বা নিষ্পাপ চিত্তের উপর স্মৃতি স্থাপন এবং (৪) কুশলাকুশল ও অপ্রকাশিত ধর্মের উপর স্মৃতি স্থাপন।

চারি সম্যক্ চেষ্টা– অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপত্তির চেষ্টা উৎপন্ন অকুশলের পরিত্যাগের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের চেষ্টা ও উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা।

চারি ঋদ্ধিপাদ– ছন্দ বা ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্যযুক্ত ঋদ্ধি, বীর্যের প্রাধান্যযুক্ত ঋদ্ধি, চিত্তে প্রাধান্যযুক্ত করিয়া ঋদ্ধি ও মীমাংসার প্রাধান্যযুক্ত ঋদ্ধি।

চারি ধ্যান– প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান।

অষ্ট বিমোক্ষ– (১) রূপী রূপ সকল দেখে। (২) আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া বাহ্যিক রূপ সকল দেখে। (৩) শুভ বলিয়া নির্ধারণ করে। (৪) সর্বতোভাবে রূপ সংজ্ঞা বিগত, প্রতিঘ সংজ্ঞা নিরুদ্ধ ও নানত্ত সংজ্ঞা অচিন্তিত হয় এবং 'অনন্ত আকাশ' এই ভাবনায় আকাশানন্তায়তন ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। (৫) আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানন্তায়তন। (৬) বিজ্ঞানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া অকিঞ্চন্যায়তন। (৭) অকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া নেবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা। (৮) নেবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি লাভ করে। এই আটটিকে অষ্ট বিমোক্ষ বলে।

চারি সমাধি– চারি ধ্যান, আলোক সংজ্ঞা, বেদনা সংজ্ঞা ও বিতর্কের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উদয় ব্যয়ানুদর্শনে জ্ঞান, এই চারিটিকে চারি সমাধি বলে।

অষ্ট-সমাপত্তি– চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যানকে অষ্ট-সমাপত্তি বলে।

প্রাতিমোক্ষ– যে পালন করে তাহাকে দুঃখ হইতে মোচন করে বলিয়া ভিক্ষুগণের শীল-সংগৃহীত পুস্তকের নাম প্রাতিমোক্ষ।

পঞ্চ নীবরণ– কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ বা ক্রোধ, তন্দ্রালস্য, ঔদ্ধত্যানুশোচনা ও সন্দেহ।

শমথ– পাপ উপশম করে বলিয়া ৪০ প্রকার কর্মস্থান ভাবনার নাম শমথ ভাবনা।

বিদর্শন– অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মা এই ত্রিবিধ লক্ষণ বিবিধাকারে দর্শন করা হয়, বিশেষভাবে দর্শন করা হয় বলিয়া উহাদের নাম বিদর্শন।

বিদ্যা– পূর্বানিবাসানুস্মৃতি, দিব্যচক্ষু ও আসবক্ষয় জ্ঞান; ইহাদের নাম বিদ্যা।

বিমুক্তি– চিত্ত পাপ হইতে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হইলে বিমুক্তি লাভ হয়।

গৃহজাত আনন্দ ৬টি– রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সংযোগে কামজনিত আনন্দের নাম গৃহজাত আনন্দ।

গৃহজাত নিরানন্দ ৬টি– ঐ ৬টির বিরুদ্ধ সংযোগের নাম গৃহজাত নিরানন্দ।

নৈষ্ক্রম্যজাত আনন্দ ৬টি– ঐ ৬টি আরম্মণ করিয়া নৈষ্ক্রম্যরস উদ্ভাবনের নাম নৈষ্ক্রম্যজাত ছয় আনন্দ।

নৈষ্ক্রম্যজাত নিরানন্দ ৬টি– ঐ সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া নির্বাণপরায়ণ হওয়ার নাম নৈষ্ক্রম্যজাত নিরানন্দ।

গৃহজাত উপেক্ষা ৬টি– ঐ ষড়বিষয়ে জ্ঞানবিরহিত উপেক্ষার নাম গৃহজাত উপেক্ষা।

নৈষ্ক্রম্যজাত উপেক্ষা ৬টি– ঐ ষড়বিষয়ে জ্ঞানযুক্ত উপেক্ষার নাম নৈষ্ক্রম্যজাত উপেক্ষা।

১০৮টি বেদনা– উক্ত ষড় বিষয় সংযোগে ছয়টি সুখ, ছয়টি দুঃখ ও ছয়টি উপেক্ষা এই ১৮টি বেদনা। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ৩৬টি, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে ১০৮টি বেদনা।

পঞ্চায়তন– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায়ায়তন।

কূটাগার– চূড়া শোভিত গৃহ।

পঞ্চস্থানে– কাম, ক্রোধ, সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ ও হীন-শীলব্রত কামনাবিহীন স্থানে।

পঞ্চসংযোজন– কাম ক্রোধাদি ঐ পাঁচটিকে পঞ্চ সংযোজন বলে।

দশস্থানে– ঐ পাঁচটিসহ রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এই দশ সংযোজনবিহীন স্থানে।

চারি বৈশারদ্য– (১) ভগবান সম্যকরূপে সম্বুদ্ধ। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা মার বা ব্রহ্মার অথবা অপর কাহারও মধ্যে কেহ যে দেখাইতে পারিবে, অমুক বিষয় আপনি জানেন না তাহা সম্ভব নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। (২) ভগবান ক্ষীণাসব। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা বা অপর সকলের মধ্যে কেহ যে দেখাইতে পারিবে–আপনার অমুক আসব ক্ষয় হয় নাই বা অমুক পাপ পরিত্যক্ত হয় নাই–তাহা সম্ভব নহে, কেননা তাহার হেতু বিদ্যমান নাই। (৩) ভগবান অহিতকর দুঃখপ্রদ ধর্ম সকল দেখাইয়াছেন, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা বা অপর কাহারও মধ্যে কোন কেহ যে বলিতে পারিবে–আপনি যে সকল ধর্মকে অহিতকর বলিতেছেন তাহা অহিতকর নহে–উহা কখনও সম্ভব নহে, কেননা তাহার কারণ বিদ্যমান নাই। (৪) ভগবান দুঃখক্ষয়কর সুখপ্রদ ধর্ম সকল দেখাইয়াছেন–কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা বা অপর কাহারও মধ্যে কোন যে কেহ বলিতে পারিবে–আপনি যে সকল ধর্ম দুঃখক্ষয়কর বলিতেছেন তাহা সেইরূপ নহে–উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা উহার কারণ বিদ্যমান নাই।

আঠার প্রকার বুদ্ধ ধর্ম–ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান, সেই জ্ঞানত্রয়মণ্ডিত ভগবানের কায়মনোবাক্যে জ্ঞানযুক্ত কার্য, সেই ষড় জ্ঞানালঙ্কৃত ভগবানের ছন্দ, বীর্য, ধর্মদেশনা, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির হানি নাই। এই দ্বাদশ প্রকার ধর্ম বিভূষিত ভগবানের কৌতুক, বৃথাবাক্য, ভগ্নোৎসাহ, অতিবেগ, মান বা জ্ঞান বিবর্জিত উপেক্ষা নাই। এই আঠার প্রকার ধর্মগুণযুক্ত ভগবানকে সদেব নর মার লোকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না। সকল বুদ্ধগণ এই আঠার প্রকার ধর্মের দ্বারা অজেয় অপরাজিত হন, তাই ইহাদিগকে অষ্টাদশ প্রকার বুদ্ধধর্ম বলে। ইহাদের অপর নাম আবেণিক গুণ।

দশবল– কারণাকারণ জ্ঞানবল, ত্রৈকালিক কর্ম-বিপাকে জ্ঞানবল, সর্বত্র গামিনী প্রতিপদা বা আচরণে জ্ঞানবল, সত্ত্বগণের চিত্তাচারে জ্ঞান, সত্ত্বগণের অভিপ্রায়ে জ্ঞান, ধ্যান সকলের হীনতা ও উৎকৃষ্টতায় জ্ঞান, পূর্ব নিবাস জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞানবল।

যমক প্রাতিহার্য– যমকভাবে বিসাদৃশ্য অগ্নি জল যেই ঋদ্ধিরদ্বারা শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে নির্গত হইয়া দশ সহস্র চক্রবাল প্রান্তে পতিত হয় ও তথা হইতে আবার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার নাম যমক প্রাতিহার্য।

অধিগম– মার্গফল লাভ।

অসদিস দান– তুলনাবিহীন দান।

প্রতিপত্তি ধর্ম– যথাধর্মাচরণীয় নীতি।

অধিশীল– আধ্যাত্মিক শীল সংযম।

অধিচিত্ত– আধ্যাত্মিক চিত্ত সংযম বা সমাধি।

অধিপ্রজ্ঞা– বিদর্শন জ্ঞান।

চারিত্র– অনুজ্ঞাত শীল সকল আচরণ।

বারিত্র– নিবারিত শীল লঙ্ঘন হইতে নিবৃত্তি।

আয়ুকল্প– নরগণের যখন যতদূর আয়ু বর্তমান থাকে, তখন উহা আয়ুকল্প নামে অভিহিত হয়।

শিক্ষাপদ– শিক্ষনীয় বিষয় বলিয়া শীলসমূহের নাম শিক্ষাপদ।

দুক্কট– অন্যায়কৃত অপরাধ।

দুব্ভাসিত– অন্যায়-ভাষিত অপরাধ।

নয়টি আনুপূর্বিক বিহার– চারি রূপাবচর ধ্যান, চারি অরূপাবচর ধ্যান ও নিরোধ সমাপত্তি।

কাণা কচ্ছপের উপমা– দীর্ঘকাল পরে উত্থান শীল সমুদ্রস্থিত কাণা কচ্ছপের চক্ষুর সহিত একটি ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ছিদ্রের মিলন যেরূপ অসম্ভব, মনুষ্য জন্ম লাভও তদ্রূপ অসম্ভব, তদ্রূপ দুর্লভ।

সৎকায় দৃষ্টি– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের যে কোনটিকে আত্মা মনে করা বা আত্মার মনে করা অথবা আত্মাতে ঐ সকল অবস্থিত বলিয়া মনে করার নাম সৎকায় দৃষ্টি।

নিষ্প্রপঞ্চ– প্রপঞ্চ তিন প্রকার–তৃষ্ণাপ্রপঞ্চ, দৃষ্টিপ্রপঞ্চ ও মান প্রপঞ্চ। যেখানে তৃষ্ণা দৃষ্টি ও মান নাই, সেই নির্বাণকে নিষ্প্রপঞ্চ বলে।

অসংখত– অকৃত, যাহা কাহারও দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই।

প্রজ্ঞাপ্ত– বিজ্ঞাপিত।

ছয় অসাধারণ জ্ঞান– সত্ত্বগণের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান, সত্ত্বগণের তীক্ষ্ণ, মৃদু শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞান, মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান, যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও অনাবরণ জ্ঞান।

চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান– দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান, অর্থ প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ধর্ম প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, সত্ত্বগণের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান (অনুশয়–কামরাগাদি সপ্ত অনুশয়ে জ্ঞান, এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত জানিতে হইলে প্রতিসম্ভিদা মার্গ ১০০পৃঃ হইতে দ্রষ্টব্য) সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান, মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান, যমক প্রতিহার্য জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও অনাবরণ জ্ঞান।

প্রাতিহার্য– অশ্রদ্ধা সন্দেহ সম্মোহাভিনিবেশ, প্রতিহরণ করে বলিয়া আশ্চর্য প্রদর্শনীর প্রতিহার্য।

ধর্মাভিসময়– দুঃখ সত্যের অভিজ্ঞা ও পরিজ্ঞা, সমুদয় সত্যের পরিত্যাগ নিরোধ সত্যের সাক্ষাৎকার ও মার্গ সত্যের ভাবনাভিসময়ের দ্বারা অপূর্ব অপশ্চাৎ একই ক্ষণে অভিসময় বা বিশেষভাবে বহু চতুরার্য সত্য ধর্মের জ্ঞান হয়, তাই স্রোতাপত্তি মার্গকে ধর্মাভিসময় বলে।

মিথ্যা দৃষ্টি– কর্ম কর্মফল বিশ্বাস না করা এবং চতুরার্য সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ধারণার নাম মিথ্যাদৃষ্টি, ইহা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পাপ। কল্প ধ্বংসের সময় কীট পিপীলিকা পর্যন্ত মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে যায়, কিন্তু নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিরা নিরয়ানলে জ্বলিতে থাকে।

সর্বক্লেশ– বাংলায় ক্লেশ শব্দের অর্থ কষ্ট। পালিতে কারণ উপাচারের দ্বারা যাহারা ক্লেশ প্রদান করে তাহাদিগকেও ক্লেশ বা 'কিলেসা' বলা হয়। সর্বক্লেশ=সমস্ত দশবিধ ক্লেশ। দশবিধ ক্লেশ যথা–লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা।

প্রবর্ত– প্রবর্তিত বা চলিত হয় বলিয়া ভবচক্রকে প্রবর্ত বলে।

অপ্রবর্ত– নির্বাণে প্রবর্তিত হয় না বলিয়া নির্বাণের নাম অপ্রবর্ত।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ– সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

অভ্যবকাশিক– যাঁহারা আচ্ছাদনবিহীন মুক্ত স্থানে বাস করিবার ধুতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করেন।

নৈষদ্যিক– যাঁহারা শয়ন না করিয়া উপবেশনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিবার ধুতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করেন।

ত্রিবিদ্য– যাঁহারা পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান ও আস্রবক্ষয় জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছেন।

ষড়াভিজ্ঞ– যাঁহারা ছয় প্রকারের অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। ছয় প্রকারের অভিজ্ঞা যথা-পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধি ও আসবক্ষয় জ্ঞান।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

****